INDEX

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Monday, July 3, 1972.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Monday, the 3rd July, 1972 at 3 P. M.

PRESENT

Mr. Speaker (Shri Manindra Lal Bhowmick) in the Chair, Chief Minister, four Ministers, three Deputy Ministers, Deputy Speaker and 46 Members.

Mr. Speaker—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned.

STARRED QUESTIONS

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের লিষ্ট অব বিজ্‌নেস তো দেওয়া হয় নাই ?

মিঃ স্পীকার—দেওয়া হয়েছে তো।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার—কোয়েশ্চান নাম্বার—১৩৩

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৩৩, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বি, এড ট্রেনিং নির্বাচনের ভিত্তি কি ?	বি, এড ট্রেনিং-এর জন্য শিক্ষক নির্বাচনের নীতি এইরূপ :— ট্রেনিং কলেজগুলিতে প্রাপ্ত আসন সংখ্যার ৫০ শতাংশ আন-ট্রেইণ্ড ও যান্মাসিক স্নাতক শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্য হইতে মাধ্যমিক স্তরে তাহাদের চাকুরীর সিনিয়রিটির ভিত্তিতে পূরণ করা হয় এবং অবশিষ্ট ৫০ শতাংশ আসন মাধ্যমিক স্তরে নিযুক্ত

	আনট্রেইণ্ড শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্য হইতে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে পূরণ করা হয়।
২। ইহা কি সত্য যে সিনিয়র স্নাতক শিক্ষকদের সুযোগ না দিয়ে অপেক্ষাকৃত জুনিয়র ষান্মাসিক স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের ট্রেনিং-এর সুযোগ দেওয়া হয়েছে?	না।
৩। যদি তা হয়, তবে এই বৈষম্যের কারণ কি?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, নিশ্চয় জানেন যে ট্রেনিং প্রাপ্তির পর তাদের ইনক্রিমেণ্ট দেওয়া হয়। যদি তা হয় তাহলে সিনিয়রিটি অনেক সময় থাকে না। কাজেই সিনিয়রিটিকে কেন অগ্রাধিকার দেওয়া হয় না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা বোধহয় এর সঙ্গে রিলেটেড নয়।

শ্রীঅনিল সরকার—স্যার, এটা আমার প্রশ্নের সঙ্গে খুব বেশী রিলেটেড।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—স্যার, আমি বললাম তো যে নিয়ম আছে, সেটার কথা।

শ্রীঅনিল সরকার—সিনিয়রিটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত কিনা, এই বিষয়ে আপনি কি ভাবেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এটা তো গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত, আমি ব্যক্তিগতভাবে কি বিবেচনা করি সেই প্রশ্ন এখানে উঠে না।

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ইনক্রিমেণ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে এই ট্রেনিং বারটা তুলে দেওয়া হয়েছে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার.........

মিঃ স্পীকার—It is not related to this question,

শ্রীঅনিল সরকার—এই trainingটা তুলে দেওয়ার ব্যাপারে এই সরকার কি ভাবেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এটাও এই সম্পর্কে রিলেটেড নয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—সিনিয়রিটি ভিত্তিতে যে ট্রেনিংয়ে পাঠানো হয় বি, এড, ট্রেনিংয়ে এটা কি তাদের সার্ভিসের সিনিয়রিটি না যে যেই সনে পাশ করেছে সেই থেকে সিনিয়রিটি ধরা হয়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এটা সার্ভিসের সিনিয়রিটি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি

শ্রীকালীপদ বানার্জি—প্রশ্ন নং ৩১১

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্ন নং ৩১১

Starred Question No. 371.

By—Sri Kalipada Banerjee.

প্রশ্ন

১। ১লা জানুয়ারী '৭২ হইতে ১লা মে '৭২ পর্যান্ত শিক্ষা দপ্তরের কতজন কর্মচারী (গেজেটেড ও নন্ গেজেটেড) চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিয়াছিলেন?

২। কতজনকে মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া হইয়াছে?

উত্তর

১। ঐ সময়ে ১৮ জন নন্-গেজেটেড কর্মচারী চাকুরীতে মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। কোন গেজেটেড কর্মচারী এইরূপ আবেদন করেন নাই।

২। কাহাকেও না।

শ্রীকালীপদ বানার্জি—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কাউকে কি মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া হয়েছে বলেছেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—দেওয়া হয় নাই।

শ্রীকালীপদ বানার্জি—কেউ বৃদ্ধির সুযোগ পায় নাই?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ পায় নাই।

শ্রীকালীপদ বানার্জি—মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ না পাওয়ার কারণ কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—গভর্ণমেন্টের পলিসি হয়েছে মেয়াদ বৃদ্ধি করা হবে না।

শ্রীকালীপদ বানার্জি—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন একজন প্রাইমারী শিক্ষক আর তিন মাস যদি extension পেতেন তাহলে তিনি পেন্সনের সুযোগ পেতেন এই রকম ক্ষেত্রে কোন শিক্ষক বা কর্মচারীর চাকুরীর দরখাস্ত বাতিল করা হয়েছে কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—Particular case যদি থাকে তাহলে বিবেচনা করা যায় কি না সেটা ভেবে দেখা যাবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—উদ্বাস্তু শিক্ষকদের চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ ৫৮ বছরের পরেও হতে পারে এটা মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারি নাই।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—১৯৭০-৭১ পর্য্যন্ত উদ্বাস্তু শিক্ষকদের যারা শিক্ষা বিভাগে কাজ করতেন তাদের বয়সের সীমা ৫৮ হওয়ার পরে আরও ২ বছর চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ পেতেন সেটি মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই সম্পর্কে পৃথকভাবে প্রশ্ন করা দরকার মাননীয় স্পীকার স্যার।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—এই সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ ছিল উদ্বাস্তু শিক্ষকদের ৬০ বছর বয়স পর্য্যন্ত চাকুরীর সুযোগ দিতে হবে ইহা মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এখানে যে প্রশ্ন করা হয়েছে তার উত্তর আমি দিয়ে দিয়েছি যদি আর

কোন প্রশ্ন থাকে তাহলে সেই সম্পর্কে সেপারেট প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দিতে পারি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—উদ্‌বাস্তু শিক্ষকদের ক্ষেত্রে চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়ার কথা বিবেচনা করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে specified question করা হয়েছে যে ১.১.'৭২ হইতে ১.৫.'৭২ ইং পর্য্যন্ত কাউকে চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া হয়েছে কি না এবং সেই সম্পর্কে উত্তর দেওয়া হয়েছে বলেই আমার ধারণা সেই সম্পর্কে আর কিছু প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—প্রশ্নটা শিক্ষকদের সম্পর্কে এর মধ্যে উদ্‌বাস্তু শিক্ষকও আছে তাদের কথা মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করবেন কি না এই হল আমার কথা।

মিঃ স্পীকার—বিবেচনা করবেন কিনা এই কথা উনি বলছেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই সম্পর্কে সেপারেট প্রশ্ন হলে তখন এই সম্পর্কে বলব।

শ্রীকালীপদ বানার্জি—১৮ জন নন-গেজেটেড এমপ্লয়ীর যারা দরখাস্ত করেছিল তাদের মধ্যে শিক্ষক এবং অ-শিক্ষক তাদের সংখ্যা কত ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এর মধ্যে সবাই শিক্ষক একজন মাত্র establishmentএ আছেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করছেন কি এই ভয়াবহ বেকার সমস্যা অনুভব করে চাকুরীতে রিটায়ারমেন্টের পরে একমাত্র টেকনিক্যাল এমপ্লয়ী ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে এ্যাক্সটেনশান দেওয়া উচিত নয় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—গভর্ণমেন্ট এই সম্পর্কে সচেতন বলে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশ্নটি এইভাবে দেখা হচ্ছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—তাহলে আমরা কি ধরে নিতে পারি ভবিষ্যতে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে বেকারদের চাকুরীতে নিয়োগ করা হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—আগেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে public interest রক্ষা হতে পারে এ ছাড়া সাধারণভাবে দেওয়া হবে না।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—কোন কোন শিক্ষক অ্যাফিডেভিট দিয়ে তাদের বয়সের সীমা কমিয়ে দিয়েছেন, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি ?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য মূল প্রশ্নের সঙ্গে এর কোন সঙ্গতি নেই।

শ্রীকালীপদ বানার্জি—যে ১৭ জন শিক্ষক এ্যাক্সটেনশানের জন্য দরখাস্ত করেছিল এবং যেগুলি বিবেচনা করা হচ্ছে এই ১৭ জন শিক্ষক কি পেনসান পাবেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—যারা উপযুক্ত তারাই পাবেন।

শ্রীকালীপদ বানার্জি—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কোন তথ্য আছে কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্নটা ছিল চাকুরীর মেয়াদ বৃদ্ধির সম্পর্কে এখন যে প্রশ্ন করা হয়েছে এই উত্তর পেতে হলে সেপারেট প্রশ্ন করতে হবে।

শ্রীকালীপদ বানার্জি—এটা সেপারেট নয় স্যার, আমার নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য ছিল। ১১ জন কি ৫ জন সেটা জানাই বড় কথা নয়, একজন সরকারী শিক্ষক যদি ৬ মাসের এ্যাক্সটেনশান পেতেন তাহলে একজন শিক্ষক পেনসান পেতেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনিও নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন। ১১ জন শিক্ষক সম্পর্কে আলোচনার প্রশ্ন নয়, এই ১১ জনের কি গতি হয়, তারা পেনসান পাবেন কিনা আমার মনে হয় এটা প্রশ্নের সঙ্গে রিলেটেড ....

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা প্রশ্ন না হয়ে বক্তৃতার মত হয়ে যাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার—প্রশ্নটাকে উনি ব্যাখ্যা করে বলছেন।

শ্রীকালীপদ বানার্জি—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি তো এটাকে বক্তৃতা মনে করছেন না।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবাজুবন রিয়াং।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮০।

শ্রীএস, সেনগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৮০ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে জলাইয়াতে সোসিয়েল এডুকেশন ওয়ার্কার নিযুক্ত আছেন, ছাত্রও আছে যথেষ্ট, অথচ ঘর নেই ?	হ্যাঁ।
২। যদি সত্য হইয়া থাকে তবে জলাইয়াতে কত বৎসর ধরে সোসিয়েল এডুকেশন ওয়ার্কার আছেন ও কত বৎসর ধরে ঘর নেই ?	বর্তমান সমাজ শিক্ষা কর্মী গত পাঁচ বৎসর দশ মাস যাবত এ কেন্দ্রে আছেন।
৩। জলাইয়াতে সোসিয়েল এডুকেশন সেন্টার খোলার পর থেকে আজ পর্যন্ত কতজন বয়স্ক লোক তথায় নাম দস্তখত শিখেছেন ?	১৫ জন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে উপরোক্ত সোশ্যাল এডুকেশন ওয়ার্কার মহাশয় কাজ না করে বেতন পাচ্ছেন ?

শ্রীএস, সেনগুপ্ত—কাজ না করে বেতন পাচ্ছেন কিনা সেই ইনফরমেশন আমার কাছে নেই, তবে কাজ করা হচ্ছে এবং ১৬ জন ছাত্র সেই সেন্টারে আছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর নিজেই বলছেন যে ঘর নাই, ছাত্ররা কোথায় বসে পড়ে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, সোশ্যাল এডুকেশান সেন্টার যেটা, সেটা সাধারণতঃ গ্রামবাসীদের দ্বারা তৈরী হয়ে থাকে, যদি তা না করা হয়, তাহলে পরে— পার্টিকুলারলী যে এরিয়ার কথা বলা হচ্ছে সেখানটায় অমরপুর প্রজেক্ট এক্‌জিকিউটিভ অফিসারের আণ্ডারে এবং তিনি ব্লকের একটা ঘরে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, সেখানে ক্লাশ হয়।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—সেই ঘর কোন্ জায়গায়, কোন পাড়ায় কোন গ্রামে মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রজেক্ট এক্‌জিকিউটিভ অফিসার একটা জায়গা দিয়েছেন, সেখানে কাজ হচ্ছে, আমাদের কাছে যে রিপোর্ট আছে, সে অনুযায়ী সেখানে ১৬ জন ছাত্র এখন আছে।

শ্রীকালীপদ বানার্জি—ঘরের জন্য ক্লাশ করার অসুবিধা হচ্ছে না, কারণ ঘর সেখানে আছে, প্রজেক্ট অফিসার যদি ঘর দিয়ে থাকেন, তাহলে ঘর আছে, তবে ঘর নাই উত্তরে বলা হল কেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—গ্রামবাসীরা সাধারণতঃ ঘর করে দেন এবং তাতে ক্লাশ হয়। কিন্তু সেখানে ঘর নেই বলে ক্লাশ করার যাতে অসুবিধা না হয়, তার জন্য প্রজেক্ট অফিসার সেখানে একটা ঘর দিয়েছেন, কিন্তু সেন্টার হিসাবে যে ঘর, প্রশ্ন কর্তার যে প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য ছিল সেইভাবে কোন ঘর নেই।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তরে বলেছেন যে গত পাঁচ বছর'এ মাত্র ৭৫ জন দস্তখত দিতে শিখেছে, এটার থেকে আমরা কি এটা ধরে নিতে পারি যে সোশ্যাল ওয়ার্কারের কর্ম ক্ষমতা কম অথবা সরকার থেকে কাজ করাতে পারেন নাই?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য'এর সংগে আমি একমত তার রেজাল্ট খুব ভাল নয় এবং সেই সম্পর্কে নিশ্চয় দেখা হবে।

শ্রীকালীপদ বানার্জি—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এটা স্বীকার করবেন যে এটা সুপারভিশনের ত্রুটি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—কি কারণে হচ্ছে, সেটা খোঁজ না করে বলা যাবে না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় খোঁজ নিয়ে দেখেছেন কি গত পাঁচ বছরে প্রত্যেকটি ক্লাশ চলেছিল কি না, না মাত্র একমাস ক্লাশ চলেছিল?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—রেজাল্ট খুব আকর্ষণীয় নয় আমি আগেই বলেছি এর মধ্যে মনে রাখার মত কিছু নেই, এই জন্যই বলা হয়েছে এটার সম্পর্কে বিশেষভাবে খোঁজ করা হবে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন, এটা সরকারের গাফিলতির জন্য হচ্ছে এবং এই সম্পর্কে অবিলম্বে তদন্ত করবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আর কোন প্রশ্ন হতে পারে বলে আমার ধারণা নেই, যেহেতু আমি খোঁজ করে দেখব বলেছি।

মিঃ স্পীকার—হি হ্যাজ গিভন এ্যাসুরেন্স টু দি হাউস দ্যাট হি উইল এনকোয়ের ইন টু দি ম্যাটার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—এটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ঘরটি জনসাধারণকে করে দিতে হয়, এতে সরকারের কোন কন্ট্রিবিউশন থাকে কি না ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী—জনসাধারণ ঘর করে, সরকার থেকে প্রায় ক্ষেত্রেই টিনের খরচটা দেওয়া হয়, উভয়ের সহযোগিতায়ই এই কাজটা হয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—সরকার থেকে টিনের খরচ দেন এবং বাকীটা জনসাধারণ দেয়। সরকার যদি টিন দিতে না পারেন, ঘরের তখন সেই রুফিং ছানিটা কি করে দেওয়া হয় ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তী—গ্রামবাসী তখন ছন দিয়ে সেটা করে দেন এবং পরে সরকার টিনের ব্যবস্থা করে দেন।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত—যেহেতু ঐ অঞ্চলে পাঁচ বছর যাবত ঘর নেই, অঞ্চলটি দরিদ্র-বিধায়, সরকার থেকে ঘর করে দিয়ে সেখানে সোশ্যাল এডুকেশনের ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী—সরকার থেকে সম্পূর্ণ খরচ দেওয়ার মত কোন ব্যবস্থা নেই কাজেই সরকার এবং জনসাধারণের সহযোগিতায় সেটা করা সম্ভব।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—ত্রিপুরা রাজ্যে এইরকম জায়গাও আছে যেখানে জনসাধারণ খেতে পায়না, সেইসব জায়গায় জনসাধারণ যদি কন্ট্রিবিউশন দিয়ে সোশ্যাল এডুকেশন সেন্টার করে দিতে পারেনা, সরকার কি সেইসব জায়গায় বয়স্কদের শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা নেবেন না ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী—নেওয়া হবেনা ঠিক নয়, সর্বত্র জনসাধারণের সহযোগিতা পাওয়া যাচ্ছে, কোন জায়গায় কম, কোন জায়গায় বেশী, সেখানে সরকার কম বেশী বিবেচনা করছেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডেপুটি মিনিষ্টার বলেছেন জনসাধারণ ঘর

করে দিলে সোশ্যাল এডুকেশন দেওয়া হয়, যদি কোন জায়গায় জনসাধারণ ঘর করে দিয়ে থাকে, সেখানে দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী—সর্বত্রই দেওয়া হয়, এটা ঠিক নয়, জনসাধারণের সহযোগিতা এবং ছাত্র সমাবেশ বুঝে দেওয়া হয়। সেখানে ঘর করে দিলেই সোশ্যাল সেন্টার খোলা হবে তা মোটেই নয়, জনসংখ্যা এবং পরিস্থিতি সবকিছু বুঝে সেটা নেওয়া হয়। তবে এখন যা আছে, তার চেয়ে বেশী সেন্টার করা হবে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—ঘর আছে, ছাত্র আছে, সব আছে কিন্তু সেই সেন্টারে মাষ্টার নেই, এটা কি সত্য ?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনি চেয়ারকে লক্ষ্য করে বলবেন, মিনিষ্টারের দিকে আংগুল দেখিয়ে বলবেন না।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—ঘর আছে, সোশ্যাল সেন্টার সেখানে চলছিল, এখন সেটা অচল অবস্থায় আছে কি না সেটা আমি জানতে চাই স্যার।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী—এইরকম ঘটনা আমার জানা নেই, এইরকম যদি ঘটনা থাকে, তাহলে খোঁজ খবর নিয়ে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়া খোঁজ নিয়ে দেখবেন বলে বলেছেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তরে বলেছেন যে সেখানে ১৬ জন ছাত্র আছে, এই ছাত্র যারা আছে, এরা কি বয়স্ক ছাত্র না বালোয়ারী ছাত্র ?

মিঃ স্পীকার—এই প্রশ্ন আসে না।

বাজুবন রিয়াং—উনার উত্তরে বলেছেন যে ছাত্র আছে সোশ্যাল এডুকেশন সেন্টারে। এটা হচ্ছে বয়স্ক ছাত্রদের শিক্ষার জন্য। আমি জানতে চাই এখানে যারা আছে, এরা কি বয়স্ক ছাত্র না বালোয়ার সেন্টারের ছাত্র ?

মিঃ স্প্যাকার—এই প্রশ্ন আসেনা।

বাজুবন রিয়াং—আমি যতটুকু জানি সেখানে বয়স্ক ছাত্র একজনও নেই, কিন্তু স্কীমটা হচ্ছে বয়স্কদের এডুকেশনের জন্য। কাজেই এটা সরকারী কাগজে পত্রে বালোয়ারী সেন্টার করা হউক এটাই হচ্ছে আমার ইনটেনশান। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট থেকে পরিষ্কার উত্তর না পেলে আমি সেটা বলতে পারছিনা। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি স্বীকার করে নেন যে সেটা বালোয়ারী সেন্টার করে নেবেন তাহলে আমার প্রশ্ন থাকবে না।

শ্রীসুখময় সেন —মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে উত্তরে বলা হয়েছে যে, বিশেষভাবে খোঁজ করে দেখা হবে, তারপর এইরকম প্রশ্ন করার কোন জাস্টিফিকেশন আছে বলে আমি মনে করি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মিঃ স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে যত প্রশ্ন আসে সব প্রশ্নের উত্তর হতে পারে। আগে বলা হয়েছে সব প্রশ্নে যে বিশেষভাবে খোঁজ করে দেখা হবে। তারপর এই ধরণের প্রশ্ন আসার কোন জাষ্টিফিকেশান আছে বলে আমি মনে করি না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কেস্ কতদিন চলবে। টাইমটা দিলে ভাল হয়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে যত সব প্রশ্ন হয়েছে একটা কথাই শুধু আমি বলতে চাই, এটা উত্তর হবে কিনা আমি জানি না যে শুধু আমাদের দেশেই এই ধরণের প্রশ্ন উঠে। কিন্তু যতগুলি দেশ এর মধ্যে স্বাধীন হয়েছে এবং যাদের সম্বন্ধে আমরা, সবচেয়ে বেশী সোচ্চার বিভিন্ন দিক থেকে, আমরা বলি এ' দেশ আমাদের আদর্শ স্থানীয় তাদের দেশে সোস্যাল এডুকেশানের জন্য এই রকম কোন ঘর নাই। এমন কি তারা চৌকির মধ্যে পর্যান্ত ব্ল্যাকবোর্ড করে তারপর তারা কাজ করে। এটা সাধারণতঃ ঐ দেশে যারা সোস্যাল কর্মী, যারা কাজ করে তারাই করে। কাজেই সবটাই সরকার থেকে করে দেবেন এই প্রশ্ন উঠতে পারে না। কিন্তু যেহেতু এখানে সরকার যথাসাধ্য করার চেষ্টা করছেন সেজন্য এইসব প্রশ্ন উঠতে পারে এবং সরকার থেকে আমরা বলেছি যে যতটুকু সম্ভব আমরা করব।

Mr. Speaker—Shri Sudhanwa Deb Barma.

Shri Sudhanwa Deb Barma—Question No. 328.

Shri Sukhamoy Sengupta—Mr. Speaker Sir, Question No. 328.

প্রশ্ন

১। পশ্চিম ত্রিপুরায় কতটা গভর্ণমেন্ট পাব্লিক লাইব্রেরী আছে?

২। বিশ্রামগঞ্জ গভর্ণমেন্ট পাব্লিক লাইব্রেরী আছে কি না?

৩। যদি থাকে, তবে কি ধরণের?

উত্তর

১। ৬টি।

২। না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি বিশ্রামগঞ্জ পাব্লিক লাইব্রেরীর নামে মাঝে মাঝে এডুকেশন ডাইরেক্টরেট থেকে চিঠিপত্র পাঠানো হয়? এই রকম একটা ইনষ্টেজ

দিতে পারি যে ২৮শে আগষ্ট, ১৯৭১ এই রকম একটা পত্র আছে। তার প্রমাণ। যদি না থাকে তাহলে কেন এইরকম চিঠি যায় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—চিঠিপত্র অনেক সময় অনেক ভুল হতে পারে অ্যাড্রেসে। সেটার উপর নির্ভর করে এই প্রশ্ন হতে পারে না।

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা—শুধু একবার নয়, আমি এমন অনেক প্রমাণ দিতে পারি।

Mr. Speaker—Shri Amarendra Sharma.

Shri Amarendra Sharma—Question No. 445.

Shri Sukhamoy Sengupta—Mr. Speaker Sir, Question No. 445.

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর শনিছড়া গোবিন্দপুরে গত মার্চ্চ মাসে দারোগার উপর আক্রমণকে কেন্দ্র করে এ পর্য্যন্ত কত লোককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তাদের মধ্যে নারী কত, পুরুষ কত ?

২। ঐ এলাকার গাঁও প্রধান শ্রীগুপ্তানন্দ সিংহও কি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ?

৩। ইহা কি সত্য যে ধৃত ব্যক্তিদের থানায় নিয়ে মারপিট করা হয়েছে?

৪। যদি তাহা সত্য হয়ে থাকে, তবে এই অভিযোগ সম্পর্কে সরকার তদন্ত করবেন কি ?

উত্তর

১। ১৭ জনকে—সকলেই পুরুষ।

২। গাঁও প্রধান গুপ্তানন্দ সিংহ এই মামলায় গ্রেপ্তার হননি।

৩। না, সত্য নহে।

৪। ৩নং প্রশ্নের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এটা কি সত্যি যে পুলিশ আসল অপরাধীর খোঁজ না করে প্রাগচুক্তি সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করেছেন?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, এ সম্পর্কে সেপারেট প্রশ্ন আসা দরকার। এখানে যে প্রশ্ন আছে তার উত্তর আমি দিয়েছি।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—ঐ অঞ্চলে কি সি. আর. পি. ক্যাম্প বসানো হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—গণ্ডগোল হলে অনেক জায়গায় সি. আর. পি. ক্যাম্প বসানো হয়।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—ঘটনার আগে না পরে সি. আর. পি. ক্যাম্প বসানো হয়েছিল?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবিনয় ভুষণ ব্যানার্জী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে লেখা আছে দারোগার উপর

আক্রমণ। যে দারোগা সম্বন্ধে বলা হয়েছে সেই দারোগার উপর না অন্য কোন দারোগার উপর আক্রমণ ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই সম্পর্কে আমাদের প্রশ্নের সম্বন্ধে যে ধারণা হয়েছে তাতে মনে হয় যে দারোগা খুন হয়েছে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। এখন আমি জানি না অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল কিনা এই প্রশ্নের।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ—যে দারোগা সম্বন্ধে বলা হয়েছে সেই দারোগা বর্তমানে জীবিত না মৃত্যু হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—আগেই বলা হয়েছে যে দারোগা খুন হয়েছে। প্রশ্ন যেটা করা হয়েছিল দারোগার খুন সম্পর্কে তার উপর ভিত্তি করে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়েছে। কাজেই মাননীয় সদস্যের মনে যদি অন্য দারোগার কথা থাকে তাহলে অন্ততঃ সরকারের এটা জানা নাই। তারা দারোগা যাকে আক্রমণ করা হয়েছে বলা হয়েছে এই প্রশ্নে তাতে সে ভীষণভাবে উণ্ডেড হয়ে পরদিন হাসপাতালে মারা যায়।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—যেখানে দারোগার মৃত্যু হয়েছে সেই অঞ্চলে পুলিশ যেখান থেকে অনেক লোককে ধরে এনেছিল, কোন্ সম্প্রদায়ের লোক সেখানে বাস করে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এটা সম্প্রদায় ভিত্তি করে ধরা হয় নাই। আসামী ভিত্তিতে গ্রেপ্তার করা হয়।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ—ঐ অঞ্চলে আরও দুইজন লোক রাইফেলের গুলিতে মারা গিয়েছে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

Mr. Speaker—This is a seperate question. Shri Benode Behari Das.

Shri B. Das—Question No. 525.

Shri Sukhamoy Sengupta—Mr. Speaker Sir, Question No. 525.

প্রশ্ন	উত্তর
১) খাস চৌমুহনী সিনিয়র বেসিক স্কুলে বর্তমানে সর্বমোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত ?	১) ২২৪ জন।
২) খাস চৌমুহনী সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাই কিংবা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে উন্নীত করার কোন পরিকল্পনা আছে কি ?	২) এলাকাটি উচ্চ বিদ্যালয় পাওয়ার সর্ত পূরণ করিলে স্কুলটির উন্নীতকরণ অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যথাসময়ে বিবেচিত হইবে।

Mr. Speaker—Shri Anil Sarkar.

Shri Anil Sarkar—Question No. 135.

Shri Sukhamoy Sengupta—M Speaker Sir, question No. 135.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের প্রাথমিক ও জুনিয়ার বেসিক স্কুলে কতজন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষক কাজ করেন ;

২। তাদের মধ্যে কতজন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের জন্য নির্দ্ধারিত বেতন হার পান এবং কতজন কত বছর যাবত এই বেতন হার পাচ্ছেন না ;

৩। ইহা কি সত্য যে এই সমস্ত শিক্ষকদেরকে তাদের প্রাপ্য বেতনহার দেওয়া হচ্ছে না অথচ উচ্চতর বেতনহারে নূতন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে ;

৪। ইহা কি সত্য যে প্রাইমারী ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে স্নাতক শিক্ষকরা উচ্চতর বেতন হার না পাওয়াতে উচ্চতর শিক্ষ শিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছেন না ?

উত্তর

১। ক) স্নাতক ৭৭০

খ) স্নাতকোত্তর ১৯৭১ পর্য্যন্ত নাই

২। সহশিক্ষক কেহই পান না—প্রাইমারী স্কুলে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর সহশিক্ষকদের জন্য ১২৫—২০০ বেতন হারের পদ ভিন্ন অন্য কোন বেতন হারের পদ নাই।

৩। না।

৪। হাঁা।

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ আছে যে, সেম কোয়ালিফিকেশান হলে সেম স্কেল দেওয়া হবে, এই সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার কি ভাবছেন ?

শ্রীসুখময় সেন গুপ্ত—ত্রিপুরা সরকার পার্টিকুলারলী এই একটা প্রশ্নে কিছু ভাবছেন না, যেটা ভাবছেন সেটা হল এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকদের যে সমস্ত পে স্কেল আছে, এজ এ হোল সেই সম্পর্কে।

শ্রীঅনিল সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অনেক শিক্ষক সমান কোয়ালিফিকেশান নিয়ে কেউ প্রাইমারী স্কুলে আবার কেউ উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা করছেন। কিন্তু তারা সমান কোয়ালিফিকেশান এর জন্য সমান স্কেল পাচ্ছেন না। এই জন্য সরকার কতদিনের মধ্যে যাতে এই সব শিক্ষকেরা তাদের উপযুক্ত স্কেল পান সেজন্য কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন, জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেন—এখন যে স্কেল পাচ্ছেন, সেটা তো পাচ্ছেনই। কিন্তু এর মধ্যে যদি কোন এনামলী থাকে, তাহলে সেটা আমরা ডিপার্টমেন্টালী বিবেচনা করে দেখব এবং এর জন্য কিছু

সময় লাগতে পারে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত আছে যে, যদি এনামলী থাকে তাহলে সেটা রাজ্য সরকার দিতে পারবে, এই বিষয়ে আপনি অবগত আছেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এনামলী কোথায় কোথায় আছে, সেটা আগে খুঁজে বের করতে হবে, তারপর সেটা দেখা হবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—কোথায় কোথায় এনামলী আছে, সেটা তো সরকার আগে থেকে বাহির করে রেখেছেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—না, সেটা আমার জানা নেই।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনি ৪ নং প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে হ্যাঁ। তাহলে তারা কি ভাবে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পাবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—যেহেতু স্কলারশিপটা একমাত্র উচ্চতর বিদ্যালয়ের জন্য আছে সেজন্য সেই নিয়ম অনুসারে সেটা হচ্ছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—এই ট্রেনিং না নিলে, ওদের কন্‌ফারমেশান এর ব্যাপারে কোন ব্যাঘাত হবে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রাইমারী স্কুলের যে শিক্ষা ব্যবস্থা আছে, সেই হিসাবেই এটা করা হয়ে থাকে।

শ্রীকালীপদ বানার্জি—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, একজন এম, এ, পাশ করে চাকুরী করছেন, তাকে জুনিয়র স্কুলের যে ট্রেনিং সেই ট্রেনিং এর জন্য পাঠানো হবে কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই রকম পার্টিকুলার কেস সম্পর্কে কিছু বলতে পারব না। আমি শুধু জেনারেল সম্পর্কে বলছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—ত্রিপুরা সরকারের প্রাথমিক ও জুনিয়র বেসিক স্কুলের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের বেতনের হারে যে একটা এনামলী রয়েছে, সেটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অবগত আছেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—সেখানে একটা মাত্র বেতনের হার চালু রয়েছে এবং সেই অনুসারে তাঁরা তাদের বেতন পাচ্ছেন। তবে একমাত্র প্রধান শিক্ষক যিনি, তার ক্ষেত্রে স্কেলের মধ্যে একটা এনামলী থাকতে পারে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, প্রাইমারী স্কুলে যে সব গ্রেজুয়েট শিক্ষকেরা শিক্ষকতা করছেন তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বা তাদের মার্কসীট ইত্যাদি দেখে প্রাইমারী থেকে সেকেণ্ডারীতে প্রমোশন দেওয়ার কথা বিবেচনা করবেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—উচ্চতর বিস্তালয়ের জন্য যখন লোক নেওয়া হয়, তখন এ্যাডভার্টাইজ-মেণ্ট করা হয়ে থাকে এবং সেই সময়ে সেই রকম যোগ্যতাসম্পন্ন লোক এপ্লাই করতে পারেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এ্যাডভার্টাইজমেট করা হয়। কিন্তু আমরা দেখেছি যে প্রাইমারীতে যে সব শিক্ষক আছে তারা যেহেতু একই ডিপার্টমেণ্টের লোক, সেহেতু তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হতে পারেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—স্যার, এটা বোধ হয় সেপারেট কোয়েশ্চান। এ সম্পর্কে যদি ডেফিনিট কেস থাকে তাহলে বলতে পারেন। আমার যতটুকু মনে হয়, যারা এপ্লাই করেছেন, তারা প্রায় সবাই সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত—এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট যেটা করা হয়, সেটা ছাড়াও এ্যাম্প্লয়মেণ্ট এ্যাক্‌চেঞ্জ থেকে নাম চাওয়া হয়ে থাকে। কাজেই গ্রামাঞ্চলে যে সব গ্রেজুয়েট শিক্ষকতা করছেন, এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট করলেও তাদের পক্ষে নানা কারণে এপ্লাই করা সম্ভব হয় না। তাই আমি প্রস্তাব করব এ সব শিক্ষকদের ডিপার্টমেণ্টালী যাতে প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকতা থেকে সেকেণ্ডারী স্কুলে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করা যায়, এটা বিবেচনা করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—যদি এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট করা না হয়, তাহলে তখন এটা বিবেচনা করা যেতে পারে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, প্রাইমারী স্কুলে যে সব গ্রেজুয়েট শিক্ষক আছেন, এডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট থেকে এ্যাডভার্টাইজমেণ্ট করলে তাদের এপ্লাই করার সুযোগ আছে কিনা উইদাউট এ্যানি নো অব্‌জেক্‌শান সার্টিফিকেট ক্রম দি ডিপার্টমেণ্ট ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এপ্লাই করলে সেটা ফরওয়ার্ড করা হয় না, এমন কোন উদাহরণ আছে বলে আমার জানা নেই।

শ্রীকালীপদ বানার্জি—কোয়েশ্চান নাম্বার—১৭০

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৭০, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরিবর্ত্তে ত্রিপুরার জন্য নিজস্ব মধ্যশিক্ষা পর্ষদ গঠন করা হইবে কিনা ?	করার সংকল্প নিয়ে বিষয়টা সরকার পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতেছেন।

শ্রীকালীপদ বানার্জি—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কবে নাগাদ সরকারের পর্য্যালোচনা শেষ হবে জানতে পারি কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এটা করতে গেলে অনেকগুলি জিনিষ বিবেচনা করতে হয় এবং সেগুলি বিবেচনা করার পর এটা কি ঠিক করা হবে যে কবে নাগাদ সেটা করা সম্ভব হবে।

শ্রীকালীপদ বানার্জি—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কত বছর লাগতে পারে, সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—সেটা তো বলেছি যে সংকল্প নিয়েই বিষয়টা বিবেচনা করা হচ্ছে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা করা হবে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—কোয়েশ্চান নাম্বার—৩০০

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩০০, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে অম্পি বাজার এস, বি, স্কুল (বর্ত্তমানে হাই স্কুল) তপশীল উপজাতি ও তপশীল জাতিদের ছাত্রাবাস ছিল ?	হ্যাঁ।
২। সত্য হইয়া থাকিলে বর্ত্তমানে সেই স্কুলে ছাত্রাবাস আছে কিনা এবং ঐ ছাত্রাবাসে ছাত্র রাখা হয় কিনা ? রাখা না হইয়া থাকিলে ইহার কারণ কি ?	না, ছাত্র ভর্ত্তির কোন প্রস্তাব শিক্ষা বিভাগের কাছে আসে নাই।
৩। সেই স্কুলে ছাত্রাবাস না থাকিলে সেখানে ছাত্রাবাসের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?	হ্যাঁ।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তদন্ত করে দেখবেন কিনা যে ১৯৬৯—৭০ সালের শিক্ষা বৎসরেও অনেক ছাত্র দরখাস্ত করেছিল, তখন সেখানে ছাত্রাবাস ছিল কিন্তু কোন ছাত্র ছিল না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—তখন সেখানে একটা বিল্ডিং করার ইচ্ছা সরকারের ছিল।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—স্যার, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে দরখাস্ত এসেছিল কিনা? প্রশ্নটির উত্তর বুঝতে পারলাম না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—১৯৬৯ইং সালে এটি ছাত্রাবাস হিসাবে গড়ে উঠেছিল। তারপর সেখানে কোন ছাত্রাবাস ছিল না। হাইস্কুল হওয়ার পর সেটি খালি পড়ে থাকাতে জায়গার অভাবে এখন সেখানে কোন কোন ক্লাস নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আগামী শিক্ষা বছরে হোষ্টেলের ব্যাবস্থা করবেন কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—দরখাস্ত আসলে হোষ্টেলে ছাত্র ভর্ত্তি হওয়ার নিয়ম অনুযায়ী যে নিয়ম আছে সেই রকম কেইস যদি আসে তাহলে বিবেচনা করা যাবে।

শ্রীকালীপদ বানার্জি—এখানে ছাত্রাবাসের সুযোগ শিক্ষা বিভাগ তুলে দিয়েছেন এই কথা সত্যি কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—ছাত্রাবাসের কেউ সুযোগ নিচ্ছে না বলেই অন্যভাবে এটাকে ইউটিলাইজ করা হচ্ছে (গণ্ডগোল)

শ্রীকালীপদ বানার্জি—আজকে পরবর্ত্তী অবস্থায় পরিস্থিতি কি হচ্ছে। ১৯৬৯ইং সালে ছাত্রাবাস ছিল আজকে ১৯৭২ইং সালে ক্লাস করবার জন্য সেটি তুলে দেওয়া হয়েছে তাহলে ছাত্রদের বেসিক সুযোগটা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এই কথা সত্যি কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই কথা সত্য নয়। যদি ছাত্রাবাসের জন্য কোন দরখাস্ত আসে এবং যদি সেগুলি ছাত্রাবাসে থাকার যা নিয়ম সেই নিয়ম অনুযায়ী হয় তাহলে তাদের জন্য ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীকালীপদ বানার্জি—ক্লাস রুমের ব্যবস্থা করা হল না কেন এতদিনে। অম্পিতে ১৯৬৯ইং থেকে ১৯৭২ইং পর্যন্ত ক্লাস রুমের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই এই কথা সত্যি কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এ পর্যন্ত কোন এপ্লিকেশান আসেনি এবং এপ্লিকেশান এলেও ছাত্রাবাসে ভর্ত্তি হওয়ার নিয়ম অনুযায়ী না হওয়ায় সেটি খালি পরে ছিল তাই নূতন construction করার প্রয়োজন হয় নাই তাই construction করা হয় নাই। যখন ছাত্র আসবে এবং নিয়ম অনুযায়ী তারা থাকতে পারবে তখন ছাত্রাবাসও হবে এবং দরকার হলে extentsion ও করা হবে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—আগামী এডুকেশান সেসানের পূর্বে শিক্ষা দপ্তর সেই অঞ্চলের জনসাধারণকে জানাবেন কি এই ছাত্রাবাসটি ক্লাস রুম হিসাবে ব্যবহার করার পরিবর্তে আবার এটাকে ছাত্রাবাস হিসাবে খোলা হবে এবং সেই এলাকার অধিবাসী ছাত্রদের আবেদন আবার বিবেচনা করা হবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—স্যার, এসেমব্লিতে যখন প্রশ্ন এবং উত্তর হয় তখন naturally আমরা expect করি সেগুলি সেই সব এলাকাতেও যাবে তারপর যদি দরকার হয় তাহলে সেটি করা যেতে পারে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—এলাকার পক্ষ থেকে বলছি যে প্রয়োজন আছে। মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দিতে গিয়ে একটি কথা বলেছেন ছাত্ররা সুযোগ নিতে পারে নি। আমার কথা হচ্ছে সুযোগ নিতে পারেনি নয় সুযোগ দেওয়া হয় নি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—সুযোগ নিতে পারে নি এই অর্থ যদি কেউ অন্য রকম করে থাকেন তাহলে সেটি ঠিক হবে না। এই কথা বার বার বলা হচ্ছে ছাত্রাবাসে ছাত্র ভর্ত্তির যে নিয়ম সেই নিয়ম অনুযায়ী কোন দরখাস্ত করেনি সেজন্য ছাত্ররা ছাত্রাবাসে থাকার সুযোগ নিতে পারে নি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—সেই নিয়ম অনুযায়ী তারা দরখাস্ত করতে পারে নি তার জন্য দায়ি কে? সেজন্য দায়ি কি ছাত্ররা না গভর্ণমেন্ট?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—ছাত্রাবাস ছিল ছাত্র যারা তারা জানে এখানে ছাত্রাবাস একটি আছে এবং সেজন্য এপ্লিকেশানও কিছু কিছু করেছিল। সেই সব এপ্লিকেশান নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেল তারা ছাত্রাবাসে থাকার উপযোগী নয় কাজেই সেখানে ছাত্রাবাসটি বন্ধ ছিল practically. যেহেতু ছাত্রসংখ্যা বেশী হয়ে গিয়েছিল এবং জায়গাটা খালি পড়েছিল সেজন্য সাময়িক ভাবে সেখানে ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—পূর্বে যখন স্কুল করা হয়েছিল তখন ছিল সিনিয়ার বেসিক স্কুল এর পরে উন্নিত হল হাইস্কুলে এবং extension এর প্রশ্ন উঠল তখন হোষ্টেলটি নেওয়া হল ক্লাশ রুম হিসাবে সেজন্য হোষ্টেলটি বন্ধ হয়ে যায়। তাই সরকারের কাছে অনুরোধ করছি আগামী শিক্ষা বছরে হোষ্টেলের ব্যবস্থা করা হবে কিনা। উনি বলেছেন দরখাস্ত পেলে করা হবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে ছাত্রদের এপ্লিকেশান পেলে যদি সেগুলি হোষ্টেলে থাকার নিয়ম অনুযায়ী বলে বিবেচিত হয় তাহলে ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করা হবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুধন্বা দেববর্মা।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা—প্রশ্ন নং ৩৩০

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্ন নং ৩৩০

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা রাজ্যে কতটা জুনিয়র বেসিক স্কুলে ত্রিপুরী ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ?	১। ৬২টি স্কুলে।
২। শতকরা কতজন উপজাতি ছাত্রছাত্রী স্কুলে থাকিলে ত্রিপুরী ভাষায় শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হয় ?	২। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় যে সকল প্রাইমারী বা জুনিয়র বেসিক স্কুলে ত্রিপুরী ভাষাভাষী ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা অধিক সেই সব স্কুলের মধ্য হইতেই ত্রিপুরী ভাষায় শিক্ষা-দানের জন্য স্কুল নির্বাচিত করা হয়।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা—এখানে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে দেখা গিয়েছে ৬২টি বেসিক স্কুলে প্রবর্তিতত করা হয়েছে সারা ত্রিপুরায়। আমি জানতে পারি কি কতটি স্কুলে প্রবর্ত্তিত করা হয়েছে। এমন কতটি স্কুলের সংখ্যা আছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্নটি আবার করুন।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা—ত্রিপুরী ভাষায় শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা হয়েছে এই রকম স্কুল ত্রিপুরাতে কয়টি আছে। এবং তাতে ত্রিপুরী উপজাতির সংখ্যা বেশী এমন কোন হিসাব আছে কিনা।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—I demand notice.

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিনোদ বিহারী দাস।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—প্রশ্ন নং ৫২৬।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্ন নং ৫২৬।

প্রশ্ন

(ক) সোনামুড়া মহকুমায় তকশাপাড়া, দুর্লভনারায়ণ, চৌমুহনী ও খাসচৌমুহনী এই চারিটি গাঁওসভায় কোনও হাই স্কুল বা হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে কিনা ?

(খ) উপরিউক্ত চারিটি গাঁওসভায় সর্ব্বমোট কতটি সিনিয়ার বেসিক স্কুল জুনিয়ার বেসিক স্কুল আছে ?

(গ) সিনিয়ার বেসিক স্কুলগুলির ৮ম শ্রেণীর সর্বমোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত ?

(ঘ) উপরিউক্ত চারিটি গাঁওসভার মধ্যে একটি হাই বা হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করার কোনও পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

(ক) না।

(খ) তিনটি সিনিয়র বেসিক স্কুল ও এগারটি জুনিয়র বেসিক স্কুল আছে।

(গ) ৫২ জন।

(ঘ) বর্নিত গাঁওসভাগুলির মধ্যে একটি সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাইস্কুলে উন্নীত করার বিষয় যথাসময়ে বিবেচিত হইবে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—যথা সময়ে বিবেচিত হইবে সেই সিনিয়র বেসিক স্কুল কোনটি। এই তিনটির মধ্যে কোনটি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এর মধ্যে কোনটি হবে ঠিক হয় নাই। এর মধ্যে একটিকে করার কথা বিবেচনা হচ্ছে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—খাস চৌমুহনী এলাকা থেকে বেশ কিছু ছাত্র-ছাত্রী পায়ে হেঁটে বিশ্রামগঞ্জে এবং মেলাঘরে পড়তে আসে এই কথা মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্নের উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে যে, এই এলাকায় একটি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করা হবে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল করা হবে সেটি কবে পর্যন্ত আশা করতে পারি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—সব কণ্ডিসানগুলি ফুলফিল হলে পরেই আশা করা যায় যে করা যাবে এবং নিয়ম অনুযায়ী যে ভাবে উন্নীত করা হয় হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে সেই মতই করা হবে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—গত ৩ বছর যাবত খাস চৌমুহনী সিনিয়র বেসিক স্কুলের মেনেজিং কমিটির তরফ থেকে অনবরত সরকারের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে সেটিকে হায়ার সেকেণ্ডারী

স্কুল করার জন্য এই কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—অনবরত কি না, জানি না তবে সরকার আগেই এই সম্পর্কে বিবেচনা করছেন বলে এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে—যে বিবেচনা হচ্ছে।

Mr. Speaker— Question hour is over. There are ten unstarred questions. The Ministers may lay on the Table of the House the Reply to the Unstarred Questions and also to Starred Questions which were not answered orally .

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker— There is Calling Attention Notice given by Shri Sudhanwa Deb Barma on 28.6.72 to which the Minister concerned agreed to make a statement to-day the 3rd July, 1972.

I would call on Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department to make a statement on –

"আগরতলা মঠ চৌমুহনীতে ২৭/৬/৭২ ইং শেষ রাত্রে অগ্নি কাণ্ড সম্পর্কে।"

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—তদন্তে প্রকাশ বিগত ২৭/২৮-৬-৭২ইং তারিখে রাত্রে ৩টার সময় আগরতলা মঠচৌমুহনীতে এক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। রিপোর্ট প্রকাশ মঠচৌমুহনীর জয়কালী হোটেল হইতে অগ্নিকাণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছিল। ঐ স্থানের পার্শ্ববর্তী ১৫টি পরিবার অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন। ফায়ার ব্রিগেড অতি ক্ষিপ্রতার সহিত এবং দক্ষতার সহিত কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিল।

ক্ষতির বিস্তৃত বিবরণ নির্ধারণের কার্য সম্পন্ন হইয়াছে। মোট ক্ষতির পরিমাণ ৩৪,২৫০ টাকা ধার্য হইয়াছে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে পাঁচটি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে ইতিপূর্বেই মোট ৪০০ টাকা খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে। বাকী ১০ জনের মধ্যে ৬ জনকে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিজনক ঋণ মঞ্জুরীর বিষয় পরীক্ষাধীন আছে, তিন জন আর্থিক সাহায্য নেওয়ায় ইচ্ছুক নহেন এবং একজনের তাহার ব্যবসার জন্য ফায়ার ইন্স্যুরেন্স আছে। সুতরাং তাহাকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কোন সুপারিশ নাই। একটি ঘর ও ১১টি দোকান অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত হইয়াছে ঘটনার দিনই (অর্থাৎ ২৮/৬/৭২) মহকুমা অফিস হইতে একজন দায়িত্বশীল অফিসার ঘটনাস্থলে যাইয়া ঘটনার বিষয়টি বিস্তৃতভাবে তদন্ত করিয়াছিলেন এবং অগ্নিকাণ্ড জনিত ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করিয়াছিলেন।

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা—অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতিতে দেখলাম অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, দোকানও পুড়া গিয়েছে, জানতে পারি কি ফায়ার

ব্রিগেডকে খবর দেওয়ার পর ফায়ার ব্রিগ্রেড পৌছতে কতক্ষণ সময় লেগেছে ?

শ্রীস্ুখময় সেনগুপ্ত—যে মুহূর্তে খবর পেয়েছিল, সেই মুহূর্তেই ফায়ার ব্রীগেড গিয়েছিল।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা—যদি ফায়ার ব্রিগেড ঠিক সময়ে পৌছে থাকে তাহলে এত ক্ষতি হওয়ার কারণ কি? এত ক্ষতি হওয়ার কারণ ফায়ার ব্রিগেড কর্মীদের কর্ম ক্ষমতা কম বলে কি আমরা ধরে নিতে পারি ?

শ্রীস্ুখময় সেনগুপ্ত—ক্ষতি হওয়ার কারণ, হয়তো খবর তাদের কাছে দেরীতে পৌছছে।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা—অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার পর, ফায়ার ব্রিগেড সেখানে পৌছাতে কত সময় নিয়েছিল, যিনি সেখানে অফিসার ছিলেন তিনি জানতে চেয়েছিলেন কিনা ?

শ্রীস্ুখময় সেনগুপ্ত—রাস্তা যেতে যতটুকু সময় লাগে, সেইটুকু সময় তাদের দেওয়া হয়, এছাড়া আর কোথাও দেরী হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফায়ার ব্রিগেড খবর পাওয়ার কতক্ষণ পরে যেয়ে সেখানে পৌছাল সেটা আমি জানতে চাই। কারণ, কি কারণে এত ক্ষতি হল, সেটাই আমি জানতে চাই।

শ্রীস্ুখময় সেনগুপ্ত—সাধারণতঃ ফায়ার ব্রিগেড'এ খবর পৌছার পরে যদি দেরী হয়, তাহলে এই প্রশ্ন আসতে পারে। কিন্তু যে সময়ে খবর ফায়ার ব্রিগেড পেয়েছে তখনই রওয়ানা হয়ে গেছে, এর বেশী আমার পক্ষে বলার কিছু নেই।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত—যেহেতু মঠচৌমুহনী একটা বাজার অঞ্চল এবং সেই বাজার অঞ্চলে কোন টেলিফোন নেই, সেই হেতু খবর দিতে দেরী হওয়ায় ক্ষতির পরিমাণ বেশী হয়েছে। সরকার হইতে বাজার অঞ্চলে টেলিফোন ব্যবস্থা এবং ফায়ার এক্সটিংগুইশারের ব্যবস্থা থাকে, সেইদিকে সরকার বিবেচনা করে দেখবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—সেই সম্পর্কে বিবেচনা করা হবে।

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)
VOTING ON DEMANDS FOR GRANTS FOR 1972-73.

Mr. Speaker—To-day in the List of Business 7 Demands viz. Demad Nos. 15—Medical, 16—Public Health, 36—Capital Outlay on Improvement of Public Health, 17—Family Planning, 11—Jails, 12—Police and

29—Famine Relief are to be disposed.

Members have received the List of Business along with the APPENDIX showing demands to be moved by the Finance Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Finance Minister will move his Demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands I shall take all the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demands and the cut motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the demand Nos. 15, 16, 36 & 17 together and Demand Nos. 11 & 12 together respectively and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature, of course I shall dispose of the demands (i. e. Main Motion) seperately.

Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his demand Nos. 15—Medical, 16—Public Health, 36—Capital Outlay on Improvement of Public Health & 17—Family Planning together.

Shri D. K. Choudhury (Finance Minister)—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,31,83,000/- inclusive of the sum of Rs. 47,20,000/- authorised by the President under sub-section (I) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No 15—Mejor Head '29'—Medical.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 28,36,000/- [inclusive of the sum of Rs. 12,73,000/- authorised by the President under sub-section (I) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day

of March, 1973 in respect of Demand No. 16 Major Head 30—Public Health.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 16,00,000/- be granted to defray the charges which will come in cousre of payment during the year ending on the 31 day of March, 1973 in respect of Demand No. 36, Major Head 94—Capital Outlay on Improvement of Puplic Health.

Mr. Speaker Sir, on the recommandation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 6,00,000/- [inclusive of the sum of Rs. 3,44,000/- authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1272 to the 20th July, 1972] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 17, Major Head 30 A—Family Playnning.

Mr. Speaker—There are as many 8 cut motions on the Demand for Grant No. 15 and 1 cut motion on the Demand for Grant No. 16. I would now call on Shri Sudhanwa Dcb Barma who has got two cut motions on the Demand No. 15 & 16 to move the cut motions.

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ফিপ্‌টিন এবং ডিমাণ্ড নাম্বার সিক্সটিনে দুটি কাট মোশন আছে। প্রথমটা 'আগরতলা জি, বি, হাসপাতাল পরিচালনা সম্পর্কে' আর 'দ্বিতীয়টা জাতীয় ম্যালেরিয়া নির্মূল প্রগ্রাম সম্পর্কে।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরাতে একটি মাত্র হাসপাতাল আছে, জি, বি, হাসপাতাল। তার উপর সারা ত্রিপুরার মানুষকে নির্ভর করতে হয়। দূর দুরান্তর থেকেও এখানে মানুষকে আসতে হয়। কারণ গ্রাম দেশে যে সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা ডিসপেনসারী আছে সেখানে চিকিৎসার যথেষ্ট ব্যবস্থা নাই এবং ঔষধপত্রের অভাবে এবং আরও বিভিন্ন কারণে এই আগরতলায় জি, বি, হাসপাতালে রোগীদের ভীড় হয়। শুধু আগরতলা এবং আগরতলা শহর উপকণ্ঠের রোগীদেরই ভীড় হয় না, গ্রাম দেশের লোকদেরও এখানে ভীড় নয়। কাজেই শুধু জি, বি, হাসপাতালের উপর নির্ভর করতে হয় এই সমস্ত রোগীদের। কিন্তু যারা রোগী নিয়ে

আসেন হাসপাতাল পরিচালনার অব্যবস্থার দরুণ তাদের দুর্গতির শেষ নাই। চিকিৎসার সুযোগের অপেক্ষায় তাদের দীর্ঘদিন আগরতলা বসে থাকতে হয়। একটা ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে আমার বক্তব্য রাখতে চাই, বিশেষ করে আই ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে। আমরা জানি আই স্পেশালিষ্ট মাত্র দুইজন আছে এখানে। তার উপর নির্ভর করতে হয় সারা ত্রিপুরার মানুষকে। আমরা জানতে পেরেছি যে, আই স্পেশালিষ্টের মধ্যে মাত্র একজন অপারেশন ওয়ার্কের কাজ পরিচালনা করেন। আর একজনকে বসিয়ে রাখা হয় শুধু প্রেসক্রিপশন লেখার জন্য। অপারেশনের কোন কাজ তাঁকে দিয়ে করানো হয় না। অথচ আমরা দেখেছি প্রত্যেকদিন অনেক রোগী আসেন চক্ষু চিকিৎসার জন্য এবং দীর্ঘ দিন তাদের বসে থাকতে হয়। আমরা যদি দেখতাম দুইজনই অপারেশনের কাজে লাগতেন তাহলে এত রোগীর ভীড় থাকত না। কিন্তু যিনি আর একজন স্পেশালিষ্ট আছেন তাঁকে কোন কাজে লাগানো হয় না। তিনি একজন অভিজ্ঞ স্পেশালিষ্ট। তাঁকে কেন কাজে লাগানো হয় না সেটা আমরা বুঝি না। অথচ আমরা দেখছি চিকিৎসার অভাবে রোগী দুর্ভোগ ভুগছেন এবং সুযোগের অভাবে ফিরে যাচ্ছেন। প্রয়োজনের তুলনায় দুইজন ডাক্তার কিছুই নয় সারা ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য, অথচ এই দুইজনকেও কাজে লাগানো হচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমরা জানি যে, আই ডিপার্টমেন্টের রোগীকে অপারেশনের পর কিভাবে যত্ন করে সাবধানে রাখতে হয়। বেশ কিছুদিন রোগীকে রাখতে হবে বিছানার উপর। তাকে নড়া চড়া করতে দেওয়া হবে না। সেই অবস্থায় আমরা দেখেছি যে সেখানে নার্সের সংখ্যা এত কম এবং ক্লাশ ফোর এমপ্লয়ীর সংখ্যা ও এত কম যে রোগীর যদি প্রস্রাবের প্রয়োজন পড়ে তাহলে একজন নার্স বা একজন ক্লাস ফোর এমপ্লয়ীকে ডেকে পাওয়া যাবে না। সেই অবস্থায় রোগীর কি অবস্থা হতে পারে তা সহজেই কল্পনা করা যায়। তার জন্য সেই নার্সদের বা ক্লাস ফোর কর্মচারীদের দোষ দেওয়া যায় না। কারণ তারা সংখ্যায় এত কম যে তাদের এত খাটুনির পর যখন তাদের ডাকা হয় তারা বিরক্ত না হয়ে পারে না এবং রোগীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে থাকে। এটা স্বাভাবিক কারণ তাদের উপর কাজের চাপ বেশী পড়ে। কিন্তু যারা রোগী তারা আশা করে যে তাদের একটু সান্ত্বনা দেবে, তাদের একটু শুশ্রূষা করবে। কিন্তু নার্সরা যদি বিরক্তি বোধ করে তাহলে তারা কি করে সেটা পাবে। এই সম্পর্কে যদি কর্তৃপক্ষ নজর না দেন তাহলে এটা বড়ই দুঃখের বলে আমরা মনে করি। হাসপাতালের এই অব্যবস্থা দূর করা উচিত বলে আমরা মনে করি। আর এম্বুলেন্সের ব্যাপারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শুধু মাত্র একটি এম্বুলেন্স কাজ করছে সারা আগরতলায় এবং শহরের উপকণ্ঠে রোগীদের আনার জন্য। এটাকে গ্রাম দেশেও রোগী আনতে যেতে হয়। আর ডাক্তারদের এবং নার্সদের যাতায়াতের জন্যও এই একটা অ্যাম্বুলেন্সই ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এই একটা এম্বুলেন্স কি ভাবে এতগুলি কাজ ঠিক মত করে যেতে পারবে এটা চিন্তাও করা যায় না। যেখানে জনতার স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ সেইখানে এই রকম অবহেলা আশা করা যায় না যদিও তারা সমাজতন্ত্রের কথা বলছেন।

আমার আর একটা কাট মোশন ছিল ম্যালেরিয়া নির্মূল অভিযানের উপর। এখানে আমরা দেখছি যে ম্যালেরিয়া দূর করার জন্য চেষ্টা নেওয়া হয়েছে মেডিকেলের তরফ থেকে।

আমরা দেখেছি গ্রাম দেশে যারা ম্যালেরিয়ার কাজ করে তাদের কোন কাজ এখন নাই। তারা অলসভাবে বসে আছে। তাদের কাজ দেখাশোনা করার জন্য কি ব্যবস্থা আছে জানি না। ম্যালেরিয়া ইরেডিকেশনের জন্য যে সমস্ত ঔষধ প্রয়োজন তাও পর্যাপ্ত নাই। তা ছাড়া আমরা দেখেছি যে গ্রাম দেশে ম্যালেরিয়া দিনের পর দিন আরও বেড়েই চলেছে। যেখানে ম্যালেরিয়ার বিজানো যে মশা, সেটার বংশ বৃদ্ধি আরও বেড়েই চলেছে, সেদিক থেকে এটাকে চেক দেওয়ার মত কোন ব্যবস্থাই আমাদের ম্যাডিকেল ডিপার্টমেন্ট নিচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। কারণ আমরা দেখেছি এই ব্যাপারে প্রথম দিকে যতটুকু কাজ হয়েছিল, এখন সেটা আরও অবহেলিত অবস্থায় এসে পড়েছে। আজকে গ্রাম দেশে মশার উপদ্রব ক্রমেই বেড়ে চলেছে, শুধু গ্রামেই নয়, খাস এই আগরতলা শহরে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সেই ম্যালেরিয়াকে ইরেডিকেট করে দেওয়ার যে প্রগ্রাম আগে নেওয়া হয়েছিল, এখন সেটাতে কিছুই করা হচ্ছেনা বলে ম্যালেরিয়ার উপদ্রব বেড়ে চলেছে বলে আমরা মনে করি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ফিফ্‌টিনের উপর যে কাট মোশান এনেছি, সেটা হচ্ছে— " **Failure to meet the grievances of nurses and Class IV staff.** " স্যার এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আমাকে বলতে হচ্ছে যে হাসপাতালে সুচিকিৎসা বা ভাল চিকিৎসা করতে হলে যারা সেখানকার ভিত্তিমূল, যারা সেখানে রোগী হয়ে যাবে এবং সেই সব রোগীকে দেখাশুনা করার যে সমস্ত ব্যাপার যাদের উপর নির্ভর করতে হয় সেই সব চতুর্থ শ্রেণী কর্মি বা নার্সদের সম্পর্কে যদি সরকার কোন রকম অবহেলা করে এবং তাদের সমস্যার প্রতি যদি কোন দৃষ্টি না দেওয়া হয়, তাহলে রোগীকে অনেক সময় কতগুলি অসুবিধা সামলাতে হয়। আমরা দেখেছি এই আগরতলাতে যে দুইটি হাসপাতাল আছে, জি, বি এবং ভি, এম হাসপাতাল এবং এগুলিতে যে সব নার্স আছে তাদের যে অভাব অভিযোগ আছে সেটা দীর্ঘকালের এবং শুধু দীর্ঘকালেরই নয় সেগুলি অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গতও। এবং আইন অনুযায়ী তাদের সেই সব দাবী-দাওয়া পাওয়া উচিত অথচ সেগুলি দিতে সরকার দীর্ঘকাল যাবৎ টালবাহানা করে আসছে। যার ফলে সেখানে কি হচ্ছে ? সেখানে এই নার্সদের মধ্যে একটা নায্য ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে এবং তারই পাশাপাশি যারা রোগী আছে, তাদেরকে বিভিন্ন সমস্যা সেখানে ভোগ করতে হচ্ছে। আমি প্রথমে যে কথাটা বলতে যাচ্ছি, সেটা হল সেখানে নার্সদের যে সংখ্যা, সেটা যা হওয়া উচিত ছিল তার তুলনায় অনেক কম। তার মানে আমি বলব আইন অনুযায়ী সেখানে যে নার্স নেওয়ার কথা তার অর্ধেক নার্সও সেখানে নেই। এই প্রসঙ্গে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে স্মরন করিয়ে দিতে চাই যে আপনারাও জানেন যে পশ্চিম বঙ্গের যে আইনটা এখানে ১৯৫৭ সালে চালু হয়েছিল, সেখানে একটা জায়গায় বলা হয়েছে বিশেষ করে—**rationalisation of cadre of nursing services of West Bengal** যেটা ত্রিপুরাতে ইন্‌ট্রডিউস্‌ড হয়েছে, সেখানেই ঐ জায়গাতে বলা হয়েছে যে নার্সের সংখ্যা কত হবে এবং সেটা হচ্ছে—**filling number of**

nurses in the cadre of West Bengal Nursing Services should be calculated @ 1 nurse for 5 beds in all the State hospitals including Health Centres, A. G. F. R. Hospital etc. plus a leave reserve @ 10 per cent of the total number of nurses. চিন্তা করুন প্রতি ৫টি বেডে একজন করে নার্স, তাছাড়া টেন পার্সেন্ট লীভ রিজার্ভ পোষ্টস্ সেখানে রাখতে হবে। কিন্তু আমাদের এখানে দেখছি ১৯৬১ সালে নার্সদের সংখ্যা ছিল মোট ৪৬৪ জন এবং এই ৪৬৪ জনকে আমরা যদি এভাবে কেলকুলেশান করি যে ৫ বেডে এক জন এবং টেন পার্সেন্ট লীভ রিজার্ভ পোষ্ট, যদি আইন অনুযায়ী সৃষ্টি করতে হয় তাহলে ঐ নার্সদের মোট সংখ্যা হওয়া উচিত ঐ ৪৬৪ জন এর উপর আরও ৫৮৬ জন। অর্থাৎ ১০০০ এর উপর নার্স এই ত্রিপুরা রাজ্যের হাসপাতালগুলিতে থাকা উচিত, যে আইন তারা এখানে চালু করেছেন, সেই আইনের ফলে। অবশ্য উনারা বলবেন অথবা দেখিয়ে দেবেন যে ঐ ঐ পার্সেন্টেজ অনুযায়ী বা তার কাছাকাছি নার্স আছে বা দেওয়া হয় ঐ রকম একটা কিছু বলে দেওয়া হবে। বলবেন যে ক্লিনিকে নার্স দেওয়া হয় না। কিন্তু ক্লিনিকেও নার্সের প্রয়োজন রয়েছে এবং সেখানেও নার্স দেওয়ার দরকার আছে। কিন্তু আমরা যদি হসপিটালে যাই বা আপনারা যদি যান, তাহলে দেখতে পাবেন যে প্রতি ওয়ার্ডে ৮০ জন বা তার উপরেও রোগী রয়েছে এবং ঐ ৮০ জন রোগীর পিছনে দুইজন করে নার্স আছে। কাজেই যেখানে ৫টি রোগীর পিছনে একজন করে নার্স থাকার কথা, সেখানে আমরা হাসপাতালে গিয়ে দেখতে পাই—আমরা তো চোখগুলিতে চশমা পড়ে যাই না, আমাদের পরিষ্কার দৃষ্টি আছে যে আমরা প্রতি ৮০ জন রোগীতে ২/৩ জন করে নার্স পাই। তাহলে আইনেতে যে নার্স দেওয়ার কথা, সেটা এখানে দেওয়া হচ্ছে না ফলে রোগীকে সেটা সামলাতে হচ্ছে এবং ত্রিপুরার মানুষকে সেটা সামলাতে হচ্ছে। আমরা দেখছি যে নার্স অল্প সংখ্যক হওয়ার জন্য ত্রিপুরার রোগীদের চাহিদা অনুসারে তারা সেবা শুশ্রূষা ঠিক মত পাচ্ছে না। তবে সেখানে নার্সদের একটা সমিতি আছে, তারাও সেখানে দাবী করেছে এবং বলেছে যে রোগীদেরও এরজন্য সমস্যা হচ্ছে এবং তারা ঠিকমত সেবা শুশ্রূষা পাচ্ছে না। কিন্তু এই অল্প সংখ্যক নার্স দিয়ে সেই সমস্যার সমাধান করা যাবে না। কাজেই সরকার আজ অবধি এই সমস্যার সমাধান করছে না যার ফলে আমাদেরও নানা দুর্ভোগ ভুগতে হচ্ছে। আর একটা কথা হচ্ছে যে সব নার্স সেখানে কাজ করেন, আমি চিন্তা করতে পারছিনা যে তারা ১০/১২ বছর ধরে কোন ইনক্রিমেন্ট পাচ্ছেন না। আমি এখানে মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে হেলথ্ ডাইরেক্টরেটে যে সমস্ত অফিসার বা ষ্টাফ আছেন তারা তাদের ইনক্রিমেন্ট পাচ্ছেন কিনা? তারা যদি ঠিকমত তাদের ইনক্রিমেন্ট পান তাহলে এই সব নার্স কেন ১০/১২ বছর ধরে তাদের ইনক্রিমেন্ট পাবেন না? তারা এই ব্যাপারে অনেকবার কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন নিবেদন করেছেন, কিন্তু আজ অবধি তাদের ইনক্রিমেন্ট দেওয়ার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। তারপরে আর একটা আমরা দেখছি যে নার্সদের এক একটা গ্রেডেশান আছে। সেখানে তাদের যে সংখ্যা সেটাকে একটা পার্সেন্টেজ করে ১, ২, ৩ এবং ৪টা গ্রেড

করতে হবে এবং সেই পার্সেন্টেজও ঐ আইনে করা আছে যে এই সব গ্রেড কি ভাবে হবে এবং কত হবে এবং তা যদি হয় তাহলে অনেক নার্স প্রমোশন এর সুযোগ পায়। কিন্তু আইনের মধ্যে এই গ্রেডেশানের ব্যবস্থা থাকা সত্বেও সেটা করা হচ্ছে না এবং তাদেরকে ভবিষ্যৎ প্রমোশন থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তারপরে আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার? আমাদের কন্সার্নিং মিনিষ্টার অবশ্য এখানে নেই, উনি বাইরে চলে গিয়েছেন, কার কাছে বলব, সেটাই বুঝতে পারছিনা। তবু আমি বলছি—সেটা হচ্ছে মহিলা আশ্রম। (কোন মন্ত্রী বলে যান, শুনছি) আচ্ছা বলছি, শুনে যদি কিছু কাজ করেন তাহলে আপনি শুনুন, তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। সেখানে প্রত্যেকটি নার্স তাদের ইউনিফর্ম পেয়েছে, ওয়াসিং এ্যালাউন্স পেয়েছে এবং তারা সেটা ১৯৭০ সালে ড্র করেছে। কিন্তু ৬ জন নার্স যারা নাকি ঐ মহিলা আশ্রমে গিয়েছেন, গার্লস হোমে বা বয়েস হোমে গিয়েছেন, যারা হচ্ছে অবিভিক্ত্যালী মেডিকেল ডিপার্টমেন্টের, সমস্ত নার্স তাদের এরিয়ার ইত্যাদি পাওয়ার পরও এই ৬ জন নার্স এখন পর্যান্ত ঐসব কিছু পাচ্ছে না। কেন আমি জানি না এবং কি কারণে? কিন্তু তারা যে পাচ্ছে না, এটা সত্যি কথা। সেজন্য তাদের মধ্যেও একটা ক্ষোভ রয়ে গিয়েছে। আর একটা হচ্ছে এই সব নার্সদের অধিকাংশ ১৬/১৭ বছর কাজ করছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাদের কাউকে পার্মানেন্ট তো দূরের কথা কোয়াসী পার্মনেন্টও করা হয় নি। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় খবর রাখেন কিনা জানি না, প্রায় হেলথ্ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাকুলার ইস্যু করা হয় যে তাদেরকে পার্মানেন্ট করা হবে না এবং তাদের সমস্যারও কোন সমাধান করা হবে না। কিন্তু নার্সদের যে ডিউটি, সেটা ছাড়াও, অল্প সংখ্যক নার্স হওয়া সত্বেও তাদেরকে দিয়ে অন্য কাজ করবার জন্য নানা রকমের সার্কুলার বা ইনষ্ট্রাক্সান ইত্যাদি দেওয়া হয়। তা হলে একজন নার্স কোথায় যাবে? সত্যি এটা হচ্ছে একটা রাম রাজত্ব, যে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তারা চেষ্টা করছেন এবং সেই রাজত্ব তারা এখন চালাচ্ছেন। কিন্তু আমরা মনে করি তাদের এই রাজত্বের একটা অবসান হওয়া উচিত। এবং সত্যি সত্যি মানুষের বাঁচবার জন্য সেখানে একটা ভাল রাজত্ব হওয়া উচিত।

আজকে দেখা যাচ্ছে এই যে ক্লাস ফোর ষ্টফ তারা আজ চরম অবহেলার মধ্যে আছে। তাদের চাকুরীর কোন নিরাপত্তা নাই। তাদের কোন ফিক্সট ডিউটি আওয়ার্স নাই। তাদের কাজের কোন বাধাধরা নিয়ম নাই। বিভিন্ন ভাবে তাদের উপর নিপীড়ন করা হচ্ছে। এই ভাবে ক্লাস ফোর ষ্টাফ এবং নার্স যারা এই সব রোগীদের শুশ্রুষার মূল ভিত্তি, তাদের প্রতি অবহেলা দেখিয়ে এই সব রোগী ও হাসপাতালের সমস্যা মেটাতে চাওয়া হচ্ছে। কিন্তু আমি মনে করি আপনারা যারা মন্ত্রী মহোদয়রা আছেন তাঁরা ঐ সব রোগীদের সেবা শুশ্রুষা করতে যাবেন না। ঐ নার্স রাই রোগীদের সেবা শুশ্রুষা করবে কাজেই তাদের সমস্যার দিকে তাকান, তাদের সমস্যা মেটান। মানুষের চাকুরীর নিরাপত্তা না রেখে তাদের কখনও খাটানো যায় না। সঙ্গে সঙ্গে আমি আর একটি কথা ডাক্তারদের সম্পর্কে বলতে চাই। কি ভাবে তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে সেটির, আমি একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। এখানে তাতে এটি পরিষ্কার হবে। ডাক্তররা appointment পান। তাদের বিভিন্ন সমস্যা আছে। কিন্তু

তারা যখন রিটায়ার করেন তখন তারা তাদের পেনশান এবং গ্রেচুইটি ঠিক মত দিতে পারেন না। একটি ডাক্তার পাওয়া কঠিন এবং ডাক্তারের অভাব রয়েছে দেশে সেই ডাক্তার সারা জীবন কাজ করল রোগীর সেবা করল তার পর যখন রিটায়ার করলেন তখন দেখা যায় যে রিটায়ার করার ৫, ৬ বা ৮ বছর পরেও তিনি তার পেনসান বা গ্রেচুইটি পান না। আমি একজনের নাম বলছি ডাঃ পঞ্চানন চক্রবর্ত্তী, সি. এ. এস. গ্রে—ওয়ান; তিনি রিটায়ার করেছেন মুহুরীপুর চ্যারিটেবল ডিস্পেন্সারী থেকে ১৯৬৮ ইং সালে কিন্তু এখনও অবধি তিনি তার পেনসান এবং গ্রেচুইটি পান নি। তাদের এই সমস্ত সমস্যার দিকে তাদের আইন সংগত দাবিগুলির দিকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি : শুধু মুখে সমাজতন্ত্রের কথা বলে কোন মূল সমস্যার সমাধান করা যাবে না। এই কথা বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—Now I would call on Shri Bulu Kuki to discuss on—"Inadequacy of provision for opening new hospitals and dispensaries." Shri Debbarma is absent. Now I would call on Shri Anil Sarkar to discuss on— "Inadequacy of provision for medical treatment to Non-criminal Lunatics."

Shri Anil Sarkar—মাননীয় ডেঃ স্পীকার স্যার "Inadequacy of provision for medical treatment to Non-criminal Lunatics." মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, জানিনা আমার ট্রেজারী বেঞ্চের বন্ধুরা এই কথাটাকে কিভাবে নেবেন। গত ২৫ বছর যাবত ভাল মানুষের জন্য কোন কিছু হল না আর আজকে পাগলদের সম্পর্কে কিছু বললে তাদের কাছ থেকে কতটুকু সহানুভূতি পাওয়া যাবে জানিনা। মাঝে মাঝে যখন আগরতলা শহরে চলতে থাকি তখন মনে হয় আমরা একটি সুস্থ শহরে আছি না একটি পাগলাগারদে আছি ঠিক বলতে পারি না। দিনের পর দিন এখানে পাগল বেড়েই যাচ্ছে। হঠাৎ ট্রাফিক জ্যাম খোঁজ নিলাম কি ব্যাপার না পাগল ধরেছে। কেমন পাগল—সে হয়তো বংগ, বিহার, উড়িষ্যার নবাব। আবার হয়তো দেখা গেল এক্সিডেন্ট হল কি ব্যাপার না সম্রাটের মৃত্যু হয়েছে—তিনি ত্রিপুরার সম্রাট। আজ এমন পাগলের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে এবং তাদের সম্পর্কে সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করার ফলেই এই পাগলামিটা হঠাৎ বেড়ে গিয়েছে এবং দেশে এটা প্রফেশান হিসাবে ব্যবহার করছে। অথচ দেশকে সুষ্ঠু সুন্দর করার জন্য এই পাগলদের মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা খুবই দরকার। আজ ২৫ বছর হল

(মন্টাল্ড টি টমেন্টের জন্য কোন রকম ব্যবস্থা নাই। আজকে আমি বন্ধুদের কাছে বলব এই বাজেটে চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্য যা বরাদ্দ করা হয়েছে সেখানে ঐ পাগলের চিকিৎসার জন্য মানসিক চিকিৎসার জন্য বাজেটে যা বরাদ্দ রাখার দরকার ছিল তা এই বাজেটে যথেষ্ট নয়। তারা বলেছেন একটি কথা যে একটি ১০/১২ শয্যা বিশিষ্ট মানসিক রোগ চিকিৎসার শাখা চন্দ্রভিসালে প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু আজকে ত্রিপুরায় যে হারে পাগলের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই সিদ্ধান্তকে আরও দ্রুত করার জন্য অনুরোধ রাখছি এবং সমাজতান্ত্রিক দেশের একটি বিশেষ কর্ত্তব্য বলে মনে করি। আমি আশা করি ট্রেজারী বেঞ্চের বন্ধুরা আমার এই কাট মোশানকে লক্ষ্য করে এই পাগলের সুচিকিৎসার জন্য তারা প্রচুর অর্থের ব্যবস্থা করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—Now I would call on Shri Amarendra Sharma to discuss on—"ত্রিপুরায় একটি মেডিক্যাল কলেজের জন্য বরাদ্দের অভাব।" "ত্রিপুরার মহকুমা হাসপাতালগুলিতে Blood Bank গঠনের বরাদ্দের অভাব।"

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় দুইটি কাট মোশান ১৫ নং ডিমাণ্ডের উপর—একটি "ত্রিপুরায় একটি মেডিক্যাল কলেজের জন্য বরাদ্দের অভাব" এবং "ত্রিপুরার মহকুমা হাসপাতালগুলিতে Blood Bank গঠনের বরাদ্দের অভাব।" মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরায় মেডিকেল কলেজের প্রয়োজনীয়তা সেটি ত্রিপুরা সরকার এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ স্বীকার করেননা। বিশেষ করে কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রীর একটি বক্তব্য আমরা পত্রিকায় দেখেছিলাম যে এখানে মেডিকেল কলেজ গঠনের চেষ্টা করা হবে। এখানে বাজেট ভাষণে সে জিনিষ আজকে আমরা দেখছি —আমরা দেখতে পাচ্ছি যে

The Government is also keenly desirous of starting a Medical College and discussions have been intiated with the Government of India. মেডিকেল কলেজ স্থাপনের জন্য সরকার keenly desirous এবং Government Central Government এর সঙ্গে এই ব্যাপারে আলাপ আলোচনা চলেছে—কতদিনে এই আলাপ আলোচনা শেষ হবে জানিনা।, কবে পর্যন্ত ত্রিপুরায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হবে আমি জানিনা। অথচ মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন এবং সেটি যত তাড়াতাড়ি হয় তত তাড়াতাড়ি ত্রিপুরার মঙ্গল হবে। ত্রিপুরার খুব কম সংখ্যক ছেলেই মেডিকেল পড়ার জন্য চান্স পায়; বাইরে গিয়ে মেডিকেল পড়ার জন্য। ত্রিপুরা থেকে যে সব ছেলেদের পাঠানো হয় অন্যান্য কলেজের রিকোয়ারমেন্টস অনুযায়ী সংখ্যাও খুব একটা বেশী নয় তাদের স্টাইপেণ্ডও দেওয়া হয় সত্যি কথা কিন্তু ত্রিপুরার প্রয়োজনের তুলনায় সেই সংখ্যা নিতান্ত ক্ষুদ্র। আজকে আমরা দেখছি ডাক্তারের অভাব রয়েছে। বিভিন্ন হাসপাতালগুলিতেও অভাব রয়ে গেছে, অভাব রয়ে গেছে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে। যে গ্রামাঞ্চলে ডাক্তার দেওয়া একটা মস্ত বড় কর্তব্য সরকারের। সেই গ্রামাঞ্চলের অনেকটা চিকিৎসা বাইরে থেকে যাচ্ছে। দুর্গম অঞ্চলে কিছু কিছু ডিস্পেন্সারী তৈরী

করার কথা সরকার ঘোষনা করেছেন। তবু ত্রিপুরার প্রয়োজনের তুলনায়—এমন কতগুলি গ্রাম রয়ে গেছে যেখানে ডাক্তারের অভাব চিকিৎসালয়ের অভাব এবং সেখানে বিনা চিকিৎসায় বহু লোক মারা যাচ্ছে সে কথা আমরা প্রত্যক্ষ করে থাকি। সেইজন্য যদি কোন মেডিকেল কলেজের বরাদ্দ এই বাজেটে ধরা হতো অথবা কিছু কাজ মেডিকেল কলেজের জন্য এগিয়ে রাখা হত তাহলে সুখী হতাম এই জন্য যে ত্রিপুরার জন্য মেডিকেল কলেজ আসতে খুব একটা দেরী নেই কিন্তু সেই জিনিষটা এই বাজেটে পাচ্ছিনা। ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমা হাসপাতালগুতিতে Blood Bankএর কোন ব্যবস্থা নাই। যেখানে রক্তের প্রয়োজন আছে সেখানে আমি দেখেছি উথান কার কিছু কিছু ছেলে বিভিন্ন সংস্থান থেকে রক্ত দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে কিন্তু সেটিও আবার সব গ্রুপ অনুযায়ী ভাগ করে পরীক্ষা করে তারপর দিতে হয় এতে রোগীর কি অসুবিধা হয় সেটি আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারি।

শ্রীঅমরেন্দ্র সরমা—ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমা হাসপাতালগুলিতে ব্লাড ব্যাংকের কোন ব্যবস্থা নেই। যখন রক্তের প্রয়োজন দেখা দেয়, সেখানে আমরা দেখেছি মাঝে মাঝে সেখানকার কিছু কিছু ছেলে রক্ত দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসে, কিন্তু সেইসব রক্ত গ্রুপ পরীক্ষা করে দেখে সেটা রোগীকে দিতে হয়, তাতে রোগীর কি অসুবিধা ঘটে তা আমরা বুঝে নিতে পারি। তিন চার বছর আগে ধর্মনগরে একটা কেস এই রকম দাঁড়াল, রক্ত দেওয়ার জন্য ছেলেরা এগিয়ে এল, গ্রুপ মিলিয়ে কিছু রক্ত নেওয়া হল কিন্তু শেষ পর্যন্ত রোগীকে বাঁচান গেল না। যার ফলে মহকুমা হাসপাতালগুলিতে ব্লাড ব্যাংক সংস্থাপন করা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু তার জন্য সরকার এই বাজেটে কোন বরাদ্দ রাখেন নাই। নন-প্লেনে আমরা ৫৩ হাজার টাকা দেখছি, কিন্তু মহকুমা সহরের জন্য কোন বরাদ্দ দেখছিনা। ঐ'সঙ্গে যে কথাটা বলতে হচ্ছে, বিভিন্ন সংস্থানে হাসপাতালের অভাব যেমনি রয়ে গেছে. তেমনি যে সমস্ত হাসপাতালগুলি আছে, তার মধ্যে নানাধরনের অব্যবস্থা রয়ে গেছে। ধর্মনগর অঞ্চলে বালুয়াকান্দি গ্রামে-যে সম্পর্কে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় জানেন, সেখানে একটা প্রাইমারী স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে কারণ কয়েক মাইল দূর থেকে ঔষধ নেয়া কত কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায়, সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের অভিজ্ঞতা আছে বলে আমি মনে করি। আরো দেখেছি যে বিভিন্ন হাসপাতাল গুলিতে অব্যবস্থা রয়ে গেছে। কেবল এই একটা মহকুমায়ই নয়, কেবল আগরতলায়ই নয়, এটা বিভিন্ন সংস্থানে আমরা লক্ষ্য করতে পারছি যে ধর্মনগর যে ইন্দ্রনগর প্রাইমারী সেন্টারে যে আউটডোরের একজন ডাক্তার এবং একজন ইনডোর ডাক্তার থাকার কথা, সেখানে একজন ডাক্তার দিয়ে চালান হচ্ছে, এতে সমস্ত রোগীর দিকে লক্ষ্য রাখা একজন ডাক্তারের পক্ষে সম্ভবপর নয়। আমরা দেখেছি কোন কোন হাসপাতালে দুর্নীতি চলেছে, সেইগুলিও বন্ধ করা দরকার, শীঘ্র মন্ত্রীরা সেইদিকে দৃষ্টি দেবেন বলে আমি মনে করি। এয়ারপোর্ট ডিস্পেন্সারীর একটা অভিযোগ ডি. এইচ এস. অফিসে আছে, যে এপ্লাইড মেডিসীন যেগুলি দরকার, সেইগুলি দেওয়া হচ্ছেনা, আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করে দেখবেন, এবং যদি এটা সত্যি হয়, তা হলে তার পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহন যদি করেন তাহলে জনসাধারণের মঙ্গল হয়, শুধু তাই নয়,

দামছড়া হাসপাতাল সম্পর্কে শোনা যায়, যেসব জিনিষপত্র সেখানে গিয়েছিল, কিছুদিন আগে, সেইসব জিনিষত্রের কোন খোঁজ খবর পাওয়া যাচ্ছেনা। সেইসম্পর্কে একটা তদন্তও হয়েছিল, কিন্তু কি হল না হল সেই সম্পর্কে জানা যাচ্ছেনা বা বুঝা যাচ্ছেনা। এইসব ক্ষেত্রে মাননীয় মন্ত্রী দৃষ্টি রাখুন এবং এই অব্যবস্থা দূর করুন, তাহলে ত্রিপুরার সার্বিক মঙ্গল হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

পাব্লিক হেল্থ সম্পর্কে ~~দুই একটি কথা এই~~ প্রসঙ্গে না বলে পারছিনা। আমরা দেখছি স্কুল হেল্থ সার্ভিসেস'এর জন্য কিছু টাকা ধরা আছে, ফর এক্স্পানশান অব স্কুল হেল্থ সার্ভিস, কিন্তু আজ পর্যান্ত কতটি স্কুলে এই হেল্থ সার্ভিস চালু হয়েছে, এবং কয়টি ছেলে এর সুযোগ সুবিধা পেয়েছে আমি জানি না। অন্ততঃ ধর্মনগরে আমি দেখেছি যে মেডিক্যাল চেক আপ'এর কোন বন্দোবস্ত স্কুলে নেই, অপুষ্টজনিত রোগে অনেক ছেলে ভুগছে, তা দূর করার জন্য, এবং সময় মত চেক আপের জন্য প্রতিটি স্কুলে এই হেল্থ সার্ভিস চালু করা প্রয়োজন, সরকারী হউক, আর বেসরকারীই হউক, কিন্তু এই বাজেটে এই সম্পর্কে কোন প্রভিশন যদি এই বাজেটে থাকত, তাহলে ত্রিপুরার ছেলেরা এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত না। এই সুযোগ থেকে যাতে বঞ্চিত না হয়, তার জন্য এই দিকে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে প্রথমেই উল্লেখ করছি এই কথা যে যেসব বরাদ্দ এখানে রাখা হয়, তার থেকে গ্রাম সব সময়েই অবহেলিত, গ্রামের দিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা যদি দৃষ্টি রাখেন তাহলে গ্রাম ত্রিপুরার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরাও সুন্দরভাবে এগিয়ে চলবে।

এই সঙ্গে ডিম্যাণ্ড নাম্বার—৭৬—Capital Outlay in Improvement of Public Health". সেখানে দেখছি "Water Supply Scheme at Sub-divisional Town of Dharmanagar—১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা রাখা হয়েছে, আনন্দের কথা। কিন্তু আমার কথা হল যে বাজেটে যে টাকা রাখা হয়, স্কীম ধরা হয়, সেটা ইম্প্লীমেন্টশন হয় না। সেটা এখন থেকে নয়, প্রথম থেকে আমরা দেখে আসছি যে বাজেটে যে টাকা আছে কিন্তু ইম্প্লীমেন্টেশান নেই, তার জন্য মানুষের অসুবিধা হয়। তা শুধু ধর্মনগর বলে নয়, আমরা অন্যান্য সাব-ডিভিশনের বেলায়ও দেখেছি যেমন সোনামুড়া ৫০ হাজার টাকা রাখা হয়েছে, কিন্তু সেইসব স্কীম ঠিক ঠিক মত ইম্প্লীমেন্টশন হয় না। কাজেই বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ করা আছে, যাতে সেইসব টাকা সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়, মানুষের কাজে লাগানো হয়, সেইদিকে মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ডিম্যাণ্ডের উপর আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি

মিঃ স্পীকার—শ্রীবাজুবন রিয়াং।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকার পক্ষ থেকে কি এর উপর কোন আলোচনা হবে না ?

শ্রীকালিপদ বানার্জী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আলোচনা করতে চাই।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাট মোশান মুভ করার পর, আমাদের পক্ষ থেকে আর কোন বক্তা থাকছেনা। মাঝখানে লোকে কেউ তার উপর বলেন, তাহলে আমাদের পক্ষে তার জবাব দেওয়ার সুবিধা থাকে।

শ্রীকালিপদ বানার্জী—কাট মোশানের জবাব দিতে হলে মিনিষ্টার তার জবাব দেবেন।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কাট মোশান যিনি মুভ করবেন, তাদের রিপ্লাই দেওয়ার সুযোগ থাকছেনা। রিপ্লাইয়ে বলার যদি কিছু থাকে, তা বলার কোন সুবিধা নেই কাজেই সরকার পক্ষ থেকে কেউ বললে আমাদের সুবিধা হত।

মিঃ স্পীকার—মিনিষ্টার তার রিপ্লাই দেবেন। শ্রীবাজুবন রিয়াং।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—এর আগে তো দিয়েছেন স্যার। যে একজন কাট মোশান মুভ করার পর, সরকার পক্ষকে বলতে দিয়েছেন। আমাদের পক্ষ থেকে একজন কাট মোশান মুভ করার পর যদি সরকার পক্ষের একজন বলেন, তাহলে জিনিষটা সুন্দর হয়, সেইজন্য অনুরোধ রাখব যে একজন বিরোধি পক্ষের এবং তারপর একজন সরকার পক্ষের এইভাবে আলোচনা হউক।

মিঃ স্পীকার—আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদের কাট মোশানের উপর আলোচনা শেষ করুন, তারপর সরকার পক্ষ থেকে বলার থাকলে বলবেন, তারপর মিনিষ্টার রিপ্লাই দেবেন। এর পর থেকে আমি দেখব। আজকে আপনি বলুন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাট মোশান হচ্ছে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫/এ যে টাকা ধরা হয়েছে, সরকার যে খরচ করবে, সেই খরচের নীতি সম্পর্কে আমি এখানে কাট মোশান রেখেছি। আমার কাট মোশান হচ্ছে—'জি. বি. হাসপাতালে টি. বি. ওয়ার্ড—এর শয্যা-বৃদ্ধির বরাদ্দের অভাব।' মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখছি ত্রিপুরাতে টি, বি, রোগীর সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা মোকাবিলা করার মত সরকারের ব্যবস্থা এখনও জোরদার হয়ে উঠে নি। তাই আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসে অনুরোধ করছি যে জি, বি, তে যে ইউনিটটা আছে সেটাতে এখন বর্তমানে ৫০টি মাত্র আসন সেটা বাড়ানো হোক। আর টি, বি, রোগটা ডাইওগ্নসিস্ করার জন্য আমি অনুরোধ করব যে প্রতি মহকুমা হাসপাতালে মাইক্রোস্কোপ এবং চেষ্ট ক্লিনিক যাতে থাকে তার ব্যবস্থা করা হোক। এই টি, বি, রোগ বড়ই সংক্রামক রোগ। এটাকে নেগেটিভ করতে হলে মেডিকেল এইড ছাড়া

উপায় নাই। অর্থাৎ অন্তের যাতে না হয় সেই ব্যবস্থা করতে হলে হাসপাতাল ছাড়া উপায় নাই। এই ব্যবস্থা শুধু জি, বি, তে আছে। আমরা যখন এলাকাতে যাই তখন মনে হয় প্রায় এলাকাতেই টি, বি, আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাই আমি সরকারকে অনুরোধ করছি যে মফঃস্বলের রোগীদের সুবিধার জন্য প্রত্যেকটা মহকুমা হাসপাতালে চেষ্টের ব্যবস্থা করা হোক এবং টি, বি, হাসপাতালে যে ৫০টি ওয়ার্ড রাখা হয়েছে তাদের জন্য সরকারের ডায়েট এবং তাদের বিছানা পত্রের যে ব্যবস্থা আছে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, মাঝে মাঝে গিয়ে দেখলে ভাল হয়। আমি যতটুকু জানি, এবং ডাক্তারদের কাছ থেকে জেনেই বলছি যে টি, বি, চিকিৎসা শুধু ঔষধে ভাল হয় না। ডায়েট হল আসল জিনিষ। সে জন্য ডায়েটের বরাদ্দ বাড়ানো উচিত। কিছুদিন আগে টি, বি, হাসপাতালে রোগীরা ধর্মঘট করেছিল যে তারা খাদ্যের যে চার্ট আছে সেই চার্ট মত ডায়েট পাচ্ছে না। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টিতে গিয়েছে কিনা জানি না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৬ এর উপর কিছু বক্তব্য রাখব। ডিমাণ্ড নাম্বার ৩৬ হল কেপিট্যাল আউটলে অন ইমপ্রুভমেন্ট অব পাবলিক হেলথ। এই হেডে টাকা ধরা হয়েছে সমগ্র ত্রিপুরার জন্য ওয়াটার সাপ্লাই সম্পর্কে। এটা ধরা হয়েছে সারা ত্রিপুরার জন্য। কিন্তু বাজেটে দেখছি মাত্র তিনটি মহকুমায় দেওয়া হয়েছে। একটা আছে আগরতলাতে, সেখানে ১৪ লক্ষ টাকা খরচ হবে। ধর্মনগরে দেড় লক্ষ টাকার একটা নূতন কাজ। আর সোনামুড়াতে ৫০ হাজার টাকা খরচ করা হচ্ছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই টাকা কি স্বজন পোষণের জন্য ধরা হয়েছে না জনগণের অসুবিধার কথা মনে করে ধরা হয়েছে? এটা বোধ হয় অর্থ মন্ত্রীর জায়গা বলেই ধরা হয়েছে। কাজেই আপনার মাধ্যমে এই হাউসের কাছে বক্তব্য রাখছি যে আমরা এটাই দাবী তুলব যে সমগ্র ত্রিপুরার প্রতিটি মহকুমা হেড কোয়ার্টারের মধ্যে আগামী আর্থিক বছরের মধ্যে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা করা হোক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি জানি মহকুমা হাসপাতালে রোগী আছে, তারা জল পায় না, জলের অভাবে তাদের চিকিৎসা ঠিকমত হচ্ছে না। এর সত্যতা মন্ত্রী মহোদয়েরা ঘুরে দেখলেই বুঝতে পারবেন। বছর পাঁচেক আগে একবার অমরপুরে জলের অভাব হয়েছিল। ফটিক সাগর নামে একটা বড় জলা আছে সেখানে জল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ফলে জলের অভাব হয়। কাজেই এই কারণেই বলছি যে স্বজন পোষণ না করে সমগ্র ত্রিপুরার দিকে লক্ষ্য রেখে যেন এই কাজগুলি করা হয়।

এখানে আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ১১ এর উপর একটু বক্তব্য রাখব যে এখানে যে পরিকল্পনা-গুলি রূপায়ণের কথা বলা হয়েছে, সেগুলি খুব ভাল। কিন্তু যারা সমাজের নীচু শ্রেণীর লোক এবং অশিক্ষিত তারা এর সুফল নিতে পারছে না। সমাজের নীচু শ্রেণীর লোকদের বার্থ কন্ট্রোলের কোন ব্যবস্থা নাই। কাজেই লোক সংখ্যা ঠিকই বেড়ে যাচ্ছে।

ফেমিলি প্ল্যানিং এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনসংখ্যাকে রোধ করা। ব্যর্থটা কমছে ঠিকই। কিন্তু কি ধরণের কমছে? সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর জন্ম সংখ্যা কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ পাঁচটা বা তার অধিক সংখ্যায় সন্তান হলেও যারা খাওয়াতে পারে তাদের হচ্ছে ফেমিলী প্ল্যানিং। কিন্তু যে দিন মজুর, যাদের একটা সন্তানকেই খাওয়াবার সংস্থান নাই তারা এই সুযোগ পাচ্ছে না। কাজেই আমি হাউসের কাছে অনুরোধ রাখছি সমাজের নীচু শ্রেণীর লোকেরা যাতে এই সুযোগ পায় সেই ব্যবস্থা যেন সরকার করেন। তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কাজ কার্যকরী হবে। যদি একটা শ্রেণীর কম আর একটা শ্রেণীর সন্তান বেশী হয় তাহলে এর উদ্দেশ্য সফল হবে না। সুতরাং বার্থ কন্ট্রোলের সমস্ত দিকটাই যেন ভেবে দেখা হয় এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে জনপদ পত্রিকায় দেখলাম যে নিশিকান্ত সরকার, এম, এল, এ,র বাড়ীতে পুলিশ সার্চ করেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি এই হাউসে এই বিষয়ে একটা স্টেটমেন্ট দেন যে কি কারণে তাঁর বাড়ীতে সার্চ হল তাহলে ভাল হয়। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব এই সম্পর্কে একটা স্টেটমেন্ট দেওয়ার জন্য যে কি ব্যাপারটা হয়েছে।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ডিমাণ্ডের উপর আমার কাট মোশান হচ্ছে হাসপাতাল, প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার এবং ডিস্পেন্সারীগুলিতে ঔষধের জন্য প্রভিশানের অপ্রতুলতা সম্পর্কে। যদিও ব্যাপারটা ঔষধ সম্পর্কে তাহলেও ব্যাপারটা এই চিকিৎসা ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন বিষয় বস্তুর সঙ্গে জড়িত। আমাদের এখানে বিশেষ করে লোক সংখ্যার প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে হাসপাতাল, প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার বা ডিস্পেন্সারী এই সব জিনিষ অত্যন্ত কম। ফলে ব্যাপক সংখ্যক জনসাধারণ এক একটা হাসপাতাল, প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার এবং ডিস্পেন্সারীগুলিতে ভিড় করে। কাজেই এই ম্যাডিকেল ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে ঔষধ পত্র ইত্যাদির জন্য যে পরিমান প্রভিশান রাখার দরকার ছিল আর এই বাজেটের মধ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, সেটা অত্যন্ত ইন্‌এডিকোয়েট। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের দেশে রোগীদের মধ্যে যারা বাইরে থেকে ঔষধ কিনতে পারে সেই রকম লোকের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু দেখা যায় হাসপাতাল, প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার বা ডিস্পেন্সারীগুলিতে যে সমস্ত রোগী আসেন, তাদের রোগ অনুসারে ডাক্তারেরা যে সব প্রেসক্রিপশান করেন, তাতে সেগুলি থেকে যাদের প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সাপ্লাই দিতে পারেনা এবং বাইরে থেকে তাদের সেই সব ঔষধপত্র কিনতে হয়। কাজেই বাজেটের মধ্যে ঔষধপত্রের ব্যাপারে যে ইনএডিকোয়েসী তা অবিলম্বে আমাদের দূর করা উচিত এবং তাহলে পরে আমরা জন চিকিৎসার দিক দিয়ে জনসাধারণকে আরো সুযোগ সুবিধা দিতে পারব। এই জন চিকিৎসার হিসাব করলে দেখা যায় যে আমাদের জন চিকিৎসার খাতে মাথাপিছু ৮·২০ পয়সা বরাদ্দ হয়েছে এবং কোন রোগী যদি সরকারী হাসপাতাল থেকে ডাক্তারের প্রেসক্রিপসান মত ঔষধ না পেয়ে বাইরে থেকে কিনতে হয়, তাহলে এই ৮·২০ পয়সায়

দুইটি ইনজেক্শানের দাম হতে পারে। কাজেই বর্তমানে আমরা চারদিক থেকে যে উন্নয়নের ব্যবস্থা করছি, ঠিক সেই সময়ে এই চিকিৎসা খাতে অন্যতম কম বরাদ্দ ধরা হয়েছে বলে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। কাজেই যে সব ডিস্পেন্সারীগুলি শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলে আছে সেখানে নানাবিধ ঔষধের অভাব লেগেই আছে। আমি এখন উদাহরণ স্বরুপ বলতে পারি আমার বিলোনিয়া বিভাগে বড় পাথরীতে যে একটা ডিস্পেন্সারী আছে সেখানে গত ১০ বছর যাবৎ কোন মেডিক্যাল অফিসার নেই এবং সেখানে একজন কম্পাউণ্ডার এ ডিস্পেন্সারীটি পরিচালনা করছেন। এই রকম অনেক জায়গা আছে। যেখানে নাকি কোন মেডিক্যাল অফিসার নেই। তাই গ্রামের মানুষকে যে চিকিৎসা দেওয়ার কথা, সেটা দেওয়া যাচ্ছেনা। আর শহর ও বিভিন্ন সাবডিভিশান টাউন থেকে দূরে গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত প্রাইমারী হেল্থ সেণ্টার এবং ডিস্পেন্সারী আছে, সেগুলিতে ধাত্রীর কোন ব্যবস্থা নেই, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে প্রসূতি মাতাদের ক্ষেত্রে, তাদের ডেলিভারীর ক্ষেত্রে উপযুক্ত ট্রেনিং নেওয়া ধাত্রীর অভাব একটা জটিল অবস্থা। তাছাড়া রাস্তাঘাট এবং পরিবহন ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্যও ঐ সব জটিল কেসগুলি গ্রামাঞ্চল থেকে শহরের ডাক্তারখানায় আনা নেওয়া খুবই দুরুহ ব্যাপার। কাজেই গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত ডিস্পেন্সারী বা প্রাইমারী হেল্থ সেণ্টার রয়েছে সেগুলিতে যাতে উপযুক্ত ট্রেনিং প্রাপ্ত ধাত্রীর ব্যবস্থা থাকে, সেজন্য সরকারকে উদ্যোগী হওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব। কেন না আমাদের দেশে ডেলিভারীর ব্যাপারে দেখলে দেখা যাবে যে এই সমস্ত ব্যাপারে মাতা এবং শিশুর মৃত্যুর সংখ্যা একেবারে কম নয়। কাজেই এই সমস্ত বিষয়গুলি অবিলম্বে বিবেচনা করা দরকার। দরকার এই জন্য যে আমাদের জনস্বাস্থ্য বিভাগ এর মেডিকাল সাইডটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সাইড। কাজেই যেসব ডিস্পেন্সারী বা প্রাইমারী হেল্থ সেণ্টারে ঔষধপত্র, ইন্জেক্শান এবং শিশুদের ও প্রসূতি মায়েদের প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং ডাক্তার নেই, সেখানে যাতে এগুলি পাঠানোর ব্যবস্থা হয় সেজন্য আমি এই মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা আরও লক্ষ্য করেছি যে গ্রামাঞ্চলে এক একটা ডিস্পেন্সারী থেকে আর একটা ডিস্পেন্সারীর দূরত্ব প্রায় ১৪/১৫ মাইল হবে। কাজেই ঐ সমস্ত অঞ্চলে যাতে অন্ততঃ একটা করে হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারীর ব্যবস্থা করা দরকার যাতে করে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের মানুষ ঐ সব ডাক্তারখানা থেকে তাদের প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র পেতে পারে। আমি এই মেডিক্যালের ব্যাপারে যে সমস্ত সাজেশানগুলি রাখলাম তার মধ্যে গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন ডিস্পেন্সারীগুলিতে জনচিকিৎসার ব্যাপারে ধাত্রীর ব্যবস্থা রাখা অত্যন্ত জরুরী বলে আমি মনে করি এবং সেজন্য আমি আমার বক্তব্য এই কাট মোশানের মাধ্যমে রাখলাম।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—স্যার, আমার একটা বিষয় মাননীয় সদস্য শ্রী অজয় বিশ্বাস এখানে তুলেছেন। কাজেই সেই সম্পর্কে আমাকে কিছু এখানে বলতে দেওয়া দরকার।

মিঃ স্পীকার—আপনার যে বক্তব্য, সেটা তো মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস বলেছেন। আমি ক্লস আলোচনা করে দেখব যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়ে কোন রকম ষ্টেটমেণ্ট

দিতে পারেন কিনা ?

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—স্যার, আমার বিষয়টা আমাকে বলতে দিন না কেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—স্যার, এখন ডিমাণ্ড আলোচনা স্থগিত রেখে ওনাকে উনার বক্তব্য পেশ করার জন্য কিছু সময় দেওয়া উচিত।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি—স্যার, এই ডিমাণ্ডগুলি পাশ হয়ে গেলে তো মাননীয় সদস্য তাঁর বক্তব্য রাখতে পারেন ?

মিঃ স্পীকার—কিন্তু মাননীয় সদস্য যে এত অস্থির হয়ে পড়েছেন। তিনি যদি আপনার কথা মত রাজী হন, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—স্যার, এই ডিমাণ্ডের উপর যদি আমাকে বলার সুযোগ দেন, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনারা যারা এই কাট মোশানে অংশ গ্রহণ করতে চান অংশ গ্রহণ করতে পারেন।

শ্রীকালিপদ বানার্জি—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মেডিকেল এবং পাব্লিক হেলথে্র যে ডিমাণ্ড এই ডিমাণ্ডের উপরে আমি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে চাই এই জন্য যে প্রচুর অভিযোগ শুনা যায় এই ডিপার্টমেন্ট সম্পর্কে, বিভিন্ন হাসপাতালের সম্পর্কে, জি. বি. হাসপাতালে ঔষধের সম্পর্কে এবং বিভিন্ন হাসপাতালে ডাক্তার নাই। এই যে অবস্থা যে অভিযোগ শুনা যায় এবং যার সঙ্গে জনসাধারণের জীবন মরনের প্রশ্ন জড়িত। আমি ব্যাক্তিগত ভাবে বিশ্বাস করি এতে রাজনীতির কোন সম্পর্ক নাই। এই ব্যাপারে মন্ত্রী মহোদয়গণ তাঁরা ভিতরে আছেন তাঁরা ইচ্ছা করলে জানতে পারবেন অনেক কিছুই এবং তাঁরা যদি সেদিনে লক্ষ্য রেখে সদস্যদের যে ফিলিংস সেই ফিলিংসের দিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করেন তাহলে আমার মনে হয় ত্রিপুরার মানুষ কিছুটা স্বস্তি পাবেন। খুব খারাপ জায়গা সাব্রুম মহকুমায় ঘোড়াকাপা বলে একটি জায়গা, খুব খারাপ জায়গা আজও সেখানে কোন উন্নতি হয়নি ১৯৫৩ সালেও সেখানে ডাক্তার ছিল। আজকে ১৯৭২ ইং সালে হরিমুড়াতে ডাক্তার থাকেনা, থাকেনা নয় ডাক্তার নেই। সাতচান্দ' ডাক্তার নেই, ছোটবিলে ডাক্তার নেই ঐ ঘোড়াকাপার তো কথাই নেই। তেমনই অনেক জায়গায় নেই। কেন নেই ? ডাক্তার না থাকার কারন হচ্ছে ডাক্তার নিযুক্ত হওয়ার পর তাদের জি. বি, হাসপাতালে রেখে দেওয়া হয় তারপর তাদের বদলির কোন কথা হলে একটা চক্রের দ্বারা পরিচালিত হয়ে সেই বদলি আটকে যায় (গণ্ডগোল) এটা ঘটনা, তাকে অস্বীকার করা যাবেনা। নইলে জি. বি. হাসপাতালে এত ডাক্তার কোথা থেকে এল ? সরকারী নিয়ম আছে যে ২০ : ১ এই নিয়মে ডাক্তার থাকবেন; অবশ্য

স্পেসালিষ্টদের কথা আলাদা তার বেশী কি করে থাকবে। ডাক্তার বাবুদের এপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার পর তাদের জি. বি. হাসপাতালে রেখে দেওয়া হচ্ছে এর ফলে গ্রাম ত্রিপুরার মানুষ চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এখন যেখানে ডাক্তার নেই সেখানে কম্পাউণ্ডার দ্বারা চিকিৎসা চলছে। স্বাভাবিক কারণে সেই সেই অঞ্চলের জনসাধারনের কিরূপ চিকিৎসা হবে কম্পাউণ্ডারবাবু কি ইনডেন্ট পাঠাবেন আর ডাইরেক্টরেট থেকে কি ঔষধ পাঠাবেন সেটি সহজেই অনুমান করা যায়। কম্পাউণ্ডার ঔষধ কম্পাউনণ্ড করে বলেই তিনি কম্পাউনণ্ডার। কাজেই ঔষধ পত্র ঠিক মত যায় না এবং ঔষধ পত্র ঠিক মত যায় না বলেই যেখানে ঔষধ পত্র ষ্টোর হয় সেখান থেকে চুরির ব্যবস্থা। গ্রামের জন্য কোন ঔষধ যায় না। হাসপাতালগুলির কি অবস্থা। সাব্রুম হাসপাতালে ছিল ২০ শয্যার ১৯৬১ সাল থেকে শুরু। আজকে ১৯৭২ সালে সরকারী ভাবে সেটি ৩০ বেড হওয়া সত্বেও সিট বাড়ানো হয় নি। ওয়ার্ড বয়, নার্স বাড়ানো হয়নি। রোগীরা চিকিৎসার জন্য এসে ফ্লোরে শুয়ে থাকতে হয়। ১৯৬১ সালে যা ছিল আজকেও তাই আছে। সুতরাং এর ফলে রোগীরা রোগ ভোগ করে করে হাসপাতালে আসে ঔষধের জন্য কিন্তু তাদের শুয়ে থাকতে হয় ফ্লোরে। আমি শুনেছি গত বছর সেন্ট্রাল থেকে মেডিকেল কলেজ হওয়ার জন্য প্রস্তাব ছিল। India Goverment থেকে যে Study Team এসেছিল তারা জি. বি. হাসপাতাল দেখেন—যে জি. বি. হাসপাতাল বলে আমরা খুব গর্ব করি সেই জি. বি. হাসপাতাল দেখে—তাঁরা নাকি এমনই চমৎকৃত হয়েছিল যে তাঁরা এখানে এক দিনও অপেক্ষা না করে তাঁরা ইম্ফল চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে মেডিকেল কলেজ হয়েছে। অবশ্য আমার এটা শুনা কথা জানি না সত্যি কি না। আমি আশা করি মন্ত্রী মহোদয় এ ব্যাপারে উত্তর দিতে পারবেন আলোকপাত করতে পারবেন। অবশ্য গত বছর জরুরী কালীন অবস্থা ছিল থাকলেও হাসপাতালের চিকিৎসার জন্য সেখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে না এ কি কথা। মানুষের জীবন নিয়ে খেলার কি অধিকার আছে সরকারের। কোন অধিকার নাই। সুতরাং হাসপাতালে এমন অবস্থা যেন না হয়। এই জন্য আমি জেনারেল ডিস্কাসনের সময় বলেছিলাম ডাক্তারদের গ্রামে পাঠান। তারা থাকলে যদি তারা জানতে পারে যে ১০ বছরের বেশী আমাকে থাকতে হবে না। ডাক্তারদের ঐ চক্রের হাত থেকে মুক্ত করতে হলে ডাক্তারদের গ্রামে পাঠাতে হবে যাতে গ্রামের মানুষ গ্রাম ত্রিপুরার মানুষ চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা পায়। আমার কাছে আশ্চর্য্যজনক মনে হয় সারা ত্রিপুরার পাবলিক হেলথ দুই জন রিজিওনেল হেলথ অফিসারের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। মাত্র এল. এম. এফ. পাশ দুই জন ডাক্তারের হাতে। আমার মনে হয় সবডিভিসনগুলিতে এস. ডি এম. ও. দের হাতে দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া উচিত। হেলথ সার্ভিস যদি ভাল না হয় তাহলে হাসপাতাল করে কি হবে? তাহলে স্বাভাবিকভাবে ত্রিপুরার মানুষের কোন উপকার হবে না। সুতরাং সাবডিভিসনগুলির উপরে, ডিষ্ট্রিকগুলিতে হেলথ সার্ভিসের জন্য আরও অফিসার দিয়ে আরও বিন্যাসের দরকার। বিন্যাস করে সারা ত্রিপুরার মানুষ যাতে সুযোগ সুবিধা পায় পাবলিক হেলথ এবং মেডিকেল সার্ভিস থেকে সেই দিকে মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব এবং আশা করব যে বাজেটে বরাদ্দ যত কমই হউক না কেন এই টাকা দিয়েও ত্রিপুরার মানুষের কল্যাণ করতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার--শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই কাট মোশানকে সমর্থন করতে পারছিনা। কারণ এই স্বাস্থ্য বিভাগে কিছুই হয় নাই এই কথা আমি স্বীকার করতে পারি না। কারণ আজকে হাসপাতাল বেড়েছে, ষ্টাফ বেড়েছে, ডাক্তার বেড়েছে এই কথা ঠিক আগে যা ছিল তা থেকে বেড়েছে তা ঠিক। কিন্তু কোথায় বেড়েছে তা এই আগরতলা শহরে। এই উদয়পুর ২০ বেডেড হাসপাতাল ছিল ১৫ বছর আগে। বোধ হয় পাঁচ সাত বছর আগে সেটাকে ১০০ বেডেড করার প্রস্তাব ছিল, এখানে বলব স্যার, কারণ সেটা হচ্ছেনা যখন তখন কি বলব? তাছাড়া পাণীয় জলের কথা জানেন কি স্যার সেখানে পাম্প দিয়ে জল তোলে, কিন্তু জল পায় না, কেন পায়না স্যার জানেন? একটা টিওবওয়েল দিয়ে, একটা কুয়া করে সেখানে পূর্ত বিভাগের কর্মচারী রাখা হয়েছে কিন্তু কল বা মেশিন খারাপ হয়ে গেলে তার নাগাল আর পাওয়া যায়না। আর এক দিক থেকে দেখুন স্যার এই যে ইলেকট্রিসিটি, সেখানে বাতি জ্বলেনা। অপারেশশন চলেনা কারণ বাতি নেই। তার প্রমাণ আমি দিতে পারি। তারপর থালা বাসন সেখানে নেই, সানকিতে খাওয়ার ব্যবস্থা। বাড়ী থেকে যদি গ্লাশ আনে, তাহলে জল খেতে পারবে, তা না হলে মাটির গ্লাশ কিনে আনতে হয়। এর কারণ কি স্যার জানেন? আমি সত্যি কথা বলছি সেখানে ৮০ জন ৯০ জন রোগী হয়, কারণ মানুষ সেখানে আসতে বাধ্য হয়, কিন্তু সেখানে মাত্র ২০ জনের বাসন পত্র আছে। তাছাড়া ডেলিভারী কেসের কথা কি বলব স্যার। জায়গা অল্প, মাঠের মধ্যে, বাইরে, রাস্তায় পর্যন্ত প্রসব হয়ে যায়, হাসপাতালে একদিনের বেশী রাখার ব্যবস্থা নাই। আমরা উন্নতি কম করছিনা স্যার। এই হচ্ছে উন্নতির অবস্থা। তাছাড়া ডায়েটের কথা বলছি স্যার। আমি মন্ত্রীদের আগেও এ্যাসেম্বলীতে বলেছি স্যার, উনারা প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে টেণ্ডার কল করে দেওয়া হয়, কাকে দেওয়া হয়, লোয়েস্ট টেণ্ডারারদের দেওয়া হয়, যিনি মুরগীর মাংস পাঁচ সিকা করে দিবেন বলে লেখেন কারণ মাংস তো সাপ্লাই দিতে লাগে স্যার। আমি তার প্রমাণ করব স্যার। আমি পূর্বেও বলেছি বাজার দর অনুসারে লোকাল ম্যানদের যদি এই সাপ্লায়ের ভার দেওয়া হয়, তারা যদি টেণ্ডার অনুযায়ী দিতে না পারে তাহলে সেখানকার জনসাধারনই সেটা দেখবে, কিন্তু তা দেওয়া হয়না। কাজেই ঐসব টেণ্ডারার মাংস দেওয়ার নাম নাই, তাদের খাদ্য কি দেওয়া হয়, মোটা চাউলের ভাত, একটু পাতলা ডাল, আর টাকী মাছ যদি পাওয়া যায় তাহলে সেই ভাল। কারণ বাজারে যে কোন মাছের কে, জি, হচ্ছে আট টাকা, সেখানে তিন টাকা কে, জি মাছ কোথা থেকে তারা সাপ্লাই দেবে। সাধারন একটা কলা পর্যন্ত দেওয়া হয়না, ডিম দেওয়া হয়না, আর মাংশ দেওয়া তো দুরের কথা। এই হচ্ছে আমাদের মহকুমা হাসপাতালের অবস্থা। আমি কত বলেছি স্যার। আমায় উদয়পুরের দক্ষিণে বাইশা মৌজা উদয়পুর থেকে ৩২ মাইল দূরে, আদিবাসী অঞ্চল, আজকে বিশ বছর ধরে আমি বলছি স্যার, সেখানে যদি প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার না-ও দিতে পারেন, সেখানে একটা ডিসপেন্সারী দেন,

তাও দেন নাই। গরজী বলেছি সেখানে একটা ডিসপেন্সারী দেওয়া হউক, সেখানে জায়গা পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আর সেখানে চিকির লাগাল নাই। সেখানে একজন কম্পাউণ্ডার এবং কিছু ঔষধ পত্র দেওয়া হয়েছে, ঐ পর্যন্ত, কিন্তু সেখানে কোন ঘর নাই। এই হচ্ছে স্বাস্থ্যের উন্নতির অবস্থা স্যার। আমার এখানে চন্দ্রপুরে ১৯৪৭ সনে শরণার্থীদের কল্যাণে রিলিফ ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা ডিস্পেন্সারী দিয়েছিল, সেই আমলের ডিস্পেন্সারী আজও সেই অবস্থায়ই রয়েছে। আমি বলেছিলাম সেটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে পরিণত করুন, নতুবা একজন ডাক্তার দেন, কিন্তু দেয় নাই। মাননীয় মন্ত্রী হয়তো উত্তরে বলবেন ডাক্তার কি করে দেব, কারণ আমার দেশে ডাক্তার নাই। বললে অনেক কথা বলতে হয় স্যার। ওয়াটার সাপ্লাই সহরে টিপ দিলেই জল পড়ে, উনারা স্বজন পোষণ করুন ভাল কথা। উদয়পুরের জন্য গত বছর বাজেটে প্রভিশন ছিল, আজকের বাজেটে সেটা নাই। টি, টি, সি'র আমল থেকে সেখা'নে মাপ, জোখ হয়েছে সাইট সিলেক্শান হয়েছে, টাকা স্যাংশসন হয়েছে, এস্টিমেট তৈরী পর্যন্ত হয়েছে অথচ এবার সেটা সোনামুড়া হয়ে গেছে, সোনামুড়া হউক, ভাল কথা, কিন্তু আমার এটা কাটা হল কেন? সোনামুড়া হউক, খোয়াই হউক, ধর্মনগর হউক, আগরতলা টিপ দিলে গরম জল, ঠাণ্ডা জল পায় ভাল কথা, কিন্তু আমাদের কিছু দেন। কিন্তু তার নমুনা দেখুন স্যার টিউবওয়েল, রিংওয়েল সব কিছু দেয়, কিন্তু সেইগুলির তথ্য কি রাখেন? সরকার যদি না করতে পারেন, তাহলে বলেন কেন? পানীয় জলের ব্যবস্থা করব, ওয়াটার সাপ্লাই করব, হাসপাতাল করব, সেগুলি না বললেই হয়, 'কন্ত এ্যাস্যুরেন্স দিয়ে একটাও দেন না। বললেই হয় যে আমরা দিতে পারবনা। আমি বাঘমার একটা ঘটনার কথা বলছি। বাঘমা একটা ডিস্পেন্সারী চেয়েছিলাম, সেখানে আদিবাসী কম নয়, তাদের জন্য মন্ত্রী মহোদয়দের দরদ কম নয়। কিন্তু আদিবাসী বাংগালীর প্রশ্ন নয়, সেখানে গতবার একটা ডিস্পেন্সারী দয়া করে দিয়েছেন, কিন্তু সেখানে ঘর নাই, পরের ঘরে কতদিন কাজ করা যায়, কম্পাউণ্ডার সেখানে কাজ করতে চায় না, অথচ সেখানে ঘর দেওয়া হচ্ছে না। গরজী এই অবস্থা, বাইশা মৌজায় এই অবস্থা, দক্ষিণ মহারাণীর কথা বললাম। তবে উন্নতি কতদূর করলাম স্যার? দুঃখের কথা স্যার, কয়েক শ' গাড়ী নষ্ট হয়ে পড়ে আছে, এর কোন মেরামত নাই বা কোন একশান নাই, নূতন নূতন আনে (রেড লাইট) আমার কথা হচ্ছে হাসপাতালে ঔষধ পত্র যায়, বাক্সে যায় বা বোতলে যায়, সেই সব বাক্স বা বোতল কোথায় যায় স্যার, সে খবর কি নেয়? তাহারা প্রায় সময় দেখছি, আমি নূতন নূতন ঔষধের কথা বলছিনা স্যার, জেনারেলী যে সমস্ত ঔষধ পত্র দেওয়া হয়, দরকার, সেটা হাসপাতালে থাকেনা। এক্সরে প্লেট আমি প্রাইভেট যদি কিনতে চাই, তাহলে বহু এক্সরে প্লেট পাওয়া যাবে, কিন্তু হাসপাতালে নাই। তাছাড়া প্রায় সময়েই দেখছি যে সমস্ত ঔষধপত্র রোগীদের দেওয়া দরকার তা প্রায়ই থাকেনা হাসপাতালে। এক্স-রে প্লেট প্রায়ই থাকেনা হাসপাতালে। কেন থাকে না। প্রাইভেট হাসপাতালগুলি যদি আনতে পারে হাজার হাজার এক্স-রে প্লেট তাহলে সরকার কেন পারেনা সেটা দেখতে হবে।

আর টি, বি; এর ব্যাপারে রাজুবন ভাই যেটা বলেছেন সেটা সত্যি কথা। কত টি, বি, রোগী হবে, কত বেড হবে সেটা আমি বলছি না। বেড হয়ত আরও বাড়তে পারে। কিন্তু রোগীর প্রাথমিক কাজে যে তাকে কিছু ঔষধপত্র দিয়ে সাহায্য করা. যে রোগী খেতে পারে না, খাওয়ার সংস্থান নাই তাদের যে সাহায্য করা সেটাও ঠিক ঠিক মত হয় না। কত রোগী যে মরছে সেটা হেল্‌থ ডিপার্টমেন্ট গ্রামে গিয়ে খবর নেয় না। এই কথার উপর যদি মন্ত্রীরা উত্তর দেন তাহলে ভাল হয়। আমরা হয়ত বাইরে গিয়ে বলতে পারি যে আমরা এ সম্পর্কে বিধানসভায় বলে এসেছি। কিন্তু কাজ না হলে তো তাতে কোন ফল হবে না। আর জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলব্ যে আমি জানতাম যে কৃষক শ্রমিক ৪ দিন যদি বসে থাকে তাহলে তার সংসার চলে না। সেজন্য সরকার থেকে সাহায্য দেওয়ার কথা ছিল সেটা বোধ হয় বন্ধ হয়ে গেছে। প্রথম যে উৎসাহ ছিল ফেমিলি প্ল্যানিং এর সেটা বোধ হয় ঢিলা পড়ে গেছে। বাজেটে রাখা হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু এটা বোধ হয় বইয়ের মধ্যেই থাকবে। কাজেই আমার কথা হচ্ছে প্রত্যেকটা সাব-ডিভিশনে কয়েকটা গাঁওসভা নিয়ে রাস্তাঘাট আছে। এখানে রাস্তাঘাটের বড় অভাব। এটা ওয়েষ্ট বেঙ্গলে হতে পারে. দিল্লীতে হতে পারে। সেখানে বাস আছে, রেল আছে। অন্যান্য জায়গা ত্রিপুরা থেকে অনেক উন্নত। কিন্তু এখানে সেই রাস্তাঘাট নাই। কাজেই অন্যান্য জায়গার মত প্ল্যান এখানে চলবে না। ত্রিপুরাতে করতে হলে সেইভাবে ফ্যামিলি প্ল্যানিং করতে হবে। যাই হোক যা বললাম এইগুলি যদি হয়, মাননীয় সদস্য শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী বলেছেন, সেটাও সমর্থন করি, রাজু ভাই বলেছেন, সেটাও সমর্থন করি, অন্যান্য সদস্যরা এবং মাননীয় মন্ত্রীরা যা বলছেন তাও সমর্থন করি। অন্ততঃ দুই একটা জায়গায় ডাক্তারের ব্যবস্থা করলে বা হোমিওপ্যাথিক ডিস্পেন্সারী যদি করা হয় তাহলেও ভাল। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। হয়ত আমার বক্তৃতা ভাল লাগে নি।

শ্রীবি, দাস—মাননীয় স্পীকার, স্যার, হাউসের সামনে যে ডিমাণ্ডগুলি এসেছে, ১৫, ১৬, ১৭—তার উপরই আলোচনা করছি এবং বিরোধী পক্ষ যে কাট মোশান এর উপর রেখেছেন তার বিরোধিতা করছি। তার কারণ এমন কতগুলি কথা বলেছেন যে মাননীয় সদস্য যখন আগরতলার রাস্তায় হাঁটছেন তখন উনি কোথায় হাঁটছেন উনি হয়ত চিন্তা করতে পারছেন না। উনি চিন্তা করতে পারছেন না যে পাগলা গারদে হাঁটছেন না কোথায় হাঁটছেন। তবে এটা সত্যি কথা যে "যাদৃশী ভাবনার্যস্য"। মাননীয় সদস্যরা সমালোচনা করেছেন। তবে এটা একদম ঠিক হয়ে গেছে এও কথা বলব না। অ্যানোমেলিজ রয়েছে সেখানে ঠিক ঠিকভাবে পরিচালনা হচ্ছে না, তাও সত্য কথা। কিন্তু তারা যদি এই হাউসে কনস্ট্রাকটিভ সাজেশান রাখতেন তাহলে ভাল করতেন। যেহেতু সেটা আমি পাইনি সেই হেতু আমি কাট মোশানগুলির বিরোধিতা করছি। আগরতলা শহরের উপর যারা নাকি ডাক্তার আছে বিশেষ করে স্পেশালিষ্ট এবং অন্যান্য ডাক্তারগণ, তারা ননপ্র্যাকটাইসিং অ্যালাউন্স একটা নিচ্ছেন। সেটা কেন দেওয়া হচ্ছে? ত্রিপুরার জনসাধারণ যাতে ২৪ ঘন্টার কাজ তাদের কাছ থেকে পান।

কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রে আমরা সেটা পাচ্ছি কি ? পাচ্ছি না। যে কোন ডাক্তারের বাড়ীতে যদি বিকেল বেলা যাওয়া যায় তাহলে দেখবেন যে তিনি প্র্যাক্‌টিস্ করছেন। অবশ্য সেটা কাগজে পত্রে আমরা প্রমাণ করতে পারব না। তারা বলবেন যে বন্ধু হিসাবে আমি দেখছি। মাননীয় সরকার যেন এই দিকে একটু নজর দেন। হঠাৎ করে একটা এমারজেন্সী অ্যারাইজ করল, হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হল। এক ওয়ার্ডের ডাক্তার সেই ওয়ার্ডে গিয়ে রোগীকে দেখছেন না। এমারজেন্সী অ্যারাইজ করছেন। তার জীবন মরণ সমস্যা। উত্তর হল সে অমুক ডাক্তারের রোগী। উনি টাকা খেয়ে তাকে বাড়ীতে দেখেছেন এবং ভর্তি করেছেন। তাঁকে আমরা দেখব কেন ? সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি আমি আকর্ষণ করছি। কাজেই জন-সাধারণ যাতে দুর্ভোগ না ভোগে সেই দিকে আমরা যেন লক্ষ্য রাখি। স্পেশালিষ্ট ডাক্তার আমরা এখানে রেখেছি। তারা নন্‌-প্র্যাক্‌টাইসিং অ্যালাউন্স পান। প্র্যাক্‌টিস করতে পারবেনা। একটা লোকের হার্টের ষ্ট্রোক হল বাড়ীতে যাকে নাড়াচড়া করা সম্ভব নয়। এই ক্ষেত্রে একজন ডাক্তার ডাকা হল। তিনি বললেন যে আমি তো নন্‌-প্র্যাক্‌টাইসিং নিচ্ছি। কাজেই আমি তো আপনার বাড়ীতে গিয়ে রোগী দেখতে পারি না। আপনি হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু তাকে এতটা নাড়াচাড়া করলে জীবনের আশঙ্কা আছে। এক্সপায়ার করতে পারে। সেই দিকে যেন আমরা নজর দিই, সেই দিকে আমরা যেন চিন্তা করি। কিন্তু আর একটি কথা কি স্যার, জানেন ? ঐস্পেসালিষ্ট মহাশয় ঐবাড়ীতেই হয়ত যাবেন। যিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তার কথায় হয়ত উনি গেলেন না। কিন্তু এমন একজনকে যদি ধরতে পারেন এবং এমন একজনকে তার কাছে পাঠাতে পারেন যার সঙ্গে তার ভাল টার্মস আছে তাহলে তার কথায় তিনি নিশ্চয়ই যাবেন। কাজেই সেই দিক দিয়ে যেন আমরা একটুখানি নজর দিই এবং মাননীয় সরকারের দৃষ্টি আমি এই দিকে আকর্ষণ করছি।

এইবার আসছি স্যার, এইখানে যারা সরকারী কর্মচারী আছেন তাদের চিকিৎসার ব্যাপারে তারা রি-ইমবার্স করতে পারছেনা। তাদের বলা হয়েছে যে হাসপাতালে যান, সেখানে গিয়ে লাইন ধরুন, তাহলে পাবেন। কিন্তু স্যার এটা কি সম্ভব ? এইদিকে তো চেয়ার দখল আন্দোলন সুরু হয়ে গেল। ভোর বেলায় লাইন দিয়ে সেখান থেকে ঔষধ এনে তারপর যে এখানে এসে সময়মত অফিসে পৌছা, সেটা সম্ভব নয়। তারপর পৌছার পরে যেটা প্রশ্ন সেটা হল মেন্টাল ডিপ্রেসান। যেখানে ৫০০ লোক দাঁড়িয়ে আছে সেখানে একজন এমপ্লয়ী গিয়ে সুচিকিৎসা পায়না।

তারপরে সব চাইতে বড় প্রশ্ন হচ্ছে মেন্টাল সেটিস্‌ফেকশান। সেখানে গেলেন যেখানে নাকি আরও ৫০০ রোগী লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, একজন এমপ্লয়ী সেই লাইনে দাঁড়িয়ে তারা যে চিকিৎসা, তাতে তার মেন্টাল সেটিসফেকশান হবে না। কাজেই সেক্ষেত্রে আমি যে সাজেশান রাখতে চাই সেটা হল এই শহরের উপর বা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন সাব-ডিভিশান শহরগুলির উপর যে সব ডাক্তার আছে, তাদের গভঃ মেডিক্যাল এটেন-ডেন্স হিসাবে এপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হউক এবং এম্‌প্লয়ীরা তাদের কাছে গিয়ে তাদের অসু-বিধা বা রোগের কথাবলবেন এবং প্রেসক্রিপসান নিবেন। এর ফলে গভঃএমপ্লয়ীদের চিকিৎ-

-সার ব্যাপারটা অনেক সহজ এবং সুবিধাজনক হবে এবং তারা ঐ মেডিক্যাল এটেণ্ডেন্টের মাধ্যমে রি-ইম্বার্স'মেন্ট বিল করতে পারবেন এবং এখানে যেটা বড় প্রশ্ন সেটা হচ্ছে মেন্টাল সেটিসফেকশান এটাও তারা পাবেন। আর যদি তা না হয়, তাহলে আমার আর একটা অল্টারনেটিভ সাজেশান হচ্ছে এই যে গভঃ মেডিক্যাল এটেণ্ডেন্ট, এটা সম্পর্কে আমি নুতন করে কিছু বলছি না, এটা সারা ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রভিন্সে আছে। কাজেই এখানে যাতে এটা করে দেওয়া হয় সে জন্য আমি এখানে এটা রাখছি। আর একটি অল্টারনেটিভ সাজেশান আমি এখানে রাখছি যদি তা না করতে চান, তাহলে মেডিক্যাল এ্যালাউন্স অর্থাৎ তাদেরকে একটা ফিক্সড এ্যালাউন্স যেটা নাকি অন্যান্য প্রভিন্সেও আছে যেমন আছে বাংলা দেশে একটা ফিক্সড্ মেডিক্যাল এ্যালাউন্স প্রতিটি গভঃ এ্যামপ্লয়ীকে দেওয়া হয়, এদিক দিয়েও আমি মাননীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করছি। স্যার, আমি এবারে আসছি পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেণ্টে। এখানে বিস্তারিত আলোচনা করবার আগে যেটা দেখছি সেটা হল এন্টি মস্কুইটো মেজার্স ইন আগরতলা এবং এর জন্য ১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা রাখা হয়েছে। এটা সম্পর্কে আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে এই যে এন্টি মস্কুইটো স্কীম্ যেটা রাখা হয়েছে, তার জন্য ধরা হয়েছে মাত্র ৫০ হাজার টাকা এবং মধ্যে বেশীর ভাগটা রয়েছে পে এ্যাণ্ড এ্যালাউন্স দেওয়ার জন্য। কিন্তু তারা সেখানে কি করছে ? দেখছি সেখানে একটা প্রভিশান আছে ফর ম্যালেরিয়া ওয়েলের জন্য রাখা হয়েছে মাত্র ৫ হাজার টাকা! অর্থাৎ ৫০ হাজার টাকা পে এণ্ড এলাউন্স আর ৫ হাজার টাকা ঔষধ পত্র প্রভৃতি কেনার জন্য এবং তা দিয়ে আমরা মশা তাড়াবো। স্যার, এই যে মশা তাড়ানোর নমুনা যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, সে খুব বেশী দূর যেতে হবেনা, সেটা স্যার আপনার অফিসের দিকে একটু নজর দিলেই দেখতে পাবেন। এই সেদিন আমি যখন সেক্রেটারী মহাশয়ের ঘরে বসেছিলাম, তখন বেশ করে মশা কামড়াতে আরম্ভ করল এবং সেক্রেটারী মশাই একজনকে ডেকে বললেন যে এখানে একটু ফ্লিট ছড়িয়ে দাও তো বাবু এবং একটুখানি ফ্লিট ছড়ানো হল। তারপরে যে আওয়াজ উঠলো, সংগে সংগে আমাকে চিন্তা করতে হল যে এটা কি উদরা গোদরার পাল্লা না অন্য কিছু শুনছি, এতটা মশা এখান থেকে বেড়িয়ে আসলো। কাজেই যেখানে মশার তেলের জন্য এই খানিকটা রাখা হয়েছে, অথচ পে এ্যাণ্ড এ্যালাউন্স ঠিকই আমরা দিচ্ছি কিন্তু মশা তাড়াবার মতো কোন নাম নেই। আর সেই মশা দিনের দিন বেড়েই চলছে এবং আমরা তার প্রমাণ পাচ্ছি যে ম্যালেরিয়া রোগ দিনের পর দিন বেড়েই চলছে এবং ম্যালেরিয়াতে প্রচুর রোগী মারা যাচ্ছে। স্যার, আজকের সকাল বেলার খবর বলছি যে ক্লোরোকুইন বলে যে ম্যালেরিয়া ড্রাগ্স সেটা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না, এমন কি যারা প্রাইভেট প্রেক্টিশনার্স তারাও কিনতে পাচ্ছে না। এটা দিয়ে তো প্রমাণ হতে পারে যে কি পর্য্যন্ত ম্যালেরিয়া হচ্ছে। কাজেই আমি এদিক দিয়ে মাননীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। স্যার, আর একটা হচ্ছে ব্লাড ব্যাংক। এই ব্লাড ব্যাংকের কথা বলতে গিয়ে আমাকে শুধু এইটুকু বলতে হয় যে আমরা ট্রেনিং দিয়ে এনেছি এবং ব্লাড ব্যাংকের ডাক্তার এখানে এসেছেন. তিনি আসলেও আমরা কিন্তু ব্লাড ব্যংকে কোন ব্লাডই দেখতে পাচ্ছি না। তবে একটু কাজ হয়েছে সেটা হচ্ছে কোন

রোগীকে যদি ব্লাড দিতে হয়, তাহলে পাড়ার থেকে গ্রুপ মিলিয়ে কিছু লোককে সেখানে নিয়ে যেতে হবে, তারপর তাদের থেকে রোগীর প্রয়োজনীয় ব্লাড বের করে নেওয়া হবে। কাজেই আমাদের যে ব্লাড ব্যাংক রয়েছে, তাতে যাতে সব সময় ব্লাড থাকে, সেজন্য এদিকে একটু নজর দেন সরকার যেন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আর এমবুলেন্সের কথা কি বলব, স্যার? এর সম্পর্কে যদি কিছু বলতে যাই, তাহলে এটা একটা মহাভারতের কথা হয়ে যাবে। যখনই এম্বুলেন্সের জন্য ডাকা হয়, ফোন করা হয় বা কাউকে পাঠানো হয়, তাহলে বলবেন যে নাম দিয়ে যান এম্বুলেন্স অমুক জায়গাতে গিয়েছে, সেখান থেকে আসলে পরে পাঠানো হবে কিন্তু আমি বলি এই এম্বুলেন্স কখন ডাকা হয়, ডাকা হয় ইমার্জেন্সীর সময়ে এবং সে সংগে রোগীকে সেখানে এনে পৌঁছাতে হবে, তারপর তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু এই প্রয়োজনীয় এম্বুলেন্স, এটা এখানে নেই। কাজেই এদিক দিয়ে আমাদের নজর দেওয়া একান্ত আবশ্যক। আর বিরোধী দলের যে সব কাট মোশান এসেছে, আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি এবং কেন বিরোধীতা করছি তাও আমি আগেই বলেছি। কাজেই আমি ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করছি এবং সমর্থন করতে গিয়ে তার সংগে আমার যে কতগুলি কন্‌ষ্ট্রাকটিভ সাজেশান ছিল, সেগুলি আমি রেখেছি এবং আশা করব সরকার আমার সাজেশানগুলি মেনে নিয়ে কিছুটা কাজ করবেন, যাতে মানুষ আরও বেশী করে চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা পেতে পারে।

শ্রী হংসধ্বজ দেওয়ান—স্যার, এখানে মেডিকাল সম্পর্কে যে প্রস্তাব সরকার পক্ষ থেকে আনা হয়েছে আমি সেটাকে সমর্থন করছি এবং সমর্থন করতে গিয়ে আমার এলাকা সম্পর্কে কয়েকটি সজুনা এখানে না রেখে পারছি না। আমার এলাকার মধ্যে দামছড়া একটা দুর্গম এলাকা এবং সেই এলাকাতে কোন প্রাইমারী হেলথ সেন্টার খোলার জন্য একটা পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল এবং সেই কারণে বোধ হয় ৪টি হস্পিটাল বেড এবং কিছু আসবাব পত্র পাঠানো হয়েছিল। পাবলিক থেকে সেখানে একটা ঘর করা হয়েছিল কিন্তু আজ অবধি সেখানে আর কোনও প্রাইমারী হেলথ সেন্টার খোলা হল না এবং তার জন্য সেখানকার জনসাধারণ অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করছে। তাই আমি এবারের বাজেটেও সেখানে যে একটি প্রাইমারী হেলথ সেন্টার খোলা হবে, তেমন কোন কিছুই দেখতে পারছি না, তবু আগামী আর্থিক বছরে যাতে সেখানে একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার খোলা হয়, এবং সেই এলাকার দরিদ্র জনসাধারণ যাতে চিকিৎসার সুবিধা পেতে পারে, সেজন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখছি। তাছাড়া আমাদের দশদা, আনন্দবাজার যদিও এটা আমার এলাকা নয়, তাহলেও এই এলাকাটা অত্যন্ত দুর্গম এলাকা। যদিও কাঞ্চনপুরে একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার রয়েছে' কিন্তু এই সব এলাকা থেকে অনেক দূরে বলে সেখানে রোগীরা ঠিকমত যাওয়া আসা করতে পারে না। তাই সেখানেও যাতে একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার খোলা হয় এবং মেডিক্যাল ডিপার্টমেন্ট থেকে জনসাধারণের যে সব সুযোগ সুবিধা পাওয়ার কথা, তারা সেগুলি পাবে বলে আমি আশা করি। তারপরে আমরা আর একটা জিনিষ দেখতে পাই, সেটা অনেক সময়ে প্রাইমারী হেলথ সেন্টারগুলিতে ঔষধ থাকে না, বিশেষ করে যে সব এলাকা দুর্গম এলাকা: সেখানে রাস্তাঘাটের অভাবে ঔষধ পত্র নিয়ে কেউ ফার্মেসী দিতে চায় না ফলে চিকিৎসার ব্যাপারে

কোন কারণ নাই। যদিও আজকে এই সব কাট মোশান প্রভৃতির বিরোধীতা করতে হয় একটা দলীয় ক্ষমতা শাসকগোষ্ঠির দলে যেহেতু রয়েছেন বিরোধীতা করতে হবে নতুবা মন্ত্রী মহোদয়ের চোখ রাঙ্গানী সইতে হবে। কাজেই আজকে তাঁরা এগুলির বিরোধীতা না করে পারেন না। সমগ্র চিত্রকে খুটিয়ে দেখলে আমরা কি দেখব গ্রামের সাধারণ মানুষের শহরের সাধারণ মানুষের চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা এই সরকার দিতে পারেন না এবং আগামী দিনেও দেখতে পারবেন তার কোন ইঙ্গিত এই বাজেটের ভিতর দিয়ে উপস্থিত করতে পারেন নি। এক সময় বিদায়ী মন্ত্রী সভাকে উনারাই বলেছিলেন স্বজন পোষণের ব্যবস্থা করছেন আর আজ নূতন মুখোশ পড়ে এখনে এসেছেন সেই মাননীয় সদস্য নিশিবাবুই বলেছেন সোনামুড়াতে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা হয়ে গেছে আমার উদয়পুরে কিন্তু হল না এই হচ্ছে বাস্তব চিত্র।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—এক মিনিটের মধ্যে শেষ করছি স্যার, এই গোষ্ঠিগত চরিত্রের বাইরে আজকে মাননীয় সদস্যরা রুলিং পার্টির সদস্যরা এক পাও বাইরে যাবার সুবিধা নাই। কারণ একটা গোষ্ঠির স্বার্থই উনারা দেখবেন এর বাইরে তারা কিছুই দেখতে পারে না। এটা তাদের ধর্মের বিরোধী নীতির বিরোধী বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মেডিকেল এবং পাবলিক হেল্‌থের উপর যে ৪টি ডিমাণ্ড মাননীয় অর্থ মন্ত্রী পেশ করেছেন আমি তার সমর্থন করি। এবং এ সম্পর্কে দু-একটি কথা বলব। আজ এ পর্য্যন্ত যে আলোচনা শুনেছি তাতে শুধু একদিকে ত্রুটি বিচ্যুতিগুলিই তুলে ধরা হয়েছে কিন্তু সরকার কি করেছে সে সম্পর্কে একটি কথাও শুনিনি। ১৯৫০-৫২ সালে ত্রিপুরাতে এত লোকের মহামারীতে মৃত্যু হত, যে ডেডবডির সৎকার করা সম্ভব হতো না নদীতে ডেড বডি ভাসিয়ে দেওয়া হতো। বিভিন্ন জায়গায় এবং কমলপুরেও দেখেছি। কিন্তু কয়েক বছর যাবত মহামারীতে এই ধরণের লোকক্ষয় আমাদের হয় না। এটা সত্যি কথা সমস্ত ডিস্‌পেন্সারীতে বা ডাক্তারখানায় প্রয়োজনীয় ডাক্তার নেই। কিন্তু সমগ্র ভারতেই আমাদের ডাক্তারের অভাব আছে এটাও সত্যি কথা। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে ডাক্তারের যদিও অভাব আছে এবং ডিস্‌পেন্সারী না থাকলেও পল্লী অঞ্চলে পাশ করা ডাক্তার পাওয়া যায়। কিন্তু ত্রিপুরাতে ডিসপেন্সারী বা হাসপাতালে ডাক্তার যদি না থাকে তাহলে গ্রামের লোকের অন্য কোন সম্ভাবনা থাকে না চিকিৎসার কোন সুযোগ পাওয়ার। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব পল্লী অঞ্চলে যাতে চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা পায় তার দিকে দৃষ্টি দেবেন। আর আজ কাল ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছে—কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যে সব শরণার্থী এসেছিল তাদের মারফত ম্যালেরিয়ার জীবাণু এবার ত্রিপুরাতে প্রবেশ করেছে। তাই ইদানীং ম্যাঃ টাইপের ম্যালেরিয়ারও প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে এবং সে দিকেও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দৃষ্টি রাখবেন আমি এই আশা করব। কাজেই ম্যালেরিয়া চেক যদি করতে হয়, তাহলে ম্যালেরিয়া ফিল্ড ওয়ার্কার বাড়ানো দরকার

এই ব্যবস্থা করা দরকার। আরেকটা কথা ম্যালেরিয়াকে যদি আটকাতে হয়, ত্রিপুরা রাজ্যে, তাহলে আমাদের আরও কিছু কর্মী যারা সারভেইলেন্স ওয়ার্কার, যারা পল্লী অঞ্চলে কাজ করেন, তাদের সংখ্যা বাড়ানো দরকার, কারণ তাদের সংখ্যা অত্যন্ত কম, একজন কর্মীর পক্ষে দৈনিক ১৫০–১৭৫টি বাড়ী এ্যাটেণ্ড করা সম্ভবপর নয় বাস্তব ক্ষেত্রে। কাজেই এই যে কর্মী তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা দরকার পল্লী অঞ্চলের জনসাধারণের স্বার্থে যদি আমরা বজায় রাখতে চাই।

ফেমিলি প্ল্যানিং সম্পর্কে আমি একটা কথা বলব। ফেমিলি প্ল্যানিং'এর জন্য প্রভিশন আছে, কিন্তু যে সংখ্যক এডুকেটর, নার্স এবং ডাক্তার আমাদের আছে, তাদের দ্বারা সঠিক ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে না প্রত্যেকটি গ্রামে যদি তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ট্রেণ্ড পারসন্যাল না দিতে পারি, গ্রামের প্রতিটি শ্রমিক, গরীব জনসাধারণের কাছে যদি এ ব্যবস্থা যদি পৌঁছে দিতে না পারি, জনসংখ্যা যদি চেক না দিতে পারি, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জনসংখ্যা ভয়াবহ রূপ নেবে এবং ত্রিপুরাতে আমাদের কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ লিমিটেড, কাজেই জনসংখ্যা রোধ করতে না পারলে আমাদের এখানে ভবিষ্যতে খাদ্যের সংকুলান হবে না, এখনও আমাদের বাইরে থেকে খাদ্য আমদানী করতে হয়, কাজেই ভবিষ্যতে আমাদের বাইরে থেকে খাদ্য আমদানী করতে হয়, কাজেই ভবিষ্যতে আমাদের বিপদ ঘটবে, তারজন্য আমি অনুরোধ করব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে· আমাদের চিরাচরিত যে ব্যবস্থা, তার থেকে নূতন এবং উন্নততর ব্যবস্থা করার জন্য।

শ্রীমংচাবাই মগ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই কথা বলতে চাই আমাদের বর্তমান সরকার জনসাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই, একথা বলাটা অতিরঞ্জিত। কারণ আমরা দেখছি যে ১৯৫৭ সাল হইতে কুলাই এলাকায় কোন হাসপাতাল নাই, একমাত্র কমলপুরের হাসপাতাল ছাড়া সেখানে মাত্র দুইটি ডিস্পেন্সারী ছিল, একটি ছেলেমায় এবং অপর একটি আমবাসায়, আর ১৯৫৭ সনের পর কুলাইতে একটি প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার হয়েছে সেখানে দৈনিক ২০০ থেকে ৩০০ রোগী ঔষধপত্র নিচ্ছে সেখানে মানুষের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, অতএব জনসাধারণের চিকিৎসার ব্যবস্থা হচ্ছে না, এটা বলা অতিরঞ্জিত। তবে এখনও সমস্যা আছে, সেটা হচ্ছে এখানে হাসপাতালে দুইজন ডাক্তার, অথচ কোয়ার্টার একটি, ইনডোর ডাক্তারের কোয়ার্টার না থাকায় ডাক্তারের থাকার অসুবিধা হচ্ছে। তাছাড়া রাত্রি আটটার পর সেখানে অন্ধকার, নার্সরা কেরোসিন তেল পায়না, সেখানে কোন ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা নাই, অতিসত্বর যাতে কুলাই প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টারটিতে ১০ বেড হয়, তাড়াতাড়ি যাতে সেখানে. ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা হয়, তার জন্য সরকার'এর কাছে আবেদন রাখছি। সরকারী তথ্য মতে নার্সের সংখ্যা হচ্ছে ৫:১ অর্থাৎ একজন নার্স প্রতি পাঁচ জন রোগীর জন্য কিন্তু সেখানে সীট অনুপাতে রোগী অনেক বেশী আছে, নার্স মাত্র চারজন. তার দ্বারা হাসপাতাল চালানো সম্ভবপর নয়। আরেকটা কথা হচ্ছে সেখানে যে মল মুত্র পরীক্ষা করার

যন্ত্র সেটা অকেজো অবস্থায় আছে। কমলপুর ডিভিশনে একটি এক্স'রে যন্ত্র আছে, হাজার হাজার টাকা মূল্যের সেই যন্ত্রটি অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। কমলপুর থেকে আগরতলায় আসতে একজনকে ২৫ থেকে ৫০ টাকা খরচ করে আসতে হয়, কিন্তু গরীব জনসাধারনের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়, এদিকে চিন্তা করে যাতে সেই এক্স'রে যন্ত্রটি পরিচালনা করে জন সাধারণের সুবিধা করা হয়, তার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট অনুরোধ রাখব। ডাক্তারের কোয়ার্টার এবং নার্সের সংখ্যা যাতে অতি সত্বর বাড়ানো হয়, এবং সুষ্টভাবে যাতে তারা জন সাধারণের সেবা শুশ্রূষা করতে পারে তার জন্য এই বাজেট প্রভিশন রাখার জন্য স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট অনুরোধ রাখব।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে কমলপুর নদীর পূর্ব পারে যে সমস্ত অঞ্চল আছে, তাদের প্রতি আজকে বিমাতৃসুলভ মনোভাব আমরা দেখতে পাই। সেখানে কোন হাসপাতাল নাই, সেখানে কোন হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল নাই, সাব পোষ্ট অফিস নাই। বলরামপুরে প্রায় সাত আট হাজার লোকের বাস, সেখানে কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই, ধলাই নদীর অপর পাড় থেকে আসা যাওয়া করা অত্যন্ত অসুবিধা। বলরামপুরে যাতে একটা প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার বা ডিস্পেন্সারী করা হয়, এবং সেখানকার জন সাধারণের উপকার করা হয়, তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমতী লক্ষ্মী নাগ—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১৫ অর্থমন্ত্রী এখানে পেশ করেছেন, সেটা আমি সমর্থন করি, সমর্থন করলেও এর পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যে ভুল-ত্রুটি সাধারণতঃ দেখা যায়, সেই সম্পর্কে আমি এই হাউসে কিছু বক্তব্য রাখছি। মন্ত্রী মহোদয়ের সামনে বিশেষ করে আমাদের নূতন মন্ত্রীসভা হয়েছে, সেই মন্ত্রীসভার সামনে আমি রাখছি এবং আশা করছি যে সব ভুল ত্রুটি আমাদের হচ্ছে, উনারা সেই দিকে নজর দেবেন। আমি আজকে শুধু রাজনগর এলাকা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব, এই রাজনগর এলাকা সমগ্র ত্রিপুরার মধ্যে একটি অনুন্নত জায়গা, যেখানে রাস্তাঘাটের সুবিধা নাই, চলাচলের সুবিধা নাই, অর্ধেকের চেয়ে বেশী মানুষ অশিক্ষিত এবং তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ, তার মধ্যে জীবনধারণ করতে গেলে যে সমস্ত প্রয়োজনীয় ঔষধ-পত্র, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, ডাক্তারখানা ইত্যাদি যে দরকার, তার অধিকাংশ সেখানে নাই। তার মধ্যে আমি আমার সমস্ত এলাকা ঘুরে দেখেছি যে আমার এত বড় এলাকা, সেটা হচ্ছে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, সেখানে প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার নাই, নামে মাত্র একটি প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার সেখানে স্যাংশান হয়েছিল, তাও অনেক আগে। কিন্তু আমি এই হাউসে আজকে বলব যে সেই নামে মাত্র প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টারও আজ পর্যন্ত হয়নি কেন, আমি তারজন্য দায়ী করব আমাদের যারা জনপ্রতিনিধি এখানে আসেন, মন্ত্রী মহোদয়রা আছেন উনাদের বলব, উনারা যেন এই সব ব্যাপারে সতর্ক থাকেন। কারণ আমাদের গাফিলতির জন্য যারা আমাদেরকে পাঠান তাদের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়ার জন্য। তারা আজকে বসে বসে দিন কাটায়, জনসাধারণের যে সামান্য ঔষধপত্রের ব্যবস্থা তা আমরা করে দিতে পারি না। বরপাথারী এলাকায় একটি ডিসপেন্সারী আছে কিন্তু সেটা নামে মাত্র ডিস্-

পলাৰী, সেখানে ডাক্তার নাই, তাই আমি এখানে বলতে চাই যে এতবড় একটা এলাকায়, ডাক্তার যদি না থাকে তাহলে কি করে চলে। বরপাথারী থেকে বিলোনিয়া আসতে এমন রাস্তা, অনেকটা ঘুরে আসতে হয় এবং একদিন লাগে, কাজেই আমার এলাকার লোকের পক্ষে সম্ভব নয়, বিলোনিয়া এসে ডাক্তারকে রোগী দেখানো, জনসাধারণের সেইরকম সামর্থ্যও নাই, বিলোনিয়া বা আগরতলা এসে চিকিৎসা করান। তাই আমি এই হাউসে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখব উনি যেন সতর্ক হন, এই এলাকায় যেন একটি এ্যাম্বুলেন্স দেওয়া হয়, অন্ততঃ প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার খুলতে যতটুকু সময় লাগবে, সেই সময়টুকু এই এ্যাম্বুলেন্স অনেকটা সাহায্য করবে। মুমূর্ষ রোগীদের বিলোনিয়া হাসপাতালে তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে পারবে, তাতে জনসাধারণের দুঃখের অনেকটা লাঘব হবে। বাঁইশুরাতে দেখা যায়, অধিকাংশ জনতাই সরকার বিরোধী, তার একটা কারণ আছে সেটা হচ্ছে যে তারা সমস্ত সুযোগ সুবিধা হইতে বঞ্চিত, সমাজের একটা বিরাট অংশ যদি দিনের পর দিন এইভাবে বঞ্চিত হতে থাকে, পাশাপাশি অন্যান্য যে টাউনের বা শহরের যে লোকগুলি আছে, তারা সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে অথচ তারা একই দেশের মানুষ হয়ে তার থেকে অনেকখানি পিছিয়ে আছে কোন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না। তাহলে তাদের বিরোধী হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়, তাই ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়কে আমি অনুরোধ করব বর্তমানে যে নূতন মন্ত্রীসভা হয়েছে, তাদের কাছে আমরা যারা আছি অনেক নূতন আশা আকাঙ্ক্ষা করি, দেশের জনসাধারণও করে, নূতন কিছু হবে, তার সাথে সাথে যারা আমরা জনপ্রতিনিধি আছি, তারাও অনেক কিছু আশা করি, আমাদের সেই আশাকে পূরণ করার জন্য যেন সজাগ দৃষ্টি রাখেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—আমাদের এই মেডিক্যাল এবং পাবলিক হেল্‌থ এই গুরুত্বপূর্ণ ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করতে আপনি নিষেধ করছেন কেন?

মিঃ স্পীকার—আপনাকে আমি কোথায় নিষেধ করেছি?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—কেউ বলতে গেলে আপনি বলেছেন যে অনুগ্রহ করে দুই তিন মিনিট বলুন।

Mr. Speaker—Hon'ble Member, you should know that time at our disposal is very short. We must finish our business to-day.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—আজকে শেষ করতে হবে? প্রধানতঃ আমরা যারা বাইরে থেকে আসছি, তাদের এলাকা সম্পর্কে কিছু কিছু অভাব অভিযোগ থাকে, এডুকেশন, পাবলিক হেল্‌থ, মেডিক্যাল, এ্যাগ্রিকালচার সম্পর্কে, সেই বিষয়ে আমাদের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করতে হয়।

Mr. Speaker—Please sit down. You may take as much time as you like

provided you agree to extend the duration of the sitting one hour more.

শ্রীনিরঞ্জন দেব—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫, ১৬, এবং ১৭ এর মধ্যে আলোচনা করতে গিয়ে আমি বলব যে আজকে দীর্ঘ ২৫ বছর যাবত কংগ্রেস সরকার যতই তারা বলুন না যে আমরা অনেক কিছু করেছি, কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ দেখছি গ্রামগুলিতে যে সব স্বাস্থ্য কেন্দ্র বা ডিস্পেন্সারী আছে সেগুলিতে কখনও ডাক্তার আছে কিন্তু কম্পাউণ্ডার নাই। কখনও বা কম্পাউণ্ডার আছে ডাক্তার নাই। কখনও বা ঔষধ নাই। এই অবস্থার মধ্যে হাজার হাজার গ্রামবাসী অসুবিধার মধ্যে আছে। আমি এই হাউসে প্রশ্ন করেছিলাম যে চড়িলাম এবং বিশ্রামগঞ্জে যে চিকিৎসা কেন্দ্র আছে এটাকে প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে বা হাসপাতালে উন্নীত করার জন্য, কিন্তু আমাকে হতাশ হতে হল। আমি এই এলাকার জন্য দাবী করেছিলাম। এই দাবী অগ্রাহ্য করলেন ধনীদের দরদী এই কংগ্রেস সরকার। এই সংগে আমি দাবী করেছিলাম টাকারজলাতে হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর জন্য এবং লালসিংমুড়াতে চিকিৎসা কেন্দ্র দাবী করেছিলাম। কিন্তু আমরা বাজেটে দেখেছিলাম যে ঋষ্যমুখ, মহারাণী, শিলাছড়ি প্রভৃতি জায়গায় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মানের পরিকল্পনা আছে এবং আমরা দেখি কুলাই, মনু এবং ফটিকরায়ে স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং রাজনগর, শ্রীনগর, কুলাই হাওর দশদাতে ডিস্পেন্সারীর কাজ চলেছে। এখানে আমাদের মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী হিসাব দিয়েছেন ৫টি। কিন্তু আমার হিসাবে দেখতে পাচ্ছি ৯টি। কুলাই, মনু, ফটিকরায়, রাজনগর, শ্রীনগর, কুলাই হাওর দশদা এবং আনন্দ বাজার। সুতরাং এটা আমার কেমন যেন লাগছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি এটাকে কিছু ভাল করে দেখেন তাহলে আমি আর একটা সংশোধন করে নিতে পারি। সরকার একটা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনে খুবই আগ্রহী। আমরা খুশী হয়েছি। কিন্তু এটা আগ্রহ করে যে বাস্তবে রূপায়ণ হবে কিনা তাতে আমরা খুবই চিন্তিত। কারণ আমরা দেখেছি দীর্ঘ ২৫ বছর যাবত যে হাসপাতাল হবে, নানারকম সমস্যার সমাধান হবে। দরিদ্রের জন্য কত দেখলাম কান্নাকাটি হচ্ছে, কিন্তু আজকে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী কৃষককে অবহেলিত করে রাখার কোন মানেই থাকতে পারেনা। এই ভাবে আমাদের কংগ্রেস সরকার, শাসকগোষ্ঠী গ্রামের লোকদের বঞ্চিত করে রাখছেন। আমি মনে করি এটা সমীচিন নয়। সুতরাং আমি এই হাউসে আবার দাবী করব যে চড়িলাম এবং বিশ্রামগঞ্জে যেন প্রাইমারী হেলথ সেণ্টারের ব্যবস্থা এবং লালসিংমুড়াতে একটা চিকিৎসা কেন্দ্র দেওয়ার একটা ব্যবস্থা যেন করেন। এই বিস্তির্ণ অঞ্চলে কোন প্রাইমারী হেল্থ সেণ্টার না থাকার ফলে সেখানে গরীব কৃষকেরা নানারকম অসুখ বিসুখে মরছে। এমন কি মেয়েদের ব্যাপারে আরও অসুবিধা হচ্ছে কারণ ডেলিভারী কেস্ দেখার মত কোন ব্যবস্থা সেখানে নেই। কাজেই সেখানে যদি হাসপাতাল দেওয়া হয় তা হলে সেখানকার জনসাধারণ খুবই উপকৃত হবে বলে আমি মনে করি।

শ্রীসুনীল রঞ্জন সাহা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী আজকে যে

ডিমাণ্ড এনেছেন সেই ডিমাণ্ডকে আমি সমর্থন করি এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাট মোশান এনেছেন তার আমি বিরোধিতা করি। এই প্রসঙ্গে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই। আজকে আমরা দেখতে পাই সাধারণতঃ মানুষকে বাঁচতে হলে তাকে খাওয়া পড়ার ব্যবস্থা করতে হয়। তারপর আসে পোশাক পরিচ্ছদ, তারপর আসে আমাদের পড়াশুনা অর্থাৎ জ্ঞানার্জন। কিন্তু এই যে তিনটি জিনিষ আমরা ২০ দফা ১৬ দফা যতই দাবী করি একটি মাত্র দাবীই আমাদের থাকে প্রধান এবং তার মধ্যে স্বাস্থ্যই সবচেয়ে আগে। ইংরেজীতে একটি কথা আছে—"হেল্‌থ ইজ ওয়েল্‌থ"। স্বাস্থ্য ভাল না থাকলে কোন কিছুই ভাল থাকে না। কাজেই আজকে আমি বলব যে আমাদের ত্রিপুরাতে স্বাস্থ্য বিভাগে আমরা যত অর্থই খরচ করে যাচ্ছি না কেন তার কতটা আমাদের কাজে লাগছে তা যদি আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোথাও কোথাও গিয়ে নিজে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন। আজকে আমরা বেশী দূর যাব না, এই আগরতলা শহরের কথাই বলছি যেখানে ডাক্তারদের মধ্যে এমন একটা চক্রান্ত চলছে যার ফলে আমাদের সাধারণ মা বোনেরা, গরীব ভায়েরা প্রতারিত হচ্ছে। তার মূলে কি? আমি আবেদন করব আমাদের হাউসের মাধ্যমে যে মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী যেন এই হাসপাতালের প্রত্যেকটি জিনিষ খুঁটিনাটি করে দেখেন। এর মূল যদি আমরা উৎপাটন না করতে পারি তাহলে আজকে আমরা যত টাকাই খরচ করি না কেন সেখানে এমন কোন সুব্যবস্থা হবে না যাতে আমাদের সাধারণ নাগরিক মুক্তি পেতে পারে। আজকে আমরা যখনি হাসপাতালে ভর্ত্তি হতে যাই, আমাদের ফিরে আসতে হয়। কিন্তু এমন একটা মাধ্যমে যদি আমরা যাই সেখানে আমরা ভর্ত্তি হতে পারি। আমি যদি আজকে একজন ডাক্তারের মাধ্যমে ভর্ত্তি হই তাহলে অন্য ডাক্তার হয়ত আমাকে ঔষধ দেবেন না বা দেখবেন না। তিনি বলবেন ইনি অমুক ডাক্তারের রোগী এবং অমুক ডাক্তারকে বাড়ীতে গিয়ে টাকা দিয়ে এসেছেন। এই রকম কেস দিনের পর দিন চলছে। আজকে আমাদের ত্রিপুরার রাজধানী শহরে যেখানে নাকি আমরা সবচেয়ে বেশী টাকা খরচ করি সেখানে আমরা প্রত্যেকটা কাজ গ্রামমুখী না হয়ে শহরমুখী করছি, তাই আমি অনুরোধ করব বাজেটটা যেন গ্রামমুখী করবার চেষ্টা করেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমাদের নূতন বাজারে বিগত দুই বৎসর আগে এখানে অ্যাম্বুলেন্স ছিল। কিন্তু আজকে সেখানে সেই অ্যাম্বুলেন্সটা নাই। সেখান থেকে এটা মেরামত করবার জন্য আনা হয়েছিল। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেটা মেরামত হয়ে যায় নি। আমি ডাক্তার রায়ের সঙ্গে আলাপ করলাম। উনি বললেন যে উনার যে অ্যারিয়া সেটা বিরাট বড় অ্যারিয়া। আর বিশেষ করে উপজাতি এলাকাতে যেখানে আমাদের পাহাড়ী ভাইয়েরা ডাক্তারদের কাছ থেকে অ্যাডভাইস নেওয়ার ব্যাপারে ওয়াকিবহাল নয় সেখানে যাতে আমাদের এই ডুম্বুরনগর হাসপাতালে সেই অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থা করা হয়। একবার এমন একটা সিরিয়াস কেস্ ছিল যার ফলে ডাক্তার মহাশয়কে গিয়ে আমাদের পাইলট প্রজেক্টের যে এক্জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার আছেন উনার কাছে রিকোয়েষ্ট করতে হয়েছে, তারপর এন, পি, সি, সি, থেকে একটা গাড়ী নিয়ে রোগীকে আগরতলা পাঠিয়েছি। আমি নিজে কয়েকদিন পূর্ব্বে ট্রাঙ্ক করতে গিয়ে ট্রাঙ্ক লাইন খারাপ ছিল, অত্যন্ত দুঃখের বিষয়

অমরপুর থেকে প্রায়ই ট্রাঙ্কল লাইন খারাপ থাকে, আমি যোগাযোগ করতে পারি নি। সেই রোগীটা সেখানে মারা গেল। অথচ আমরা কিছুদিন পূর্বে একটা অ্যাম্বুলেন্স পেয়েছি, অত্যন্ত আনন্দের কথা। কিন্তু আজকে আমি হাউসের কাছে বলব যে আমাদের অমরপুরে শুধু অ্যাম্বুলেন্স পেলেই চলবে না, হাসপাতালে আজকে যে অবস্থা, আপনারা যদি যান এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রী যদি যান তাহলে দেখতে পাবেন কতগুলি লোহার টেবিল রয়েছে রোগীদের মাথার সামনে যেগুলি থাকে, এতে মরিচা ধরেছে। এতে রোগী ভাল হওয়া দূরের কথা রোগ আরও বেশী হবে। তারপর ডায়েটের কথা। এমন কতগুলি ঘটনা ঘটেছিল অমরপুরে যে আমাকে গিয়ে এইগুলি মীমাংসা করতে হয়েছিল। রাত্রি ১১টা অবধি রোগীদের খাওয়া দেওয়া হয়নি। আমি নিজের পয়সায় গ্লাইজ কিনে দিয়েছি রোগীকে। বড় ডাক্তার কোথায় গিয়েছে, ছোট ডাক্তার বলে আমাকে বলে যায় নি; যেহেতু বড় ডাক্তার বলেছে ছোট ডাক্তার বলবেন না। উনি হলেন গ্রেড ওয়ান, উনি হলেন গ্রেড টু। তারপর রোগীদের মধ্যে এই রকম ভাগাভাগি। যেহেতু সেখানে দুটো পয়সা কামাইয়ের প্রশ্ন উঠে। নন্-প্র্যাকটিসিং অ্যালাউন্স দেওয়া হয় না সেখানে প্র্যাকটিস করতে হয়। ডাক্তারদের প্র্যাকটিস করতে হবে এবং করবেই। যদি এই ডাক্তার তার ভাইপোকে দেখেন তাহলে না নিয়ে পারেন। কিন্তু প্র্যাকটিস তো হয়। তাই আমি অনুরোধ করছি যে ডাক্তারদের মধ্যে এই যে একটা বৈষম্য আছে, কেউ কেউ পয়সা নিচ্ছেন আবার কেউ কেউ নিতে পারছেন না সেই দিকে যেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দৃষ্টি রাখেন। কেউ নিতেছেন কেউ নিতেছেন না, সেজন্য আমাদের মন্ত্রী মশাইয়া দৃষ্টি রাখবেন। তারপর আজকাল ডাক্তারেরা গ্রামের দিকে যেতে চান না, সবাই শহরে এসে ভিড় করছে, তাই আমি অনুরোধ করব, মাননীয় মন্ত্রী মশাইর কাছে যাতে ডাক্তারেরা গ্রামে গিয়ে গ্রামের লোকদের ভাল ভাবে চিকিৎসা করতে পারেন, সেজন্য যেন চেষ্টা করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে বিরোধী পক্ষের কথাগুলি শুনে এবং আমাদের পক্ষের কারো কারো কথাগুলি শুনে আমার এই মনে হচ্ছে যে আজকে যেন আমরা এখানে একটা সমালোচনা করবার জন্য এসেছি। কিন্তু আজকে বিরোধী পক্ষ থেকে যে কতগুলি কথা রাখা হয়েছে, তাতে আমার মনে হয় তাদের সেইগুলিকে সমালোচনা না বলে তাদের প্রলাপ বললে অনেকটা ভাল হয়।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—স্যার, উনি যে বলছেন বিরোধীপক্ষের প্রলাপ, এই কথাটা বোধহয় আন-পার্লামেন্টারী।

মিঃ স্পীকার—না, এটা আন-পার্লামেন্টারী হতে পারে না।

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী—স্যার, আজকে উনারা বলছেন যে হাসপাতালগুলিতে রোগীর

সংখ্যা অনেক বেশী, ডাক্তারের সংখ্যা কম এবং নার্সের সংখ্যাও কম। তা ঠিক, এটা আমরাও জানি যে আমাদের এখানে যত রোগী আসে, সেই অনুসারে আমরা তাদের শয্যা দিতে পারি না এবং ডাক্তার দিতে পারি না। কিন্তু আজকে তারা এইসব কথা বলে কি এটাই বুঝাতে চেয়েছেন, যে আমরা হাসপাতাল রেখে শয্যাসংখ্যার বাইরে যে রোগী আসবে তাদের চিকিৎসা না করে তাড়িয়ে দেব এবং তাদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই আমরা করব না? আজকে এই যদি তাদের মনোভাব হয়ে থাকে, তাহলে আমাকে বলতে হয় যে কিছুদিন আগে যখন বাংলাদেশ থেকে শত সহস্র লোক রোগ চিকিৎসার জন্য এই ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছিল, যাদের নাকি সেখানে চিকিৎসা করার মত কোন সুযোগ ছিল না, তাদের আমাদের এখানকার ডাক্তারেরা, আমাদের এখানকার নার্সেরা তাদের ডিউটির সময়ের বাইরে পরিশ্রম করে তাদের দেখাশুনা করে, তাদের সেবা শুশ্রূষা করে, তাদের সেইসব দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসা করে তাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলেছিল, সেটা কিসের জন্য? আর এটা কি আমাদের বিরোধী লোকেরা জানেন না তারাও কি তাহলে এটা চান নি? আজকে উনারা আরও বলেছেন যে কৃষি হেডে টাকা কম জমা রাখা হয়েছে, এডুকেশনে টাকা কম রাখা হয়েছে আবার মেডিক্যালে বেশী রাখা হয়েছে। আমরা এও জানি যে আমাদের হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে, এবং ঔষধ পত্রও আরও বাড়াতে হবে, এ্যাম্বুলেন্সও আরও বাড়াতে হবে। এটাকে তো আর আলাউদ্দিনের মেজিকের মতো করা চলে না। সে জন্যই বলছিলাম যে আপনারা শুধু প্রলাপ বকেছেন। আপনাদের এই সব কথা থেকে অন্য ভাবেও বুঝা যায় যে এতদিন সরকার যা কিছু করেছে, তাতে সরকারের প্রতি আপনাদের একটা বিশ্বাস হয়েছে এবং সরকার দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য আরও অনেক কিছু করা যাবে (হাসির রোল) হাসছেন কেন? আরও কিছু করতে পারলে আপনাদের বিশ্বাস আমাদের প্রতি আরও বাড়বে। কাজেই এজন্য আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারপরে আজকে আবার অনেকে বলেছেন যে পাগল বেড়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ আমিও আপনাদের সংগে একমত যে আমাদের নেতৃ শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী আরও অনেক পাগল বানিয়ে ছাড়বে, কেন না তাঁর যে প্রগতিশীল নীতি, সেই নীতির বাস্তব রূপায়নে আপনাদের মধ্যেও অনেক পাগল হয়ে যাবে, এতে আশ্চর্য্যের কি আছে? কাজেই চিন্তা করার কিছু নেই, আমরা সেই সব পাগলদের চিকিৎসা করার জন্যও ব্যবস্থা গ্রহন করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারপরে তারা আর একটা অভিযোগ করেছেন, সেটা হচ্ছে জলের ব্যবস্থা সম্পর্কে। এখানে বলা হয়েছে যে রামনগর এবং সোনামুড়াতে জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে যেই মাত্র সোনামুড়ার কথা বলা হল, এমনিতেই তারা বিরক্ত বোধ করছে। কিন্তু গত ৫ বছর যাবত এই সোনামুড়াতে জলের কোন ব্যবস্থা ছিলনা, টিউব-ওয়েলও সেখানে সাক্সেসফুল হয়নি। কিন্তু আজ যখন সেখানে জলের কিছুটা ব্যবস্থা হয়েছে এবং আরও হচ্ছে, তা দেখে বিরোধী পক্ষ থেকে নানা কথা নানাভাবে বলা হচ্ছে। হাঁা, মরি মরি, লোকের জন্য তাদের কি না দরদ! যাক্ আমরাও সেখানে গিয়ে বলব যে আপনারা এই সব কথা এখানে বলেছেন, কাজেই আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আজকে আমাদের এখানে ৬০টি কনষ্টিটিউন্সীর প্রতিনিধি রয়েছেন, তারা প্রত্যেকেই জানেন যে আমাদের প্রত্যেকটি এলাকার এবং প্রত্যেকটি লোকের

উন্নতি করতে হবে। কাজেই তাদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে বলুন যে এই পথে গিয়ে উন্নতি করতে হবে এবং আমাদের যদি সেই পথ দেখাতে পারেন, তাহলে আমরাও সেভাবে সেটা করতে বাধ্য হব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এখানে গঠনমূলক কথা বলা এক কথা, আর বিরোধিতার জন্য কথা অন্য কথা। তাই আজকে আমি আবারও বলছি যে আমাদের উপর উনাদের সেই বিশ্বাস আছে, তাই সেই বিশ্বাস নিয়ে আমরাও কাজ করে যাব এবং আশা করব যে উনারা আমাদের কাছে আরও কাজ চাইবেন। তারপর মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয় তার বক্তব্য এখানে রাখবেন, আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবিচিত্র মোহন সাহা—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে ডিমাণ্ডগুলির জন্য ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন, আমি সেগুলিকে সমর্থন করছি আর আমাদের বিরোধী পক্ষের নেতৃবৃন্দ থেকে যে সব কাট মোশান এই ডিমাণ্ডগুলির উপর রেখেছেন, আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। তারা এখানে যে কাট মোশানগুলি রেখেছেন, তারমধ্যে সত্যি কোন যুক্তিকতা আছে বলে আমার মনে হয় না, সেজন্য আমি সেগুলির বিরোধীতা না করে পারছি না। কারণ তারা এখানে বিরোধীতা করতে গিয়ে কেউ বলেছেন হাসপাতালে শয্যার সংখ্যা কম, আবার কেউ বলেছেন নার্সের সংখ্যা কম, আবার কেউ বলেছেন যে ডাক্তারের সংখ্যা কম, আবার কেউ বলেছেন যে এখানে মানসিক চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু তারা যদি মনোযোগ দিয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণটি ভাল করে পড়তেন, তাহলে দেখতে পারতেন যে তিনি তাঁর ভাষণে বলেছেন যেহেতু আমাদের হাসপাতালগুলিতে শয্যা সংখ্যা কম, সেহেতু আমরা বর্তমান বৎসরে জি, বি,তে আরও ৫০টি বেড বাড়াবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তাছাড়া বিভিন্ন সাব-ডিভিশান শহরগুলিতে যে সব চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে, সেগুলিতে ১০ থেকে ২০টি বেড বাড়ানো হবে। এমন কি একটি মানসিক চিকিৎসা কেন্দ্রও খোলা হবে ১০/১২ শয্যা বিশিষ্ট। তিনি এখানে আরও বলেছেন নার্সদের ট্রেনিং দেওয়ার সম্পর্কে। তারপরে তিনি বলেছেন যে এখানে যাতে একটি মেডিক্যাল কলেজ খোলা যায় সেজন্য চেষ্টা করছেন। কাজেই এসব তাঁর ভাষণের মধ্যে থাকা সত্বেও তারা এই সব কাট মোশান এনেছেন এবং কাট মোশান মুভ করতে গিয়ে তারা যে আলোচনা করছেন সেটার কোন প্রয়োজনীয়তা ছিল বলে আমি মনে করি না। কাজেই আমি এই ধরণের কাট মোশানের বিরোধীতা না করে পারছি না অথচ উনারা বলছেন আমরা বিরোধীতা করার জন্যই বিরোধীতা করছি। যেগুলি সত্যি সত্যি অবাস্তব, কোন প্রয়োজন পড়ে না, এই ধরণের কাট মোশানের বিরোধীতা না করে পারছি না। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ডিমাণ্ড সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে আমি একটি প্রস্তাব রাখতে চাই, এই প্রস্তাবটি হচ্ছে এই যে, আমার কমলাসাগর এলাকার মধ্যে মধুপুর একটি গ্রাম। সেই গ্রামের মধ্যে অধিকাংশ উদ্বাস্তু এবং আদিবাসীদের বাস। এই অঞ্চলের মধ্যে আমি বহুদিন যাবত একটি ডিসপেন্সারী চেয়েছিলাম। আজকে বাজেটের মধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক ডিস্পেন্সারী প্রতিশ্রান আছে এবং আমি বিশ্বাস করি—যদিও ত্রিপুরার সব চাহিদা একসঙ্গে মেটানো সম্ভব নয় তবুও বলছি আমার এই এলাকায় যাতে একটি ডিসপেন্সারী হয় সেইদিকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী

মহোদয় দৃষ্টি রাখবেন আশা রাখি। আমার এই এলাকার কথা বলছি এইজন্য, কারন এই এলাকার উদ্বাস্তু এবং আদিবাসীদের বাস এবং কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই। আগে এইখানে একটি ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয় ছিল এখন সেটিও বন্ধ হয়েছে। এইজন্য আমি আবার মাননীয় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জি।

শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জি—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড পেশ করেছেন 16—Public Health, 36—Capital Outlay on Improvement of Public Health, 17—Family Planning—এই ডিমাণ্ডগুলি আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের যে বক্তব্য রেখেছেন কাট মোশান ইত্যাদি জানিয়ে আমি তার বিরোধীতা করছি এবং সেই সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার এই একটি বিভাগ। এই বিভাগের সংগে ত্রিপুরার জনসাধারণ খুব বেশী জড়িত মানুষের স্বাস্থ্যের সম্পর্কে চিকিৎসার প্রাথমিক প্রয়োজনের জন্য সাধারণ মানুষের এই একটি ডিপার্টমেন্ট। কাজেই এই ডিমাণ্ডের উপর লক্ষ্য রেখে আমি এই ত্রিপুরার অগণিত জনসাধারণ যারা গ্রামীন জীবন যাপন করে তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে আমি একটি কথা বলব। এই হাউসের মধ্যে আমি বার বার বলছি আজও আবার বলছি যে বাজেট রচনার মধ্যে আমাদের মন্ত্রী পরিষদের যে শুভ ইচ্ছা আছে এই কথা সত্যি। ধীরে ধীরে এই কংগ্রেসের শাসন ত্রিপুরায় আজ বর্তমান পর্যায়ে যে রূপ নিয়ে এসেছে এটা ঐতিহাসিক সত্য তার গতি অগ্রগতি কোন খানেই রুদ্ধ হয়নি। এই বাজেটের মধ্যে একটি জায়গায় দেখেছি যে চেষ্ট ক্লিনিক সম্পর্কে। আমি আগেও বলেছি এই ত্রিপুরার গ্রামীন জনতার প্রয়োজন বোধে এই মন্ত্রী পরিষদ এই প্রশাসন একদিন এই জনতার বিধানসভায় বলেছিলেন যে ধর্মনগরে চেষ্ট ক্লিনিক খোলা হবে। ভূতপূর্ব বাজেট মন্ত্রী বলেছিলেন, চীফ কমিশনার বলেছিলেন, লেঃ গভর্ণর বলেছিলেন আগামী বছরে এই এই কাজ এই এই খানে হবে। জনতার প্রয়োজন উপলব্ধি করেই উনারা এই সব কথা বলেছিলেন— আশ্বাস দিয়েছিলেন কিন্তু কেন তা আজকে রূপ নিল না তাই আমার চিন্তার বিষয়। এই বাজেট রচনার মধ্যে আরও দেখেছি ধর্মনগরে চেষ্ট ক্লিনিক হওয়ার সম্ভাবনা আজও আমি দেখতে পাই না। তবে আজ সেটি আগরতলার মধ্যে আছে। এই নিয়ে আমি বার বার এই হাউসে বলেছি আশ্বাস পেয়েছি কিন্তু এই ৫ বছরেও টাকা থাকা সত্বেও সেটি হচ্ছে না। আমি দেখছি দূরে যে সমস্ত গ্রামের মানুষ আছে আমি দেখেছি গ্রামে ঘুরে তারা কি অবস্থায় আছে। এক একটি পরিবার আছে যেখানে বাবা ও মা ভুগছে, শিশুরাও ভুগছে। এই হচ্ছে অবস্থা। আগরতলায় এসে চিকিৎসা করবে সেই অবস্থাও তাদের নেই। কাজেই এই ব্যাপারে আমি মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি ধর্মনগরে জলের জন্য বার বার বলেছিলাম কিন্তু এবার দেখেছি ধর্মনগরে জলের ব্যবস্থা হয়েছে এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। কিন্তু আমাদের যে আর্থিক স্বচ্ছলতা আছে তাতে আমাদের সমস্ত সমস্যা এক সঙ্গে দূর

করা সম্ভব নয় এই কথা আমি বুঝি। আমি একটি প্রস্তাব রেখেছিলাম এই প্রস্তাবটি তৎকালে মন্ত্রী পরিষদের আশ্বাসে আমি প্রস্তাবটি উইথড্র করে নেই। সেই প্রস্তাবটি ছিল ত্রিপুরায় একটি কম্পাউণ্ডারী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হউক। মন্ত্রী পরিষদ আশ্বাস দিলেন আমি আমার প্রস্তাবটি উইথড্র করে নিয়েছিলাম। এই হাউসে আমি সেই প্রস্তাব এনেছিলাম এই কারণে যে যারা শিক্ষিত তারাও আজকে এই কাজ শিখতে পারে তাহলে কাছারের চা বাগানগুলিতে এবং বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে নিজেদের বেকারত্ব দূর করতে পারবে। তাই আমি বলছি জন জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে যারা বঞ্চিত তাদের প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ না করি তাহলে তারা কৈফিয়ত চাইবে এই মন্ত্রী পরিষদের কাছে। তাই আমি আবেদন রাখব বাজেট রচনার মধ্যে যে শুভ ইচ্ছা আছে জনতার প্রয়োজনে তা যেন কার্য্যকারী করা হয়। এই হাউসের মধ্যে ধর্মনগরের জন্য কুকুরের কামড়ের ঔষধের কথা বলা হয়েছে একটি রেফ্রিজারেটারের জন্য বার বার চাওয়া হয়েছে। কারণ রেফ্রিজারেটার না হলে ঐ ঔষধ ঠিক মত রাখা যায় না এবং সেজন্য ঐ ঔষধ ঠিক করে রাখা যায় না। আজকে যেখানে মিষ্টির দোকানে রেফ্রিজারেটার রাখা হচ্ছে সেখানে একটি হাসপাতালে একটি রেফ্রিজারেটার রাখা হচ্ছেনা। এটা কি টাকার অভাব, এটা আমি স্বীকার করিনা এটা দৃষ্টি ভঙ্গির অভাব। এক্সরে মেসিনের সম্পর্কে বলছি। শুনা যায় এক্স-রে মেসিন পাওয়া যায়না উপযুক্ত ডাক্তার পাওয়া যায় না ইত্যাদি। আমি বলব গ্রামীন জনতার প্রয়োজন অনুভব করে আমরা বাইরে থেকে এই ধরণের এক্সপার্ট এনে এই সমস্ত সমস্যা দূর করতে পারি।

গ্রামীন জনজীবনে পানীয় জলের প্রয়োজন আমরা এটা বলি, সকলেই অনুভব করি। কিন্তু পানীয় জলের জন্য এই মন্ত্রী পরিষদ কিছু করেন না, একথা নয়, সহরে যে পানীয় জল এটা ব্লকের থ্রুতে অনেক কিছু পাওয়া যায়না, কাজেই প্রত্যেক সহরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা দরকার। ধর্মনগরে হয়েছে বলে আমি সুখী নই। অন্যান্য সহরে হওয়ার জন্য আমি কামনা রাখি, আশা করি অর্থের সংকুলানের সাথে সাথে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া হবে।

আরেকটা জিনিষ এই যে গ্রামের মানুষ তারা সকলে হাসপাতালের সুযোগ নিতে পারে না। গ্রামের মানুষের প্রয়োজনে, যারা উপজাতি এবং সাধারণ মানুষ তারা ডেলিভারীর সময়, অনেক কেসে তারা বিপদে পড়ে এবং হাসপাতালের সুযোগ নেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সহরাঞ্চলে সবাই প্রায় শিক্ষিত, তারা সবাই হাসপাতালে রোগী দিয়ে দেয়, সকলেই হাসপাতালের সুযোগ নেয়, কিন্তু গ্রামের সাধারণ মানুষ সেই সুযোগ নিতে পারেনা। তাই গ্রামে গ্রামে যদি বিভিন্ন হাসপাতালের আণ্ডারে বা ডিস্পেন্সারীতে যদি ট্রেইণ্ড ধাই রাখা হয় তা হলে সাধারণ মানুষ উপকৃত হতে পারবে এবং তাদের বিরাট একটা অভাব আমরা পূরণ করতে পারব। বিভিন্ন অঞ্চলে যাতে ধাই নিযুক্ত করা হয়, সেই আবেদন আমি রাখব। বিভিন্ন ডিস্পেন্সারীতে এবং প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারে ধাই রাখার জন্য তার সংখ্যা বৃদ্ধি করে যাতে গ্রামীন জনতাকে সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া যায়, কারণ আমরা দেখেছি যে বহু রোগী অনেক ক্ষেত্রে মারা যায়, এই ব্যাপারে সাধারণ মানুষ যে দুর্ভোগ ভোগ করছে, শহরের মানুষ

অধিকাংশই শিক্ষিত, তারা যথাসময়ে ডাক্তারের এ্যাডভাইস নিতে পারে, কিন্তু গ্রামের মানুষ তা পারে না, সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আশা করি মাননীয় মন্ত্রীরা সেই সুব্যবস্থা গ্রহন করবেন। আরেকটি বিষয়ের প্রতি আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, ধর্মনগরে একটি আয়ুর্বেদিক ডিস্পেন্সারী খোলার জন্য প্রচেষ্টা চলেছে। আমি একথা জেনেছি যে সেখানে নাকি ডাক্তারও নিযুক্ত হয়ে গেছে, একথা যদি ঠিক হয়, তাহলে অতি সত্বর যাতে সেখানে আয়ুর্বেদিক ডিস্পেন্সারী খোলা হয়, তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি আবেদন রাখছি।

ধর্মনগর হাসপাতালে আমি দেখেছি যে হাসপাতালে যে রোগী আছে তাদের জল সাপ্লাই দেওয়া একটা বিরাট বিভ্রাট। এটা নিশিবাবুও বলেছেন, ধর্মনগরে আমি দেখেছি, কদমতলায় দেখেছি, ফাল্গুন চৈত্র মাসে যখন জল কম থাকে, তখন সাপ্লাই থাকেনা, রোগীদের অবস্থা তখন অসহনীয় হয়ে উঠে, তার কোন বিকল্প ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহলে ভীষণ অসুবিধা ভোগ করতে হয়। ধর্মনগর এবং কদমতলায় এই যে জলের কষ্ট, সেটা অবর্ণনীয়, সেটা অচিরে দূর করার জন্য এবং বিকল্প ব্যবস্থা করার জন্য আমি মন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখব। অন্যান্য বক্তা বলবেন, কাজেই আমি বেশী কিছু বলতে চাই না। এর সঙ্গে সঙ্গে আমি একটি আবেদন রাখব যে বাজেটে যেসব প্ল্যানের কাজ করবার জন্য টাকা রাখা হয়, সেটা যাতে ইম্প্লীমেন্টেড হয়। সামাজিক অন্যায় এবং অবিচার যেখানে, যেখানে আবর্জ্জনা জমে, সেখানে একটা দলের জন্ম হয়, আমাদের উদ্দেশ্য হল, তাদের জন্মস্থান ধ্বংস করে দেব, যাতে তারা জন্মগ্রহণ করতে না পারে। কাজেই আমাদের কর্ত্তব্য হল সেই আবর্জ্জনা দূর করা। কারণ সেখানে তাদের জন্ম হবে। তাদের চিন্তা ধারাকে আমাদের এই অন্যায় অবিচার এবং আবর্জনা সাহায্য করে। কাজেই আমাদের এই মন্ত্রীসভাকে যাতে আমরা জোরদার করতে পারি, এই যে সরকারী প্রচেষ্টা, সেটা যাতে সাফল্যমণ্ডিত হয়, আমরা কর্মচারী যারা আছি তারা সকলেই যাতে সহযোগিতা করতে পারি, এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫'র উপর আমার বলার আছে।

মিঃ স্পীকার :—বলুন।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫ এর উপর যে কাট মোশান এসেছে, তার সমর্থনে আমি হাউসের সামনে বক্তব্য রাখছি। সারা ত্রিপুরার চিকিৎসার অবস্থা, ব্যবস্থা, নিয়ে অনেক সদস্য—কি ট্রেজারী বেঞ্চ, কি বিরোধী বেঞ্চ, সকলেই আলোচনা করেছেন। কিন্তু ডুম্বুরনগরের কিছু অংশ যারা এখনও—আমি প্রতিবারই বলেছি যে সেখানে কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই। কোন সরকারী প্রশাসন নাই সেখানে, সবচেয়ে বড় কথা আমার মনে পড়ে ১৯৬৪ সনে জগবন্ধুপাড়া প্রাইমারী হেল্থ সেন্টারকে উন্নতি করবার জন্য

তখনকার মাননীয় চীফ কমিশনার শ্রীএস, পি, মুখার্জী যে কথা বলেছিলেন, কিছু দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে সেই ১৯৬৪ সন এখনও শেষ হয়নি। আমি বলব এই প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টারের জন্য গাড়ী দেওয়া হয়েছিল নাকি শুনলাম, কিন্তু সেটা সঙ্গে সঙ্গে চীফ কমিশনার মহাশয় যখন আগরতলা নগরে ফিরে আসেন, তখনই নিয়ে আসা হয়। তারপর বাকী যেসব আলাপ আলোচনা এখানে হয়েছে, সেই সম্পর্কে বলে লাভ নাই। আমি গত কয়েক মাসে, এই বিধানসভা হওয়ার পর ডুম্বুরনগর কয়েকটি জায়গায় যে লোক মারা গেছে. সেই সম্পর্কে আমি উল্লেখ করতে চাই। হীরাচন্দ্রপুরে চন্দ্রধন ত্রিপুরার ছেলে—এক বছরের, জল বসন্ত এবং ঘাম হয়ে মারা গেছে। নিরঞ্জন ত্রিপুরার এগার বছরের ছেলে-জলবসন্ত হয়ে মারা গেছে। কানাইসা ত্রিপুরার ছেলে (এক বছর) জলবসন্ত হয়ে মারা গেছে, বিরাজগঞ্জ, কামিনী ত্রিপুরার মেয়ে (দুই বছর) জলবসন্ত হয়ে মারা গেছে, ব্রজেন্দু ত্রিপুরার মেয়ে তিন বছর, মারা গেছে জলবসন্ত হয়ে, হরেন্দ্র ত্রিপুরার ছেলে (দুই মাস) ঘাম হয়ে মারা গেছে, তৈশারাম রিয়াংএর ছেলে (এক বছর) জলবসন্ত হয়ে মারা গেছে, ভগীরথপাড়া, সৃষ্টিকুমার ত্রিপুরার মেয়ে, ৩০ বছর, বসন্ত রোগে মারা গেছে। বলরাম ত্রিপুরার মেয়ে, ১৫ বছর, বসন্ত হয়ে মারা গেছে। তাছাড়া কয়েক মাস আগেও রাঙাবাড়ী এরীয়াতে ১৬/১৭ জন মারা গেছে বসন্ত রোগে কিন্তু সেখানে কোন চিকিৎসার ব্যবস্থা নাই। ডুম্বুরনগর কন্‌ষ্টিটিউয়েন্সীর যে নির্বাচন কেন্দ্র আছে, ঐ কেন্দ্রের অন্তর্ভুক্ত, তেলিয়ামুড়া ব্লকের ছয়টি গাঁওসভা, এই গাঁওসভার মধ্যে আজকে কোন ডিস্পেন্সারী নেই, এমন কি সাধারণ ব্যবসায়ীরা যারা কিছু কিছু টেবলেট বিক্রী করে এই ব্যবস্থাও সেখানে নাই, দূরে থাকুক সরকারী ব্যবস্থা। রাইমা বাজারে, ধর্মনগরে একটি মাত্র ডিস্পেন্সারী আছে, এই ডিস্পেন্সারী গত নির্বাচনের আগের মুহুর্তে পুড়ে গেছে, এখনও ঘরবাড়ী করা হয় নাই। জগৎচন্দ্রপাড়া প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টারকে ১০ বেডে হাসপাতাল করার জন্য অনেক সরকারী অফিসার, বড় বড় মাতব্বররা বা নির্বাচনের সময় যখন গ্রামে ওয়ার্ক করতে যায়, তখন বলেছেন গত বিধানসভা নির্বাচনের সময় আমাদের এলাকার যে ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিসার তিনি নিজে বলেছেন এই নির্বাচনের আগের এক দিনের মধ্যে এই হাসপাতালটি উদ্‌বোধন হয়ে যাবে, কিন্তু নির্বাচনের একদিন আগ এখনও আসে নি। তাছাড়া সেখানে ঔষধপত্রের মধ্যেও অনেকরকম কারচুপি করা হচ্ছে, চোরা চালান চলছে। যেমন সরকারী ডিসপেন্সারীগুলির মধ্যে জনসাধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র পাওয়া যায় না, কিন্তু এই সরকারী ডিস্‌পেন্সারীর ঔষধপত্র মহাজনের দোকানে পাওয়া যায় এবং সেগুলি ১০ পয়সার ঔষধ ২০ পয়সায় বিক্রী হয়। রাইমা যে ডিস্‌পেন্সারীটি পোড়া গেছে, সেখানকার কম্পাউণ্ডারের একটি ছোট ভাই আছে, তাকে দিয়ে সেই সব ঔষধপত্র বিক্রী করান, সে তার বাড়ীতেই থাকে. কম্পাউণ্ডার নিজে বিক্রী করেন না, ছোট ভায়ের হাতে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে এই ঔষধ অনেক মানুষের কাছে বিক্রী করা হচ্ছে। আমরা জিজ্ঞাসা করে জেনেছি যে পাহাড়ীরাতো চিকিৎসার জন্য আসে না, কিন্তু ডিস্‌পেন্সারী বাড়ীতে নাই, মানুষ কোথায় যাবে? কিন্তু আমরা তাবুর ভিতর ঔষধের বোতল দেখে এসেছি। কারণ সেই ডিস্‌পেন্সারী ঘর পোড়া যাওয়ার পর ডিস্‌পেন্সারী ঘর আজ পর্যন্ত সেখানে করা হয় নাই। কিছু ঔষধ গাড়ী দিয়ে

সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু আমরা যখন যাই তখন বলে পাহাড়ীরাতো চিকিৎসার জন্য আসে না। কিন্তু রৌদ্রের মধ্যে কোথায় চিকিৎসা করবে? তাঁবুর মধ্যে কয়েকটা ঔষধের বোতল দেখে এসেছি। সেটা ডিস্পেন্সারীর ঔষধ। কিছু ঔষধ গাড়ী দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এদিকে অমরপুর সাব-ডিভিশন্যাল অফিসারকে যখন বলেছি তখন আমাদের কথায় না মন্ত্রীদের কথায় কিছু ঔষধ পাঠিয়ে দেওয়া হল। এমন কি বহু নারী প্রসূতি মরছে, বহু শিশু হাম, জল বসন্ত হয়ে মরছে, তার কোন প্রতিকার নাই। যে বাজেট অর্থমন্ত্রী রেখেছেন তাতে ডুম্বুরনগরে কোন ডিস্পেন্সারী নূতন করে স্থাপনের পরিকল্পনা নাই বলে বড় দুঃখ প্রকাশ করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি সরকারপক্ষের সদস্যরা যে কাটমোশানের বিরোধীতা করছেন তাদের আমি মনে করি যে নিজেদের বোকা প্রমাণিত করছেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি সময় সম্পর্কে। কে কতক্ষণ বলবেন ঠিক নাই। কিন্তু আমাদের হাউসে হুয়িপস্ আছেন। আমার মনে হয় লিষ্ট যদি আমরা সাবমিট করি তাহলে সুবিধা হয় আপনার পক্ষে।

মিঃ স্পীকার—লিষ্ট তো আপনারা দেন না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—আপনি চাইলে আমরা দিতে পারি।

মিঃ স্পীকার—চাওয়ার তো প্রয়োজন নাই। আপনারা দিবেন জানা কথা।

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৫, ১৬ এবং ১৭ এর উপর যে বাজেট বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষ যে কাট মোশন এনেছেন এইগুলির বিরোধিতা করছি। তার কারণ এতক্ষন পর্যন্ত যে বক্তৃতা শুনলাম তাদের কাছ থেকে এইগুলি তাদের নিজস্ব কোন কনষ্ট্রাকটিভ সাজেশনমূলক নয় যে এই করলে ভাল হবে জনসাধারণের। একটা কথা গ্রাম ঘরে শুনেছিলাম যে–' লাভ নিজ লাভ, আমি জানিনা দাদা জানে তবু আমারে টাইন্যা আনে। এইগুলির একটাও তাদের নিজস্ব কোন বুদ্ধি বিবেচনা নিয়ে কথা বলেননি। মনে হয় যে কারো একটা পরামর্শ নিয়ে তারপর কাটমোশন আনে। সেইজন্য আমি বললাম যে এগুলি সমর্থন করা যায় না যেহেতু কনষ্ট্রাকটিভ সাজেশান কোন রকম তারা রাখতে পারেন নি। তার একটা জিনিষ আমি এখানে বলছি যে জি, বি, হাসপাতাল আছে, ভি, এম, আছে, এমন কি অনেক গ্রামে ঘরেও হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী আছে। তথাপি কি সত্যি, না কি একটা আওয়াজ শুধু। আমি তো জানি অনেক জায়গায় ডিস্পেন্সারী এবং প্রাইমারী হেল্থ সেন্টার আছে, যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যে কোন কালে ছিল না সেখানেও হয়েছে। অনেক জায়গা আছে যেখানে লোকের চিকিৎসা বিদ্যা সম্পর্কে কোন ধারণাই করতে পারে নাই, সেখানে আজকে চিকিৎসা চলছে। এমন জায়গা আছে যেখানে কোনদিন টিউবওয়েল দেখে নাই, সেখানে টিউবওয়েল হয়েছে। তবুও নাই নাই কেন? এর একটা কারণ আছে

আমি যে কয়টা ডিস্পেন্সারী এবং যে কয়টা প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার দেখেছি সেগুলিতে দেখলাম হয়ত একটা আছে, আর একটা নাই, দুইটা আছে তিনটা নাই, এই রকম ভাবে রয়েছে। যেমন আমার কনষ্টিটিউয়েন্সীর মধ্যে রাধাকিশোরগঞ্জ বাজারে একটা ডিস্পেন্সারী আছে। ছয় মাস পর্যন্ত সেখানে ডাক্তার নাই। কম্পাউণ্ডার একজন আছে। উনি কিছুই বলতে পারেন না। ঔষধপত্র রীতিমত পাওয়া যায়না এবং যেগুলি আছে সেগুলি সব রোগের কাজ হয় না। চাম্পামুড়াতে একটা ডিস্পেন্সারী আছে। সেখানে কোনরকম ডাক্তার নাই। একজন কম্পাউণ্ডার আছেন। উনিও জিরানিয়া থেকে যাওয়া আসা করেন সপ্তাহে দুই তিন দিন আবার কোন কোন জায়গায় দেখা যায়. প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টারে ঔষধ পাওয়া যায়না। জি, বি, হাসপাতালের মত যে হাসপাতাল সেখানেও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বিশেষ বিশেষ রোগের পরামর্শ দেবার জন্য এসেছেন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ঔষধ পাওয়া যায় না। যেমন আজকেই আমি নজীর দিতে পারি। আমার একটা প্রেসক্রিপসান ডাক্তার মহাশয় করলেন। বললেন ঔষধ নিয়ে আসুন ডিস্পেন্সারী থেকে। কিন্তু গেলাম যখন তখন বললে যে নাই। আমি তাহলে কোথায় পাব, কোন সময়ে পাব? বললে যে ঘন্টা তিনেক পরে আসুন। তাহলে তিন ঘন্টা পরে কোথা থেকে ঔষধ সেটা আসে বুঝলামনা। অর্থাৎ আছে ঠিকই। কিন্তু আমাদের মধ্যে একটা মিস ম্যানেজমেন্ট। ডিস্পেন্সারী আছে, ডাক্তার নাই। যেখানে ডাক্তার আছে সেখানে ঔষধের অভাব, যেখানে ঔষধ আছে সেখানে জলের অভাব। এই রকম মিস ম্যানেজমেন্ট। আমার কথা হল যদি ঔষধ ঠিক ঠিক থাকে তাহলে সেখানে মানুষের তো নাই নাই প্রশ্ন উঠতে পারেনা। আমরা একটা পেলে আর একটা পাই না। আমি শুধু সাজেশান রাখব এটাই যে, যেখানে যে ডিস্পেন্সারীগুলি আছে সেখানে যেন ঠিক ঠিক মত ডাক্তার, কম্পাউণ্ডার এবং ঔষধপত্র থাকে। কারণ আমরা হয়ত অনেক সময় বলে থাকি যে ঔষধপত্রের কোন ব্যবস্থা করা যায় নি। আমরা যখন ডিস্পেন্সারী বা প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার করার জন্য প্ল্যান করলাম তখন আমরা ঔষধের কথা চিন্তা না করেই এইগুলি করেছি? যদি ঔষধের কথা চিন্তা করে থাকি তাহলে সেখানে নাই নাই রব হওয়ার কথা নয়। কিন্তু সেটা নয়, এইরকম হতে পারেনা। তাহলে বিষয়টা কি? হয়ত ঔষধ কোন দিক দিয়ে পাচার হচ্ছে, অথবা সেগুলি মিস-ম্যানেজমেন্টের জন্য জন সাধারণের কাছে পৌছায় না। আর একটা জিনিষ হল অনেকগুলি এলাকা আছে যেখানে নাকি প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার বা এই জাতীয় কোন না কোন রকমের মেডিকেল হেল্‌থের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমি কোন এক জায়গায় দেখেছি যে রোগী মুমূর্ষু অবস্থায়। এই অবস্থায় রোগীকে ঝুড়ির মধ্যে বসিয়ে ১০ মাইল রাস্তা হেটে হাসপাতালে নিয়ে এসেছে। এই যে এলাকা যেখানে নাকি এখন পর্যন্ত সুচিকিৎসার ব্যবস্থা নাই সেই জায়গাতে ভালভাবে ডিস্পেন্সারী করে দেওয়া দরকার। যেমন আমার এখানে আছে কাঞ্চনমালায় তেলের বন নামে এক জায়গা। সেখানে রাস্তাঘাটের কোন সুবিধা নাই। সেখানে কোন ডিস্পেন্সারী নাই। অথচ সেখানে পপুলেশন যথেষ্ট এবং সেই পপুলেশনের মধ্যে বেশীর ভাগ অ্যাগ্রিকালচারিষ্ট। আর একটা জিনিষ পাবলিক হেল্‌থের বিষয়ে বলছি—সেটা হল ওয়াটারের অভাব। প্রতি বৎসর দেখা যায় পানীয় জলের অভাব

প্রতি গ্রামে গ্রামে। এটাও কি নাই। এটাও আছে। কি অবস্থায় আছে? যেখানে দুইশ টিউবওয়েল থাকে সেখানে দেড়শ খারাপ। এইজন্য সেখানে নাই। আবার যেখানে নাকি প্রয়োজন নাই, সেখানে ২।৩টা পাশাপাশি হয়। এটা হল মিস্ ম্যানেজমেন্ট। কাজেই এই যে অবস্থা. সেই অবস্থা দূরীকরণের জন্য ত্রিপুরার যে জায়গা, সেই জায়গা অনুসারে প্রতি গ্রামে গ্রামে যদি একটা টিউবওয়েল হয় তথাপি মানুষের পানীয় জলের সুব্যবস্থা হবে না। আমরা অন্যান্য দিক বাদ দিয়ে হলেও, যদি পাবলিক হেল্‌থকে স্ট্রং অ্যাণ্ড স্টাউট রাখতে হয় এবং যদি আমরা সত্যিই পাবলিককে বাঁচিয়ে রাখতে চাই তাহলে প্রথম প্রয়োজন জল। কারণ জলের জন্য বেশীরভাগ রোগের সৃষ্টি। কাজেই বেশীরভাগ জায়গাতেই নলকূপের বা অন্যান্য কোনরকমের ওয়াটার সাপ্‌লাইয়ের দরকার। সেখানে মাত্র কয়েকটি টিউবওয়েল এবং কয়েকটি রিং-ওয়েল আছে। কাজেই এইরকম ক্ষেত্রে আমরা সেখানে কি করে পাবলিক হেল্‌থ রক্ষা করতে পারি? আজকে আমাদের যত রকম উন্নতিই করতে হউক না কেন, আমাদের প্রথমেই জলের ব্যবস্থা করতে হবে, তারপরে হস্‌পিটাল, ডিস্‌পেন্‌সারী ইত্যাদি করতে হবে। পাবলিক হেল্‌থের মধ্যে আর একটা দেখতে পাচ্ছি, সেটা হল ঘরে ঘরে জ্বর দেখা। এজন্য কিছু কিছু লোক রাখা হয়েছে বটে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় একটা এলাকাতে তারা যখন কাজ করে তখন হয়তো কিছুদিন পর পর কিছু বাড়ীতে গিয়ে কার জ্বর আছে না আছে, সেইসব দেখে আসে। কিন্তু কয়েকদিন দেখার পর আর সেটা দেখা হয় না। কাজেই এই যে দেখা হল না, তারজন্য হয়তো সেখানে আবার এলাকাভিত্তিক সেই জ্বর দেখা দিয়ে থাকে। এই ব্যাপারে আমাদের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর একটা প্লেন ছিল, আমি যখন গ্রামে যাই, তখন সেখানকার লোকেরা আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় যে প্লেন দিয়েছেন, সেটার কি হল? সত্যি কি গ্রামের লোকদের জন্য এই সব ব্যবস্থা হবে? ওনার প্লেনটা হল মোবাইল হস্‌পিটাল। সেই মোবাইল হস্‌পিটাল গ্রামে গ্রামে ঘুরে যে রোগী আছে, তাদের চিকিৎসা করবে এবং প্রয়োজনে তাদেরকে ঔষধপত্র দিবে। কাজেই আমি মনে করি প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী যে প্লেনটা দিয়েছেন, সেটা একটা ভাল প্লেন, এটাকে এক্ষুণি কার্যে পরিণত করা দরকার। কেননা আমরা আজকে সমাজতান্ত্রিক ধাছের সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে যাচ্ছি, শহরের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু গ্রামের মধ্যে সেইসব ব্যবস্থা বলতে কোন কিছু নেই। শহরের জন্য ভাল ভাল ব্যবস্থা আছে এবং আরও যাতে ভাল ব্যবস্থা হতে পারে সেজন্য সরকার সবসময় চিন্তা করেন, এইসব দেখেশুনে গ্রামের মানুষের মধ্যে একটা দুঃখ হয় তাই আজকে শহরের মধ্যে যা হচ্ছে, সেটা ছাড়াও আমরা যদি গ্রামের লোকের সুযোগ সুবিধার কথা চিন্তা করে তাদের জন্য কিছু করি, তাহলে তাদের মনে একথা থাকবে না। আজকে ত্রিপুরাতে সব কিছু আছে, যেমন ডিস্‌পেনসারী আছে, ঔষধ আছে, আবার ঔষধ আছে তো ডাক্তার নেই, ডাক্তার আছে তো ঔষধ নেই। এই যে পাশাখেলার মত একটা কিছু চলছে, এই সম্পর্কে আমি কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। আমার কথা হল আমাদের সবই আছে, অথচ মিস-ম্যানেজমেন্টের দরুন সেগুলি ঠিক ভাবে চলছে না। স্যার, আমার শেষ কথা হল, যেটা আমরা লক্ষ্য করছি, যে ইমার্জেন্সীর সময়ে এ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায় না। আজকে যদি কোন

রোগীর মুমূর্ষু অবস্থার প্রয়োজনে সংগে সংগে এ্যাম্বুলেন্স না পাওয়া যায় এবং যথাসময়ে তাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত না করা যায়, তাহলে সেই রোগীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং এভাবে কত রোগীর যে মৃত্যু হচ্ছে, তার হিসাব সঠিকভাবে এখানে পেশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই আমার অনুরোধ হল এই এ্যাম্বুলেন্সের সংখ্যা যেন আরও বাড়ানো হয়, সেদিকে মাননীয় মন্ত্রীরা দৃষ্টি দিবেন। আর প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় যে প্লেনটা দিয়েছেন যেটার কথা আমি বললাম, সেটা যদি কার্যকরী করা হয়, তাহলে আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কিছুটা উন্নত হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের সামনে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় ডিমাণ্ড নাম্বার ফিফ্‌টিন—মেডিক্যাল, ডিমাণ্ড নাম্বার সিক্‌ষ্টিন—পাবলিক হেল্‌থ, সেভেন্‌টিন—ফেমিলী প্লেনিং এ্যাণ্ড থার্টি সিক্‌স—ক্যাপিটেল আউট-লে অন ইম্‌প্রোভমেন্ট অব পাবলিক হেল্‌থ রেখেছেন, আমি সেগুলিকে সমর্থন করছি এবং সেই সঙ্গে বিরোধী পক্ষ থেকে যে সব কাট মোশান রাখা হয়েছে, সেগুলির বিরোধীতা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে বাজেটে কম টাকা ধরা হয়েছে, কিন্তু আমি বলব তাদের এই কথা মোটেই ঠিক নয়। আমি যদি গত বছরের বরাদ্দ অর্থের সঙ্গে তুলনা করি, তাহলে দেখব যে গত বছরের তুলনায় এই বছরে অনেক বেশী টাকা ধরা হয়েছে। গত বছর যেখানে ছিল ৫২·৪২ লক্ষ টাকা এই বছর সেখানে ধরা হয়েছে ১৩০·৩ লাখ টাকা। তার মধ্যে প্লেনে ছিল ১১·৩৫ লক্ষ আর নন্‌-প্লেনে ছিল ৪১·০৭ লক্ষ। আর এই প্লেনে আছে ১৪·১৫ লক্ষ, আর নন্‌-প্লেনে আছে ১১৭·৬৮ লক্ষ। সেই রকম ডিমাণ্ড নাম্বার—১৬তে গত বছর ছিল ৬·৩৫ লক্ষ আর এই বছর ধরা হয়েছে ২৮·৮৬ লক্ষ টাকা। ডিমাণ্ড নাম্বার—১৭ ফেমিলী প্লেনিং স্পন্‌সর্ড স্কীমে ধরা ছিল ১·২৫ লক্ষ টাকা, এই বছর ধরা হয়েছে ৬ লক্ষ টাকা। আর ডিমাণ্ড নাম্বার—৩৬-এ রাখা হয়েছে ১১ লক্ষ টাকা। সুতরাং তারা যে বলেছেন টাকা কম ধরা হয়েছে এ কথা ঠিক নয়। সত্যের অপলাপ করা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক, সুতরাং তারা এটা বলবেনই। তারা আরও বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে গত ২৫ বছরে কিছুই হয়নি কিন্তু আমি তাদের বলতে চাই ১৯৫০ ইং সালে ত্রিপুরাতে কি ছিল? আর ১৯৭২ ইং সালের ত্রিপুরা কি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে? তারা যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন যে ১৯৫০ সালের ত্রিপুরা আর ১৯৭২ সালের ত্রিপুরার মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। কিন্তু তারা সেদিকে যাবেন না, কেন না সত্য বলা তাদের কাছে পাপ এবং তারা ভাল জিনিষটা কখনও দেখতে পান না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৫০ সালে সমগ্র ত্রিপুরার মধ্যে মাত্র একটি হাসপাতাল ছিল, আর সেটা হল ভি, এম, হাসপাতাল এবং তাতে মাত্র ৩৬টি শয্যা ছিল। আর সাব-ডিভিশন্যাল হেড কোয়ার্টারগুলিতে মাত্র ১৬টি ডিস্পেন্সারী ছিল। কিন্তু ১৯৭২ সালে আমরা যদি দেখি, তাহলে দেখব যে জি, বি,তে আছে ৩০০টি বেড, আর ভি, এম, এ আছে ১২৭টি বেড, আর ৯টি সাব-ডিভিশানগুলিতে আছে ২২৫টি বেড। আর প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার হয়েছে ১৫৪টি। অবশ্য সেই সংগে আমাদের

জনসংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩ গুণ বেশী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এখানে একদল লোক আছে, যাদের স্বভাব হল সত্যকে বিকৃত করে এই এ্যাসেমব্লীতে বলবে এক কথা আর বাড়ীতে গিয়ে স্ত্রীর কাছে বলবে অন্য কথা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৫০ সালে আমাদের মাত্র ৯টি ডিস্পেন্সারী ছিল, এখন আমাদের সেই জায়গাতে ১০৫টি ডিস্পেন্সারী হয়েছে। সুতরাং কিছু হয়নি এটা ঠিক নয়। তারপরে এক্স-রের কথা বলা হয়েছে, এটাও আমাদের এই আগরতলাতে আছে একটি, আর মেলাঘর, কৈলাসহর, উদয়পুর এবং ধর্ম্মনগরে আছে একটি করে। তারপরে আমাদের যে টি, বি, ওয়ার্ড আছে, তাতে ৫০টি বেড আছে এবং সেখানে আরও ২০টি বেড বাড়ছে। তারপরে এই বছরে কি কি এ্যাক্সপেনশান হবে, তাও আমি এই হাউসের কাছে বলতে চাই। উদয়পুর, ধর্ম্মনগর, মেলাঘর, বিলোনীয়া, সাব্রুম ও কমলপুরে আরও ২০টি করে বেড বাড়ানো হবে এবং সেই সংগে জি, বি, হাসপাতালে আরও ৫০টি বেড বাড়ানো হবে এবং ১০ শয্যা বিশিষ্ট একটি মানষিক চিকিৎসা কেন্দ্রও খোলা হবে। এভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ১৪০টি বেড এই বছরে বাড়বে। তারপরে কুলাই, মনু এবং ফটিকরায়ে একটি করে প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার খোলা হবে। তারপরে কুমারঘাটে একটি ৬ শয্যা বিশিষ্ট চিকিৎসা কেন্দ্র খোলা হবে।

শ্রীকালিপদ বানার্জি—এটা কোন মনু জানতে পারি কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—এটা হচ্ছে মনু নর্থ। বর্ত্তমানে আমাদের তিনটি আয়ুর্ব্বেদিক ডিস্পেন্সারী করবারও প্লেন আছে। একটু আগে মাননীয় সদস্য নরেশবাবু বলেছেন—মবাইল ডিস্‌পেন্‌সারীর কথা। বর্ত্তমানে আমাদের দুইটি মবাইল ডিস্‌পেন্‌সারী আছে। আগামী বছর আরও দুইটি মবাইল ডিসপেন্‌সারী করার পরিকল্পনা আছে। টি, বি. ক্লিনিককে একটি ইউনিট করা হবে। আরও ২০টি বেড করা হবে। এখন যে কাট মোশান এসেছে তার বিরোধীতা করতে গিয়ে আমি বলব এখানে তারা বলেছেন যে 'In adequacy of provision for medicines in Hospitals and Dispensaries.' মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বছর আমরা ২০ লক্ষ টাকার মেডিসিন পার্চেজ করব এবং ৭৯ হাজার টাকার এবং আরও ২ লক্ষ টাকার মেডিসিন পার্চেজ করার ব্যবস্থা আছে। (গণ্ডগোল) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা বলেছেন ঔষধের সর্ট আছে। হয়তো সর্ট হতে পারে। তবু সমস্ত ইণ্ডিয়ার যে রেসিও আছে আমি তাহা এই হাউসের কাছে জানাতে চাই। সমগ্র ইণ্ডিয়ায় পেশেন্ট প্রতি এক টাকা করে দেওয়া হয় সেই জায়গায় মাননীয় সদস্য স্বীকার করেছেন আমাদের এই ত্রিপুরাতে ৮·২০ পয়সার ব্যবস্থা আছে। তাই ভারতের অন্যান্য জায়গার চেয়ে কম রাখা হয়েছে এই কথা ঠিক নয়। (গণ্ডগোল) আমরা ইণ্ডিয়ায় বাস করি, আমরা চীনেও বাস করি না, রাশিয়ায়ও বাস করি না আমরা ইণ্ডিয়াতে বাস করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে আর একটি কথা বলেছেন, 'Failure to meet the grievances of nurses and Class IV staff.' মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নার্স এবং ক্লাস ফোর ষ্টাফদের গ্রিভেন্সগুলি সরকার বিবেচনা করেন না এমন কোন

ঘটনা নাই। নার্সদের সম্পর্কে আমি বলতে চাই তাদের যে পে স্কেল এনমেলি ছিল ১৯৫৯ সালের সেই সম্পর্কে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া থেকে ক্লেরিফিকেসান আসে সেই ক্লেরিফিকেসান পাওয়ার পর ২০৯ জনের পে স্কেল ফিকসেশান হয় তার মধ্যে ১৫৬ জন ক্লেম পায় বাকি ৫৩টি কেইস বিভিন্ন কারণে এই সম্পর্কে আমাদের প্রপোজাল রেডি হয় নাই। তারপর প্রি-অডিট আসে এবং ৩২টি কেইস প্রিপেয়ারড হয় এবং এ.জি. র নিকট হতে অবজেক্সান হয় এবং ফেরত আসে। তারপর আরও ইনভেষ্টিগেশান করতে হয় এই অবস্থায় বিলম্ব হয়েছে এবং তাদের কেইস এ. জি. র কাছে আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বাকী ১১টি কেইস তাও প্রিপেয়ার্ড হয়েছে এবং অবিলম্বেই দেওয়া হবে। সুতরাং গর্ভণমেন্ট তাদের গ্রিভেন্স শুনেন না বা তা মিট করার চেষ্টা করেন না এই কথা ঠিক নয়। গভর্ণমেন্ট সেই দিকে পসিবল এফর্টস নিচ্ছে। এখানে আরও একটি ডিমাণ্ডে বলেছেন "Inadequacy of provision for openning new Hospitals and Dispensaries". মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের ত্রিপুরাতে ১৭টি ব্লক আছে ইনডিয়া গভর্ণমেন্টের স্কীম অনুযায়ী যদি হয় তাহলে আমাদের ত্রিপুরাতে মাত্র ১৭টি প্রাইমারী হেলথ সেন্টার আমরা পেতে পারি। সেই জায়গায় আমাদের ২৩টি প্রাইমারী হেলথ সেন্টার আছে এবং আরও ৩টি প্রাইমারী হেলথ সেন্টার করার পরিকল্পনা আছে। সুতরাং আমাদের ত্রিপুরা ইণ্ডিয়ারই একটি অংশ সেই জন্য আমাদের ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের স্কিম অনুযায়ী আমাদের চলতে হবে। কিন্তু আমরা ১৭টির স্থলে ২৩টি করেছি এবং আরও ৩টি করার চেষ্টা করছি। সুতরাং প্রাইমারী হেলথ সেন্টারের সংখ্যা কম এই কথা ঠিক নয়। এবং ডিস্পেন্সারীর কথা বলতে গিয়ে আমি বলব যদি আমরা ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের স্কিম অনুযায়ী চলি তাহলে আমরা ৬৮টি ডিস্পেন্সারী পেতে পারি কিন্তু আমাদের ১০৫টি ডিস্পেন্সারী আছে এবং আমাদের আরও করার চেষ্টা করছি। অভাব মানুষের থাকবে এটা স্বাভাবিক। তারপর আরও একটি কথা বলেছেন "Inadequacy of provision for medical treatment to non criminal Lunatics". মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা বলেছেন লুনাটিক্সদের এখানে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই। এই কথা ঠিক নয়। এখানে ডাক্তার আছেন এবং ট্রিটমেন্ট হয় এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণে আছে আমরা আরও ১০টি বেড করতে চাই (গণ্ডগোল) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়...

মিঃ স্পীকার—অর্ডার প্লীজ

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—লুনাটিকসদের চিকিৎসা কেবল আমাদের এই ত্রিপুরাতে হয় না বিভিন্ন ষ্টেটে আমাদের সিট রিজার্ভেসন আছে যেমন রাঁচিতে আছে ২১টি সিট, ৩টি আছে মানসিক আয়ুর্বেদ চিকিৎসালয়, রাঁচি, ৩টি আছে ব্যাংগালোরে এবং ৩টি আছে হায়দ্রাবাদে। কাজেই আপনাদের মধ্যে যদি কেউ মস্তিষ্কের চিকিৎসার প্রয়োজন থাকে তাহলে আমরা পাঠাতে পারব। সেজন্য আপনাদের কোন চিন্তা করতে হবে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এক সদস্য তিনি বলেছেন রাস্তা দিয়ে হাটতে গিয়ে তিনি শুধু পাগলই দেখেন। আমি বলব এক রকমের চশমা আছে— লাল চশমা দিলে শুধু লালই দেখতে পায়, সবুজ চশমা দিলে শুধু সবুজই দেখতে পাওয়া যায়। তিনি বোধ হয় এমনই কোন চশমা দিয়ে দেখেছিলেন। তাই

তিনি শুধু পাগলই দেখেছিলেন। তাই তার মস্তিকের মধ্যে কোন গোলমাল আছে বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ম্যালেরিয়া এবং ফেমিলী হেলথ সেণ্টার সম্পর্কে আমি বলতে চাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ত্রিপুরার ১৯৫২ সালের আগের কথা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমরা দেখব কি অস্বাস্থ্যকর ছিল আমাদের এই ত্রিপুরা। বসন্ত, কলেরা ইত্যাদি মহামারী লেগেই থাকতো। আজকে সে সমস্ত দুরারোগ্য ব্যাধি দূরিভূত হয়েছে। কতদিন আগে এখানে ম্যালেরিয়া একবারেই ছিল না। ইদানীং পাকিস্তানের সঙ্গে যে যুদ্ধ হয়ে গেল, তখন বর্ডার এরিয়াতে আমরা স্প্রে করতে পারিনি, কারণ সেখানে স্প্রে করা অসুবিধা ছিল এবং তার দরুণ বর্ডার এরিয়াগুলিতে ম্যালেরিয়া সংক্রামক আকারে দেখা দিয়েছে, এই বছরেই সেখানে ডি, ডি, টি স্প্রে করা হচ্ছে অচিরেই তা দূরীভূত হবে। স্মল পক্স হয়েছে বলে বলেছেন, স্মল পক্স হওয়া অস্বাভাবিক নয়। সেখানেই পক্স হয় এবং সরকারের কাছে রিপোর্ট আসে সঙ্গে সঙ্গে সেই জায়গাতে ডাক্তার পাঠান হয়ে থাকে, কিন্তু সেখানে যেয়ে রিপোর্টের সত্যতা উপলব্ধি করা যায় নাই। তাছাড়া সেখানকার আদিবাসীরা ভেক্সিন নিতে প্রস্তুত নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, (রেড লাইট)...তারা বলেছেন টি,বি ওয়ার্ড বৃদ্ধি করার বরাদ্দের অভাব। বর্তমান বৎসরে ৩০ বেড থেকে ৫০টি টি, বি বেড বৃদ্ধি করবার পরিকল্পনা রেখেছি এবং টি, বি হলে এখন আর হাসপাতালে আসার প্রয়োজন হয় না কারণ টি, বি মেডিসীন এখন বাসায় দেওয়া হয় তাছাড়া সিডুল কাষ্ট যারা আছে, সিডুল ট্রাইব যারা আছে, তাদের ডায়েটের ব্যবস্থাও করা হয়। সুতরাং আমরা যে টি, বি'র জন্য কোন ব্যবস্থা করি নাই, তা সত্য নয়। ত্রিপুরায় মেডিক্যাল কলেজের জন্য যে কথা বলেছেন, সেটা সস্তায় বাজীমাত করতে চান। তারই জন্য এখানে কাট মোশান রেখেছেন। ত্রিপুরা সরকার যখন এই হাউসে এ্যাসুরেন্স দিয়েছেন মেডিক্যাল কলেজ করবেন, তখন তাঁরা কাটমোশান এনেছেন। আমরা ত্রিপুরাতে মেডিক্যাল কলেজ করব এবং প্রি-মেডিক্যালের জন্য আশা করি অচিরেই ছাত্র ভর্তি ব্যবস্থা করতে পারব। তারা বলেছেন যে এর জন্য এই বছরের বাজেটে কোন টাকা ধরা হয় নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেণ্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে মেডিক্যাল কলেজের স্যাংশান না আসা পর্যন্ত বাজেটে টাকা ধরতে পারিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা বলেছেন ত্রিপুরা...

Mr. Speaker—Hon'ble Minister your time is over. I would request you to sum up your points.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যেই শেষ করে দিচ্ছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা বলেছেন মহকুমা হাসপাতালগুলিতে ব্লাড ব্যাঙ্ক করার কথা, ভাল কথা। কিন্তু ব্লাড ব্যাঙ্ক করতে গেলে যে সব সুযোগ সুবিধা থাকা দরকার, যেমন

বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি সেই সুবিধা ত্রিপুরাতে এখনও হয় নাই। তাছাড়া ব্লাড ব্যাঙ্ক করতে হলে পরে বিভিন্ন গ্রুপের রক্ত যেমন এ. বি. সি. ইত্যাদি, কিন্তু মফঃস্বল হাসপাতালগুলিতে যদি সেই গ্রুপের অপারেশন কেস না আসে, তাহলে ব্লাড নষ্ট হয়ে যায়! কাজেই মুখে বলা যতটা সহজ, সেটা কাজে রূপদান করতে অসুবিধা আছে। (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার—অর্ডার প্লীজ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ব্লাড ব্যাঙ্ক মফঃস্বল সাব-ডিভিশনে করা যাচ্ছে না তবে আগরতলা যে ব্লাড ব্যাঙ্ক আছে, সাবডিভিশন থেকে রিকুইজিশন দিলে সংগে সংগে সেখানে ব্লাড পাঠানো হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টি. বি. হাসপাতাল পরিচালনার ক্ষেত্রে গোলযোগ হচ্ছে বলে যে কথাটা বলা হয়েছে, আমি বলব যে ইষ্টার্ণ জোনে এই জি. বি. হাসপাতাল হচ্ছে, বেস্ট হাসপাতাল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফেমিলি প্ল্যানিং সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা খুবই উৎসুক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যদের মধ্যে যদি কোন সদস্য ভেক্‌সাটমী করার জন্য চান, তাহলে আমি কালকেই তার ব্যবস্থা করে দেব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে চাই যে ফেমিলি প্ল্যানিং-এর কাজ এখানে ১৯৬৭ সনে আরম্ভ হয়েছে এবং ১৯৭২ সন চলছে, আজকের যে পজিশন তা আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য যে আসাম, তার চেয়ে ত্রিপুরাতে ভাল কাজ হচ্ছে। দিল্লীতে যে যে কন্‌ফারেন্স হয়েছিল, সেখানে আমরা জানতে পেরেছি যে আসামের চেয়েও আমাদের রেজাল্ট ভাল। আমি আরেকটা কথা বলতে চাই। মাননীয় সদস্যরা ফেমিলি প্ল্যানিং সম্পর্কে যে এত উৎসুক, আপনাদের এরিয়ার মধ্যে ফেমিলি প্ল্যানিং-এর কাজ কিন্তু করেন না। আপনারা এখানে মুখে এক কথা বলেন, বাইরে যেয়ে আরেক কথা বলবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারা বলেছেন যে নার্সের অভাব। আমি এখানে বলতে চাই যে, আমাদের ত্রিপুরাতে মোট নার্স আছে ৩৫১ জন, এর মধ্যে ষ্টাফ নার্স ৮০ জন, এ্যাসিস্টেন্ট নার্স হচ্ছে ৩৭১ জন। কম্পাউণ্ডার সম্বন্ধে বলেছেন, ডাক্তার সম্বন্ধে বলেছেন, তাদের সবগুলির কথা আমি পয়েন্ট আউট করছি। তারা বলেছেন ডাক্তার শর্ট। আমি বলতে চাই ডাক্তার আমাদের শর্ট আছে কিন্তু রাতারাতি তো ডাক্তার তৈরী করা যাবে না? আমাদের এখানে ১০০ জন ডাক্তারের মত শর্ট আছে, আমরা অনেক চেষ্টা করেছি ডাক্তার বাড়াবার জন্য, ষ্টাইপেণ্ড দিয়ে ছাত্র আমরা বাইরে পাঠিয়েছি, কিন্তু ডাক্তার পাচ্ছি না। সুতরাং মেজিকের মত ডাক্তার আমরা আনতে পারি না। সুতরাং আমরা চেষ্টা করছি, আস্তে আস্তে তা করব কম্পাউণ্ডারের শর্ট আছে, এইজন্য আমরা কম্পাউণ্ডারের ক্লাস এখানে আরম্ভ করেছি। আমাদের এখানে ১৮ জন কম্পাউণ্ডারের শর্ট আছে। কম্পাউণ্ডার ট্রেনিং সেনিটারী ইন্‌সপেক্টার ট্রেনিং ইত্যাদি ট্রেনিং ক্লাশ আরম্ভ করার চেষ্টা আমরা করছি। মেডিকেল কলেজ খোলার চেষ্টা করছি, অচিরেই আমরা ডাক্তার এবং কম্পাউণ্ডারের যে অভাব আছে, সেটা দূরীভূত করতে পারব। এই বলেই আমি মূল ডিমাণ্ডের উপর সমর্থন জানিয়ে, কাট মোশানের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Discussion on Demand for Grant No, 15, 16, 36 and 17 is

over. First I am puting the Cut Motions on Demand for Grant No. 15 to vote. The Cut Motion moved by Shri Sudhanwa Deb Barma.

The question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

'আগরতলা জি, বি, হাসপাতাল পরিচালনা সম্পর্কে।'

The Cut Motion was put to voice vote and lost.

There is a Cut Motion moved by Shri Ajoy Biswas.

The question before the House is that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

'Failure to meet the grievances of nurses and Class IV staff.'

The Cut Motion was put to voice vote and lost.

Hon'ble Member Bulu Kuki is absent so his Cut Motion falls through.

There is a Cut Motion moved by Shri Anil Sarker.

The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

"In adequacy of provision for medical treatment to Non-criminal Lunatics."

The Cut Motion was put to voice vote and lost

Ther is Cut Motion moved by Shri Amarendra Sarma. The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

'ত্রিপুরায় একটি মেডিক্যাল কলেজের জন্য বরাদ্দের অভাব।'

The Cut Motion was put to voice vote and lost.

There is Cut Motion moved by Shri Amarendra Sarma.

Now the question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—

'ত্রিপুরার মহকুমা হাসপাতালগুলিতে ব্লাড ব্যাঙ্ক গঠনের বরাদ্দের অভাব।'

The Cut Motion was put to voice vote and lost.

তখন আমার গিন্নীকে জিজ্ঞাসা করলাম যে ব্যাপারটা কি। তিনি বললেন যে আমি ঠাকুর ঘর থেকে রান্না ঘরে ভাত খেতে যখন বসেছি তখন দেখি ঘর ভরতি পুলিশ। আমার ঘর ছোট ঘর, মান্ধাতার আমলের ঘর। তখন কেউ বসেছে উঠানে, কেউ বসেছে দরজায়। তারা বলল আপনার বাড়ী চার্জ করব। তখন আমার একজন কর্মচারীকে ডেকে নিয়ে এসেছে। সে বলল যে বাবু বাড়ীতে নাই। তারা বলল যে বাড়ীতে না থাকলেও আমরা চার্জ করব। তখন ট্রাঙ্কের একটা চাবি ছিল না। তবে গৃহস্থ বাড়ীতে কাগজ-পত্র এবং থালা বাসন রাখে মেয়েরা। তারপর একটা কাগজ দিল আমার গিন্নীকে। সেখানে চার্জ লিষ্ট রয়েছে। সেখানে আমার বাড়ীর নাম লিখা নাই। হারাধন দাস আর স্বদেশ দে, এই দুইজনের নাম লিখেছে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম ব্যাপারটা কি ? আমাকে বললে আমি নিজেই আপনাদের নিয়ে যেতাম। এতটা কি ভাল হল ?' তখন কোন কোন অফিসার বলল যে আমরা এতটা জানি না। তখন নকলটা নিয়ে দেখলাম উল্লেখযোগ্য কিছু এর মধ্যে নাই। আমার বাড়ীর কথাও এর মধ্যে নাই। কবে কোন্ দিন রিলিফ ইঞ্জিনীয়ার একটা রিপোর্ট দিয়েছে কোতোয়ালীকে যে দক্ষিণাঞ্চল কনট্রাক্টাররা চুরি করেছে। সেখানে দেখলাম দুইজন সাক্ষীর নামও লেখা আছে—একজন হচ্ছে হারাধন দাস, আর একজন হচ্ছে সতীশ দে। এই হল ঘটনা।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত –স্যার, এই যে চার্জ করা হল, তাতে অন্য কোন কিছু পাওয়া গেল কিনা, সেটা আমরা জানতে চাই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার— না, কিছুই পাওয়া যায়নি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য নিশিকান্ত সরকার মহাশয় এখানে যে ষ্টেটমেন্ট দিলেন, এটা অত্যন্ত সিরিয়াস বলে আমরা মনে করছি—একজন এম, এল-এর বাড়ীতে এভাবে চার্জ করা হল, এতে আমাদের সন্দেহ আছে। কাজেই এই বিষয়ের উপর মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যদি একটা ষ্টেটমেন্ট দেন তাহলে ভাল হয়। স্যার, আমরা জানতে পেরেছি যে, শাসক দলের মধ্যে গণ্ডগোলের জন্য তাদের বিরুদ্ধে যারা যারা যাচ্ছে, তাদেরকে পুলিশ দিয়ে হেরাস করবার একটা চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই এই সম্পর্কে আমরা অন্ততঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে একটা ষ্টেটমেন্ট আশা করতে পারি এবং এই ব্যবস্থাটা করবেন, স্যার।

Mr. Speaker--Now I would request Hon'ble Finance Minister to move his demand Nos, 11 and 12 togather.

Shri Debendra Kishore Choudhury — (1) Mr. Speaker Sir, on the recomm endation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs, 9, 18, 000/-[inclusive of the sum of Rs 2,44,000 authorised by the president un der Sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation

Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 11-Jails.

(2) Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2, 57, 29, 000/- authorised by the President under Sub-Section 1 of Section 44 of the North Eastern Areas)Re-organisation Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972, be granted to defray the charges which will come in course of payment during year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of demand No. 12-Police.

There is no Cut Motion on Demand for Grant No. 11. But there are 3 Cut motions on demand for grant No. 12. First cut motion is for Shri Ajoy Biswas that the demand be reduce to Rs 1/-to discussion on-"Increase of pay & provisions of other facilities for Police personnels Now, I would request Shri Ajoy Biswas to move this cut motion and rise discussion.

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—স্পীকার স্যার, আমি ডিমাণ্ড নাম্বার টুয়েল্ভে যে কাট মোশান এনেছি সেটা হচ্ছে—"Increase of pay & provisions of other facilities for police personnels." শাসকদল যখন সাধারণ মানুষের সমস্যার সমাধান করতে পারে না, তখন আমরা দেখেছি যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে দমন করবার জন্য এই পুলিশকে ব্যবহার করে। এই দৃষ্টান্ত আজকে কেবল ত্রিপুরা রাজ্যেই নয়, সারা ভারতে এটা চলে আসছে। এবং সারা ভারতে আমরা দেখেছি যে শাসক গোষ্ঠি আজকে ২৫ বছর ধরে যখনই সাধারণ মানুষের সমস্যা মিটাতে পারছে না এবং তাদের দাবী মিটাতে পারছে না, তখনই আমরা দেখেছি সি, আর, পি, পুলিশ, মিলিটারীকে সেখানে ব্যবহার করা হচ্ছে! তারা গণতন্ত্রের কথা বলেন, সমাজতন্ত্রের কথা বলেন, কিন্তু আজকে যদি সারা ভারতের দিকে তাকাই তখন দেখি যে এত পুলিশ আর কোথাও ব্যবহার করা হয় নি, এত পুলিশ কোনও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে চলেনি এবং এতগুলি হবে তত্যাও কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে চলেনি, সেই পুলিশকে দিয়ে আবার তারা এই সব কুকাজ করাচ্ছে। স্যার, আমি যে কাট মোশান এনেছি, তার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই পুলিশের ক্ষেত্রেও তাদের যে সমস্যা আছে, তাদের যে দাবী আছে, সেই দাবী ও সমস্যার ক্ষেত্রে এই শাসক গোষ্ঠি কতখানি নির্মম, সেটুকু আমি এখানে দেখাতে চাই। স্যার একটা কথা আছে—যারা ফাঁকি দেওয়ায় অভ্যস্ত তারা বৌকেও ফাঁকি দেয়। কাজেই তাদের এমনি একটি অভ্যাস হয়েছে যে এই পুলিশকে দিয়ে তারা যে সব কুকাজ করায়, তাদেরকেও ফাঁকি দেওয়ার প্রচেষ্টা তারা ত্যাগ করতে পারে না। এখানে সি, আর, পি, বি, এস, পি এবং বাইরে থেকে বিভিন্ন ধরণের পুলিশ ফোর্স আনা হয়েছে এবং তারা কি রেশান পায় আর তা না হলে এই ফ্রি রেশানের

পরিবর্ত্তে তারা এ্যালাউন্স পায়। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশেরাও এই এ্যালাউন্স পাচ্ছে। কিন্তু আপনি জিজ্ঞাসা করুন স্যার, তাদের এই যে পুলিশ আছে তারা দীর্ঘকাল ধরে দাবী করে আসছে যে আমরা গরীব পুলিশ কর্মচারী, আমাদের আয় সামান্য, আইনতঃ ফ্রি রেশান বি, এম, পি এবং সি, আর, পি-কে দেওয়া হচ্ছে অথচ আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের ছেলেরা যারা পুলিশ আছি, তাদেরও সেটা দেওয়া হউক, এই দাবী করে আসছে। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল তাদের এই দাবীও সরকার মানছে না। আজকে যদি তাদের এই দাবীটা মানা না হয়, তাহলে আজকে একজন পুলিশ কর্মচারী কত টাকা মাইনে পায়? সামান্য টাকা মাইনে পায়, ২০০ টাকার মত তাদের বেতন। তাদের এই সামান্য দাবী আজকে সরকার মেনে নিতে পারছে না কিন্তু এই পুলিশ দিয়ে তারা কুকাজ করাচ্ছে এবং তাদের রাজত্ব চালাতে তাদেরকে ব্যবহার করছে। স্যার, এখন আমি একটা ঘটনার কথা তুলে ধরছি, সেটা হচ্ছে প্রমোশনের ক্ষেত্রে। কিছুদিন আগে সাব-ইন্‌স্‌পেক্টার পদে ১২ জনকে নেওয়া হয়েছিল এবং তাদেরকে যখন নেওয়া হয়েছে তখন আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম, সমন্বয় কমিটি থেকে আমরা আই, জি, পি'র কাছে চিঠি দিয়েছিলাম যে ত্রিপুরায় কি ছেলে নেই? তার উত্তর আই, জি, পি কি দিয়েছেন স্যার? দিল্লীতে ইন্টারভিয়ু হয়েছে সাব-ইন্স্‌পেক্টার নেওয়ার জন্য এবং সেখানে বলা হয়েছে ল গ্র্যাজুয়েট দরকার, ত্রিপুরাতে ল গ্র্যাজুয়েট নেই, সেজন্য দিল্লীতে ইন্টারভিয়ু নেওয়া হয়েছে। এত বড় অসত্য কথা? এতবড় জঘন্য ষড়যন্ত্র আর হতে পারে না? ত্রিপুরার সাধারণ যে ছেলে তাদেরকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য এইসব করা হয়েছে। আমরা জানি সাব-ইন্সপেক্টারের পদে এ্যাপয়েন্টমেন্ট পাওয়ার পর তাদেরকে ঐ পশ্চিম বঙ্গের ব্যারাকপুরে নিয়ে ট্রেনিং দিয়ে আনা হয়ে থাকে; এর জন্য ল গ্র্যাজুয়েট লাগে না। কিন্তু এই সাব-ইন্‌স্পেক্টারের পদের জন্য বাইরে থেকে লোক আনা হয়েছে এবং প্রমোশনের ক্ষেত্রে এইসব ঘটনা চলছে। তাই তারা যে এখানে কি ধরণের রাজত্ব চালাচ্ছে, খেয়াল খুশীর রাজত্ব সেটা আমি এখানে দেখাতে চাই। আমরা দেখেছি এ, আই, জি'র ক্ষেত্রে প্রমোশন দেওয়া হল কাকে? কাকে সেখানে বসানো হল? এটা হচ্ছে একটা আই, পি, এস ক্যাডার সেখানে হরিপদ মজুমদারকে বসানো হল যে নাকি সবচেয়ে জুনিয়র। সেখানে এস, পি আছে, এ্যাডিশন্যাল এস, পি, আছে, তাদেরকে ডিঙ্গিয়ে ঐ হরিপদ মজুমদারকে দেওয়া হল কি স্বার্থে? তিনি অনেক জুনিয়র, এতগুলি লোককে ডিঙ্গিয়ে সেটা তিনি পেলেন। প্রমোশনের ক্ষেত্রে আমি এখানে মাত্র একটা উদাহরণ দিলাম, আর এর থেকে প্রমাণ হবে কি রাজত্ব এখানে চলছে। এ ছাড়া পুলিশ কর্মচারীরা হাউস রেন্ট পাচ্ছে না, সমস্ত সরকারী কর্মচারীরা হাউস রেন্ট পাচ্ছে অথচ পুলিশ কর্মচারীরা সেই হাউস রেন্ট পাচ্ছে না এবং এইজন্য তাদের মনে একটা বিক্ষোভ আছে এবং সেই বিক্ষোভের প্রকাশ ঐ পুলিশ কর্মচারীরা দিয়েছে পোষ্টারের মাধ্যমে, সেগুলি আমরা দেখেছি। তারা অবশ্য গণতন্ত্রের কথা বলেন। প্রত্যেক রাজ্যেই পুলিশের একটা নিজস্ব সমিতি আছে। স্যার আপনি জিজ্ঞাসা করুন ঐ সমিতি করবার জন্য তারা আজকে ১০/১৫ বছর চেষ্টা করছে, তারা বলছে আমাদের সমিতি করবার অধিকার দাও। অথচ সেটা দেওয়া হচ্ছে না। তারা এর জন্য একটা মাস ক্যাম্পেইন করেছে

এবং তা করার পরেও তাদের সেই সমিতি করবার অধিকার দেওয়া হচ্ছে না। স্যার, আমি এই সংগে আর একটা কথা যোগ করতে চাই, সেটা হচ্ছে ল এ্যাণ্ড অর্ডারের কথা। আজকে তিন মাস হল যারা মন্ত্রীসভায় এসেছে, আমি বলব গত ২৫ বছর ধরে যে ল এ্যাণ্ড অর্ডার ডিটেরিয়েশন ঘটেছে, তিন মাস হল মন্ত্রী সভায় আসার পর আরও বেশী ল এ্যাণ্ড অর্ডার ডিটে-রিয়েশন ঘটেছে। এবং এই ল এ্যাণ্ড অর্ডার ডিটেরিয়েশন যাতে হয় সেজন্য তারা নিজেরা পিছন থেকে উস্কানি দিয়ে যাচ্ছে। স্যার, আপনি জানেন কিছুদিন আগে আমরা দেখেছি যে অফিসে অফিসে একটা চেয়ার দখল আন্দোলন হয়েছে। কেন? অফিসের কর্মচারীরা যখন অফিসে আসে, তখন তাদের একটা সময় আছে, তারা কে আসল না আসল তা দেখার জন্য তাদের বস রয়েছে এবং তাদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু তারা ঐ যে ছাত্র পরিষদ, তাদেরকে এটা করার জন্য লেলিয়ে দিয়েছে। সাড়ে নয়টার সময় অফিসে আসলেও সেখানে চেয়ার দখল আন্দোলন শুরু করতে দেখা গেছে। অবশ্য ছাত্র পরিষদের আর একটা অংশ এর বিরোধীতা করছে, কেন করছে সেটা আমি জানি না। কিন্তু আমি জানি যে মুখ্যমন্ত্রী নিজে এই ল এ্যাণ্ড অর্ডার ডিটেরিয়েশন যাতে হয় সেজন্য পিছন থেকে তার পোষা কতগুলি গুণ্ডার হাতে সেই ভার দিয়েছে।...

শ্রীকালিপদ বানার্জি—স্যার, গুণ্ডা কথাটা আন-পার্লামেন্টারী, উনি এটা ব্যবহার করতে পারেন না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—আমি দেখেছি মুখ্যমন্ত্রী তিনি নিজে এই চেয়ার দখল আন্দোলন চালিয়েছেন এবং ল এণ্ড অর্ডার অফিসে অফিসে ডিটীরিয়রেট হউক ল এণ্ড অর্ডার কতগুলি গুণ্ডার হাতে দেওয়া হউক এই প্রচেষ্টা তিনি চালিয়েছেন। তারা যে তাঁর পেয়ারের পাত্র (গণ্ডগোল) আজকে আমরা দেখেছি যারা মুখ্যমন্ত্রীর পেয়ারের পাত্র তারাই এই সব কাজে নেতৃত্ব করছে এবং মানুষের গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে খর্ব করা হচ্ছে। আজকে উদয়পুরে চলুন সেখানে একটা বিরাট অংশে সন্ত্রাস চলছে। নিশিবাবু বলেছেন তাঁর বাড়ী সার্চ্চ হয়েছে অনেক ছেলে আজকে উদয়পুরে থাকতে পারছে না উদয়পুর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে হয়েছে। আমি শুনেছি পশ্চিম-বঙ্গে নাকি ২০ হাজার মানুষ তাদের এলাকা ছেড়ে অন্যত্র চলে গিয়েছে। তাদের এলাকায় ঢুকতে পারছে না। তাকে মার্ডার করা হবে, তাকে মারা হবে এই ভয়ে সে ঢুকতে পারছে না। আপনারা অবাক হবেন--আমি পশ্চিমবঙ্গে যেতে চাই না উদয়পুরে আসুন (গণ্ডগোল) চীৎকার করবেন না। আপনারা সেখানে দেখবেন আপনারা অবাক হবেন আমি পশ্চিমবঙ্গে যেতে চাই না। ঐ একটি অংশের...

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মেম্বার, ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, আর ৫ মিনিট সময় দিন। আমার কাছে রিপোর্ট এসেছে সেই রিপোর্ট হয়েছে উদয়পুরে কলেজের জন্য ছাত্র পরিষদের নেতৃত্বে ষ্ট্রাইক হয়েছিল

তখন আমরা দেখলাম পুলিশ, সি, আর, পি, এনে সেই আন্দোলনকে ভেংগে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে যারা ছাত্র নেতা ছিল তাদের পাড়া ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে এই অবস্থা চলছে। এইভাবে সি, আর, পি, মিলিটারী ও পুলিশের রাজত্ব ত্রিপুরায় কায়েম করা হচ্ছে। তারা মনে করছেন এই পুলিশের উপর নির্ভর করেই রাজত্ব চালাতে পারবেন আমি সেজন্য বলতে চাই তারা যদি মনে করে থাকেন জনগণের যে দুঃখ ক্ষোভ এবং অভাব তা না মিটিয়ে তারা তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ সি, আর, পি, দিয়েই এই রাজত্বকে রক্ষা করতে পারবে তাহলে আমি বলতে চাই সাধারণ মানুষ তাদের এই গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করাকে ক্ষমা করবে না সহ্য করবে না। তাই আমি এই মন্ত্রীসভাকে আহ্বান করব ঐ পথ ছাড়ুন, ঐ পথ হিটলার নিয়েছিলেন কিন্তু আজ হিটলার ইতিহাসের পাতায় জঞ্জালের মধ্যে পড়ে আছে। ঐ পথ বড় শক্ত পথ। এই বলে আমি শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুধন্বা দেববর্মা।

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নং ১২তে আমার যে কাট মোশান আছে সেটি হচ্ছে " Withdrawal of C. R. P. , B. M. P. , S. R. P. F. & U. P. P. A. C. " মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই বাজেটে লক্ষ্য করেছি যে জনস্বার্থে ত্রিপুরা রাজ্যের ডেভেলাপমেন্টের জন্য যত টাকা ধরা হয়েছে তার চেয়ে বেশী ধরা হয়েছে পুলিশ খাতে। আমরা যদি লক্ষ্য করি এ্গ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের দিকে যা নাকি আজকে একটা বার্নিং পয়েন্ট- ত্রিপুরা রাজ্য কৃষির উপর নির্ভরশীল সেখানে আমরা কি লক্ষ্য করি। লক্ষ্য করি যে আমাদের শাসক পার্টি যে আওয়াজ তুলে সবুজ বিপ্লবের কথা বলেছেন সেই কৃষির জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং তার তুলনায় পুলিশ খাতে কত টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই যে বার্নিং পয়েন্ট সেখানে আমাদের ব্যয় কত। সেখানে ধরা হয়েছে ১৮ লক্ষ ১৯ হাজার আর পুলিশী খাতে সেখানে ধরা হয়েছে ২ কোটি ৫১ লক্ষ ২৯ হাজার। কাজেই পুলিশ খাতে বেশী ধরা হয়েছে। আর যেখানে মানুষ না খেয়ে মারা যায় দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয় সেখানে এই শাসক গোষ্টি শুধু মুখেই বলেন সবুজ বিপ্লবের কথা কিন্তু কার্যত দেখ নে পুলিশী বিপ্লবের কথাই উনারা বলেছেন। এই বাজেট দেখে এটাই আমি বলতে পারি না এটা, সবুজ বিপ্লব নয় বিপ্লবটা হল পুলিশী বিপ্লব। আমি এটাই দেখছি যে ত্রিপুরার ডেভালাপমেন্টের কাজের জন্য এই বাজেট নয় আজকে এই ত্রিপুরার মানুষ এই শাসক গোষ্ঠির শাসনের ফলে বিক্ষুব্ধ তাই তাদের দমন করা প্রয়োজন এবং সেই প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখেই এই বাজেট রচনা করা হয়েছে। আজকে আমরা দেখছি সীমান্তে আর সেই বি, এস, এফ, রাখার প্রয়োজন নাই সেখানে আর গণ্ডগোল নাই কিন্তু আজ বি, এস, এফ, আনা হয়েছে ত্রিপুরার মানুষের উপর নির্যাতন করার জন্য তাদের আজকে নিয়োগ করা হচ্ছে। তার প্রমাণ আপনারা দেখেছেন ঐ চাম্পাবুড়ার সেখানে ৩২টি পরিবারের উপর নির্যাতন করার জন্য ৩০০ পুলিশকে সেখানে পাঠানো হয়েছিল যেন একটা যুদ্ধ জয় করতে চলছেন। সেখানে আমরা দেখেছি মা বোনদের উপর পাশবিক অত্যাচার করার চেষ্টা করা হয়েছে। আজ জনতার অধিকারকে দমন করার জন্যই এই পুলিশী

খাতে বেশী টাকা ধরা হয়েছে এবং শুধু পুলিশের সহায়তায় জনতাকে দমন করা যাবে না মনে করে যুব শক্তিকে বিভ্রান্ত করে এই যুব শক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা—এক মিনিট সময় দিন স্যার, এটা শুধু ত্রিপুরায় নয় কেন্দ্রের দিকে তাকালে কি দেখি। আপনারা নিশ্চয়ই খবরের কাগজে দেখেছেন এই সি, আর, পি, সম্পর্কে কলিকাতা হাইকোর্ট থেকে যে রায় বেরিয়েছে সেই রায়ে বলা হয়েছে যে পশ্চিমবঙ্গে সি, আর, পি, মোতায়েন করা কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় পরে না। কিন্তু কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব বলেছেন যদি প্রয়োজন পরে সি, আর, পি-কে রাখার জন্য আইন সংশোধন করা হবে। অর্থাৎ জনতাকে ঠেংগানোর জন্য এই আইন সংশোধন করা হবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবাজুবন রিয়াং (গণ্ডগোল)

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত—আজ আধা ঘন্টা এখন করে নিচ্ছি আর বাকীটা কাল করব। এটা আমার ব্যক্তিগত মত (গণ্ডগোল)।

মিঃ স্পীকার—আজ আধা ঘন্টার মধ্যে আশা করি ১১ এবং ১২ এই দুইটা শেষ করতে পারবেন (গণ্ডগোল)।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—আজকেই পারবেন না স্যার (গণ্ডগোল)।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—কাল যদি বিজনেসটা রাখেন কারণ কাল ডিমাণ্ড কম আছে...

মিঃ স্পীকার—আগামী কাল।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—হ্যাঁ, আগামী কাল। আজ আধা ঘন্টা টাইম দেওয়া হয়েছে এই সময়ের মধ্যে আলোচনা আমরা কাভার করতে পারব কিন্তু আজকে ষ্টাফদেরও অসুবিধা আমাদেরও অসুবিধা (গণ্ডগোল)।

মিঃ স্পীকার—অপজিশান তাঁরা চাইছেন না (গণ্ডগোল)।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—আমাদের কোন আপত্তি নাই।

মিঃ স্পীকার—Hon'ble Members, you are aware that the time of sitting of the House is changed from 3-00 P.M. to 8-00 P.M. and the papers intended for the Members may be distributed in the House. Of course whenever possible those will be distributed in the residence of the Members. আপনাদের আগামী

কালের লিষ্ট অব বিজনেস সেটি সম্ভব হলে আজকেই হাউসে দিয়ে দেওয়া হবে তা না হলে আগামী কাল আপনাদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হবে (গণ্ডগোল)। The House stands adjourned till 3-00 P.M. on the 4th July, 1972.

PAPERS LAID ON THE TABLE

ANNEXURE—'A'

STARRED QUESTION No. 31

By Shri Nripendra Chakrabarty

প্রশ্ন

১। খোয়াই এর শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতনের শিক্ষকদের কি কোন বেতন পাওনা আছে ;

২। যদি পাওনা থাকে, তা কয় মাসের এবং ঐ বেতন না পাওয়ার কারণ ; এবং

৩। তাদের বকেয়া বেতন দেওয়ার ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা করেছেন ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION No. 135

By Shri Anil Sarker

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকারের প্রাথমিক ও জুনিয়র বেসিক স্কুলে কতজন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষক কাজ করেন ;

২। তাদের মধ্যে কতজন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষকদের জন্য নির্দ্ধারিত বেতন হার পান এবং কতজন কত বছর যাবৎ এই বেতন হার পাচ্ছেন না ;

৩। ইহা কি সত্য যে এই সমস্ত শিক্ষকদেরকে তাদের প্রাপ্য বেতন হার দেওয়া হচ্ছে না অথচ উচ্চতর বেতন হারে নূতন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে ;

৪। ইহা কি সত্য যে প্রাইমারী ও নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে স্নাতক শিক্ষকরা উচ্চতর বেতন হার না পাওয়াতে উচ্চতর শিক্ষক শিক্ষণের সুযোগ পাচ্ছেন না?

উত্তর

১। ক) স্নাতক—১১০,

খ) স্নাতকোত্তর ১৯৭১ পর্যন্ত নাই।

২। সহশিক্ষক কেহই পান না-প্রাইমারী স্কুলে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর সহ শিক্ষকদের জন্য ১২৫-২০০ বেতন হারের পদ ভিন্ন অন্য কোন বেতন হারের পদ নাই।

৩। না।

৪। হ্যাঁ।

STARRED QUESTION NO.—201

By—Shri Nripendra Chakraborty, M. L. A.

প্রশ্ন

১। গত এপ্রিল মাসে খোয়াই বাজারে একজন বি, এস, এফ, অফিসার কি রাইফেলের গুলিতে আহত হয়েছিলেন;

২। যদি আহত হয়ে থাকেন, কি ভাবে আহত হলেন;

৩। এই ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত হয়ে থাকলে তার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২।
৩। } পুলিশ তদন্তাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO.—329

By—Shri Sudhanwa Deb Barma.

প্রশ্ন

১ ত্রিপুরী ভাষার উন্নতির জন্য এবং ঐ ভাষায় স্কুল পাঠ্য পুস্তক প্রভৃতি রচনার জন্য ভাষা কমিশন গঠন করার জন্য ত্রিপুরা সরকার চিন্তা করিতেছেন কিনা?

উত্তর

১। না।

STARRED QUESTION NO. 390.

By—Shri Kali Pada Banerjee

প্রশ্ন

১। সাবরুম বালিকা বিদ্যালয়ে ছাত্রী সংখ্যার অনুপাতে শিক্ষক শিক্ষিকার সংখ্যা যথেষ্ট কি না ;

২। যদি যথেষ্ট না হয়ে থাকে, তবে তাহার কারণ কি ?

উত্তর

১। না।

২। নিয়োগ পত্র দেওয়া সত্বেও একজন শিক্ষক চাকুরীতে এখন পর্য্যন্ত যোগদান না করায় সাময়িকভাবে স্কুলে শিক্ষকের অভাব দেখা দিয়েছে।

STARRED QUESTION No, 455

By—Shri Samar Choudhury, M.L.A.

: প্রশ্ন :

১। ১৯৭০ সনের ২০শে আগষ্ট মেলাঘর বি,ডি,ও, অফিসে পুলিশের গুলিতে নিহত কাজল বর্মণের শবদেহ সোনামুড়া থানায় জমা দিয়ে মেলাঘর পুলিশ আউট পোষ্ট ইন্‌চার্জ রবীন্দ্র সোমের বিরুদ্ধে খুনের দায়ে অভিযোগ করে একটি লিখিত এজাহার দেওয়া হয়েছিল কি ?

২। ইহা কি সত্য যে নির্দ্দিষ্ট খুনের অভিযোগ থাকা সত্বেও রবীন্দ্র সোমকে সরকার বিচারাধীন করেননি এবং পরবর্ত্তীকালে রবীন্দ্র সোমকে প্রমোশন দিয়েছেন ?

: উত্তর :

১। না।

২। শ্রীরবীন্দ্র সোমের বিরুদ্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট খুনের অভিযোগ ছিল না। তিনি বিভাগীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যোগ্যতা প্রমাণ করেছিলেন এবং প্রমোশন পেয়েছিলেন।

UNSTARRED QUESTION No. 132

By—Shri Anil Sarkar.

ANNEXURE—'B'

: প্রশ্ন :

১। কতজন সরকারী শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী একাধিক্রমে দশ বৎসর সদরের একই স্কুলে কাজ করছেন।

২। কতজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী দশ বৎসর যাবত শুধুমাত্র সদরের বিভিন্ন স্কুলে কাজ করছেন।

৩। হোম সাব ডিভিসনের বাইরে একাধিকক্রমে ৫ বৎসর বা তার অধিক সময় চাকুরী করার পরও কতজন শিক্ষক শিক্ষিকা তাদের হোম সাব-ডিভিসনে বদলী হতে পারেননি।

৪। বদলী সম্পর্কে সরকারী নীতি কি ?

: উত্তর :

১। ২০১

২। ৪৩৪

৩। ৪০৩

৪। জনস্বার্থ

UNSTARRED QUESTION No. 222

By—Shri Samar Choudhury.

: প্রশ্ন :

১। সোনামুড়া মহকুমায় কোন কোন সিনিয়র বেসিক এবং জুনিয়ার বেসিক স্কুলগুলিতে designated Headmasaer দেওয়া হয়েছে।

২। যে সকল S. B. এবং J. B. স্কুলগুলিতে Incharge দিয়ে অদ্যাবধি কাজ চালানো হচ্ছে তাদের কতদিন পর সরকার Headmaster দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

৩। School Incharge দের Designated Headmaster করে নেওয়ার কোন সরকারী পরিকল্পনা আছে কি ; না হলে কেন নাই ?

: উত্তর :

১। তালিকা যুক্ত করা গেল।

২। S. B. স্কুলগুলিতে Headmaster দেওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। J. B. স্কুলের Headmaster এর পদ খালি নাই।

৩। নাই। "মেধা ও সিনিয়রিটী" ভিত্তিতে Headmaster নিযুক্ত করা হয়। সেই ভিত্তিতে কোন incharge এর turn আসিলে তাহা বিবেচনা করা হয়।

L I S T

SENIOR BASIC SCHOOL	JUNIOR BASIC SCHOOL
1. Rabindranagar S. B. School.	1. Rangamati J. B. School.

2. Kumaria Kucha S. B. School.
3. Kulubari S. B. School.
4. Kalamkhet S. B. School.
5. Nalchar S. B. School.
6. Santinagar S. B. School.
7. Valuarchar S. B. School.
8. Durgapur S. B. School.
9. South Paharpur S. B. School.
10. Sonamura Model S. B. Scoool.
11. Batadhala S. B. School.
12. Kamrangatali (N) S. B. School.
13. Khash Chowmohani S B. School.
14. Durlavnagar S. B. School.

2. Thakurmura J. B. School.
3. Aralia J. B. School.
4. Dhaliai J. B. School.
5. Garurband J. B. School.
6. Rabigopalpara J. B. School.
7. Bijimara J. B. School.
8. Melaghar J. B. School.
9. Sonamura J. B. School.
10. Tarini Sundari J. B. School.
11. Barkhala J. B. School.
12. Jumerdhepa (S) J. B. School.
13. Poangbari Old J. B. School.
14. Melagharh Thakarmura J. B. School.
15. Rangamura Upper J. B. School.
16. Sonamura village J. B. School.
17. Baxanagar J. B. School.

UN-STARRED QUESTION NO. 288

By—Shri Gunāpada Jamatia

প্রশ্ন

১। তুইছিন্দ্রাই বাড়ী সিনিয়র বেসিক স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ক্লাশ ভিত্তিতে কত ;

২। ইহা কি সত্য যে উক্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনুপাতে আসবাবপত্র (বেঞ্চ, টুল) খুব কম, ফলে ছাত্রছাত্রীরা নিজ বাড়ী হইতে বস্তা আনিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িতে হয় ; এবং

৩। ইহা কি সত্য যে, স্কুলে চেয়ার টেবিল যাহা দেওয়া হইয়াছে তার দ্বারা শিক্ষক শিক্ষিকাদের বসার সংকুলান হয় না, ফলে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পড়াইতে হয় ;

৪। সত্য হইয়া থাকিলে সরকার ইহার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১। প্রথম শ্রেণীতে ১৩৬ জন
২য় " ১২০ "
৩য় " ৮৩ "
৪র্থ " ৬৪ "

৫ম	”	৩৯	”
৬ষ্ঠ	”	১০	”
৭ম	”	৩৫	”
৮ম	”	১৭	”

২। এই বৎসর নিম্নশ্রেণীগুলিতে ছাত্রসংখ্যা আকস্মিকভাবে বাড়িয়া যাওয়ায় সাময়িক ভাবে এই সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে এবং প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষের আসবাবপত্র ক্রয় করা সাপক্ষে ১ম শ্রেণীর কিছু সংখ্যক ছাত্রদের বসিবার ব্যবস্থা তাদের নিজেদেরই করিতে হইতেছে।

৩। এখন নহে।

৪। এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করিবার জন্য ১৯৭১-৭২ সনে স্কুলের জন্য কিছু আসবাব-পত্র ক্রয় করা হইয়াছে। এই বৎসর আরও আসবাবপত্র ক্রয় করা সাপক্ষে স্কুলের কয়েকটি ক্লাশ সকালবেলা করিবার জন্য প্রধান শিক্ষককে নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

UN-STARRED QUESTION NO. 294

By—Shri Bulu Kuki

প্রশ্ন

১। তুইহ্ বাজারে একটি মহিলা সমিতি আছে, এই মহিলা সমিতির জন্য সরকার কি কি কাজের বাবদ এ পর্য্যন্ত মোট কত টাকা খরচ করিয়াছেন ;

২। ইহা কি সত্য যে পাঁচ হাজার টাকা ব্যয়ে উক্ত মহিলা সমিতির ঘর তৈয়ার হইয়াছিল ;

৩। সত্য হইয়া থাকিলে, উক্ত মহিলা সমিতির ঘর বর্ত্তমানে আছে কিনা এবং থাকিলে বর্ত্তমানে কোথায় আছে ?

উত্তর

১। উক্ত মহিলা সমিতি খোলার পর হইতে নিম্নলিখিত ব্যয় হইয়াছে—

ক) যন্ত্রপাতি, তাঁত, কাঁচামাল ইত্যাদি—২,৬৫০ টাকা ক্রয়ে মঞ্জুরী বাবদ।

খ) কাজের ঘর নির্মাণের মঞ্জুরী বাবদ— ১,০০০ টাকা।

গ) সেলাই শিক্ষকের বেতন মঞ্জুরী ”— ৩,৯২০ টাকা।

মোট— ৭,৫৭০ টাকা।

২। না।

৩। বর্ত্তমানে ঘর নাই।

UN-STARRED QUESTION NO. 456

By—Shri Samar Choudhury

প্রশ্ন

১। ১৯৭০ সালের ২০শে আগষ্ট মেলাঘর বি, ডি, ও, অফিসে পুলিশের গুলি চালনার ফলে কাজল বর্মন নামে একজন ছাত্র নিহত ও কয়েকজন বেকার যুবক ও ছাত্র আহত হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে প্রকাশ্য তদন্তকার্য্য সম্পাদনের জন্য সরকার কি একজন ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করেছিলেন ;

২। ইহা কি সত্য যে উক্ত প্রকাশ্য তদন্তকার্য্য সামান্য কিছুদিনের মধ্যে সমাধা হলেও অদ্যাবধি উহার তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় নাই ;

৩। উপরোক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট তদন্ত রিপোর্টে এ ঘটনা সম্পর্কে কি কি বলা হয়েছে ?

উত্তর

১। পুলিশ রেগুলেশন বেঙ্গল ১৯৪৩ যাহা ত্রিপুরায় প্রযোজ্য উহার বিধান অনুসারে তদানিন্তন জেলা শাসককে পুলিশের গুলি চালনার কারণ সম্পর্কে তদন্ত করার নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

২। হাঁ।

৩। যেহেতু জনস্বার্থের খাতিরে তদন্তীয় রিপোর্ট প্রকাশিত হয় নাই তদ্ধেতু প্রশ্ন উঠে না।

UN-STARRED QUESTION NO. 463

By—Shri Tarit Mohan Das Gupta

Question

a) Whether it is fact that 377 wagons load of coal reached Tripura during the period from 1-4-71 to 31-3-72 ;

b) If so, what is the quantity of coal which has been sold for public consumption, Government use and for utilisation by Industries ;

c) The name of dealers with their addresses who have imported Coal to Tripura during the above period and quantity sold in the market ?

Answer

a) Yes.

b) For public consumption... ... ... 790 M. T.

For Government use... ... ... 118 M. T.

For utilisation by Industries ... 5,924 M. T.

c) Statement shown in Annexure "A".

ANNEXURE "A"

STATEMENT SHOWING THE NAMES AND ADDRESS OF THE DEALERS WHO HAVE IMPORTED COAL IN TRIPURA AND SOLD IN THE MARKET DURING 1-4-71 TO 31-3-72.

S. No.	Name of Dealer	Address	Quantity lifted and sold (Figures in MT)
		(FOR USE IN CIVIL INDUSTRY)	
1.	Shri Manindra Kr. Saha	Udaipur	36·0
2.	Shri R. K. Roy	Udaipur	167 8
3.	Shri Gopal Chandra Saha	Agartala	416·7
4.	Shri Hrishikesh Saha	Agartala	263·1
5.	Shri D. C. Paul	Agartala	152·5
6.	Shri Sankar Paul	Agartala	85·4
7.	Shri Nityananda Paul	Agartala	83·1
8.	Shri Matilal Saha	Agartala	76·2
9.	Shri Nityananda Saha	Udaipur	18·3
10.	M/s. Dutta Nandy & Co.	Agartala	105·9
11.	M/s. B. L. Roy & Co.,	Agartala	358.3
12.	M/s. R. L. Roy	Agartala	237·4
13.	Shri Ranada Roy Choudhury	Khayerpur	68·6
14.	Shri B. B. Roy Choudhury	Khayerpur	100·3
15.	Shri Asain Builders	Khayerpur	76·6
16.	Shri Sarada Roy and Bijoy Roy	Teliamura	128.7
17.	Shri Pannalal Paul	Teliamura	20·4
18.	Shri Niranjan Saha	Sonamura	57·9
19.	Shri Dipak Saha	Sonamura	36·6
20.	M/s. Indian Agro Industries	Agartala	23·0
21.	Agartala Engineering Co.,	Agartala	128.3
22.	Shri M. K. Dewanji	Agartala	438·8

23.	M/s. E. D. C. A.	Agartala	399·3
24.	Shri Dewan Sing Choudhury	Agartala	960·0
25.	Shri P. V. Choudhury	Agartala	760·0
26.	Shri K. L. Roy	Agartala	269·0
			5,468·2

	SOFT COKE	(PUBLIC USE)	
27.	Shri Shyantanu Choudhury	Agartala	93·0
28.	Shri Palash Ch. Paul & Brothers	Agartala	284·6
29.	Shri S. K. Podder	Agartala	140·9
30.	Shri N. C. Paul	Agartala	24·4
31.	Shri Gopal Ch. Saha	Agartala	54·5
32.	Shri Ajit Kumar Majumder	Kailasahar	201·6
			790·0

	STEAM COAL	(INDUSTRIAL PURPOSE)	
33.	M/s. Tirthamayee Alluminium Stores	Agartala	47·0
34.	M/s. Tripura Small Scale Industries	Agartala	78·7
35.	Tripura Tea Association	Agartala	176·0
36.	Pearicherra Tea Estate	Dharmanagar	154·0
			455·7

(FOR GOVERNMENT USE)

I. E. FOR TRIPURA GOVERNMENT DIARY

Purchased from Shri Ajit Mazumder	Kailasahar	118·0

UNSTARRED QUESTION NO.—495

By—Shri Kalidas Deb Barma.

প্রশ্ন

১। সদর মহকুমার কুমারীবিল স্কুলের শিক্ষকের রীতিমত স্কুলে উপস্থিত না থাকার বিরুদ্ধে জনগণের নিকট হতে কোন অভিযোগ পেয়েছেন কি না ;

২। পেলে সেই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহন করা হচ্ছে ;

৩। এই শিক্ষককে সেই স্কুল থেকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে কি ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় পরিদর্শক শিক্ষা বিভাগে একটি রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন এবং তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে যাহাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়।

৩। প্রশ্ন উঠে না

UNSTARRED QUESTION NO.—502

By —Shri Sudhanwa Deb Barma, M. L. A.

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ সালে (মে মাস পর্য্যন্ত) ত্রিপুরার কোন কোন মহকুমার কতজন যুবককে সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে এবং কতজনের বিরুদ্ধে এখনও গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে;

২। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কতজনকে নিঃসর্ত্ত মুক্তি দেওয়া হইয়াছে এবং কতজনকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে?

উত্তর

১। নিম্নোক্ত রূপ মহকুমা ভিত্তিক হিসাব মোতাবেক ৭৫ জনকে।

সদর—৩৮

খোয়াই—১০

উদয়পুর—৮

অমরপুর—৫

বিলোনীয়া—১৪

কাহারও বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নাই।

২। মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

	গ্রেপ্তার	নিঃসর্ত্ত মুক্তি	জামিনে মুক্তি	ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি
সদর—	৩৮ জন	—	১০ জন	২৮ জন
খোয়াই	১০ জন	—	১০ জন	—
উদয়পুর	৮ জন	৫ জন	৩ জন	—
অমরপুর	৫ জন	—	৫ জন	—
বিলোনীয়া	১৪ জন	—	১৪ জন	—
	৭৫ জন	৫ জন	৪২ জন	২৮ জন

UNSTARRED QUESTION NO. 504

By Smt. Lakshmi Nag

Question

1. Whether every educational institution under Belonia Inspectorate has its own arrangement of drinking water ;

2. If so, name of those institutions with their location ?

ANSWER

1. Yes.

2. Tube-wells could so far be arranged in the following school :

   a) Baikhora Sr. Basic School, P. O. Baikhora.
      (Upgraded to High School this)

   b) Alloychera Sr. Basic School, P. O. Manpathar.

   c) West Bagafa Sr. Basic School, P. O. Kanchannagar.

   d) Aryya Colony Sr. Basic School, P, O. Belonia.

   e) Ishanchandranagar Sr. Basic School, P. O. Subhasnagar.

   f) Krishnanagar Sr. Basic School, P, O. Krishnanagar.

   g) Rajnagar Sr. Basic School, P. O. Rajnagar.

   h) East Kalabaria Sr. Basic School, P. O. Belonia.

Besides this, tube wells and ring wells provided by B. D. Os in different areas are taken advantage of by some schools.

In Most of the educational institutions under the Inspectorate there are arrangement for filters, earthern pitchers, etc. to meet the requirement of drinking water of teachers and students.

UN-STARRED QUESTION NO. 518

By—Shri Samir Ranjan Barman

Question

1. How many police cases have been instituted in Sadar Sub-Division with year-wise and Thana-wise break-up Since 1968 ;

2. How many of those cases have been charge-sheeted/finally reported and still pending with year-wise break-up ?

Answer

Name of the Minister—**Shri Sukhamoy Sen Gupta,** Chief Minister.

1. 5,967 cases, Chargesheeted—1094, Finally reported—4806, Pending investigation—67.

2. Year wise and Thana-wise break-up is given below :

Name of the P.S.	Year	No. of case reported	Chargesheeted	Ended in F.R.T.	Pending investigation
Kotwali	1968	898	150	748	—
P. S.	1969	1256	124	1132	—
	1970	1121	147	973	1
	1971	1034	145	833	56
		4309	566	3686	57
Bishalgarh	1968	138	33	105	—
P. S.	1969	164	56	108	—
	1970	152	52	100	—
	1971	179	71	99	9
		633	212	412	9
Jirania	1968	153	34	119	—
P. S.	1969	130	38	92	—
	1970	132	39	93	—
	1971	160	49	111	—
		575	160	415	—
Sidhai	1968	175	38	137	—
P. S.	1969	80	33	47	—
	1970	94	44	50	—
	1971	74	34	40	—
		423	149	274	—

Airport					
P. S.	1971	27	34	19	1
		5967	1094	4806	67
Year-wise					
Total	1968	1364	255	1109	—
	1969	1630	251	1379	—
	1970	1499	282	1216	1
	1971	1474	306	1102	66

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

Tuesday, the 4th July, 1972.

The Assembly met in the Legislative Assembly Building, Agartala on Tuesday the 4th of July, 1972 at 3·00 P. M.

PRESENT

Mr. Speaker in the Chair, the Chief Minister, four Ministers, three Deputy Ministers, the Deputy Speaker and 45 Members.

Mr. Speaker—To day in the List of Business are the following Questions to be answered by the Ministers concerned. Shri Nishi Kanta Sarkar.

Shri Nishi Kanta Sarkar—প্রশ্ন নং ৮৭

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ— প্রশ্ন নং ৮৭

প্রশ্ন	উত্তর
১। উদয়পুর মহকুমার গর্জি বাজার ডিস্‌পেন্সারীর গৃহ নির্মাণ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা?	হ্যাঁ

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—বুঝলাম না। উত্তরটা বুঝলাম না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ— হ্যাঁ।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ডিস্‌পেন্সারিটি কবে সেখানে স্থাপিত হয়েছে। কবে এই ডিস্‌পেন্সারিটি গর্জি বাজারে স্থাপিত হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীকালীপদ বাদার্জি—যে ঘরে এই ডিস্‌পেন্সারীটি আছে সেটি সরকারী কি না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ। আর ঘর যেটি আছে তাহি কনট্রাকশানের জন্য ১৮,৬০০ টাকা এবং কম্পাউণ্ডার এবং বিভিন্ন কর্মচারীদের কোয়ার্টারের জন্য ১৮,২০০ টাকা ধরা হয়েছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—এই কম্পাউণ্ডারকে কোন সনে নেওয়া হয়েছে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—কম্পাউণ্ডার কোন সালে নিযুক্ত হয়েছে বলতে পারছি না। এটা সেপ্যারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীকালীপদ বানার্জি—এই ডিস্‌পেন্সারিতে কবে ডাক্তার বা কম্পাউণ্ডার প্রথম নিযুক্ত করা হয়েছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ--আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার--মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই টাকাগুলি কোন ইয়ারে সেংশন ছিল ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ--মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই প্রশ্নটা বুঝি নাই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—আসলে এটা হয়েছিল কারণ যদি সরকার একটা কিছু করে মেরামত লাগে

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—আমি বলেছি রিকনষ্ট্রাকশনের জন্য ১৮,৬০০ টাকা ধরা হয়েছে। এবং পূর্ত বিভাগকে ১৯৬৯ সালে এই কাজের ভার দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—পূর্ত বিভাগ থেকে এই কাজ করা হল না কেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মেটেরিয়েলস্‌ এর অভাব এই জন্য দেরী হয়েছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—বাঁশ, ছন এইসব কোথা থেকে আনতে হবে বুঝতে পারলাম না। এই বছর হবে কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—আশা করছি এই বছর হবে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—আমি এইসব চাই না আমি একটা এস্যুরেন্স চেয়েছিলাম।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার প্রশ্ন করার যে ভঙ্গী এটা অনুগ্রহ করে পরিবর্তন করবেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—এটা আমার স্বভাব স্যার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—এই বছর হবে কি না মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—এই বছর হবে আশা করা যায়।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—আমি এস্যুরেন্স চাই স্যার।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার বলার ভঙ্গীটা অনুগ্রহ করে পরিবর্তন করবেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—স্যার আমি একেবারে জ্বলে গেছি স্যার।

শ্রীকালিপদ বানার্জি—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যের যে উগ্রভাব সেটা কার্য্যকারণে হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোয়েশ্চানটা ছিল ডিস্‌পেন্সারীতে ডাক্তার কেন দেওয়া হলনা, এই সম্পর্কে ডিটেল্‌স আমার কাছে নেই।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—কোন পাবলিক থেকে কম্পাউণ্ডারের স্বাস্থ্য সম্পর্কে কোন তথ্য এসেছে কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—এটার রিলিভেন্সী আছে কি না আমি জানি না।

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৩।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—এই কোয়েশ্চানের উত্তর দিতে গিয়ে এখানে আমি একটা কথা বলতে চাই যে এখানে দুইটি কোয়েশ্চান একত্রে দেওয়া হয়েছে যা রুলসে এলাউ করেনা যেহেতু এটা এ্যাডমিটেড হয়েছে, সেইহেতু উত্তর দিচ্ছি।

কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৩।

	প্রশ্ন	উত্তর
১	কৃষ্ণপুর অফিসটিলা সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রে ডাক্তার নাই কেন?	ডাক্তারের স্বল্পতা হেতু সমস্ত ডিস্পেন্সারীতে ডাক্তার দেওয়া যায় না।
২।	১৯৭১-৭২ সালে (মার্চ পর্যন্ত) তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে কত রোগী ভর্তি হয়েছে। তন্মধ্যে কত রোগীর মৃত্যু হয়েছে?	১৫২৬ জন রোগী ভর্তি হইয়াছে এবং ৫৮ জন মারা গিয়াছে।
৩।	উক্ত হাসপাতালটি সম্প্রসারণের জন্য চিকিৎসার আধুনিক যন্ত্রপাতি আনয়নের জন্য সরকারী প্রস্তাব আছে কি না?	উপযোগিতা ও প্রয়োজন অনুযায়ী দেওয়ার চেষ্টা হয় এবং এই ক্ষেত্রেও হইবে।
৪।	থাকিলে কবে পর্যন্ত কাজ শুরু হইবে?	এইগুলি পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে দেওয়া হয় এবং এই ক্ষেত্রেও সেই রকম হইবে।

শ্রীঅনিল সরকার—কৃষ্ণপুর এবং অফিসটিলায় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে ডাক্তারের অভাব, ডাক্তার সেখানে নেই। সেখানকার রোগীদের প্রেসক্রিপশান কি দেওয়া হয়?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—রোগীদের চিকিৎসা হয়।

শ্রীঅনিল সরকার—ডাক্তার না থাকলে কে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—কম্পাউণ্ডার ঔষধপত্র দেন।

শ্রীঅনিল সরকার :— কম্পাউণ্ডার কি প্রেসক্রিপশান করতে পারেন, তার সে যোগ্যতা আছে কি না মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলবেন কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— আমি আগেই বলেছি কম্পাউণ্ডার ঔষুধপত্র দেন।

শ্রীঅনিল সরকার :— কি করে দেন?

মিঃ স্পীকার :— অভিজ্ঞ কম্পাউণ্ডার সেটা করতে পারে।

শ্রীবি, দাশ :— অভিজ্ঞ কম্পাউণ্ডার কি প্রেসক্রিপশান করতে পারে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— কেন জটিল রোগী যদি আসে, তাহলে ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে প্রেসক্রিপশান করিয়ে ঔষুধপত্র দেন।

শ্রীবি, দাশ :— কম্পাউণ্ডার প্রেসক্রিপশান করতে পারে কিনা আমি জানতে চাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— এটা সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কৃষ্ণপুরে অফিস টিলা সরকারী চিকিৎসা কেন্দ্রে ডাক্তার নেই। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই কোয়েশ্চান কমপ্লীট উত্তর চাই কম্পাউণ্ডার কি করে ঔষুধপত্র দেয়। প্রেসক্রিপশান ছাড়া ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই এর উত্তর দিয়েছি যে কম্পাউণ্ডার ঔষুধপত্র দিয়ে থাকে।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় বলতে পারেন কি, এই ধরণের কম্পাউণ্ডার রোগীদের ঔষুধপত্র দেয় আর কয়টি চিকিৎসা কেন্দ্রে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— দিস ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান স্যার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই ডিসপেন্সারীতে ডাক্তার দেওয়ার ব্যবস্থা হবে কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সাময়িক স্থির হয়েছে একজন ডাক্তার সেখানে সপ্তাহে একদিন যাবেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— আমি জানতে চাই ডাক্তার দেওয়ার প্রভিশন আছে কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— আমি একটু আগেই বলেছি যে সপ্তাহে একদিন সেখানে ডাক্তার যাবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন, কম্পাউণ্ডার ঠিকমত ঔষধপত্র দিতে পারছেন না, ফলে অনেক রোগী সেখানে মারা গেছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ঐ রকম কিছু জানা নেই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী অজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭২।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭২ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। এটা কি সত্য যে নার্সিং ষ্টাফরা বহু বছর ধরে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট পাচ্ছে না।	হ্যাঁ, আংশিক সত্য।
২। যদি সত্য হয় তবে কত বছর থেকে তারা বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট পাচ্ছে না।	কোন কোন ক্ষেত্রে আট বৎসর যাবত।

প্রশ্ন	উত্তর
৩। তাহা না পাওয়ার কারণ কি ?	সংশোধিত বেতন হার (১৯৬১ সনের) আংশিক ভাবে ১৯৬৪ সালে নার্সদের জন্য প্রবর্ত্তনের অনুমোদন পাওয়া গিয়াছিল। নানা কারণে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকায় ভারত সরকারের এবং পশ্চিমবঙ্গ হইতে সুস্পষ্ট নির্দেশ এবং খবর সংগ্রহ করা হইতেছিল। ভারত সরকারের নির্দেশ ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে পাওয়া গিয়াছিল। তাহার পর হইতে এইগুলির স্বাভাবিকরণের কাজ অগ্রসর হইতেছে এ. জি.'র সঙ্গে পরামর্শক্রমে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন, যে কতজন এই বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট পাচ্ছেন না এবং কতজন পেয়েছেন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মোট ২০৯ জন নার্সের বেতন স্থির হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী— আট বৎসর ধরে যেগুলি ঘুরছে, তার সংখ্যা কত ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলেছি যে ১৯৬৯ সনে ডিসেম্বর মাসে গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া থেকে ক্ল্যারিফিকেশন আসার পর ২০৯ জনের পে ফিক্সেশন হয়। তার মধ্যে ১৫৬ জনের মেটানো হয়, ৫৮ জনের কাগজপত্র রেডি করতে সাময়িক দেরী হয়, প্রি-অডিটের প্রশ্ন উঠে। প্রি-অডিটের জন্য পাঠান হয়েছিল, প্রি-অডিট করতে গিয়ে এ. জি. অবজেক্‌শান দিয়েছে, আবার সেগুলি এ. জি.'র নিকট পাঠান হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দুই নং প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে আট বৎসর যাবৎ, যদি সেটা সত্য হয়, তাহলে আট বৎসর যাবত ইনক্রিমেন্ট পাচ্ছে না, তার সংখ্যা কত ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—তার সংখ্যা ৫৮ জন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—ফিক্সেশন হচ্ছে না এই একটা কারণ এবং দ্বিতীয় হচ্ছে ইনক্রিমেণ্ট পাচ্ছে না। ফিক্সেশনের সংগে ইনক্রিমেণ্টের সম্পর্ক কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—পে-স্কেল ঠিক না করলে ইনক্রিমেণ্ট কি করে হতে পারে ?

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—ফিক্সেশন হওয়ার পর ইনক্রিমেণ্ট পাচ্ছে না, এইরকম কেস মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—একটু আগেই বলেছি ৫৮টি কেস আছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কতদিনের মধ্যে পেতে পারে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটু আগেই বলেছি যে এ. জি.'র নিকট পাঠানো হয়েছিল, এ. জি. অবজেকশান দেওয়ায় আবার ইন্‌ভেষ্টিগেশনে যায় এবং সেখান থেকে ইন্‌ভেষ্টিগেশনের পর পুনরায় এ. জি. অফিসে গিয়েছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন প্রি-অডিটের জন্য এ. জি. অফিসে গেছে। আগে যারা ইন্‌ক্রিমেন্ট পেয়ে গেছে, তাদের কেস প্রি-অডিটে পাঠান হয়েছিল কি না ?

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানিয়েছেন যে কতগুলি প্রি অডিটে এ. জি-এর কাছে গেছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি আগে যারা ইন্‌ক্রিমেন্ট পেয়ে গেছে তাদের কোন কোন কেস্ প্রি-অডিটে পাঠিয়েছেন কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ফিক্‌সেশানের পরে পে বিলের প্রশ্ন উঠে। সুতরাং সেই ৫৬টি কেস সঙ্গে সঙ্গে পাঠানো যায় নাই সেজন্য দেরী হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে এইগুলি তাড়াতাড়ি এ. জি. অফিস থেকে আনা হবে কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—এ. জি. অফিসের একটা প্রসেস আছে। সেগুলি হয়ে গেলে পরেই পাওয়া যাবে।

Mr. Speaker—Shri Sudhanwa Deb Barma.

Shri Sudhanwa Deb Barma—Question No. 497.

Shri Haricharan Chaodhury—Mr. Speaker, Sir, Question No. 497.

প্রশ্ন :—	উত্তর :—
১) সদর বিশ্রামগঞ্জ আদর্শ আদিবাসী জুমিয়া কলোনীতে সরকার কি কি সরকারী অফিস গঠন করেছেন, তার নাম :	১) হাঁ। নিম্নলিখিত অফিসগুলি বিশ্রামগঞ্জ আদিবাসী কলোনীর সীমার মধ্যে খোলা হইয়াছে। (ক) পূর্ত বিভাগের সহকারী ইঞ্জিনীয়ার অফিস, (খ) বিশ্রামগঞ্জ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, (গ) দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র (ঘ) রেশম শিল্প কেন্দ্র, (১) কৃষি প্রদর্শনী খামার।
২) ইহা কি সত্য যে আদিবাসীদের অ্যালটেড জমিতে এইসব অফিস খোলা হইয়াছে এবং ইহার জন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয় নাই ?	২) ইহা সত্য নহে। যে সমস্ত আদিবাসী কলোনী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে এবং সরকারের তরফ হইতে প্ররোচিত করা সত্বেও পরিত্যক্ত ভূমিতে

কলোনী বাসিন্দাদের সুখ সুবিধার্থে উপরোক্ত অফিসগুলি খোলা হইয়াছে। সুতরাং তাহাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

৩) এই কলোনীতে মোট কতটি জুমিয়া পরিবারকে এ পর্যন্ত পুনর্বসতি দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহার মধ্যে এ পর্যন্ত কত পরিবার জুমিয়া কলোণী ত্যাগ করিয়াছে ?

৩) মোট ৬২টি জুমিয়া পরিবারকে এই কলোনীতে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহাদের মধ্যে ২০টি পরিবার ত্যাগ করিয়াছে।

৪) এই কলোনীটিতে আরও জুমিয়াদের পুনর্বাসন করার ব্যাপারে সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

৪) কলোনীতে আসিতে ইচ্ছুক এই সমস্ত পরিবারকে কলোনীর পরিত্যক্ত ভূমিতে পুনর্বাসন দিতে কোন আপত্তি নাই।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি তাদের অ্যালটেড জায়গাতে যদি অফিস ঘর করা হয়ে থাকে তাহলে সেগুলি অ্যাকুইজিশন না করেই করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—এটা অ্যাকুইজিশন করা হয় নাই। যেহেতু তারা জায়গা ত্যাগ করে চলে গেছে তাই সেই জায়গাতে অফিস করা হয়েছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—তারা যখন কলোনী ত্যাগ করে তখন সুপারভাইজারের দায়িত্ব কিনা ঐ কলোনীর জমি রক্ষা করা ? সেই সময়ে কি কলোনীর সুপারভাইজার ছিলেন কি ছিলেন না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—সুপারভাইজার ছিলেন। তাদের চেষ্টা করা হয়েছিল রাখার জন্য কিন্তু তাদের রাখা যায়নি। কারণ তারা এই ধরণের জীবনযাত্রায় অভ্যস্থ হতে পারে নাই বলেই তারা চলে গেছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সেই সুপারভাইজার মহাশয় জমি রাখার ব্যাপারে আপত্তি করেছিলেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এমন কোন সংবাদ সরকারের জানা নাই।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি কতজন লোককে ঘর দেওয়া হয়েছিল এই কলোনীতে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—১৫৬টি পরিবারকে দেওয়া হয়েছিল।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ঐ এরিয়ায় আরও অনেক ভূমিহীন জুমিয়া আছে এবং তাদের পুনর্বাসন দেওয়া যেত যদি ঐ জমিটাতে সরকারী অফিস তুলতে দেওয়া না হত, এই কথা স্বীকার করবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—যারা এখানে বাস করছে তাদের উপকারার্থেই এই অফিসগুলি বসানো হয়েছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এটাই বুঝাতে চান যে এই বিধানসভা অফিসট সারা ত্রিপুরার জন্য করা হয়নি, শুধু এখানকার মেম্বারদের জন্য করা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই প্রশ্নটা জুমিয়া পুনর্বাসনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—এই অফিসগুলি অন্য ডিপার্টমেণ্টের অফিস। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টের নয়। সেটা ত্রিপুরার প্রত্যেকটা মানুষের জন্য কাজে লাগবে তাই নয় কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—উপজাতিদের যারা সেখানে আছে তারা যাতে এই অফিসগুলির সুবিধা পায় সেজন্যই অফিস করা হয়েছে। তাতে তো কোন ক্ষতি হয়নি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এমন কোন প্রমাণ দেখাতে পারেন কি যে অফিসগুলি ঐ উপজাতিদের উপকারের জন্যই করা হয়েছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী এটা কাগজপত্রেই প্রমাণ রয়েছে তাদের জন্য কি কি ব্যবস্থা হয়েছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এটার কোন কাগজে পত্রে প্রমাণ আছে না জোর করে দখল করা হয়েছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—কাগজে পত্রে প্রমাণ আছে, যথা—তাঁতশিল্প, কৃষিকেন্দ্র, তুলাশিল্প, জলসেচ, ক্রয়-বিক্রয় সমবায় সমিতি, মোরগীর চাষ এবং মৎস্য চাষ ইত্যাদি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে জুমিয়াদের জন্য যেখানে মডেল ট্রাইবেল কলোণী করা হয়, সেটা আগের থেকে কতগুলি জায়গা বেছে রাখা হয়, কিন্তু এখানে সেটা করা হয়নি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এটা মডেল কলোণী হিসাবে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শ্রীবাজবন রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অস্বীকার করেন কিনা যে বিশ্রামগঞ্জের এটা মডেল ট্রাইবেল কলোণী নয় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মডেল ট্রাইবেল কলোণী বলেই তো এটা করা হয়েছে।

শ্রীসমীর বর্মণ - থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫১৭।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—থার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৫১৭, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরার মুন্সেফ ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যতীত সাবডিভিশন্যাল ম্যাজিষ্ট্রেট সহ মোট কতজন ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন ?	৬৪ জন ম্যাজিষ্ট্রেট।
২। তাহাদের শাসন কার্য্য পরিচালনা করার মত আইনগত যোগ্যতা আছে কি ?	তাদের সকলেরই যোগ্যতা আছে, কিন্তু তাহাদের সকলেই আইনের স্নাতক নহে।
৩। ১৯৬৪ ইং সন হইতে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের বিভিন্ন ধারায় কতটি মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে ?	১৩৪১টি।
৪। এই সমস্ত রায়ের কতগুলি উচ্চতর আদালত কর্ত্তৃক বহাল রাখিয়াছে ?	১৬টি।

শ্রীসমীর বর্ম্মণ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই সমস্ত ম্যাজিষ্ট্রেটদের মধ্যে কতজন ফাষ্ট´ক্লাশ, কতজন সেকেণ্ড ক্লাশ আর কতজন থার্ড ক্লাশ জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীসমীর বর্মণ—স্যার, ইট ইজ রিলিভেন্ট কোয়েশ্চান। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আইনগত যোগ্যতা বলতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কি বুঝেন ? স্যার, আমার প্রশ্নটা ছিল, তাদের লিগ্যাল কোয়ালিফিকেশান আছে কিনা এবং এই লিগ্যাল কোয়ালিফিকেশান এর মানেটা কি সেটা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—স্যার, কোয়ালিফিকেশান সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নেই, শুধু বলা আছে, তাদের আইনগত যোগ্যতা আছে কিনা এবং সেখানে আমি বলেছি যে তাদের আইনগত যোগ্যতা আছে।

শ্রীসমীর বর্মণ—স্যার, আমার মনে হয় প্রশ্নটা তিনি ভাল করে দেখেন নি। তাই আমি অনুরোধ জানাব, কোয়েশ্চানটা দেখে যেন, তিনি উত্তর দেন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ম্যাজিষ্ট্রেটদের বেলাতে কোনও লিগ্যাল কোয়ালিফিকেশন থাকতে হয়, এটা আমার জানা নেই।

শ্রীসমীর বর্মণ—স্যার, আমি শুধু জানতে চেয়েছি যে তাদের লিগ্যাল কোয়ালিফিকেশন আছে কিনা এবং লিগ্যাল কোয়ালিফিকেশন বলতে তিনি কি বুঝেন ? স্যার, আমার প্রশ্নটা খুবই পরিষ্কার।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লিগ্যাল কোয়ালিফিকেশন বলতে মাননীয় সদস্য কি বুঝতে চেয়েছেন, সেটা আমি বুঝাতে পারছি না।

শ্রীসমীর বর্মণ—স্যার, আমি লিগ্যাল কোয়ালিফিকেশনের অর্থটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চেয়েছি ?

মিঃ স্পীকার—সেটাতো উনি আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন।

শ্রীসমীর বর্মণ—কিন্তু উনার উত্তর তো আমি বুঝতে পারিনি। সেজন্য আমরা আশা করব যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমরা যে কোয়েশ্চান করব, সেটার যথাযথ উত্তর দেবেন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি উনার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়েছি।

শ্রীসমীর বর্মণ—স্যার, লিগ্যাল কোয়ালিফিকেশন বলতে আইনগত যোগ্যতা বুঝায় কিনা, সেই সম্পর্কে আমি আপনার কাছ থেকে রুলিং চাই ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একজনকে ম্যাজিষ্ট্রেট হতে গেলে বি, এল হতে হবে বা স্নাতকোত্তর হতে হবে, এমন কোন বাধা নেই।

শ্রীসমীর বর্মণ স্যার, আমার প্রশ্নটা ছিল—তাদের লিগ্যাল কোয়ালিফিকেশন আছে কিনা এবং এটার জন্যই আমি আপনার কাছ থেকে রুলিং চেয়েছি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—যোগ্যতা যেখানে রয়েছে, সেখানে আইনগত যোগ্যতার প্রশ্ন উঠেনা। তখন স্বাভাবিক কারণে ধরে নেওয়া হয় যে আইনের সম্পর্কে কোন ট্রেনিং আছে কিনা বা কোন

কোয়ালিফিকেশন আছে কিনা—এই হিসাবেই প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া হয়েছে। এখানে যদি অন্য কোন যোগ্যতার প্রশ্ন থাকতো, তাহলে প্রশ্নের উত্তর এভাবে আসতো না।

শ্রীসমীর বর্মণ--আমার প্রশ্ন লিগ্যাল কোয়ালিফিকেশন, আমি শিক্ষাগত যোগ্যতার কোন প্রশ্ন করি নি—আমার প্রশ্ন ছিল কতজন ম্যাজিষ্ট্রেটের লিগ্যাল কোয়ালিফিকেশন আছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ম্যাজিষ্ট্রেট যাঁরা আছেন, তাদের সবারই বিচার করার অধিকার আছে এবং তারা আইন দেখে বিচার করে থাকেন।

শ্রীসমীর বর্মণ—স্যার, আমি অধিকার নিয়ে কোন প্রশ্ন করি নি। আমার প্রশ্ন অত্যন্ত পরিষ্কার. সেটা হচ্ছে তাদের লিগ্যাল কোয়ালিফিকেশন আছে কিনা এটা আমি জানতে চাই ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে এই ৬৪ জন ম্যাজিষ্ট্রেটের মধ্যে ৪ জনের বি, এল ডিগ্রি আছে বা বি. এল স্নাতক আছেন।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল্ মেম্বার, আই কেন নট ফোর্স এ্যানি মিনিষ্টার টু গিভ রিপ্লাই অন দীস ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—স্যার, হি ইজ ওয়ান্টিং অনলী দি রাইট রিপ্লাই টু দি রাইট কোয়েশ্চান ফ্রম দি মিনিষ্টার কনসার্ন ?

শ্রীসমীর বর্মণ—স্যার, মাই কোয়েশ্চান ইজ ছাট যে ৬৪ জন ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন তাদের লিগ্যাল কোয়ালিফিকেশন আছে কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—আমি বলেছি তো যে ৬৪ জন ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন, তাদের মধ্যে ৪ জন আইনের স্নাতক আছেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে ২নং প্রশ্নে আছে লিগ্যাল কোয়ালিফিকেশনের কথা, আপনি এটার কি অর্থ বুঝে উত্তর দিয়েছেন, জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মেম্বার, দীস ইজ নট এ কোয়েশ্চান।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—স্যার, এখানে ২নং প্রশ্নে আছে লিগ্যাল কোয়ালিফিকেশন শব্দটা এবং মন্ত্রী মহোদয় এটার কি অর্থ বুঝে উত্তর দিয়েছেন, সেটা আমরা জানতে চাই ?

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে ৪ জনের স্নাতক ডিগ্রি আছে বলে বলছেন, আর বাকী যারা আছেন, তাদের কি কোয়ালিফিকেশন জানতে পারি কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীসমীর বর্মণ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, লিগ্যাল কোয়ালিফিকেশন ছাড়া বিচারকার্য্য পরিচালনা করা উচিত নয়, এটা আপনি স্বীকার করেন কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ম্যাজিষ্ট্রেটদের বি, এল, পাশ হতে হবে বা এম, এ, এল, এল, বি পাশ হতে হবে, এমন কোন বাধাধরা নিয়ম নেই

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেন কি যে লিগ্যাল কোয়ালিফিকেশন ছাড়া সুষ্ঠ বিচারকার্য্য পরিচালনা করা সম্ভবপর নয় এবং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে

দিয়েছেন ১৩৪১টি তার মধ্যে মাত্র শাস্তি হয়েছে ১৬টির। কাজেই আপনার উত্তর থেকে প্রমাণ করে যে লিগ্যাল কোয়ালিফিকেশন ছাড়া সুষ্ঠ বিচার করা সম্ভব নয় ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে প্রশ্ন রয়েছে যে ১৯৬৯ ইং সন হইতে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের বিভিন্ন ধারায় কতটি মোকদ্দমায় অভিযুক্ত দোষী বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে—সেখানে আমি বলেছি ১৩৪১টি।

Mr. Speaker—No more supplimentary please. অনেক supplimentary আপনারা করেছেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—স্যার, আমাকে আর একটা সাপ্লিমেন্টারী করতে দিন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে মোট কেসের সংখ্যা এই পিরিয়ডের মধ্যে কতটি ছিল ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ফিগার এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীসমীর বর্মণ—স্পীকার স্যার, এই কোশ্চেনটার ৪নং এর উত্তর আমি শুনতে পাইনি, এটা যদি উনি দয়া করে বলেন, তাহলে ভাল হয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ— ১৬টি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এর মধ্যে পেণ্ডিং কেস আছে কতগুলি, জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটা ছিল কতগুলি আসামীর শাস্তি হয়েছে ? সুতরাং শাস্তি হওয়ার পর কেস কিভাবে থাকে সেটা আমি জানিনা।

শ্রীসমীর বর্মণ-স্যার আমি জানতে চেয়েছিলাম যে লিগ্যাল কোয়ালিফিকেশন ছাড়া বিচারকার্য্য করা উচিত নয়, এটার কোন উত্তর আমি পাইনি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—স্যার, আমি বলছি যে ম্যাজিষ্ট্রেট হতে গেলে এমন কোন লিগ্যাল বার নেই যে বি. এল. পাশ হতে হবে, এমন কোন বাধাধরা নিয়ম নেই।

শ্রীসমীর বর্মণ—স্যার, আমি তো এইসব জানতে চাইনি, আমি যেটা চেয়েছি সেটা হচ্ছে উচিত কি, না ? যার জন্য জুডিশিয়ালকে সেপারেশনের প্রশ্ন উঠেছে।

Mr. Speaker—উনি তো এই বিষয়ে উত্তর দিয়েছেন।

শ্রীসমীর বর্মণ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে কম্পাউণ্ডারকে দিয়ে ইঞ্জেকশন দেওয়ালেই সে ডাক্তার হয়ে যায় না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেক ডাক্তার আছেন যে কম্পাউণ্ডারের কাজ জানেন না।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—স্যার, হাউসের মধ্যে এই ধরণের কোন অপিনিয়ন আসা উচিত নয়। উকিলেরা সাধারণতঃ আইন জানেন বলে সরকার থেকে তাদের নাম রেজিষ্ট্রী হয় এবং তাদেরকে এই ব্যবসা করবার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়। কাজেই তারা অনেক আইন জানেন না, এই ধরণের মন্তব্য একজন মন্ত্রীর মুখ থেকে বের হওয়া উচিত নয়। কাজেই আমি মনে করি এই ধরণের মন্তব্য প্রসিডিংস থেকে এক্সপাঞ্জ করে দেওয়া উচিত।

Mr. Speaker—তিনি হয়তো তাদের অসম্মান করবার জন্য এই কথা বলতে চান নি ?

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী জানেন কি যে তিনি কিছুদিন আগে একজন প্রেকটি-শনার হইয়াছিলেন এবং আইন না জানা বিচারককে আইন সম্পর্কে বুঝাতে গিয়ে অনেক সময়ে গলদঘর্ম হতে হয় ?

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কিছুদিন পূর্বে একজন প্রেকটিসিং ল ইয়ার ছিলেন আইন বুঝেন না অর্থাৎ আইন বুঝেন না এইসব ম্যাজিস্ট্রেটকে আইন বুঝাতে, গলদগর্ম হতে হয় এই অভিজ্ঞতা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আছে কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—ল-ইয়ার অনেক সময় চেষ্টা করেও পাওয়া যায় না। অভাব আছে এই জন্য যারা এই ব্যাপারে এক্সপেরিয়েন্সড শুধু তাদের দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ—আইন মন্ত্রীকে আমি অনুরোধ জানাব একজন ল-ইয়ার এবং এই হাউসের সদস্য হিসাবে উনি যেন অনেক উকিলকে নিয়ে যে কথাটি বলেছেন এটা যেন উনি expunged করেন

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—আমি কোন উকিলকে কটাক্ষ করে বলিনি কারণ আমি নিজেও একজন উকিল।

শ্রীসমীর বর্মণ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন expunged as order by the Chair. কাজেই সেটি উনি উকিল ক্লাস নিয়েই বলেছেন (গণ্ডগোল)।

Mr. Speaker—I order for expunction of this.

শ্রীসমীর বর্মণ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যেখানে লোয়ার কোর্টগুলির সারপ্লাস যে জাস্টিসরা ১৩৪৬টি কনভিকসান দিয়েছে এবং হাইকোর্টে গিয়ে সব চ্যালেনজড হয়ে ৭৬টি আপিল হয়েছিল। তাতে এটাই কি প্রমাণ করে না এরা বিচারকার্য পরিচালনা করার উপযুক্ত নয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় সদস্য ১৩৪৬টির মধ্যে সবগুলিই আপিল হয়েছিল কিনা এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নাই।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ—My question is very definite Sir. আমার ৩ নাম্বার প্রশ্ন ছিল—since 1968, how many criminal cases for offences under the Indian Penal Code have resulted in conviction. ৪ নং প্রশ্ন ছিল—how many of these convictions have been upheld in appeal by the Higher Courts ? This was my definite question আমি এর রিপ্লাই চাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৪০টি মোকদ্দমার বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছিল তন্মধ্যে ৫৭টি উত্তর ত্রিপুরা জেলার, ৭৪টি পশ্চিম ত্রিপুরা জিলার এবং ১৬টি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার। ৭০টি মোকদ্দমার আপিলের বিরুদ্ধে দণ্ড বিধান বহাল রাখা হয়, ১০টি আপিল অগ্রাহ্য করা হয় এবং অবশিষ্ট ৬০টি এখনও আপিলে বিচারাধীন আছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ—আমার উত্তর পেলাম না।

Mr. Speaker—উত্তর দিয়েছেন উনি।

—শ্রীবিনোদ বিহারী দাস।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—কোয়েশ্চেন নাম্বার ৫২৩।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—কোয়েশ্চেন নাম্বার ৫২৩ স্যার।

প্রশ্ন :—

১) ইহা কি সত্য যে শ্রীমতী সুপ্তা ভট্টাচার্য, Assistant Nurse-cum-Midwife কদমতলা P.H.C. তাহার চাকুরীতে ইস্তাফা দিয়াছিল এবং তাহা ৫-১১-৬৫ ইং তারিখে ডিরেক্টার অফ হেলথ সার্ভিসেস কর্তৃক নং এফ.২(৫৭৫)-এম. এস/এষ্টা/II/৬৩-৬৪ নাম্বারে গৃহীত হইয়াছিল।

২) যদি সত্য হইয়া থাকে তবে তাহার সমস্ত বকেয়া যেমন ছুটির বেতন, ইংক্রিমেন্ট, সি-এ, ডি-এ, এবং ১-৪-৬১ ইং সনে নার্সদের নূতন হারে মঞ্জুরীর বকেয়া পাওনা দেওয়া হইয়াছে কিনা ;

৩) যদি না হইয়া থাকে তাহার কারণ কি ?

৪) তাহার পাওনা মিটাইয়া দেওয়ার জন্য তাহার নিকট হইতে কতগুলি স্মারকপত্র ডিপার্টমেণ্ট কর্তৃক পাওয়া গিয়াছে এবং কতগুলির উত্তর দেওয়া হইয়াছে এবং যদি কোন উত্তর দেওয়া না হইয়া থাকে তাহার কারণ কি ?

উত্তর :—

১) হ্যাঁ।

২) উনি সংশোধিত হারে বেতন (1961 rivision of pay) পাইতেছিলেন না এবং পুরাতন হারে তাহার সমস্ত পাওনা মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

৩) নার্সদের বেতনহার পুনর্বিন্যাসে অনেক জটিলতা থাকায় অনেকের মত তাহারও নূতন হারে বেতন নির্ধারণ সেই সময় সম্ভব হয় নাই। কাজেই নূতন হারে দেওয়া যায় নাই। পুরাতন হারে দেওয়া হইয়াছে।

৪) তাহার নিকট হইতে তিনখানি চিঠি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া দেখা যাইতেছে। কোন উত্তর না দেওয়ার একটি কারণ এই যে উনি ছুটির মাহিনা চাহিতেছিলেন যাহা তাহাকে পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস –মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যদি তার প্রাপ্য মিটিয়ে দেওয়ার পরেও সে কিছু ডিমাণ্ড করে থাকে তাহলে তার আর কোন প্রাপ্য নাই এই সম্পর্কে তাকে জানানো হল না কেন, বিশেষ করে চিঠি পাওয়ার পরে এই কথা জানানো হল না কেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—আমরা পূর্বেই জানিয়েছি তার দাবি ছিল বেতনের জন্য, তার বেতন পূর্ব্বেই দেওয়া হয়েছে। এখন আর কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আসে না।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—বেতন দেওয়া হয়েছে সেটি পুনর্বিন্যাস হওয়ার আগে অর্থাৎ পুরানো স্কেলে। নূতন স্কেলটা কবে থেকে চালু হয়েছিল ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬৯ ইং থেকে এটা চালু হয়েছে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—উনি চাকুরী থেকে কখন রেজিগ্‌নেশান দিয়েছিলেন ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ— ১০—৫—৬২ ইং।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—১৯৬২ সালে উনি রেজিগনেশান দিয়েছিলেন এবং ১৯৬১ সালে পুনর্বিন্যাস হয়েছে তাহলে সেই টাকাটা না দেওয়ার কারণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি ফিকসেশান হওয়ার পর ফাইল রেডি করতে অনেক সময় লেগেছে এবং তখন প্রি-অডিটের প্রশ্ন আসে সেজন্য দেরী হয়ে গিয়েছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি তাহলে স্বীকার করবেন শ্রীমতী ভট্টাচার্য্য রিভাইজড্ স্কেল অনুসারে কিছু পাওনা ১৯৬৯ ইং বা ১৯৬১ রিভাইজড স্কেল অনুসারে ১৯৬২ সনের ১০ম মাস পর্য্যন্ত পাওনা আছে এবং সেই পাওনাটা প্রি-অডিটের কাজ শেষ হওয়ার পর এটা পাওয়ার ব্যবস্থা করে নেওয়া হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ- এটা আণ্ডার প্রসেস আছে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস—তাহলে এটা ফাইনালাইজড করে জানানো হবে কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ –যখন এটা ফাইনেলাইজ হয়ে যাবে তখন জানানো হবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবাজুবন রিয়াং।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৩০।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৩০ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৯৭০-৭২ আর্থিক বৎসরে আঠারমুড়া 'মাছুরাম রিয়াং চৌধুরী পাড়ায়' ৭৩টি পরিবার ও 'বিলাধর রিয়াং চৌধুরী পাড়ায়'—৮৮টি পরিবার জুমিয়া 'হরটিকালচার' ভিত্তিতে ১৯১০ টাকার স্কীমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ইহা কি সত্য?	হ্যাঁ, গত আর্থিক বৎসরে আঠারমুড়ার মাছুরায় রিয়াং চৌধুরী পাড়ায় ৭৩ পরিবার ও বিলাধর রিয়াং চৌধুরী পাড়ায় ৮৮ পরিবার জুমিয়াকে ১৯১০ টাকার স্কীমে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে।
২। যদি সত্য হইয়া থাকে তবে ঐ জুমিয়াদের প্রথম কিস্তির ৬০০ টাকার মধ্যে ৩৫০ টাকা তাহাদের হাতে না দিয়া কৃষি বিভাগে জমা দেওয়া হইয়াছে কি?	হ্যাঁ, ৩৫০ টাকা পরিবার পিছু কৃষি বিভাগের ১২৪ 'ক্যাপিটেল আউটলে খাতে' বীজ, সার, ফলের চারা এবং পি, পি, ক্যামিক্যাল'এর জন্য জমা দেওয়া হইয়াছে।
৩। সত্য হইলে কৃষি বিভাগে জমা দেওয়া টাকার বর্তমান অবস্থা কি?	কিছু সংখ্যক ফলের চারা, বীজ, সার এবং পি, পি, ক্যামিক্যাল ইত্যাদি গত আর্থিক বৎসরে উক্ত পরিবারদিগকে দেওয়া হইয়াছে। বাকী পরিমাণ ফলের চারা, বীজ, সার ইত্যাদি বর্তমান আর্থিক বৎসরে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—বর্তমান আর্থিক বৎসরের জন্য মোট কত টাকা কৃষি বিভাগে এখন আছে?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—এটা সেপারেট কোয়েশ্চান স্যার।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—এটা সেপারেট কোয়েশ্চান কি না, সেটা আপনিতো ঠিক করবেন স্যার।

মিঃ স্পীকার—অনারাবল মিনিষ্টার নোটিশ ডিমাণ্ড করেছেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি, ৬০০ টাকার মধ্যে যে ২৫০ টাকা তাদেরকে প্রথম কিস্তিতে দেওয়া হয়েছিল ঐ ২৫০ টাকা পাওয়ার পর যে জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়েছিল, ঐ জায়গাতে ফলের চাড়া না পাওয়াতে, আবার জঙ্গল হয়ে গেছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—এইরকম হয়তো নাই, জঙ্গল হয় নাই তবে এখন চাড়া দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—১৯৬৯-৭০, ১৯৭১-৭২, ১৯৭২-৭৩ অর্থাৎ দুই বছর আগে ১৮ই মার্চ এই জঙ্গল পরিষ্কার করা হয়েছিল, সেটা কি এখনও পরিষ্কার থাকতে পারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—এখন পরিষ্কার করা হয়েছে, এই বছর ফলের চাড়া সেখানে দেওয়া হবে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—আগে পরিষ্কার করেছিল, এর পর পরিষ্কার করার প্রশ্ন উঠলে আবার নূতন করে এই পরিষ্কারের জন্য টাকা দেওয়া হবে কি ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—এইরকম কোন স্কীম নাই।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে সরকারের অযোগ্যতার জন্যই প্রথম কিস্তিতে যে টাকা দেওয়া হয়েছিল, তার দ্বারা জঙ্গল পরিষ্কার করার পর আবার সেখানে জঙ্গল হয়ে গেছে ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—এটা ঠিক নয়।

Mr. Speaker—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৯ স্যার।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—কোয়েশ্চান নাম্বার ৮৯ স্যার।

	প্রশ্ন	উত্তর
ক)	উদয়পুর এলাকার বাইশা মৌজায় কোন স্বাস্থ্য কেন্দ্র হওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?	না।
খ)	থাকিলে সত্বর হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি ?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কি বাইশা মৌজা উদয়পুরে কোথায় আছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করেছেন উদয়পুর এলাকায় বাইশা মৌজা আছে, অতএব এর পর উত্তর দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে বাইশা মৌজা এটার কথা আমি কেন বললাম, এই বাইশা মৌজা উদয়পুর হইতে ২২।২৩ মাইল দূরে এবং একটা আদিবাসী

অঞ্চল উত্তর মহারাণী হইতে এটা ১১।১২ মাইল দূর হবে, তাই আমি অনুরোধ রাখব যে এই রকম একটা জায়গায় মধ্যে কেন ডিসপেন্সারী হচ্ছে না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উত্তর মহারাণীতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাজ করা হইতেছে এবং পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় সেখানে করার কথা চিন্তা করা যাবে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার— মন্ত্রী বাহাদুর যেটা বলেছেন. সেটা পাঁচ সাত বছর আগে পরিকল্পনা ছিল. এখনও সেটা শেষ হয় নাই। আমি বলতে চাই যে আপাততঃ সেখানে একটা ডিসপেন্সারী দেওয়া হউক। কারণ উত্তর মহারাণী থেকে বাইশা মৌজা ১২/১৩ মাইল দূর এবং উদয়পুর হইতে সেটা ২২/২৩ মাইল দূর, সেইদিকে বিবেচনা করে একটা ডিসপেন্সারী আপাততঃ দেওয়া হউক।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে আমি আগেই বলেছি যে একটি প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টার হচ্ছে। একটি মাত্র প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টার পুর্ব ব্লকের জন্য বিধান আছে, সেই জায়গাতে নূতন কোন প্রাইমারী হেল্‌থ সেণ্টার করতে পারছিনা। পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনায় সেখানে করার জন্য আমরা চেষ্টা করব।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেইজন্যই আমি মন্ত্রী মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করছি উত্তর মহারাণী এবং বাইশা মৌজা কোথায় ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যখন ডিসপেন্সারীর কথা বলছেন, এক্জামিন করে দেখা যাবে সেখানে ডিসপেন্সারী করা যায় কি না ?

মিঃ স্পীকার শ্রীসুধন্ব দেববর্মা।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা—কোয়েশচান নাম্বার ৪৯৯।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—কোয়েশচান নাম্বার ৪৯৯ স্যার।

১। কোন্ কোন্ M. T. কলোনীতে বর্ত্তমানে কোন ট্রাইবেল সুপারভাইজার নাই তাহার নাম ;

২। ইহা কি সত্য যে, ময়নার মা M. T. কলোনীতে গত প্রায় ৫ বৎসর যাবৎ কোন সুপারভাইজার নাই ;

৩। যদি সত্য হয়, তবে কিভাবে উক্ত বৎসরগুলিতে কলোনীর কাজ চলিয়াছিল ?

উত্তর

১। বর্ত্তমানে ২ (দুইটি) ট্রাইবেল কলোনীতে কোন সুপারভাইজার নাই। কলোনীর নাম নিম্নে প্রদত্ত করা হইল :—

(১) শিকারী বাড়ী (২) লেরাছড়া।

২। গত ৪ বৎসর যাবৎ কোন সুপারভাইজার ময়নার মা কলোনীতে ছিল না ; ৫ বৎসর নহে। বর্ত্তমানে কলোনীতে সুপারভাইজার দেওয়া হইয়াছে এবং কাজ করিতেছে।

৩। সুপারভাইজারের অনুপস্থিতিতে ঐ এলাকার গ্রাম সেবককেই কলোনীর কাজ দেখাশুনার

দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল। সুপারভাইজার বহাল করার পূর্বে কলোনীর উন্নয়ন কাজ ঐ এলাকার গ্রাম সেবকই তদারক করিতেন।

Mr Speaker -Shri Samir Ranjan Barman.

Sri Samir Ranjan Barman—Mr. Speaker, Sir, question No. 519.

Shri Monoranjan Nath—Mr. Speaker, Sir, question No. 519.

QUESTIONS

১) বিগত বিধান সভায় বিচার বিভাগকে প্রশাসন বিভাগ হইতে পৃথক করার একটি প্রস্তাব ছিল কিনা ;

২) হইয়া থাকিলে, প্রস্তাবটি রূপায়িত হয় নাই কেন ;

৩) সরকার সমুদয় রাজ্যে বিচার বিভাগকে প্রশাসন বিভাগ হইতে পৃথকীকরণের নির্দিষ্ট তারিখ ধার্য্য করবেন কি ?

ANSWERS.

১) হাঁ ;

২) ত্রিপুরা যখন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার হইতে প্রয়োজনীয় অর্থের অনুমোদন না পাওয়ায় বিচার বিভাগকে প্রশাসন বিভাগ হইতে পৃথকীকরণের পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন করা যায় নাই, ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য হওয়ার পর এই ব্যাপারে প্রধানতঃ দুইটি বাধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। প্রথমতঃ ১৯৬৯ সালের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (বিচার ও শাসন বিভাগ পৃথকীকরণ) আইনটি (১৯৬৯ সালের ১৯ নং আইন) আর এখন ত্রিপুরায় প্রযোজ্য নহে, দ্বিতীয়তঃ ত্রিপুরা জুডিশিয়াল সার্ভিসের নিয়োগ সংক্রান্ত নিয়মাবলী ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশন এবং গৌহাটি হাই কোর্টের সহিত আলোচনাক্রমে নূতন করিয়া গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে। এতদ্‌বস্থায় সরকার সংবিধানের ২৩৭ নং ধারা অনুযায়ী একটি আদেশ দিয়া উক্ত পরিকল্পনার বাস্তব রূপ দিবার বিষয় চিন্তা করিতেছেন।

৩) সরকার অতি সত্বর উপরিউক্ত ২ নং উত্তরে বর্ণিত আকারে এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপদানের বিষয় চিন্তা করিতেছেন।

Mr. Speaker —The question hour is over. There are nine Unstarred Questions. The Ministers may lay on the Table of the House replies as Unstarred Questions and also to Starred Questions which were no replied orally.

Mr. Speaker—Hon'ble Members, মিজোরাম বিধান সভার মাননীয় স্পীকার শ্রী এইচ. এস. থাংমা আমাদের বিধান সভাতে এসেছেন। তিনি আমাদের বিধান সভার কার্য্যাবলী প্রত্যক্ষ করেছেন।

Hon'ble Members, Hon'ble of Mizoram Assembly has come to our House to-day. He is observing the Proceedings of our House.

Mr. Speaker—There is a Calling Attention given notice of by Shri Ajoy Biswas and Shri Tapas Dey on 30th June, 1972. The Hon'ble Minister-in-charge kindly agreed to make a statement on the 4th July, 1972 on this. I would call on the Hon'ble Minister-in-charge to make a statement on—গত ২৯শে জুন '৭২ ইং এম. বি. বি. কলেজে পরীক্ষা হলের মধ্যে ঢুকে বি. এম. পি. ও পুলিশ ছাত্র ও অধ্যাপকগণের উপর নির্মমভাবে মারপিট করা সম্পর্কে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার, স্যার, গত ২৯শে জুন ১৯৭২ ইং সকাল ১০ ঘটিকায় ছাত্রগণ যথারীতি এম. বি. কলেজে বি, এ, বি, বি, এস, সি প্রথম পর্বের পরীক্ষায় আসন গ্রহণ করেন। সংখ্যা প্রায় এক হাজার। হঠাৎ বেলা প্রায় ১০-৩০ মিনিটে ৯নং ও ১৩নং ঘরের ছাত্রগণ হৈ চৈ সহকারে গোলযোগ করিয়া টেবিল ভাংগিতে আরম্ভ করে। পরীক্ষার পরিদর্শকগণের বিবৃতি অনুসারে পরীক্ষা আরম্ভ হওয়ার কিছুক্ষণ পরই পরীক্ষার্থীগণ বই, বই এর ছেড়া অংশ. টোকা কাগজ প্রভৃতি বাহির করিয়া উত্তর পত্রে লিখিতে আরম্ভ করে। পরিদর্শকগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে উক্ত কাজে বাধা দিতে গেলে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। পরিদর্শকগণ তখন অফিসার-ইন-চার্জের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অফিসার-ইন-চার্জ তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া অবস্থা কিছুটা শান্ত করতে সক্ষম হন। কিন্তু তিনি নীচে নামিয়া আসার অল্পক্ষণ পরেই উত্তেজনা পুনরায় চরমে উঠে। এই সময় উত্তেজিত গালাগাল আসবাবপত্র ভাঙ্গার শব্দ এবং পুলিশ, পুলিশ বাঁচাও' ধ্বনি শোনা যায়। ১১নং ঘরের ছাত্রগণের গোলযোগ চরমে পৌছিলে এম, বি, বি, কলেজের জনৈক পিয়ন তাহার সহকর্মীদের সাথে একত্রিত হইয়া ছাত্রদিগকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করে। ধস্তাধস্তির ফলে তাহার বাঁ হাত জখম হয় এবং শরীরে বহু জায়গায় আঘাত প্রাপ্ত হয়। অপর একজন পিয়নও আহত হইয়াছে। অধ্যক্ষ মহোদয় নীচ তলায় আসিয়া শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে পুলিশের সাহায্য প্রার্থনা করেন। পুলিশ দোতলায় প্রবেশ করা মাত্রই ছাত্রগণ তাদের প্রতি চেয়ার টেবিল নিক্ষেপ করিতে থাকে। পুলিশ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার্থে ছাত্রগণকে নীচতলায় নামিয়া আসিতে এবং শান্ত হইতে অনুরোধ করে। কিন্তু ছাত্রগণ ইহাতে কর্ণপাত করে নাই। ছাত্রগণের এই আচরণের ফলে কয়েকজন অধ্যাপক ও পিয়ন আহত হন। পুলিশ ছাত্রদের উপর লাঠি চালনা করেন নাই। কোন প্রকার বল প্রয়োগ ছাড়াই পুলিশ ছাত্র ও কলেজ কর্মচারীদের পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া অবস্থা আয়ত্বে আনিতে সক্ষম হন। প্রথমোক্ত পিয়নের এজাহারক্রমে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭/১৪৯/৩৩৩/৩২৩/৩৩২/৪২৭ ধারা অনুযায়ী কোতয়ালী থানার ৭৯(৬) ৭২ নং মামলা এন্তেলাভুক্ত করা হয়। বেলা ১০-৩০ মিঃ হইতে ১১টার মধ্যে সংঘটিত ঘটনায় জড়িত থাকায় পুলিশ জনৈক পরীক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার করেন এবং পরে ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি দেন। কেবলমাত্র পূর্বোক্ত দুইজন পিয়নের

প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজন হওয়ায় তাহাদিগকে জি, এম, হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। পরে তাহাদের একজনকে জি. বি, হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করান হয়। ইহা ভিন্ন কোন ছাত্র এবং অধ্যাপক পুলিশের নিকট প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আসেন নাই। এই সংশ্লিষ্ট ঘটনার কোন প্রকার এজাহার ছাত্রদের কিম্বা অধ্যাপকদের পক্ষ হইতে পুলিশের নিকট দেওয়া হয় নাই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন সেটাতে আমি জানতে চাই গত ৬ই জুন বি. এ, বি এস-সি অনার্স যেদিন পরীক্ষা সুরু হল সেদিন অধ্যাপক জগদীশ গণচৌধুরীকে তার শিবনগর বাড়ীতে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। এই সম্পর্কে সরকার কোন তদন্ত করেছেন কিনা ?

Mr. Speaker – মাননীয় সদস্য, দিস ইজ নট এ পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন। দিস্ ইজ এ কোয়েশ্চান। আই ক্যান নট এলাউ দিস। যে ইনফরমেশন আপনি চাইবেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন তার উপর মাত্র।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে একজন ছাড়া আর কেউ স্টেটমেন্ট দেয়নি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে ডি এম., এস. পি. ঘটনাস্থলে যাওয়ার পর প্রিন্সিপ্যাল এবং প্রফেসারদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ করেন নি এবং আলাপ করেন নি, বরং দুষ্কৃতিকারী যারা ছিল তাদের সঙ্গে আলাপ করেছেন। এর ফলে ওখানকার অধ্যাপকগণ এবং প্রিন্সিপাল পুলিশ নিরপেক্ষ নয় বলে মন্তব্য করেছেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই রকম কোন ঘটনার কথা জানা নাই। আমাদের এখানে যে খবর আছে তাতে দুই পক্ষের সঙ্গে আলাপ করেছে বলে আমি জানি।

শ্রীতাপস দে—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, তাদের ষ্টেটমেন্টে বলেছেন যে পুলিশ এবং ডি, এম সেখানে শান্তি রক্ষার জন্য গিয়েছিলেন এবং মাননীয় সদস্য অজয় বাবু যে কথাটা বল্লেন যে ঐখানে পরীক্ষার প্রশ্নে ত্রিপুরা সরকার এবং কলেজ শিক্ষক সমিতির বক্তব্য, তারা যে ষ্টেটমেন্ট দিয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের মারাত্মক উদাসীনতা ও অবাধ স্বেচ্ছাচার ২।৬।৭২ ইং এর মূল ঘটনার কয়েক মিনিটের মধ্যেই জেলা শাসক ও পুলিশ সুপার ঘটনাস্থলে আসেন এবং ঘন্টাখানেক দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালান এবং দুষ্কৃতিকারী বলে ধরে দেওয়া দুইজনকে ঘটনাস্থলে কর্তৃপক্ষ ছেড়ে দেন। এর মধ্যে কোনটা সত্য, সেটাই আমরা জানতে চাই ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী- স্পীকার স্যার, দুষ্কৃতিকারী বলতে মাননীয় সদস্য কাকে বুঝাতে চেয়েছেন ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—এটাই তো মন্ত্রীদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছে ?

শ্রীতাপস দে—স্যার, আমার কথা হচ্ছে এখানে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী যে ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছেন তাতে অনেক ফারাক আছে। এবং এটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ক্লারিফাই করবেন কিনা, এটাই আমরা জানতে চাই ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—ঐখানে যে এস, পি এবং ডি. এম ছিলেন তারা উভয় পক্ষের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করছেন। তারপর সেদিন আর কোন ঘটনা ঘটেনি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—স্পীকার স্যার, এখানে আরও একজন সদস্য শ্রীতাপস দে মহাশয় তার বক্তব্য রেখেছেন। এখন এই যে দৈনিক সংবাদ, এটা আমি আপনার কাছে পেশ করছি, তাতে আপনি দেখতে পাবেন যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে যে ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছেন তার সঙ্গে এটার পুরাপুরি কন্‌ট্রাডিকশান রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার কাছে এমন কিছু পরিষ্কার হচ্ছেনা যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সঠিক বলেছেন অথবা বাইরে যেটা আমরা নিজেরাও জানি সেটা সঠিক ? কাজেই কোনটা সঠিক সেটা পরিষ্কার করা দরকার এবং সেজন্য আমি আপনাকে এই পত্রিকাটি দিচ্ছি

মিঃ স্পীকার—নো, দীস নীড নট বিকোয়ার টু প্রেস বিফোর মি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—স্যার, কোনটা ঠিক ? তাদেরটা ঠিক না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীরটা ঠিক, সেটা তো জানা দরকার ?

শ্রীতাপস দে—স্যার, আমাদের বক্তব্য হচ্ছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় একটা দায়িত্বপূর্ণ পদে আছেন, আবার ঐ কলেজ শিক্ষক সমিতির যারা তারাও দায়িত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন। কাজেই কোনটা ঠিক, সেটা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ক্লারিফাই করবেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—একটা পেপারের ষ্টেটমেণ্টের উপর নির্ভর করে কোন ষ্টেটমেণ্ট দেওয়া যায় না

শ্রীতাপস দে—স্যার, এটাও তো একটা গভঃ কলেজ টিচার্সদের এসোসিয়েশান, সেজন্য আমাদের কনফিউশান ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—স্যার, এটা সম্পর্কে খুঁজতে হবে, দেখতে হবে। একটা পেপারে যে ষ্টেটমেণ্ট বেরিয়েছে, তার উপর নির্ভর করে কোন ষ্টেটমেণ্ট করা যায় না।

শ্রীতাপস দে—তাহলে আপনি কি এমন কোন এ্যাসুরেন্স দিচ্ছেন যে এই সম্পর্কে বিস্তারিত তদন্ত করে আপনি এই হাউসকে জানাবেন ? —স্যার, আমার বক্তব্য হচ্ছে এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে বক্তব্য আর ঐ কলেজ শিক্ষক সমিতি যে ষ্টেটমেণ্ট পেপারে দিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে অনেক কন্‌ট্রাডিক্টরী রয়েছে সেজন্যই ক্লারিফিকেশন চাইছি যেখানে নাকি ছাত্র শিক্ষকদের সম্পর্ক রয়েছে। এখানে কিছু কিছু উপর মহল রয়েছে, যারা নাকি আমাদের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনকে হেয় করবার জন্য হয়তো এই সব করছে। কাজেই এই যে দুটি ষ্টেটমেণ্ট রয়েছে, তার মধ্যে আমরা যে কন্‌ট্রাডিকশন দেখছি সেজন্য মুখ্য মন্ত্রীর কাছ থেকে ক্লারিফিকেশন চাইছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—একটা পেপার ষ্টেটমেন্টের উপর কোন ষ্টেটমেন্ট করা সম্ভব নয়, এটা তো আমি আগেই বলেছি।

শ্রীতাপস দে—তাহলে আপনি বলুন না কেন—দ্যাট ষ্টেটমেন্ট ইজ ফলস্?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—স্যার, এখানে সত্য মিথ্যার কোন প্রশ্ন নেই। আমি বলছি যে একটা পেপারের স্টেটমেন্টের উপর নির্ভর করে কোন কিছু বলা সম্ভব নয়।

শ্রীতাপস দে—পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন স্যার। আজকে আমরা যেমন ধারক বাহক তেমনি পত্রিকাগুলিও গণতন্ত্রের একটা স্তম্ভ। কাজেই পত্রিকাগুলি অসত্য কথা বলছে, এমন কথা আমরা বলতে পারি না। এখন পত্রিকা যদি গণতন্ত্রের স্তম্ভ হয় বা গণতন্ত্রের মুখপাত্র হয়, তাহলে আমরা পত্রিকার কথা সত্য বলে ধরে নিতে পারি এবং কলেজ শিক্ষক সমিতি সে বক্তব্য পাঠানো হয়েছে, আমরা ধরে নিতে পারি যে এটাও সত্য। এখন এই হাউসের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলুন যে সেটা সত্য হতে পারে, অথবা দুইটাই অসত্য হতে পারে। কাজেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোন্‌টা কতটুকু সত্য বা অসত্য সেটা ক্লারিফাই করবেন কিনা, এটাই আমার প্রশ্ন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—স্যার, আমার একটা পয়েন্টটা অব ক্লারিফিকেশন আছে। এখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ষ্টেটমেন্ট দিলেন, সেটা সম্পর্কে আমাকে যদি বলতে দেওয়া হয়, তাহলে অনেক ব্যাপার আছে, সেগুলি আমি এখানে বলতে পারি।

শ্রীতাপস দে—স্যার, আমার পয়েন্টা ক্লারিফিকেশন করা হয়নি।

Mr. Speaker—মাননীয় সদস্য, পত্রিকার কোন ষ্টেটমেন্টের উপর আপনি মন্ত্রীর কাছ থেকে ক্লারিফিকেশন চাইতে পারেন না। আপনি ক্লারিফিকেশন চাইতে পারেন only the statement which is made by the Minister concerned.

শ্রীবাজ্‌বন রিয়াং—স্যার, পত্রিকাতে যতক্ষণ ছিল, ততক্ষণ সেটা পত্রিকার ষ্টেটমেন্ট কিন্তু মাননীয় সদস্য সেই পত্রিকার ষ্টেটমেন্টকে সত্য মনে করে যে ক্লারিফিকেশন চাইলেন, তখনই সেটা তাঁর নিজস্ব ষ্টেটমেন্ট হয়ে গেল।

Mr. Speaker—No.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—স্যার, পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন। এখানে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী যে ষ্টেটমেন্ট দিলেন, তারপর আবার পত্রিকার ষ্টেটমেন্টের উপর যে ক্লারিফিকেশন তিনি

মন্ত্রীর কাছ থেকে চাইছেন, সেটা পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এসোসিয়েশন কর্তৃক পেপারে যে ষ্টেটমেণ্ট দেওয়া হয়েছে, সেটার সম্পর্কে কোন সত্যতা আছে কিনা, এটা তো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দেখতে পারেন ?

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, একটার বেশী ক্লেরিফিকেশন হতে পারে না।

শ্রীতাপস দে—স্যার, আমার তো একটাই আছে ? আজকে হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছেন, আর কলেজ শিক্ষক সমিতির যে ষ্টেটমেণ্ট পত্রিকাতে বেরিয়েছে, তার মধ্যে কনট্রাডিক্টরী রয়েছে। এটার ক্লেরিফিকেশনই আমরা চেয়েছি, এর বেশী কিছুতো চাইনি ?

Mr. Speaker— He can not make any clarification on the statement which appears in the News-paper. This is my rulling on this point.

Shri Tarit Mohan Dasgupta—Sir, so far we the members are concerned, because of the fact that......

Mr. Speaker—Hon'ble member, you must abide by my rulling.

Shri Tarit Mohan Dasgupta—Sir, all rullings are being abided. But if it infringes upon the rights of the members then they have their liberty to draw your attention for reconsideration of the whole fact. It is my submission to you, Sir. যে আলোচনা এখানে এসেছে তার উপর আমি একটু আলোচনা করছি, কারণ এখানে কলিং এটেনশানের সম্বন্ধে রাইটের প্রশ্ন উঠেছে। এখানে বলা আছে—There shall not be any debate on such statement at the time it is made : Provided that the Speaker may, if he deems fit, permit questions for purposes of clarification. কাজেই আমরা কোয়েশ্চান করতে পারি ফর ইটস ক্লারিফিকেশন। তাই সেখানে যদি ষ্টেটমেণ্টের মধ্যে দেখা যায় যে কোন ফেক্ট যোগ করলে পর তিনি যে এখানে ষ্টেটমেণ্ট দিয়েছে, সেটার চরিত্র ঘুরে গিয়েছে, তাহলে যে কোন জায়গা থেকে এই জিনিষটা আহরণ করে আমরা তার প্রতিকার চাইতে পারি। কাজেই পেপারেও যদি কোন কনট্রাডিক্টরী ষ্টেটমেণ্ট থাকে, তাহলে আমি সেটা পড়ে ক্লারিফিকেশন চাইতে পারি এবং সেটার উপর মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাকে কি বলেন ? কাজেই মেম্বারদের সেই রাইট আছে এবং এর সম্বন্ধেও আমি এটা রিলিভেণ্ট বলে মনে করি। পেপারে উঠেছে বলে, সেটার উপর বরাদ দেওয়া যাবে না. সেটাকে আমি এখানে তুলে ধরে ক্লারিফিকেশন চাইতে পারি। কারণ আমার যে সোর্স অব ইনফরমেশান সেটা হচ্ছে থ্রু দি পেপার্স। আর এটা যদি না করা যায়, তাহলে আমরা বিষয়টা সম্পর্কে পরিষ্কার হওয়ার আর কোন স্কোপ থাকবে না।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মেম্বার আপনি এই বিষয়ে আলোচনার জন্য নোটিশ দিতে পারেন (গণ্ডগোল) Please take your seat. I am just reading out an extract from "Practice & Procedure of Parliament" by M. N. Kaul ; page 372 (interruption).

"There cannot be any debate on a statement at the time it is made by the Minister There is, however. no bar on a notice being given for a devate on a subsequent date on a matter contained in the statement." So I cannot allow you giving your notice now.

"Only one question can be asked by each member whose names appear in the List of Business. If the question so asked is disallowed, the member cannot normally ask another question. No questions may be permitted to be asked if such is the desire of the House. When the Speaker is satisfied that sufficient number of questions have been answered, he may procceed to the next item."

Accordingly I am proceeding to the next item of the Business.

To day in the List of Business 5 Demands viz Demand Nos. 2—Land Revenue, 33—Forest, 30 Prnsion & Other Retirement Benefits, 31—Privy Purses & Allowances of Indian Rulers and 42—Payment of Commuted Value of Pensions are to be disposed of.

Moreover, there are 3 Demands viz. 11-Jails, 12—Police and 29—Famine Relief carried over from the List of Business for 3rd July, 1972 will be taken up to day the 4th July, 1972.

Hon'ble Member Bajuban Reang may move his Cut Motion

শ্রীবাজুবন রিয়াং—ডিমাণ্ড নং ১২—পুলিশের এই ডিমাণ্ডের খাতে ২,৫৭,২৯,০০০ টাকা ধরা হয়েছে এবং ঐ ডিমাণ্ডের যে আইটেমে সাব আইটেম—আইটেম ওয়ান 'এ' বর্ডার পুলিশ ঐ খাতে ১,৫৭,০০০ টাকা ধরা হয়েছে ঐ বর্ডার পুলিশের উপর ১,৫৭.০০০ টাকা প্রয়োগ নীতি সম্পর্কে আমার একটি কাট মোশান আছে। আমার কাট মোশান হচ্ছে সীমান্ত অঞ্চলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চোরাকারবার বন্ধের সরকারী ব্যর্থতা সম্পর্কে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় গত বছর পূর্ব পাকিস্তানের সংগে ভারতের যে যুদ্ধ হল এই যুদ্ধে আমরা অনেক কষ্ট ভোগ করেছি

এবং সবই আমরা স্বীকার করে নিয়েছি। আমাদের এই কষ্ট ভোগ মেনে নেওয়ার পেছনে আমাদের একটি উদ্দেশ্য ছিল। তাহা এই চিরদিনের মত পাকিস্তানের সংগে ভারতের যে বৈরী মনোভাব ছিল সেই মনোভাবটি শেষ হবে। শেষ পর্যন্ত আমরা যুদ্ধে জিতলাম এবং নূতন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল এবং নূতন রাষ্ট্র বাংলাদেশের সংগে ভারতের বন্ধুত্ব হল। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা সেই বন্ধুত্ব বজায় রাখতে গিয়ে ভারত সরকারের সংগে বন্ধুত্ব হওয়ার আগে চোরা কারবার যেমন ছিল সেই রকমই আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যতদূর জানি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের মাধ্যমে এইসব চোরাকারবার বন্ধ করা হয়। এই চোরাকারবার বন্ধের জন্য সরকার প্রতি বছর অনেক টাকা খরচ করে থাকেন। এবারও এই টাকা খরচ করার জন্য বাজেটে ধরা হয়েছে। এটা খুব ভাল কথা। কিন্তু গত ২৫ বছরের ইতিহাস যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব যে দিনের পর দিন আমাদের এখান থেকে জিনিষপত্র ওই দিকে পাস হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে বন্ধু রাষ্ট্র বাংলাদেশের সংগে চুক্তি হয়েছে—আমরা পত্রিকায় দেখেছি কোন সরকারী গেজেটে দেখিনি—পত্রিকায় দেখেছি যতগুলি জিনিষ হেড লোডে করে আমরা আনতে পারব এবং তারাও নিতে পারবে। এরপর আবার কিছুদিন পর দেখেছি সেটি বন্ধ হয়ে গেছে। এবং বন্ধ হওয়ার পর কি হল আমাদের এখানে কতগুলি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ চোরাই পথে বেআইনী ভাবে বেআইনী পথে চলে যাচ্ছে। ফলে কেরোসিন, পেট্রল, কাপড়, তেল, সাবান, সূতা, সিমেন্ট এদের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। এই সব জিনিষপত্র যদি চুক্তিপত্রের মাধ্যমে একটা কোটা যদি থাকত এবং সরকারের মাধ্যমে যেত তাহলে আমাদের আয়ের পথ বাড়াতে পারতাম। সেই হিসাব নিকাশ যদি সরকারের থাকতো তাহলে আমাদের এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য আশঙ্কা হচ্ছে তা হতে পারত না। সেটি হয়েছে এই সরকারের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ব্যর্থতার জন্য। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আর. ডাব্লিও. এস. রিং ওয়েল করতে পারছে না, অনেক কন্ট্রাক্টার কাজ নিচ্ছে না, অনেক Primary Health Centre construction হওয়ার কথা কিন্তু অনেক কন্ট্রাক্টর কাজ নিতে রাজী হচ্ছেন না সেটির কারণ নাকি হচ্ছে সিমেন্ট নাকি নেই এবং যাও বা পাওয়া যায় তা কালো বাজারে অনেক নাকি দাম। ফলে যে এষ্টিমেটেড কষ্ট তার চেয়ে অনেক বেশী খরচ পরে। আমি আমার ডিমাণ্ড আলোচনায় একটি ঘটনা—সিমেন্ট চুরির ঘটনা উল্লেখ করতে চাই। এটি হচ্ছে গত জুন মাসে আজ থেকে একমাস আগে গাড়ীর নম্বর টি. আর. এ ৮২৫ এই গাড়ীতে করে শ্রীমাণিক বর্দ্ধন এই কন্ট্রাক্টারের হেফাজতে যে সিমেন্ট ছিল সেই ষ্টক থেকে চুরি করে পাচার করেছেন। এবং যারা চুরি করেছেন এবং যারা পাচার করেছেন আমি যতটুকু জানি আমার কাছে যতটুকু রিপোর্ট আছে সেই অনুযায়ী ও, সি, যতনবাড়ী—নাম হয়েছে বি. পি. নাইথনি আর এস. আই. যতনবাড়ী পি এস. শ্রীসাধন মজুমদার। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে পাচার হচ্ছে এর পিছনে পুলিশের কারসাজি আছে, পুলিশের যোগসাজসেই এই সব পাচার হচ্ছে। আমি যতদূর জানি শ্রীসাধন মজুমদারের কারসাজিতেই এই ১৫০ বস্তা সিমেন্ট ঐ দিকে পাচার হয়ে গিয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় যে সিমেন্ট কন্ট্রাক্টার মাণিক বর্দ্ধনকে এলট করা হইয়াছিল ...

মিঃ ডেঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য নাম বলবেন না expunged হয়ে যাবে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই সীমান্ত পুলিশকে জোরদার করার জন্য ত্রিপুরা সরকার যে টাকা রেখেছেন, সেই টাকা খুব বেশী কাজে লাগবে না। কারণ আমি দেখেছি পুলিশের কারসাজিতেই আমাদের এখান থেকে জিনিসপত্র পাচার হয়ে যাচ্ছে এবং পাচারের কাজে পুলিশ সহযোগিতা করছে। আমরা দেখছি যে আমাদের এখানে সুপাড়ি, মাছ, নারিকেল, শুকনো মাছ আসতে দেওয়া হচ্ছেনা, ঐদিকের পুলিশ তা কেড়ে রেখে দেয়, কিন্তু আমাদের দিক থেকে অবাধে সমস্ত জিনিষ বাংলাদেশে যাচ্ছে। আমাদের বন্ধুরাষ্ট্র বাংলাদেশ ভাল কথা, কিন্তু একটা চুক্তির মাধ্যমে যাতে সেটা হস্তান্তর হয়, আমাদের দরকারী জিনিষ যাতে আমরা পাই এবং আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ যেগুলি আছে সেগুলি যেন চুক্তির মাধ্যমে আমরা পাই, সেজন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব যাতে একটা চুক্তির মাধ্যমে এটা হয়, বে-আইনী যাতে বন্ধ হয়, পুলিশের বে আইনী কাজকে যাতে প্রশ্রয় না দেওয়া হয়। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই পুলিশ ডিমাণ্ডের উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমি আরেকটা ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই সেটা হচ্ছে চেয়ার দখল আন্দোলন। ছাত্র পরিষদ সমর্থক দলের ছেলেরা নাকি চেয়ার দখল আন্দোলন আরম্ভ করেছে। গত ২৫শে মে ডিরেক্টার অব এড়ুকেশন অফিস এবং কৃষি দপ্তর অফিসে নাকি চেয়ার দখল আন্দোলন হয়েছিল এবং সেটার নেতৃত্ব নাকি দিয়েছিলেন রাধু গুপ্ত এবং তার আসল নাম হচ্ছে অমর গুপ্ত...

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—নাম বলবেন না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—নাম না বললে বুঝবেন কি করে। কোন্ রাজত্বে আমরা বাস করছি তা বুঝিয়ে বলতে হচ্ছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই অমর গুপ্ত হচ্ছেন বর্তমানে আমাদের যিনি মুখ্যমন্ত্রী, উনার পিয়ারের মানুষ। এই অমর গুপ্ত সিংহ মন্ত্রীসভার চক্ষুশূল ছিলেন। এখনকার মন্ত্রীসভা হচ্ছে পিয়ারের লোক। উনার নেতৃত্বে চেয়ার দখল আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, চেয়ার যদি খালি থাকে এবং কর্মচারীরা চেয়ারে উপস্থিত হয়ে যদি কাজ না করে থাকেন, তাহলে এই চেয়ারে যাতে কাজ হয়, তারজন্য সরকারী আইন আছে, কর্মচারীরা যদি অফিসে না যান, তহলে তাদের বেতন কাটতে পারেন, তাদের সাসপেণ্ড করতে পারেন। সমস্ত কিছু আইনানুসারে হতে পারে, কিন্তু একদল শিক্ষিত যুবককে লেলিয়ে দিয়ে এই যে চেয়ার দখল আন্দোলন আরম্ভ করেছেন, সেটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে করেছেন এবং সরকারের এই যে দৃষ্টি-ভঙ্গী তার দ্বারা সমাজের কোন উপকার হবে বলে আমার মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে একটা বিবৃতিও আমরা পত্রিকায় দেখেছি যে, আমাদের মাননীয় সদস্য এই হাউসের মধ্যে যিনি আছেন—শ্রীতাপস দে উনি বিবৃতি দিয়েছেন যে, এই যে চেয়ার দখল আন্দোলন চলেছে, তার সঙ্গে ছাত্র পরিষদের কোন সম্পর্ক নেই।......

শ্রীতাপস দে—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কোন্ পত্রিকায় আমি বিবৃতি দিয়েছি সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রীবাজুবন রিয়াং--উনার নামে একটা বিবৃতি ছাপান হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—বিবৃতি ছাপায় নাই বলছেন?

শ্রীতাপস দে—না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং--এই তাপস দে'র নামে, অন্য কোন লোক হয়তো উনার বদনাম করার জন্য পত্রিকায় ছাপিয়েছে। ঐ পত্রিকার বিরুদ্ধে আপনি প্রিভিলেজ মুভ করুন।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—তাপস বাবু এটা অস্বীকার করছেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—উনি প্রিভিলেজ মোশান মুভ করুন। আমি বলেছি যে অন্য কেউ উনার বদনাম করার জন্য হয়তো ছাপিয়ে দিতে পারে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তাপস বাবুর নামে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে সেটা এক্সপাঞ্জ করা হউক।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—এক্সপাঞ্জ করা হবে। আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে। আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মনতলা চা বাগানের শ্রমিকরা তাদের মজুরী, ভাতা বাড়ানো এবং পেনশন ইত্যাদির দাবীতে ধর্মঘট করেছিল, ফলে সেই চা বাগান বন্ধ হয়ে আছে, সেই বাগানের মালীক নাকি ঐ বাগানের দুই চার জনের নামে কোর্টে লিষ্ট দিয়েছে এবং সেখানে পুলিশের ক্যাম্প বসানো হয়েছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২১শে জুন সারা ত্রিপুরা ভিত্তিক ভূমি আইন সংশোধনের দাবীতে বিধান সভাতে এবং মফঃস্বলে এস, ডি, ও অফিসগুলিতে ব্লক অফিসে গণ ডেপুটেশন মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে এবং কৃষকসভার আন্দোলন হয়েছিল, সেই আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য ব্লক অফিসগুলি এবং এস, ডি, ও অফিসগুলি পুলিশে ভর্ত্তি করে রাখা হয়েছিল এবং ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছিল, সামগ্রিকভাবে ব্লক এর সঙ্গে জনসাধারণের যে সম্পর্ক ছিল সেটা নষ্ট হয়ে গেল। আমার বক্তব্য হল যে কংগ্রেস সরকার কতকগুলি অপপ্রচার করেন, কার্য্যক্ষেত্রে তাঁদের জনসাধারণের সামনে যেয়ে কোন বক্তব্য রাখার সাহস নেই, কারণ তাদের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ নেই, জনসাধারণকে ভয় করে এটাই তার দৃষ্টান্ত।

সেই গণডেপুটেশনের নেতৃত্ব আমি দিয়েছিলাম, কিন্তু দেখলাম যে পুলিশ, মিলিটারী,

ডি. এম. পি. সেখানে মোতায়েন করা হয় কারণ বি. ডি. ও সাহেব ভয় পাবেন। আমরা আমাদের খাদ্যের দাবীতে, আইন সংশোধনের দাবীতে আমরা বলতে চাইছি, কেন সরকার ……(রেড লাইট)

আমাকে আর পাঁচ মিনিট সময় দিন স্যার।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার—দুই মিনিটে শেষ করুন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—আমরা দেখছি যে সরকার সবসময় প্রচার করে থাকেন ব্লক অফিসার জনসাধারণের কল্যাণের জন্য ব্লকে থাকেন। কিন্তু আমরা দেখি যে কংগ্রেস সরকারের যে ব্লক অফিসারকে. তাদের যে কাজ করার কথা সেটা না করে পুলিশ দিয়ে ঘেরাও করে রাখতে হয়, পুলিশ দিয়ে নিজের চেয়ার দখলে রাখতে হয়, কেন সেটা করা হয় আমরা পরিষ্কার বুঝি যে তার কারণ হচ্ছে যে জনসাধারণ মন্ত্রীকেও ঘেরাও করে ধরবে, মন্ত্রী যখন সেই ফাঁদে পড়বে, তখন তিনি বলবেন যে বি. ডি ও'কে যখন ঘেরাও করছিলে কি হয়েছিল, মন্ত্রীর কাছে গেলে টের পাবে অর্থাৎ মন্ত্রীর খুঁটিকে বি. ডি. ও দিয়ে পাহারা দেওয়ার জন্য অর্থাৎ বি. ডি. ও. কে আমি দুর্নীতির খুঁটি বলে অভিহিত করতে চাই।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, একটা ঘটনা হয়েছে কিছুদিন আগে। টাকারজলার একজন পুলিশ, নাম হচ্ছে নেপাল চক্রবর্তী। বাজারবার দিন সূর্যকুমার দেববর্মা যখন একটি মুরগী বিক্রীর জন্য বাজারে এসেছিলেন তখন এই পুলিশ কনষ্টেবল সূর্যবাবুর হাত ধরে টেনে পুলিশ ষ্টেশনে নিয়ে আসে। তাকে মুরগী বিক্রির কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে আমার বাড়ীতে চাল নাই, তাই আমি মুরগী বিক্রি করতে এসেছি। কিন্তু দারোগা বাবু বললেন যে না, তুমি মুরগী চুরি করে নিয়ে এসেছ, তুমি পাঁচ টাকা দিয়ে আমাদের কাছে বিক্রি করে চলে যাও। সে তখন দিল না। তখন তাকে কোর্টে চালান দেওয়া হল। প্রত্যেক জায়গায় এই অবস্থা আমরা দেখতে পাই। গাবর্দি বাজারে মদ খাওয়ার পর একজন ড্রাইভারের সংগে পিটাপিটি হয়েছিল। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের একজন মার্কসবাদী কর্মীকে অ্যারেষ্ট করে আনা হয়েছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি গত পাক ভারত যুদ্ধের সময় ত্রিপুরা সরকারের পুলিশের কি ভূমিকা ছিল। আমাদের উপজাতি অঞ্চলে সন্ত্রাস চালিয়েছে যে তোমাদের এখানে মিজো আছে, সাংক্রাক আছে এবং প্রায় বাড়ী থেকেই ১০ টাকা, ১৫ টাকা করে নিয়ে গেছে। তখন এই ব্যাপারে আমি মন্ত্রীদের বাড়ীতেও গিয়েছি। তখন ছিল সিংহ সরকার। তিনি এখন নাই। কিন্তু সমাজের বুলি এখনও আওড়ান হচ্ছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা দেখেছি যে বড় বাজেট বইটার ১৩৬ পৃষ্ঠায় একটা হেড আছে, 'এ-৫'। সেখানে ৫০,০০০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। আমরা জানি না সেটা কি ভাবে খরচ হবে। আমরা এটাতে কয়েকজন বেকারকে প্রভাইড করতে পারতাম। আমি যতদূর জানি এর দ্বারা পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কে কি করেছে সেটা লক্ষ্য রাখবার জন্য। ঐ

কর্মচারীরা ঐ অফিসেই বেতন পাচ্ছেন, আবার এই টাকা থেকেও বেতন পাচ্ছেন। এই ৫০ হাজার টাকার কোন অডিট হয় না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যতদূর মনে হয় এই সরকারের সাহস নাই জনসাধারণের কাছে সমস্ত প্রকাশ করে কাজ করার। সেজন্য যে আইনী ভাবে পুলিশকে কিছু টাকা দিয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন যে সমস্ত কর্মচারী করে সেই সমস্ত কর্মচারীদের রাইটকে খর্ব করার জন্য এই ব্যবস্থা করেছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডায়েটের প্রসঙ্গে আমি কিছু বলছি। হাজতে যারা ঢুকেন তারা লিষ্ট মত ডায়েট পান না। আমি শুনেছি সাব-জেলার যারা আছেন তাদের মাছ, ডাল, চাল কিনতে হয় না। সেটা ঐখান থেকেই হয়ে যায়। সংবিধানে প্রতিশ্রুতি আছে যে, যে সব ব্যক্তিকে পুলিশ সন্দেহ করে ধরে আনবে তাদের উপযুক্ত খাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করছে এই সরকার তাদের সামান্য সুবিধাতে ভাগ বসিয়ে। আপনারা ট্রেজারী বেঞ্চের কেউ যদি হাজত ভোগ করে থাকেন তাহলেই এটা আপনারা জানতে পারবেন। যারা হাজত ভোগে তারা অপরাধী নয়। পুলিশ সন্দেহক্রমে তাদের ধরেছে। বিচারের পরে তারা অপরাধী হতে পারে। সুতরাং তাদের সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবহারের প্রতিশ্রুতি সংবিধানে আছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশের এই দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য আপনার মাধ্যমে হাউসের কাছে বক্তব্য রেখে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করলাম।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এখানে যে জেল এবং পুলিশ ডিমাণ্ড এসেছে তাকে আমি সমর্থন করছি। বর্ত্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যতেও যতদিন পর্য্যন্ত সমাজের মধ্যে সরকার থাকবে ততদিন পর্য্যন্ত সমাজে পুলিশের প্রয়োজন আছে। যেদিন সরকার উঠে যাবে সেদিন অন্য কথা। কিন্তু তার আগে সমাজ যতদিন সরকার দ্বারা পরিচালিত হবে ততদিন পর্য্যন্ত পুলিশের প্রয়োজন আছে। পুলিশের প্রয়োজনীয়তা অন্য সব কিছুর চাইতে কম নয়। সমাজের উন্নয়ন করতে যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির সঙ্গেও পুলিশ জড়িত আছে। কিন্তু দেশের যে আইন-শৃঙ্খলা, সমাজের আইনকে ফাঁকি দেওয়ার যে প্রপোকতা সমাজের এক শ্রেণীর মধ্যে দেখা যায় তারজন্য এর প্রয়োজন আছে এবং এইজন্যই এই যে বাজেট এসেছে আমি তাকে সমর্থন করছি।

নূতন নূতন বিভাগ করে এইসব কাজ করতে হবে, সেজন্য নীতিগতভাবে পুলিশের যে বাজেট সেটাকে আমি সমর্থন করছি এবং সেই সংগে সমাজবাদের যে নীতি, সেটারও প্রয়োজন আছে কারণ সমাজবাদে প্রত্যেকটি আইন সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয়, সেজন্য এটাকেও আমি সমর্থন করছি। কিন্তু এই বাজেটের আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী পক্ষ থেকে যে সমস্ত কাট মোশান তারা এখানে রেখেছেন এবং তার মাধ্যমে যে সব অভিযোগ আর গ্রিভেন্স দেখাবার চেষ্টা করেছেন, তার মধ্যে কোন যুক্তি নেই। তবে কতগুলি যে আলাদা অভিযোগ করেছেন, সেগুলির সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নেই এবং সেগুলির উত্তর মাননীয় মন্ত্রীরা দিবেন। তবে আমার কথা নীতিগতভাবে তারা যে এগুলি এনেছেন, তার মধ্যেও একটার সঙ্গে আর একটার কনট্রাডিকশন

রয়েছে। সেটা হচ্ছে, মাননীয় সদস্য যিনি পুলিশের বেতন বাড়াবার জন্য তাঁর বক্তব্য রেখেছেন, তাতেও তিনি বলেছেন যে পুলিশ অত্যাচারী এবং অন্যায়কারী। এখন পুলিশ যদি অন্যায়কারী হয় এবং পুলিশকে দিয়ে যদি অন্যায় কাজ করানো হয়, তাহলে ঐ পুলিশের জন্য এবং তাদের বেতন বাড়াবার জন্য তাদের এত কুম্ভিরাশ্রু কেন? (অপজিশন পার্টি থেকে চীৎকার)—আরে, আপনারা যখন বলেন, তখন তো আমরা সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলিনা? এখন কি আঁতে ঘা লেগেছে? আপনারা আগে তো আমার যুক্তিগুলি শুনবেন। কাজেই তাদের জন্য হঠাৎ করে আপনাদের এত কুম্ভীরাশ্রু হল কেন? আজকে সরকার বলছেন যে ত্রিপুরার সমস্ত কর্মচারীদের জন্য একটা পে-কমিশন বসানো হবে এবং সেই ক্ষেত্রে পুলিশের বেতন কাঠামোর মধ্যে যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে সেটা অবশ্যই রিভিয়্যুতে আসবে। কাজেই তারা একদিকে পুলিশকে বলছেন অত্যাচার করছে, অন্যায় করছে আবার অন্যদিকে সমস্ত কর্মচারীদের বলছেন আমরা তোমাদের জন্য লড়াই করছি। কাজেই তারা যা বলছেন, তাঁদের এই কথা দুইটির মধ্যে কোন সঙ্গতি নেই। এর পরে নীতিগতভাবে যেটা এনেছেন সেটা হচ্ছে—Withdrawal of C.R.P., B.M.P., S.R P.F., and U.P.P.A.C. etc. আজকে ভারতবর্ষ একটা বিরাট দেশ। কাজেই কেন্দ্র তার সুবিধার জন্য নিজেরা একটা পুলিশ ফোর্স রেখেছেন এবং প্রয়োজন-বোধে প্রত্যেক জায়গাতে পুলিশ রাখতে হয় এবং তা যদি করা হয় তাহলে ভারতবর্ষের পুলিশ বাজেটটা অনেক বড় হয়ে যাবে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—এখন তো আর তা হবেনা, এখন বন্ধুরাষ্ট্র হয়েছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত- বন্ধুরাষ্ট্র বলে কোন কথা নেই। রাজ্য থাকলে পুলিশও রাখতে হবে। বন্ধুরাষ্ট্রের মধ্যেও যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে স্পাইংএর কাজ করতে হবে এবং বিভিন্ন সভ্য দেশেও এটা আছে—তাদের নিজস্ব সিক্রেট সার্ভিস আছে। বন্ধুত্ব এমন একটা জিনিস, সেটার একটা অনুসন্ধান রাখতে হবে, বন্ধু আমায় ছেড়ে যাচ্ছে কিনা সেটাও ভাল করে দেখতে হবে কিন্তু আমরা সারা ভারতবর্ষের পুলিশ বাজেটকে বড় করতে চাই না আর সেজন্যই সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স রাখা হয়েছে এবং তারা প্রয়োজনবোধে বর্ডার পাহারা দেবে আবার অন্য কাজ যদি কিছু থাকে, তাহলে সেটাও করবে। এরপরে বলেছেন সীমান্ত অঞ্চলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চোরাকারবার বন্ধে সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে। কাজেই এই নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের চোরাকারবারী রোধ করার জন্য এই পুলিশের দরকার আছে। কিন্তু আমরা জানি যে অপজিশন দলের কর্তব্য হচ্ছে সরকার যাতে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে, সেজন্য সুষ্ঠু পথের নির্দেশ দেওয়া। কিন্তু তারা নীতিগতভাবে এইসব কাট মোশান আনতে গিয়ে এমনই কাজ করেছেন যে একটা আর একটার কন্ট্রাডিক্টরী হয়ে গেছে। কাজেই আমাদের বর্ডার যদি থাকে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যাতে পাচার না হতে পারে এবং আইন শৃঙ্খলা যাতে অবনতির দিকে না যায়, সেজন্য আমাদের পুলিশ রাখতেই হবে। এবং সেজন্যই এইসব বি, এম, পি.

এবং সি. আর. পি. রাখতে হচ্ছে। অথচ তারা বলছেন যে তাদেরকে উঠিয়ে দেওয়া হউক। কাজেই তাদের যদি সত্যি উঠিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সীমান্ত অঞ্চলে চোরাকারবারী আরও বেড়ে যাবে এবং তারাও এর সুযোগে সরকারকে বেশ করে গালাগালি দেওয়ার সুযোগ পাবে। কাজেই তাদের ঐ নীতিগত ভাবে এইসব আনার প্রতি আমার সামান্যতম সমর্থন নেই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে বাজেটকে সমর্থন করছি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে পুলিশ যা যা করছে, তার সবটাই আমি সমর্থন করছি। আমি বাজেটকে সমর্থন করছি এইজন্য যে পুলিশ যেন ন্যায় অনুযায়ী কাজ করে এবং আইনের যে সব বিধান আছে, সেগুলি যাতে পুলিশ সঠিকভাবে মেনে চলে। আর তারা যদি সেটা করতে না পারে, তাহলে তাদের যেখানে দোষত্রুটি আছে সেগুলি সম্পর্কে আমি এই বাজেট আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে দেখাবার চেষ্টা করব। বাজেটে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের তিনটি ডিস্ট্রিক্ট হয়েছে এবং পুলিশ ডিপার্টমেন্ট নূতন নূতন লোক নিয়োগ করছে। কিন্তু গ্রামের ক্ষেত্রে যে চৌকিদার রয়েছে, সেখানেও যে আইনের বিধান রয়েছে, সেই চৌকিদারের ক্ষেত্রে তাদের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে বলে আমার কিছু জানা নেই। তবে আমার ধারণা আছে যে মহারাজার আমলে যে চৌকিদার ছিল, সেগুলিকেই রাখা হয়েছে। আজকে সরকারের যদি এই নীতি হয় যে আর চৌকিদার রাখা হবেনা তাহলে সেটা আমাদের স্পষ্ট করে জানানো উচিত যে আর চৌকিদার রাখা হচ্ছে না। কিন্তু একটা জিনিষ দেখা যায় যে গ্রাম থেকে যদি ইনফরমেশান আনতে হয় তাহলে ঐসব চৌকিদার-দের ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সেটা সার্ভিসেবল হবে বলে আমি নিজেও মনে করি। কারণ ত্রিপুরাতে আজকে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মধ্যে এবং যেখানে দুই দিন পরে আমাদের পঞ্চায়েত হচ্ছে এবং আমরা তাদের হাতে গ্রামের যে আনুসাঙ্গিক কাজ সেটার ভার দিতে যাচ্ছে, অবশ্য সরকার অন্য ভাবে করতে চাইছেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে অনেক সংবাদ তারা পান না। তাই আজকে যদি এই চৌকিদারদের সেখানে রাখা হয়, তাহলে গ্রামের মধ্যে জন্ম মৃত্যুর যে সংবাদ, সেটা কালেক্ট করে ভাল একটা ষ্টেটেটিক্স সরকার পেতে পারেন। এই ক্ষেত্রেও অবশ্য নূতন একটা আইন হয়েছে, যেটা নাকি হেলথ ডিপার্টমেন্ট রাখছেন, কিন্তু তা সত্বেও যদি এই চৌকিদারদের রাখা হয় এবং তাদের মাধ্যমে সংবাদাদি কালেক্ট করে যে ভাইট্যাল ষ্টেটিক্স রাখা হবে, সেটা আরও বেশী শক্তিশালী হবে বলে আমার বিশ্বাস। কাজেই এদিক দিয়ে চিন্তা করে দেখার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলব এবং গ্রামেতে যাতে আরও বেশী করে চৌকিদার রাখা যায় কিনা, সেটা তিনি ভেবে দেখবেন। আমার ধারণা বর্ত্তমানে যে পরিমাণ অফিসার আছেন, তাদের সঙ্গে অধস্তন বা নন গেজেটেড কর্মচারীর সংখ্যা এই বাজেটের মধ্যে অত্যন্ত কম। আমি অবশ্য জানি না, এই বাজেটে কি প্রভিশান রাখা হয়েছে। (শ্রীবাজুবন রিয়াং—কাকে বলছেন, পুলিশ মন্ত্রী যে এখানে নেই?) হাঁা, এটা ঠিক কথা যে পুলিশ মন্ত্রীর বাজেট ডিস্কাশনের সময়ে উপস্থিত থাকা উচিত এবং তিনি যদি উপস্থিত থাকেন তাহলে সরাসরি তিনি আমাদের বক্তব্যটা বুঝতে পারবেন এবং সেটা ভালও হয়। কাজেই বর্ত্তমানে নন গেজেটেড

যে সমস্ত পোষ্ট, যেগুলির অভাব আমরা নানা কারণে অনুভব করছি, সেগুলির সংখ্যা উর্ধতন কর্মচারীদের সংখ্যানুপাতে আরও বাড়ানো উচিত। আমরা গত কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করছি যে ডি-এস-পি, সার্কেল ইন্সপেক্টার ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ানো হয়েছে কিন্তু সেই সঙ্গে সাব-ইন্সপেক্টার বা অন্যান্য নীচু পদে তেমন কিছু বাড়ানো হয়েছে বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কাজেই নীচের দিকে যাতে কর্মীর সংখ্যা বাড়ে, সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দৃষ্টি দেবেন বলে আমি আশা করছি।

আর একটি হচ্ছে পুলিশের কথা। আজকে বিশেষ ভাবে আমি বলব তারা কর্তব্য সম্পাদন করছেন না এবং আমাদের নাকের ডগার মধ্যেই করছেন না সেটি হচ্ছে ওভার লোড। ওভার লোড ধরার জন্য আগরতলা সহরের উপকণ্ঠে আশ্রম চৌমুহনীতে একটি যন্ত্র বসানো হয়েছে। সেই যন্ত্রটির জন্মক্ষণ থেকেই সেটি বিকল হয়ে আছে এবং এই বিকলত্ব দূর করার জন্য বিগত ৫।৭ বছরের মধ্যে পুলিশ বিভাগ কিছুই করতে পারছেন বলে আমার মনে হয় না। এখনও সেই যন্ত্রটি বিকলত্ব নিয়ে গাছগাছড়া এবং ঝঙ্কার নিয়ে সে সেখানে বিরাজ করছে। আমার মনে হয় আজকে সরকারের পক্ষে এটা খুবই উপযুক্ত সময় এই যে ওভার লোড ধরার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটি আবার নূতন করে চালু করার ব্যবস্থা করা। যাতে গাড়ীগুলিতে যে মাল যায় তাতে ওভার লোড ধরা হয়। সরকার যদি একেবারে কিছুই না করতেন তাহলে আমার বলার কিছুই ছিল না। সরকার অর্থ ব্যয় করেছেন একটা খরচ করেছেন কিন্তু একটা যান্ত্রীক গোলযোগের জন্য যে যান্ত্রীক গোলোযোগ আজকে ৫।৭ বছর যাবত শেষ হচ্ছে না এই যাদের বক্তব্য সেখানে এই ওভার লোড বন্ধ করার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ রাখব। আর ওভার লোড শুধু ট্রাকগুলিতেই হচ্ছে তা নয়। তার মধ্যে পেসেঞ্জারও যথেষ্ট যাচ্ছে। জীপগুলি আছে তাতেও ওভার লোডের শেষ নেই। কিন্তু যাকেই জিজ্ঞাসা করুন আরতলায় যেসব পুলিশ ঘুরে বেড়ায় এমন কি পুলিশের বড় কর্তারাও তাদের জিজ্ঞাসা করুন—কিন্তু ফল কি হয় পরের দেখেও সেই একই অবস্থা। ২০।২২ জন জীপে করে যাচ্ছে। একটি ট্যাক্সিতে ১১ জন নাকি হল নাষ্য সেটি নাকি এসোসিয়েশানের ডিসিশান তারা প্রকাশ্যেই বলে থাকেন। ত্রিপুরার পুলিশ বিভাগ বা এস, টি, এ, কেউই সেদিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন না। কিন্তু আজকে পুলিশের এটা মস্ত বড় কর্তব্য। আজকে একটা স্বাধীন দেশের নাগরিকের এইভাবে যেতে হবে কেন। গাড়ীর যদি প্রয়োজন হয় তাহলে লাইসেন্স আরও দিক। আজকে ছেলেদের সরকার থেকে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তাদের দিয়ে কো-অপারেটিভ করিয়ে তাদের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক। সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্ল্যান হচ্ছে, পরিকল্পনা হচ্ছে—কত গাড়ীর সর্ট আছে কত লোক চলাচল করছে সেই হিসাব নিয়ে কত গাড়ীর দরকার হবে তার ব্যবস্থা করতে হবে আমার কথার অর্থ এই নয় যে পুরণ করার পরেই ওভার লোড বন্ধ হবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে আমাদের এই ত্রিপুরা নূতনভাবে পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়েছে তাই পুলিশ বিভাগেরও উচিত এই ওভার লোডকে একটা সিষ্টেমেটিক ওয়েতে

বন্ধ করা। পণ্ডিতজী একবার বলেছিলেন "I am not interested in excuse I am interested in getting the things done." আমি তাই বলব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছিলেন হাইকোর্টের রুলিং আছে। সেটি আমার কাছে বড় কথা নয় রুলিং যদি থেকে থাকে কি করে সেটি করা যাবে আইনে যদি থাকে তবে আইনের পরিবর্তনও আছে। তিনি কথাটা স্পষ্ট করে বলেন নি। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে এই কেইসগুলি দূর যদি করতে হয় তাহলে ৩।৪ মাসের জন্য অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেসী তৈরী করে এবং যদি দরকার হয় তাহলে টেম্পরারী পোষ্ট ক্রিয়েট করে লোক নেওয়া হউক যদি বর্তমান ষ্টাফে না হয়। ত্রিপুরা রাজ্যের এই ওভার লোড আজকে এস, পি, এবং সামনে ম্যাজিষ্ট্রেটদের সামনে মন্ত্রীদের চোখের সামনে অনবরত হচ্ছে সেটি বন্ধ হওয়া দরকার।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—আমি তাড়াতাড়িই শেষ করছি স্যার, আমার কাছে আর একটি জিনিষ অত্যন্ত বেদনার মনে হয়েছে যদিও এই অর্থে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য মেনশান করেছিলেন—নিশিবাবু আমাদের একজন এম. এল, এ. এমন কি ঘটনা ঘটল যে জন্য উনার বাড়ীতে সার্চ করার প্রয়োজন পরল অথচ উনার বাড়ীতে কিছুই পাওয়া যায় নি। এই জিনিষটা আমার কাছে ভীষণ ভাবে লেগেছে। তিনি একজন এই এসেমব্লীর সভ্য এমন কি কারণ ঘটল তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর বাড়ীতে সার্চ করার প্রয়োজন পরল অথচ উনার বাড়ীতে কিছুই পাওয়া যায়নি যাতে সার্চের কারণ যাষ্টিফাই করতে পারে। এই কাজটি আমার কাছে অত্যন্ত অন্যায় বলে মনে হয়েছে। তাই আমি বলব এই এসেমব্লীর সদস্য যারা আছেন এইটুকু প্রিভিলেজ তাদের পাওয়া উচিৎ যখন তাঁরা এসেমব্লীর কাজে বাইরে থাকেন এবং তাঁদের বাড়ীতে সার্চ করার প্রয়োজন পরে তখন তাঁদের জন্য অপেক্ষা করে তাঁদেরে বাড়ীতে আসার সুযোগ দেওয়া উচিত। এটা সভ্য দেশের নাগরিক হিসাবেও একটা অধিকার। এই বলে যে মূল বাজেট এসেছে তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী। মাননীয় সদস্য আপনি ৫ মিনিট বলবেন।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসে ১২ নম্বর যে ডিমাণ্ড রেখেছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী, আমি তাকে সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের যে কাট মোশান তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। পুলিশ সমাজ জীবনে একটা গুরুত্বপুর্ণ স্থান নিয়ে আছে। মানুষের শান্তি এবং সমৃদ্ধির জন্য এবং দেশে শাসন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশের একান্ত দরকার—দুষ্কৃতকারীদের পুলিশকে ভয় করার কারণ থাকতে পারে কিন্তু শান্তিপ্রিয় সাধারণ মানুষের পুলিশকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নাই। পুলিশ একদিকে জনতার বন্ধু কিন্তু এটা দুই দিক থেকে বুঝা দরকার যে বন্ধু হিসাবে তাদের দিক থেকে আমাদের যে ব্যবহার

পাওয়া দরকার তা আমরা আশা করি সেটি পাওয়া দরকার আর যারা ভয় করে পুলিশকে তার কতগুলি কারণও আছে। বাজুবান বাবু বলেছেন তিনি পুলিশের যে রূপ দেখেছেন এটা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক তাদের দিক থেকে পুলিশকে ভয় করার কারণ আছে। অতীতে ত্রিপুরার ইতিহাস থেকে আরম্ভ করে দীর্ঘদিন আমরা দেখেছি যারা সমাজদ্রোহী তারা পুলিশকে ভয় করবে এটা স্বাভাবিক। তাই আজকে এই কল্যাণকামী রাষ্ট্রের পক্ষে পুলিশ হচ্ছে একমাত্র নির্ভরশীল জায়গা। কাজেই পুলিশের জন্য ভয়ের কারণ নাই। আমরা দেখেছি পশ্চিমবঙ্গে একটা শান্তিপ্রিয় জনতার মধ্যে যে উশৃঙ্খলতা যে মৃত্যুর লেলিহান জিহ্বা তারা দেখিয়েছেন তা চাপা দেবার জন্যই বর্তমান কংগ্রেস সরকার জনতার আশীর্ব্বাদ পাচ্ছে।

আমরা দেখেছি যে পশ্চিমবঙ্গে পুলিশকে নিস্ক্রিয় করে কিভাবে জনগণের জনজীবনের মধ্যে অশান্তি, হতাশা, বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, রাষ্ট্র-প্রধানের রাষ্ট্রিয় মর্য্যাদাকে কোথায় নিয়ে এসেছিল। আমরা দেখেছি এই অবিচার এবং অত্যাচার থেকে সেখানকার শান্তিপ্রিয় জনগণ কিভাবে প্রতিকার করতে চায়, রাষ্ট্রকে সুন্দর করতে চায়, আমাদের মহান নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বকে কায়েম করতে চায়। পুলিশ জাতির কল্যাণকামী ব্যক্তির প্রয়োজনে, পুলিশ জনগণের বন্ধু। তবে এর সাথে সাথে একথাও বলার আছে আমরা অনেক সময় পুলিশের কাছ থেকে এমন ব্যবহার পাই যার দ্বারা, আমরা যে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে গর্ব করি, সেটা কোন কোন ক্ষেত্রে মলিন হয়ে যায়। মাননীয় সদস্য শ্রীতড়িৎ বাবু বলেছেন, আমি তার পুনরাবৃত্তি করতে চাইনা। তিনি গাড়ীর অভার লোড সম্পর্কে যা বলেছেন, তা সত্য। আসামের সীমান্ত থেকে দীর্ঘ পথ অতিক্রান্ত করে আসে, আমরা দেখতে পাই গাড়ী ও ট্রাকের মধ্যে অভার লোড নেয়, থানার পাশে পুলিশ দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ বাধা দেয় না, এটা বাস্তবিক সত্য। আরেকটা কথা তড়িৎবাবু বলেছেন চৌকিদারের কথা। এই চৌকিদার সাধারণ শ্রেণীর মানুষ, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করলে পরে একদিকে গ্রামীন জীবনে বেকার আছে, তার কিছু সুরাহা হবে, তাদের দ্বারা বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংবাদ আনা এবং পুলিশের কাছে পরিবেশন করা সহজ হয়। অন্যদিকে এই চৌকিদার গ্রামের মধ্যে থেকে অনেক সংবাদ রাখতে পারে এবং যারা গোপন কার্য্যকলাপ চালান তাদের সংবাদও তারা দিতে পারে। তড়িতবাবু যে কথাটা বলেছেন, আমি মনে করি পুলিশ বিভাগের এদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার আরেকটা জিনিস আমি দেখেছি, বর্ত্তমানে ধর্মনগরে জনসংখ্যার মধ্যে অপরাধ যেভাবে চলছে, সেটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কয়েকদিন আগে এই হাউসের মধ্যে একজন সদস্য বলেছেন হত্যাকাণ্ডের কথা। অবশ্য তিনি বলেছিলেন পুলিশী আক্রমণ, তা ঠিক নয়। উপর্য্যুপরি ডাকাতিও সেখানে চলছে। আমার মনে হয় এর পেছনে সমাজদ্রোহীদের কার্যাকলাপও আছে। এই যে পুলিশ আছে, তার যে ব্যর্থতা, তার জন্য দুঃখ লাগে। শান্তিপ্রিয় জনগণ কায়ক্লেশে কিছু অর্থ যোগাড় করে আনে, কিন্তু রাত্রে হঠাৎ তাদের আক্রমণ করে সেইসব নিয়ে যাচ্ছে। এই যে অসহায় সমাজ জীবনে, উশৃঙ্খল, অত্যাচার নির্ব্বিবাদে চলতে দেওয়া হচ্ছে সেটা দেখে দুঃখিত হচ্ছি। আশা করব ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ

বিভাগ এদিকে সজাগ থাকে যাতে শান্তিপ্রিয় জনতাকে দুর্বৃত্তদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে। যদি অনুসন্ধান করা যায়, তাহলে দেখা যাবে কি একটা নির্মম অবস্থা সেখানে চলছে। হাউসের মধ্যে একটা নয়, তিনটি হত্যাকাণ্ডের কথা তোলে ধরা হয়েছে। নির্বাচনের পরবর্তীকালে এই হত্যাকাণ্ড হয়, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এখন পর্যান্ত আসামী ধরা হয়নি। একটার পর একটা হত্যাকাণ্ড চলছে, কিন্তু একটা আসামীও ধরা পড়েনি, এটা আশ্চর্য্যের বিষয়। সেই অঞ্চল একটা সন্ত্রাশ টেররিজমের মধ্য দিয়া চলছে। আমরা দেখেছি স্যাংক্রোক আন্দোলন দমনের জন্য পুলিশের ভূমিকা। আমরা তেমনি দেখতে চাই যারা অত্যাচারী দানব হিসাবে জনগণকে বিভ্রান্ত করছে তাদের হাত থেকে শান্তিপ্রিয় জনগণকে পুলিশ মুক্ত করবে আমি আমার বক্তব্য সংক্ষেপ করছি। আজকে পুলিশকে ভয় করে কারা? যারা আজকে জনগণের মধ্যে বিশৃঙ্খলা জিয়ীয়ে রাখতে চায়, তাদের ভবিষ্যৎ চায় না, যারা যুক্তফ্রন্ট আমলে পশ্চিম বঙ্গে যে অবস্থা হয়েছিল, আজকে সেই অবস্থা সৃষ্টি করতে চায়, তাদের পক্ষে পুলিশকে ভয় করা স্বাভাবিক। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণ পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা ত্রিপুরায় হউক চায়না, ত্রিপুরার মানুষ ত্রিপুরায় তা হতে দেবে না। তারা পুলিশের সক্রিয় ভূমিকাকে সাহায্য করবে। পুলিশের এই বাজেট সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডপুটি স্পীকার—পাথী ত্রিপুরা। পাঁচ মিনিটে শেষ করুন।

শ্রীপাথী ত্রিপুরা—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়; পুলিশের ডিমাণ্ডের উপরে যে অর্থমন্ত্রী সমর্থন চেয়েছেন, আমি তার বিরোধিতা করি এবং তার উপর যে কাট মোশান এসেছে তার পূর্ণ সমর্থন জানাই। আমি এই সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে প্রথমে এটাই বলতে চাই যে অনেকেই ভয় করে, গণতন্ত্র, সমাজবাদ তার আসল চিহ্ন হিসাবে সূর্য্যোদয়ের মত প্রমাণ করে দিতে চেয়েছেন। উদয়পুরে ১৯৭১ সনের লোকসভার নির্ব্বাচনের সময় দশরথ দেববর্মা, বর্ত্তমানে যিনি লোকসভার সদস্য, তাঁর ভাষণের সময় যে বোমা মারা হয়েছিল, জনসভাকে পণ্ড করার জন্য চেষ্টা করেছিল, এটা সম্পর্কে আমার মনে হয় এই সরকার জনসাধারণের দাবি দাওয়ার যে চাপ, সেটাকে সহ্য করতে না পেরে, ভীত হয়ে এই বোমা ফেলার ব্যবস্থা করেছিলেন। কারণ তখন এই জনসভা পুলিশ ক্যাম্প থেকে বেশী দূরত্বে নয়। উদয়পুর টাউন হল ময়দানে সেই জনসভা হয়েছিল। আমি এটাকে ইন্দিরা গান্ধীর সমাজতন্ত্রের প্রথম প্রতীক চিহ্ন বলে মনে করি। শুধু এটা নয়, সারা দেশে আজকে পুলিশের সন্ত্রাশ চলছে। গত কিছুদিন আগে চাম্পামুড়ায় উপজাতি সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার করা হয়েছিল, এই সরকার পুলিশকে লেলিয়ে দিয়েছিল, সমস্ত জনসাধারণকে বাড়ীঘর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল একটা মদ বিক্রির অজুহাতে। শুধু এটাই নয়, ডুম্বুরনগরের কথা ভাবতে গেলে এই সরকারের যে শাসন পরিচালনা করার কায়দা কানুন নিয়ে বর্ত্তমানে মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের লজ্জা হওয়ার কথা। কারণ আপনারা সবাই জানেন রাইমা সরমাতে ১৯৭১ সালে বিকাশ সরকার নামে একজন দারোগা পাঠিয়েছিল,

ঐ দারোগা সমস্ত এরিয়া ঘুরে ঘুরে সারাদিন মস্তানদের মত প্রতিটি গ্রামে গ্রামে ঘুরে কুখ্যাত পথ বেছে নিয়ে ৬০ হাজার টাকা ঘুষ নিয়েছে। প্রতি গ্রাম থেকে আদায় করেছে, তার তথ্য আমি দিতে পারি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার—নাম বলবেন না।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা—সেই বিকাশ সরকারকে বদলি করে, সুধাংশু দাশকে সেখানে দেওয়া হল, সেই সুধাংশু দাশ গণ্ডাছড়ার জনসাধারণের মধ্যে একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তুলেছিল, মদ মাংস, মুরগী, টাকা বিভিন্ন ভাবে সেই জনসাধারণ থেকে আদায় করেছিল। বর্তমানে যেটা বাংলাদেশ আমরা বলি, ঐ বাংলাদেশ থেকে কিছু লোক সেখানে এসেছিল, কিন্তু তার অত্যাচারে থাকতে না পেরে বাংলাদেশে চলে গেছে, এখনও ১৫০ পরিবার শরণার্থীর মত আছে। এই রাইমা সরমা থেকে আরম্ভ করে ডুগরাই বাড়ী হয়ে জয়ন্তিবাড়ী পর্যন্ত এই সমস্ত এরীয়ার মধ্যে যারা বাস করে, তারা ডাকাতের উপদ্রবে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে লোক এনে জায়গা দিয়েছে, এই করেছ, সেই করেছ এইসব অজুহাতে ভুরি ভুরি টাকা আদায় করেছে, এই ব্যাপারে মনে হয় এই হাউসে সদস্যবৃন্দ যারা আছেন, তারা আমার ষ্টেটমেন্ট পড়েছেন, আমি দেশের ডাক পত্রিকার ষ্টেটমেন্ট দিয়েছিলাম। (রেড লাইট) মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, স্যাংক্রোক এর যে কার্যকলাপ, তা আমরা অস্বীকার করিনা। কিন্তু একদিকে জনসাধারণের উপর পুলিশী সন্ত্রাস, অন্যদিকে পুলিশের যে ডাকাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করা তাতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। সেই সম্পর্কে বলতে গেলে আমার অনেক সময়ের দরকার, রাইমা সরমার কয়েকটি জায়গায় ডাকাতি হয়েছিল, পাশাপাশি পুলিশ ক্যাম্প সি, আর, পি ক্যাম্প আছে, পুলিশ বীট অফিস আছে, কিন্তু তারা সেই ডাকাতি রুখতে পারেনি। আমার মনে হয় এখানে পুলিশ চক্রান্ত করে ডাকাতকে সাহায্য করে ডাকাতি করিয়েছে। আমি এখানে বলতে চাই, এই যে আমাদের মাননীয় মন্ত্রীরা যে গণতন্ত্র, গণতন্ত্র বলেন, এটা কি গণতন্ত্রের কলংক মনে করেন না, সেকথা আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করতে চাই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, জগবন্ধু-পাড়ায়...

মিঃ ডেঃ স্পীকার--মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা--আমি শেষ করছি স্যার। জগবন্ধুপাড়া ট্রাইবেল কলোনীতে যে ট্রাইবেলদের জমি জমা আছে, সেটা অন্তত: পক্ষে পাঁচ দ্রোণের মত জমি গণ্ডাছড়ার সুধাংশু দাশ দারোগা বে-আইনি ভাবে এখন সেখানে দখল করে বসে আছে। তাছাড়া আমি অনেক উদাহরণ দিতে পারতাম মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, কিন্তু আমার সময় শেষ হয়ে গেছে, তাই বসে পড়ছি।

Mr. Dy. Speaker—Now I would call on Shri Radha Raman Nath. 5 minutes.

শ্রীরাধারমন নাথ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ১২ নম্বর ডিমাণ্ডের উপর বিরোধী পক্ষ যে কাটমোশন এনেছেন আমি তার বিরোধিতা করি এবং ডিমাণ্ডের পক্ষে সমর্থন জানাই। পুলিশকে যারা ভয় করে তারা সেটাও একটু চিন্তা করে দেখা দরকার। সাধারণ মানুষ যারা তাদের পুলিশকে ভয় করার কোন কারণ নাই। আমাকে সময় খুব কম দেওয়া হয়েছে। তাই আমি অল্প কথায় শেষ করছি। শনিছড়া কনষ্টিটিউন্সীতে ইলেকশনের পরবর্তী সময়ে একজন দারোগা খুন হন এবং তাকে কেন্দ্র করে আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বিধানসভার প্রারম্ভে গভর্ণরের ভাষণকে উপলক্ষ্য করে নানারকম কলঙ্কজনক কথা বলে তারা বিধানসভা থেকে বেরিয়ে যান। কেন বেরিয়ে গেলেন বুঝলাম না। দারোগা যখন মারা যান তখন তো তাদের কাছ থেকে কোন কথা শুনতে পেলাম না। যখন আসামী বা সেই গুণ্ডাদের ধরার জন্য সেখানে পুলিশ দেওয়া হল তখন দেখলাম তারা চীৎকার করছেন জনজীবন বিপন্ন। সেখানে নাকি পুলিশের বাড় জানি চলছে। আবার যখন নাকি দীর্ঘদিন সেখানে পুলিশ রাখার পর পুলিশ উইথড্র করা হল তখন তারা চীৎকার আরম্ভ করলেন যে সরকার পুলিশ দেয় না সেজন্য জনজীবন বিপন্ন। পুলিশের যে দা, তার দুই দিকেই ধার। এখন সেটা কোন্ দিকে কাটবে সেটা বুঝা মুশকিল। এই যে পর পর সেখানে তিনটা খুন হয়ে গেল সেই খুনের বিরুদ্ধে বলছেন, আবার পক্ষেও বলছেন। কাজেই কোনটা যে ঠিক সেটা বুঝে উঠা মুশকিল। অবশ্য পুলিশের সম্বন্ধে যে কলঙ্ক আছে সেটাও ঠিক। আমরা ধর্মনগর থেকে আগরতলা যখন আসি তখন পুলিশের যে অবস্থা দেখি সত্যিই কলঙ্কজনক। কাজেই বর্ত্তমান বিধানসভার কাছে প্রস্তাব রাখব যে পুলিশের দুষ্কৃতি রোধে চেষ্টা করবেন। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি ১২নং ডিমাণ্ড যেটা অর্থ মন্ত্রী এনেছেন এটাকে আমি সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার বক্তব্য রাখছি যে পুলিশের জন্য এবং পুলিশ ডিপার্টমেন্টের জন্য যে বরাদ্দ রাখা হয় এবং পুলিশকে প্রতিপালন করা হয় তার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের মধ্যে যে অন্যায় অবিচার চলছে, চুরি, ডাকাতি রাহাজানি চলছে এইগুলিকে দমন করাই পুলিশের কাজ এবং এটাই যাতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হয় সেজন্য বেশী পুলিশ দরকার হয়. সি আর. পি. রাখা দরকার হয়। কাজেই এটার যৌক্তিকতা অত্যাধিক এবং সেজন্যই আমি এটাকে সমর্থন করছি। তবে এখানে বিরোধীরা যে

কাটমোশনগুলি এনেছেন তার বিরোধিতা করতে গিয়ে বলতে হচ্ছে যে মাননীয় সদস্যরা বলছেন মদ খেয়ে ঝগড়া করেছে দুইজন আর পুলিশ ধরে এনেছে। আমার এটাই বক্তব্য যে মদ খেয়ে মাতলামি করলে তাদের যদি পুলিশ না ধরে তাহলে কি তারা বলতে চান যে ত্রিপুরার সমস্ত মানুষ মদ খেয়ে মাতলামি করুক অথচ পুলিশ ধরবে না? তাই যদি হয় তা হলে যারা বলছেন সমাজের মধ্যে সুশৃঙ্খলতা, সমাজের মধ্যে শান্তি ইত্যাদি আনার জন্য, একদিকে যেমন চীৎকার চলছে, অন্যদিকে একজন মাতাল যদি মাতলামি করে তাহলে পুলিশ যদি তাকে ধরতে যায় তাহলে তারা দিবে বাধা। এটা কি রকম ব্যাপার। এমন অবস্থায় তারা যে কাটমোশনগুলি এনেছে এবং কাটমোশানগুলির সমর্থনে যে যুক্তি দিয়েছে সেগুলি একটা অন্যটার পরিপন্থী বলেই আমি কাটমোশনগুলির বিরোধিতা করছি। তবে পুলিশের যে দায়িত্ব সমাজের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সেখানে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি যে হচ্ছে না এমন কথা নয়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের চিত্র তুলে ধরলে কোন কোন অঞ্চলে গেলে বলে যে বাবু আমরা তো গণতন্ত্র পেয়েছি, স্বাধীন হয়েছি কিন্তু পুলিশের ব্যাপার দেখলে মনে হয় বৃটিশ আমলে যা করত সেইরকম অবস্থাই চলছে। আজকে পুলিশের যে দায়িত্ব সেটা হচ্ছে সমাজের মধ্যে ধারক ও বাহক। গণতান্ত্রিক সমাজ বলতে যা বুঝায় মানুষের সুখ শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার একটা দায়িত্ব তাদের আছে, সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের এই ধারণা করলে চলবে না যে দমন করাই তাদের নীতি। তাদের সেবা করাই একটা নীতি থাকা উচিত। তাদের এটাও জানা উচিত যে গণতান্ত্রিক সরকার তাদের টাকা দিচ্ছে শুধু মানুষকে পেটানোর জন্য নয়। তাদের অত্যাচারের জন্য নয় তাদের সেবা করার একটা দায়িত্ব আছে। আমি এই সঙ্গে একটা উদাহরণ দিতে চাই যে মুটিকরায় পি. এস. এর যে ওসি আছে তার সম্পর্কে একটা বক্তব্য এখানে না রেখে পারছি না। সেটা হচ্ছে এই কিছুদিন আগে উনি কিছু বাঁ হাতের কাজ করতে গিয়ে একটা কেস্ গ্রহণ করেন নি। যে লোকটা কেস্ নিয়ে গিয়েছিল যেহেতু সে বাঁ হাতের কাজ বলতে যা বুঝায় তা দিতে রাজী হয়নি তাই তিনি কেস্ নিলেন না এবং আমি জানি এটা আই. জি পি. এর নোটিশে নেওয়া হয়েছে এবং সাক্ষ্য প্রমাণ হয়ে গেছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই কেসের কোন সুরাহা হয়নি। এইরকম মাঝে মাঝে আমরা দেখি। তখন মনে হয় যে পুলিশকে সমাজের সেবা করতে, অন্যায় অবিচার দমন করতে পাঠানো হলো তারাও যদি এমন করে সমাজের নিরীহ মানুষ যখন বিচার চায় তখন যদি বিচার না পায় তাহলে মানুষ যে এটা ব্রিটিশের আমলের একটা ধারাবাহিকতা ত্রিপুরার কোন কোন জায়গায় আজও চলছে। ত্রুটিবিচ্যুতি আছে এটা ঠিক, কিন্তু তাই বলে বিরোধীদের আত্মপ্রসাদ লাভ করার কিছু নাই। এখানে দেখা যায়, যেট আমিও জানি যে তারা বহু অত্যাচার করে, অবিচার করে, এটা ঠিক। কোথায় করে যদি কোথাও উৎশৃঙ্খলতা আসে, যদি মানুষের উপর অন্যায় অবিচার হয় বড় বড় সম্প্রদায়ের দ্বারা, বিশেষ করে কোন কোন রাজনৈতিক দলের লোকেরা, তাহলে পুলিশ সেখানে বাধ্য হয়ে ল্যাঠা ঔষধ

দিয়ে তাদেরকে সেই কাজ থেকে বিরত করে। তারপরে এখানে মাননীয় সদস্য নিদি বাবুর ব্যাপারে যে কথাটা এসেছে, এটা সত্যি মর্মান্তিক, বিধান সভার একজন মাননীয় সদস্য এর বাড়ীতে পুলিশ গিয়েছে, এটা আমি মনে করি অন্ততপক্ষে বিধান সভার যিনি স্পীকার বা ঐ ধরণের কর্তৃপক্ষের আদেশ নিয়ে পুলিশের সেখানে যাওয়া উচিত ছিল। যাহউক আমি এখানে যে ১২নং ডিমাণ্ডটি এসেছে, তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যেসব কাটমোশান এসেছে, সেগুলির বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের সামনে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় যে ডিমাণ্ড নাম্বার টুয়েলভ—পুলিশের জন্য ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন, তার চাওয়াটা স্বাভাবিক। অহিংসার কণ্ঠীতে হিংসার ধুম্রজাল সৃষ্টি করে জনজীবনকে একটা সন্ত্রাসের ভিতর ঠেলে দিয়ে যখন জনজীবনকে ক্ষুন্ন করবার প্রয়োজন হয় তখন এই কংগ্রেসের তথাকথিত ঘোষিত নীতি, গণতান্ত্রিক সমাজবাদের রূপ দিতে গিয়ে এই যে পুলিশ, সেটা নিতান্তই দরকার এই বিষয়ে রুলিং পার্টির মাননীয় সদস্যরা বিরোধী পক্ষ থেকে যে সব কাট মোশান আনা হয়েছে, সেগুলির বিরোধিতা করতে গিয়ে বলেছেন। নতুবা আজকে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যে একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার বিষয়ে, সাধারণ মানুষের উপর আজকে সমাজদ্রোহীদের যে আক্রমণ, যে অত্যাচার এবং তাদের সঙ্গে পুলিশের যে যোগসাজস, এটাকে কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। এটা আমাদের কাটমোশানগুলির বিরোধিতা করতে গিয়ে অসাবধানতা বশতঃ মাননীয় রুলিং পার্টির সদস্যদের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আজকে পুলিশ, আমরা পুলিশের নিষ্প্রয়োজন এই কথা বলতে চাইনা। কিন্তু এই পুলিশ এর একমাত্র কাজ হচ্ছে সমাজের মধ্যে নিপীড়িত অংশের মানুষকে রক্ষা করা এবং সমাজের মধ্যে যারা সবল অংশের মানুষ দুর্বল এর উপর আক্রমণ করে, শোষণ করে, অন্যায় করে, দূর্ণীতি করে তাদের বিরুদ্ধে ঐ পুলিশের কাজ হবে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা। আর সমাজের মধ্যে যাতে কোন প্রকার দূর্ণীতি প্রবেশ না করতে পারে, তা দেখাই হল এই পুলিশের কর্তব্য। কিন্তু আমরা তাদের অবস্থা কি দেখছি? দেখছি সবই উল্টো। আমি খুব বেশী দূরের বক্তব্য রাখতে চাই না। এই আগরতলা শহর থেকে যদি আপনারা গাড়ীতে চেপে ভেলিয়ামুড়ার দিকে যান, তাহলে দেখতে পাবেন যে আশ্রম চৌমুহনীতে একটা বাঁশ রাস্তার মধ্যে রেখে দেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্যটা কি? উদ্দেশ্য হচ্ছে, তাদের মাসিক চুক্তির টাকা আদায় করা। আর এর জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দিগকে আহ্বান জানাই, আমার কথা যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন, তাহলে চলুন আমার সঙ্গে, দেখুন আজকে মাসের ৩।৪ তারিখ এবং এই সময়টা হচ্ছে তাদের আদায় উশুলের সময়। এভাবে যান রাণীরবাজার, যান জিরানীয়াতে, সেখানে পুলিশ বাবুরা খাতা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, লাল টুপী মাথায় পরে। এটারও উদ্দেশ্য হচ্ছে ঐ তাদের মাসিক চুক্তির টাকা আদায় করা। কাজেই এই পুলিশ যদি আজকে সমাজের রক্ষক হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের সমাজের মধ্যে দূর্ণীতি

ঢুকাচ্ছে কারা? আজকে আমাদের দেশের ছেলেরা, আমাদের দেশের যুবকেরা, আমাদের দেশের ছাত্ররা পুলিশকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এইসব করতে হামেশাই দেখছে এবং তারা তাদেরকে এইসব দুর্নীতি করতে দেখছে। এবং তারাও এটা তাদের কাছ থেকে ক্রমশ: দেখে দেখে শিখে নিচ্ছে এবং এই পুলিশই আমাদের সমাজের মধ্যে দুর্নীতি প্রবেশ করাচ্ছে এবং এই দুর্নীতি সংক্রামক রোগ এর মতই আমাদের সমাজদেহের মধ্যে প্রবেশ করছে। এর জন্য দায়ী কারা? দায়ী হচ্ছে আজকে যারা দেশের শাসকগোষ্ঠি, তারা, আর এই শাসকগোষ্ঠি আজকে পুলিশ ছাড়া এক মুহূর্ত্তের জন্য থাকতে পারে না। তাই আমি বলব, এই শাসকগোষ্ঠি আজকে আমাদের সমাজের যারা নিপীড়িত, যাঁরা বঞ্চিত মানুষ তাদের রক্ষা করতে পারবে না। আর এই পুলিশ সমাজের মধ্যে যারা অন্যায়কারী, যারা দুর্নীতিবাজ, তাদের রক্ষাকর্ত্তা হিসাবেই কাজ করছে। এবং এই শাসকগোষ্ঠি আজকে আমাদের সমাজদেহে ঐ পুলিশের মাধ্যমে অন্যায়, অত্যাচার এবং দুর্নীতি ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তাই এই শাসকগোষ্ঠির রক্ষাকর্ত্তা এই পুলিশের বিরুদ্ধে আমরা যখনই কিছু বলব, তখনই চীৎকার উঠবে এক ধারছে। আজকে আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে, ল এণ্ড অর্ডারের ক্ষেত্রে বৃটিশ আমলে যে সব আইন হয়েছিল, সেগুলি এখনও ব্যবহার করা হচ্ছে যদিও আজকে ২৫ বছর গত হতে চল্লো, আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি এবং পুলিশদের হাতে ঐসব ক্ষমতা বা কালাকানুন প্রয়োগ করবার সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে আরও বলেছেন যে, এই পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে আধুনিকীকরণ করবার জন্য অতিরিক্ত ১০ লক্ষ টাকা বাজেটে রাখা হয়েছে। আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কি তাহলে এটাই বুঝব যে আধুনিক প্রথায় তাদেরকে আরও বেশী করে কিভাবে চুরি ডাকাতি শিখানো যায়, সেজন্যই এই টাকা তিনি বাজেটে রেখেছেন? কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে সারা ভারতবর্ষের মধ্যে তথা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যেও এই পুলিশের প্রধানতম কাজ হল গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষকে পর্য্যন্ত মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দেওয়া। আমি খুব বেশী দূরের কথা বলব না স্যার, ঐ জিরানিয়া এলাকাতে যদি যান তাহলে দেখতে পাবেন যে সেখানে এক একজনের নামে ৫।৭ টা করে মিথ্যা মামলা জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর যখন কোন দুষ্ট ব্যক্তি থানায় গিয়ে তাদের আশ্রয় নেয়, তখন সেখানকার বাবুরা জিজ্ঞাসা করেন যে তুমি যে বাবুর নামে নালিশ করতে এসেছ, তার বাড়ীর অবস্থা কি? তার বাড়ীতে যে ঘর আছে তাতে যে ছনের ছানি দেওয়া হয়েছে, সেটা দুই হাত দেড় হাত দিয়েছে কিনা, বা তার বাড়ীতে টিনের ঘর আছে কিনা। এই সব কথা জিজ্ঞাসা করার মানে হল, তাকে চাপ দিলে মোটা টাকা আদায় করা যাবে কিনা। স্যার, এটাই হল আজকের দিনের আমাদের পুলিশের মূল চরিত্র। অথচ তাদের এই চরিত্রকে সংশোধন করতে চাওয়া হয় না বরং তাদের এই চরিত্রকে আরও বেশী করে প্রশ্রয় দেওয়া হয়। অর্থাৎ ঐ শাসক গোষ্ঠি এই দুর্নীতিবাজ পুলিশকে রক্ষা করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। স্যার, এই অবস্থা আজকে শুধু ঐ জিরানিয়াতেই চলছে না। যান বাইকুরাতে, সেখানে দেখতে পাবেন,

এই পুলিশের ভূমিকা কি? যান কৈলাশহরে, যান উদয়পুরে, এমনিভাবে সারা ত্রিপুরারাজ্যের মধ্যে এই পুলিশ গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষকে অনেকগুলি মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দিয়েছে এবং এক একটা মামলা ১০/১২ বছর পর্য্যন্ত চলছে। কাজেই যে মাননীয় সদস্য, আমাদের সঙ্গে একমত হতে পারেন না। তারা যে ঐ দুর্নীতি, অন্যায় এবং অবিচারের সঙ্গে দালালী করছেন, সেই সম্পর্কে আমাদের বিন্দুমাত্র কোন সন্দেহ নেই। আর তা না হলে আজকে কেন এই পুলিশ ঘুষ নিতে চায়? এবং এটা কি প্রশাসনের উপর একটা ব্যভিচার করা হচ্ছে না? তারপর আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাইর থেকে বি. এম. পি, সি. আর. পি. আরও কত কি পুলিশ ফোর্স এখানে আনা হয়েছে এবং তাদেরকে সাবসিডাইজড্ রেটে রেশন দেওয়া হচ্ছে, অন্যান্য সুযোগ সুবিধা তো দেওয়াই হচ্ছে। কিন্তু আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের যারা পুলিশ, তাদেরকে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা তো দূরের কথা, তারা যে সাবসিডাইজড্ রেটে রেশন পাওয়ার কথা, সেটা পর্য্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না। তাদের রেশন দেওয়া হয় এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশকে সাবসিডাইজড্ রেটে রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা নাই। তাই যে বেতন উনারা পান সেই বেতন দিয়ে উনারা পরিবার প্রতিপালন করতে পারেন না এবং অভাবের তাড়নায় এইজন্য পুলিশকে ভিন্ন পথে যেতে হয় রোজগারের জন্য। কাজেই পুলিশের যা ন্যায্য পাওনা সেটি তাদের দিতে হবে। কলিকাতা হাইকোর্ট রায় দিয়েছেন সেন্ট্রাল C.R.P. এবং B.M.P. বাইরে রাখা বেআইনী অথচ এই ত্রিপুরা রাজ্যে এই বাহিনী আছে, এদের সেন্ট্রাল থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত। এক মুহূর্ত এই রাজ্যে রাখতে পারে না। এই রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য এই রাজ্যের পুলিশ বাহিনীর হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা আছে এবং তারাই এটা রক্ষা করতে পারে। আমরা দেখেছি ঐ পূর্ব বাংলায় স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ইয়াহিয়া খাঁ বাঙ্গালীদের হত্যা করার জন্য প: পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানী করেছিলেন। এখানেও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ধ্বংস করার জন্য এই ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ বাহিনীর উপর আস্থা নাই তাই তারা সি. আর. পি, বি. এম. পি. আনা হয়েছে।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—আমি শেষ করছি স্যার, এতে এই শাসকগোষ্ঠি রক্ষা পাবে না। আজকে এই যে ব্যয়বরাদ্দ বেশী ধরা হয়েছে, এটার তাদের প্রয়োজন আছে, নিজেদের গোষ্ঠি-চক্রকে রক্ষা করার জন্যই রেখেছেন এবং এখানে যে কাট মোশান মাননীয় সদস্য এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশীকান্ত সরকার—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, ব্যাপারটা হল এই যে বিরোধী পক্ষ

কখন কি বলে গিয়েছে তা আমি লক্ষ্য করি নাই। তবে সবকিছু না শুনলেও কিছু কিছু যা শুনেছি...

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি ৫ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাকে আর একটু সময় দিন।

মিঃ স্পীকার-কতক্ষণ চান ?

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—১০ মিনিট। এই বাজেটকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি এবং এই যে পূর্ণ রাজ্য হল এইজন্য আরও হয়ত টাকা লাগতে পারে বাজেটে। আর এই যে কাটমোশান এনেছে এইগুলির মধ্যে বিরোধী পক্ষ যে যুক্তি দিয়েছেন এর মধ্যে কোন সারবত্তা কিছুই নাই। এইজন্য সমর্থন করলাম না। * * * * *
এইদিকে সব আমলা সব পুলিশ কর্মচারী সব আমলা চোর আবার বলছে বেতন বৃদ্ধি করা কি সুন্দর কথা।...

Shri Ajoy Biswas—On point of order Sir, সমস্ত আমলা সমস্ত পুলিশ কর্মচারী চোর এই কথা বিরোধী পক্ষ থেকে বলা হয় নাই। (গণ্ডগোল)......কতগুলি ঘটনা উদ্ধৃত করা হয়েছে ...... (গণ্ডগোল) ......বিরোধী পক্ষ থেকে কেউই এই কথা বলেনি। (গণ্ডগোল) তিনি ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। (গণ্ডগোল) ......

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—সরকারী কর্মচারীরা দুর্নীতিপরায়ণ বলেছেন আপনারা, পুলিশ কর্মচারীরা দুর্নীতিপরায়ণ বলেছেন...... (গণ্ডগোল)......

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—আমরা এটা বলিনি স্যার, এটা উইদ্‌ড্র করা হোক। (গণ্ডগোল) ...

শ্রীনিশিকান্ত সরকার-আমি কেন উইদ্‌ড্র করব ? (গণ্ডগোল)...... (বিরোধী পক্ষ থেকে রুলিং দেওয়া হোক)......

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সময় নষ্ট করছেন উনারা........ (গণ্ডগোল)......

---

* Expunged as ordered by the chair on 11. 7. 72

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—উনি বলেছেন বিরোধী পক্ষ থেকে সকল আমলা সকল পুলিশ কর্মচারী চোর (গণ্ডগোল)……

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—আমাকে বলতে দিন। এই যে পুলিশ বাজেট এটাকে আমি… (গণ্ডগোল)……

মিঃ স্পীকার—(অজয় বিশ্বাসকে) মাননীয় সদস্য আপনি কি বলছেন ?

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী পক্ষ থেকে আমরা কেউই বলিনি যে সমস্ত আমলা, সমস্ত পুলিশ কর্মচারী চোর। আমরা যতগুলি দুর্নীতির ঘটনা তুলে ধরেছি সেখানেও আমরা বলিনি সমস্ত চোর, তাদের মধ্যেও ভালও আছে। কিন্তু একথা উনি কেন বললেন যে আমরা বলেছি সমস্ত চোর। এই কথা উনাকে উইদড্র করতে হবে…(গণ্ডগোল…

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিরোধী পক্ষ থেকে যারা বক্তৃতা করেছেন… (গণ্ডগোল)……সবাই ঘুষ ঘুষ আর ঘুষ বলেছেন ……(গণ্ডগোল)……প্রত্যেক সদস্য এক্সজাম্পল্ সেট করে বলেছেন ঘুষ না দিলে কেইস টেক আপ করে না। সবাই যদি এই একজাম্পল্ সেট করতে থাকেন……(গণ্ডগোল)……নিশিবাবু ঠিকই করেছেন।……(গণ্ডগোল)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—আমরা এই কথা বলিনি। বিরোধী পক্ষ থেকে যে কথা বলা হয়েছে তাতে কতগুলি ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে……(গণ্ডগোল)……সেই ঘটনাগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি চান তাহলে অনুসন্ধান করে দেখতে পারেন কথাগুলি সামগ্রিক নয়……(গণ্ডগোল) …… আমাকে বলতে দিন। মাননীয় সদস্য স্পষ্ট এই কথা বলেছেন সমস্ত পুলিশ কর্মচারী চোর, এই কথা বিরোধী পক্ষ থেকে বলা হয়নি……

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—শুধু পুলিশ নয়, সমস্ত আমলা……(গণ্ডগোল) ……

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ব্যাপারে আপনার রুলিং কি জানতে চাই……(গণ্ডগোল)……

Mr. Speaker—This cannot be a rulling (interruption).

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—এই কথা যেটি আমরা বলিনি সেটি উনি কেন বলবেন…(গণ্ডগোল)…

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—তবু যদি উনারা বলেন যে বিরোধী পক্ষ থেকে পুলিশকে চোর বলে নাই তাহলে আমরাও সেটি উইদড্র করব…(গণ্ডগোল)…

Mr. Speaker—আপনারা বসুন। উনি বলছেন, তিনি কতগুলি ঘটনা হাউসের সামনে তুলে ধরেছেন, এই ঘটনাগুলির সঙ্গে যারা জড়িত তাদের সম্পর্কেই বলেছেন ...(গণ্ডগোল...

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—তাহলে তারা এই হাউসের সামনে...(গণ্ডগোল)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—বলার প্রশ্ন নয় (গণ্ডগোল) স্পষ্ট আমার একথা বিরোধী দলের কোন সদস্য সমস্ত পুলিশ কর্মচারী চোর, এই কথা আমরা বলিনি (গণ্ডগোল)

Shri Nishi Kanta Sarkar—আমার কথা হচ্ছে এই পুলিশ বাজেটকে আমি সমর্থন করছি (গণ্ডগোল)

শ্রীবাজুবন রিয়াং—আমার যতটুকু বক্তব্য আপনার মাধ্যমে রেখেছি। উনি যে বলেছেন যে সমস্ত পুলিশ কর্মচারী এবং আমলাকে চোর বলেছি, এটা সত্য নয়।

Mr. Speaker—আমি প্রসিডিংস দেখব। টেপ রেকর্ড দেখব, দেখে তারপর আমি বলব।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—আপনার চেয়ারের মাধ্যমে আমি বক্তব্য রেখেছি......

Mr. Speaker—আপনারা সমস্ত পুলিশ কর্মচারীকে চোর বলেছেন কি অধিকাংশ কর্মচারীকে চোর বলেছেন, আপনারা কি বলেছেন, কি বলেন নাই ঠিক আমার স্মরণে নেই, আমাকে টেপ রেকর্ড বাজিয়ে দেখতে হবে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—আপনার পারমিশন ছাড়া আমরা বলছি সেটা কি আপনি বলতে চান।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—সব কথা মনে রাখা সম্ভব নয়।

Mr. Speaker—আপনার প্রতিটি কথা অনুধাবন করে, আপনি বলেছেন কিনা সেটা টেপ রেকর্ড দেখে আমাকে বলতে হবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—আমরা জোর দিয়ে বলছি। পরে আপনি টেপ রেকর্ড বাজিয়ে দেখতে পারেন।

Mr. Speaker—এখনই টেপ রেকর্ড পরীক্ষা করে দেখা সম্ভব নয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—উনি বলুক যে টেপ রেকর্ড শোনার পরিপ্রেক্ষিতে উইদড্র করছি।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—উনি স্বীকার করুন যে এইসব কথা বলেন নি। ওরা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা এবং পুলিশের দোষের কথাটাই কেবল বলেছেন, সেই জিনিষটাই এখানে নিশিবাবু তুলে ধরতে চেষ্টা করছেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—নিশিবাবু বলেছেন আমরা বলেছি বলে।

মিঃ স্পীকার—আমার বক্তব্য সুস্পষ্ট আমি টেপ রেকর্ড দেখব তারপর আমার বক্তব্য রাখব।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—আমাদের পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে আরও হয়ত পুলিশ বাড়বে. পুলিশ কর্মচারী, হোমগার্ড. সি, আর, পি. আরও বাড়বে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—যদি টেপ রেকর্ড বাজিয়ে দেখা যায় যে উনি যে বলেছেন বিরোধী পক্ষ বলেছেন সমস্ত পুলিশ কর্মচারী চোর, সেটা অসত্য হয় তাহলে তিনি তাঁর কথা উইড্র করবেন (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার—আপনাদের কোন কণ্ডিশনে আমি কাজ করবনা। আই শ্যাল ভেরিফাই দি টেপ রেকর্ড।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—উনি বলছেন আমরা বলেছি, আমরা বলছি আমরা বলিনি। কাজেই. তাঁকে তাঁর অসত্য কথা উইড্র করতে হবে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত—কি করতে হবে কি করতে হবে না, সেটা আপনার চেয়ার থেকে নির্দেশ আসবে। সেটা কোন সদস্য ডিক্টেট করতে পারেন না। চেয়ার টেপ রেকর্ড বাজিয়ে শুনে, সেইমত নির্দেশ দেবেন উইদড্র করতে হবে কি হবে না। মেম্বার ক্যান নট ইম্পোজ এনি কণ্ডিশন আপন অনারেব্যাবল স্পীকার।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—তাহলে আমি হাউস চলতে দেব না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি ভয় দেখাচ্ছেন যে হাঁউস চলতে দেবেন না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, এই সম্পর্কে আমার রুলিং আমি আগেই দিয়েছি।

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা—কালকের ভিতর খবর পাব কি না ?

মিঃ স্পীকার—কালকে যদি সম্ভব হয়, তাহলে কালকেই দেব। আমার বক্তব্যে আমি বলেছি আমি দেখব।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা—যত শীঘ্র সেটা সম্ভব হয়, ততই ভাল স্যার।

মিঃ স্পীকার—আমি দেখব এ্যাজ আরলি এ্যাজ পসিবল।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—আমি তাই বলছি যে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে আরও পুলিশের সংখ্যা বাড়বে। একজন সদস্য মহাশয় বলেছেন যে গ্রামে চৌকিদারের সংখ্যা বাড়াতে হবে। এটা সত্য কথা। কেন বাড়াতে হবে? ......(গণ্ডগোল)। কারণ আস্তে আস্তে ত্রিপুরা রাজ্য ক্ষমতাশীল হচ্ছে। যারা ধ্বংসকার্যে লিপ্ত, পশ্চিমবঙ্গে আমরা দেখেছি তারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন, স্কুল পুড়িয়েছে, কলেজ পুড়িয়েছে এবং রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ধ্বংশ করেছেন। পুলিশকে কারা ভয় করে স্যার? যারা লুটেরা তারাই পুলিশকে ভয় করে। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ যদি থাকে......

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ভেঙেছে, তিনি কি আমাদের উদ্দেশ করে বলছেন কিনা?

এ ভয়েস্ ফ্রম দি রুলিং বেঞ্চ:— না।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাঁদের কাণ্ড দেখে আমার একটা ছোট্ট গল্প মনে পড়ছে। আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি এখানে বলছি।

এক জায়গায় কীর্ত্তন হচ্ছে। এক সাধু সেখানে শুনতে গেছেন। তার ছিল পেট খারাপ— আমাশয়। রাস্তার মধ্যে কীর্ত্তন, কাজেই আশেপাশে কোন জল ছিলনা। কাজেই তাঁর গায়ে যে কম্বল ছিল তাই দিয়ে তাঁকে কাজ সারতে হয়েছে। এরপর যখন সে বসে আছে তখন কীর্ত্তনের মধ্যে গান হচ্ছে 'জানিরে শ্যাম তোর মনের কথা' সাধু ভেবেছে যে হয়তো তাঁর কীর্তিকলাপ দেখে ফেলেছে তাই বলছে সে বলে দেবে। তাদের মনেও স্যার শ্যাম শ্যাম ভাব।

আমার কথা হচ্ছে পুলিশ অন্যায় করে যদি থাকে, তার বিরুদ্ধে অফিসার আছে, এনকোয়েরী আছে, সবকিছু আছে, কিন্তু আজকে জেলখানা থেকে সুরু করে সমস্ত ডিপার্টমেন্টকে এইভাবে আক্রমণ করা, আমাদের যে কর্মচারী পুলিশ আছে তাদের মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। তাই আমি আজকে পুলিশ কি কাজ করছে আমি এখানে উল্লেখ করছি। আজ ১৯৩৮ সন থেকে এই পুলিশ ডিপার্টমেন্টের জন্ম হওয়ার পর থেকে আমরা দেখছি যে সমাজ বিরোধিরা আজ কোথা এসেছে। আজকে সমাজ বিরোধিরা যে নূতন নূতন উপায়ে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে তার জন্য আমাদের পুলিশ দরকার। আমরা আজকে স্কুল ঘর তৈরী করি, সমাজবিরোধি একদল লোক তা ধ্বংস করে, আমরা আজকে হাসপাতাল তৈরী করি তারা পুড়িয়ে দেয়, আজকে তারা

কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি নষ্ট করেছে। যার জন্য আজকে আমাদের সমাজবাদ এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়ে পড়েছে। ডাকাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে। আজকে ডাকাতি যদি হয়ে যায়, তাহলে সেইখানে পুলিশ কি করবে?

আজকে যদি কেউ ডাকাতি সম্বন্ধে রিপোর্ট দিতে আসে, ডাকাতি যদি হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে পুলিশকে যদি গ্রামবাসী সবাই মিলে সাহায্য না করে সেজন্য সবাই দোষী আমি বলছি না। দোষী নির্দোষী এর মধ্যে ধরতে বাধ্য হয়। কাজেই পুলিশকে দেখতে হবে যে একজন দোষী ধরতে গিয়ে নিরপরাধী যাতে ধরা না পড়ে। (রেড লাইট) আমার আরও ৭ মিনিট সময় চাই স্যার। আমার তিন মিনিট গিয়েছে। ডি, এম, হাকিমের কাছে না গিয়ে পুলিশের কাছে আগে যায় গ্রামের লোকেরা। কাজেই এই সংস্কার গুরুত্ব নিশ্চয়ই আছে। সেখানে দেখা গেছে যে এতবড় একটা ডিস্ট্রিক্ট থানার মধ্যে পুলিশ কর্মচারী খুব কম। পুলিশের কাছে বিভিন্ন লোক আসে। দুইজন অফিসার কাজ করে কুলাতে পারে না। কাজেই প্রত্যেক থানায় লোক আরও দরকার। আর ৫/১০ বছর আগের চেয়ে এখন যদি আমরা দেখি তাহলে সমাজ বিরোধীদের যে ধ্বংসের কাজ ছিল আমার মনে হয় দিন দিন সেটা কমের দিকে যাচ্ছে। ওভারলোড সম্পর্কে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে তারা ঘুষ খায়। এটা ঠিক কথা এই জায়গায় আমরা যদি প্রতিবাদ করি তাহলে কিছুটা শিথিল হতে পারে। কিন্তু প্রতিবাদ করলেও ভাল হয় না। কারণ ড্রাইভার এবং পুলিশের মধ্যে যোগাযোগ থাকে। ওভারলোডটা করে কি? পুলিশের কাছে এটা থাকার আগে পিছনে আগে মানুষগুলিকে নামিয়ে দেয়। জায়গাটা পেরিয়ে গেলে পরে আবার মানুষগুলিকে তুলে নেয়। অ্যাক্সিডেন্ট ওভারলোডের দরুণ বেশী হয়। যতক্ষণ না সরকার গাড়ী বেশী বাড়াচ্ছে ততক্ষণ এটা হবেই। ১১/১২ জন না হলে তারা গাড়ী ছাড়ে না। সেই কারণে যাত্রীরা উপায়ান্ত না দেখে গাড়ীতে উঠতে বাধ্য হয়। কাজেই যতক্ষণ সরকারের মাধ্যমে এটার প্রতিবিধান না হচ্ছে ততক্ষণ এটা থাকবেই।

আর জেলখানা সম্বন্ধে বলেছেন যে জেলার নাকি তরকারি কিনে না। এটা কি একটা কথা? আমি জেলখানায় গিয়ে দেখেছি জেলের ভিতরে পাকসী তাদের মধ্য থেকেই ঠিক করে দেয় এবং সরকারের বিধানমত নিজেরা পাক করে নিজেরা খায়। কাজেই জেলার কিভাবে তরকারী নেয় সেটা আমি জানিনা। যদি তারা অনুরোধ করে বলে যে আমাদের সংগে দুটো খান, তাহলে হতে পারে। এছাড়া আমি জানি না। তবে কয়েদীর খোরাকীর ব্যবস্থাটা আমার মনে হয় কম। কারণ বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকরা বেশী কম খায়। তাতে সকলের একরকম খোরাকীতে পেট ভরে না। জেলের দুয়েকটা অন্য দিকও আমি তুলে ধরছি। মান্ধাতার আমলে যে কম্বল দিয়ে রেখেছে সেগুলি যাতে নূতন করে দেওয়া হয় সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা যেন একটু খবর রাখেন এবং তাদের মাঝে মাঝে যেন নূতন কম্বল দেওয়া হয় এবং এই ছেঁড়া কম্বলগুলি যেন বদলানো হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলব যে এইগুলি যেন দেখা হয়। আর তাদের চিকিৎসা সম্বন্ধে যদিও ডাক্তার

জেলখানায় যাবে নিয়ম আছে তবু আমার মনে হয় সাবডিভিশনে ডাক্তারের সংখ্যা অনেক কম। তাই সময়মত গিয়ে তারা পৌঁছতে পারে না। হয়ত ৬।৭ দিন পরে গেল। কয়েদীদের মধ্যে অনেক সময় দেখা যায় যে ১৫ দিনেও দাড়ি কামাতে পারে না।

Mr. Speaker—মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—কাজেই মাননীয় বিরোধী সদস্যদের ভয়ের কোন কারণ নাই। সমাজের ভিতরে যদি আমরা সবাই চুরি ডাকাতি কমিয়ে আনতে পারি তাহলে নিশ্চয়ই পুলিশের বাজেট কমে যেতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ সমাজদ্রোহীরা থাকবে ততক্ষণ পুলিশ বাজেট থাকবে। সেজন্য আমি বিরোধী দলের কাট মোশানের বিরোধীতা করি এবং ডিমাণ্ড সমর্থন করছি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং——মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি দাবী করছি যে টেপ রেকর্ড বাজিয়ে শোনাবার জন্য, এখানে।

মিঃ স্পীকার—এখানে এটা সম্ভব নয়।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—টেপ রেকর্ডটা বাজিয়ে শোনালে আমরা সবাই জানতে পারব যে, আমরা কে কি বলেছি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—এটা কোন্ দেশে রীতি আছে যে আপনি ডিক্টেট করবেন? পার্লামেন্টারী প্র্যাক্টিস এটা নয়।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—যে কথাটা উঠেছে এটা নিয়ে একটা বিতর্ক আছে। আমাদের মধ্যে কোন্ সদস্য এটা বলেছেন, টেপ রেকর্ড বাজালে এটা বের করা যাবে। সমস্ত বিরোধী পক্ষের একটাই বক্তব্য। মাননীয় সদস্য যে তুলেছেন এই অভিযোগটা যে কখন আমরা বলেছি যে সমস্ত আমলা চোর, এটা আমরা শুনতে চাই টেপ রেকর্ড থেকে যে কে বলেছেন এই কথাটা।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—আমি বলেছি যে সমস্ত রিলিফ ডিপার্টমেন্টের আমলারা চোর বলেছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—সবার সামনে জিজ্ঞাসা করে নিন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—স্যার, মাননীয় সদস্য যে অভিযোগটা এখানে তুলে ধরেছেন, সেটা কি অভিযোগ এবং কে কখন বলেছেন, কি বলেছেন, সেটা আপনি উনাকে জিজ্ঞাসা করুন? আর তা না হয়তো টেপ রেকর্ড বাজিয়ে শুনান, তাহলে আমরা বুঝতে পারব যে কে বলেছে এবং কি বলেছে?

মিঃ স্পীকার—এক্ষুনি টেপ রেকর্ড বাজাতে বলছেন? এটা কেমন করে হয়?

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—ইউ শুড নট ডিক্টেট অর ইউ কেন নট ডিক্টেট।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—স্যার, এখানে যেহেতু আমাদের বক্তব্যকে বিকৃত করে বলা হচ্ছে, সেই জন্যই আমি এটা করতে বলছি?

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—স্যার, আপনার রুলিং এর পরেও তিনি সেই কথাটা আবার এখানে রিপিট করছেন যে রিলিফ ডিপার্টমেন্ট চোর, সব পুলিশই চোর। এই ধরণের ঘটনা যদি চলতে থাকে, এটাতো আর একতরফা হতে পারে না—উনি এখনও বলছেন।

মিঃ স্পীকার—আচ্ছা উনি যা বলছেন, সেটা ভেরিফাই করে নেব।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, পুলিশ সম্পর্কিত ব্যাপারটা শুধুমাত্র সরকারী দল এবং বিরোধী দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে, এটা আমি মনে করি না। পুলিশ এমন একটা বিষয়বস্তু যেটা নেশান্যাল ইস্যু হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত। কারণ আমাদের দেশে এখন পর্যান্ত সমাজের মধ্যে বিভিন্ন রকমের সমাজ বিরোধী শক্তি ইত্যাদি নিশ্চয় রয়েছে এবং উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের জন্য পুলিশ এর প্রয়োজন আছে এবং ভবিষ্যতেও অনেকদিন থাকবে, সেই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই।

মিঃ স্পীকার—অর্ডার প্লীজ, অর্ডার প্লীজ।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি নিজে কমিউনিষ্ট হিসাবে এই কথাটা মনে করি যে যতক্ষণ পর্যান্ত ষ্টেটের এ্যাক্জিষ্টেন্স থাকবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এই পুলিশ থাকবে। ষ্টেট হলে পুলিশ কিন্তু......

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যরা, আপনারা যদি এইভাবে গণ্ডগোল করেন, তাহলে মাননীয় সদস্য যে বক্তব্য রাখছেন, সেটা কেউ বুঝতে পারবে না এবং এটা করলে পরে অন্যান্য সদস্যদের তাঁর বক্তব্য শোনার থেকে বঞ্চিত করবেন।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস—কমিউনিষ্ট আদর্শ বা মার্কসবাদ লেনিনবাদ এই কথাটা মনে করেন যে সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে কোন এমন একদিন যখন সমাজের মধ্যে শ্রেণীভেদ থাকবে না এবং শাসক ও শোষিত শ্রেণীর বিলুপ্তি ঘটবে। এই অবস্থায় মানুষের উপর রাষ্ট্রের শোষকশ্রেণীর দমনের যে চিন্তা, সেই চিন্তার বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রেরও বিলুপ্তি ঘটবে। এই রকম একটা পরিস্থিতি আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে না আসা পর্যান্ত, যতক্ষণ পর্যান্ত এই ব্যবস্থায় ষ্টেটের এ্যাক্জিষ্টেন্স থাকবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পুলিশও থাকবে এবং এই কারণেই পুলিশ হচ্ছে একটা নেশান্যাল ইস্যু। আমাদের দেশে এই কথা মনে করার দরকার যে আমাদের দেশের পুলিশ বাহিণী ঐ বৃটিশ আমলেরই সৃষ্ট। কাজেই আমাদের দেশের বিভিন্ন বিচারালয়ে বিভিন্ন সময়ে এই পুলিশ বাহিণী সম্পর্কে এবং বৃটিশ সৃষ্ট আইন কানুন সম্পর্কে অনেক কটু মন্তব্য করা হয়েছে। আমি এই কথা মনে করি যে উৎশৃঙ্খলতা দমনের জন্য এবং বে আইনী কার্য্যকলাপকে দমনের জন্য নিশ্চয় পুলিশ এর দরকার। নিশ্চয় বিরোধী দলের দরকার আবার সেই সঙ্গে সরকার পক্ষেরও দরকার।

আজকে আমার বাড়ীতে যদি ডাকাতি হয়, তাহলে আমি কমিউনিষ্ট বলে পুলিশ ডাকব না এই কথা আমি মনে করতে পারি না। কাজেই এই অবস্থায় পুলিশের সম্পর্কে স্বাধীন ভারতে একটা পরিবর্তিত নীতি গ্রহণ করার দরকার আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার এই ভারতবর্ষের পুলিশ ছাড়া অন্য দেশের পুলিশ দেখার সৌভাগ্য এতদিন হয়নি কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ গত জুন মাসে আমার সোভিয়েট রাশিয়ায় যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। সেখানে মস্কোতে আমি দেখেছি যে লেলিন মোসলিনের সামনে লেনিনের মৃতদেহ দেখার জন্য প্রতিদিন হাজার হাজার লোক এর মিছিল হয় এবং সেই মিছিল কন্ট্রোল করবার জন্য সেখানেও পুলিশ থাকে। কিন্তু সেখানকার পুলিশের ব্যবহার যা দেখেছি, তা আমাদের মত দেশের পুলিশ সম্পর্কে আমার ধারণা পাল্টে দিয়েছে। সেখানে একটা লোক যদি ঐ মিছিল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যত্র যায়, তবে পুলিশ সেই লোককে ভলিন্টিয়ারের মত ধরে আনে, সেলাম করে আবার, সেই মিছিলে দাঁড় করিয়ে দেয়। আমরা বিভিন্ন সময়ে স্কুল কলেজে ভলিন্টিয়ার হিসাবে, মেলায় বা বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছি এবং সেই সমস্ত জায়গায় ভলিন্টিয়ার গুর যে কর্ত্তব্য আমাদের পুলিশেরও সেই কর্ত্তব্য হওয়া উচিত এবং পুলিশ স্যুড বি এ নেশান্যাল ভলান্টিয়ার্স ফোর্স এবং এই হিসাবে তাকে গড়ে তোলা দরকার। এই পুলিশের মধ্যে সবাই দুর্নীতিপরায়ণ নয়, এটা যেমন সত্য নয়, আবার মোটেই দুর্নীতিপরায়ণ নাই, এটাও সত্য নয়। কাজেই এই ব্যবস্থাকে সরকারের এমন ভাবে বিবেচনা করে দেখা দরকার যে আমাদের ভারতবর্ষ স্বাধীন, আমাদের ভারতবর্ষের অগ্রগতির জন্য আমরা সকল পক্ষই সচেষ্ট এবং সেইক্ষেত্রে নূতন অবস্থার সাথে সর্ব্বাঙ্গিকভাবে যাতে খাপ খায়, এমন একটা পুলিশ বাহিনী আমাদের দেশে যাতে তৈরী হতে পারে সেজন্য সরকার সচেষ্ট থাকবেন, এটা আমরা আশা করি। আর পুলিশের মধ্যে নিম্ন কর্মচারীদের বেতন অত্যন্ত কম, এতে কোন সন্দেহ নেই। একটা পুলিশ কর্মচারী সারাদিন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পাহাড়া দেয়, অথচ তার বেতন অত্যন্ত কম কাজেই যারা সাধারণ পুলিশ কর্মচারী, যারা সাধারণ পুলিশ পার্সোন্যাল, তাদের বিভিন্ন জায়গায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে টি, এ, ডি, এ ইত্যাদি সম্পর্কে সরকারকে অত্যন্ত দরদী মন নিয়ে বিবেচনা করা উচিত বলে আমি মনে করি। আর এই পুলিশ শুধু আইন শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়া উচিত, পুলিশ শুধু চুরি, ডাকাতি এবং সমাজ বিরোধী কাজ দমনের জন্য ব্যবহার করা উচিত। পুলিশ কোন অবস্থাতেই গণ আন্দোলনের উপর অথবা অন্য কোনও জনসাধারণের আন্দোলনের উপর ব্যবহার হওয়া উচিত নয়, এটা যেন সরকার ভালভাবে খেয়াল রাখেন। কাজেই এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে পুলিশ সম্পর্কিত ব্যাপারে আমাদের দেশের পুলিশ এর মধ্যে এটা অনস্বীকার্য্য এখন পর্য্যন্ত। আমি এখানে আবারও বলছি যে সমস্ত পুলিশই দুর্নীতিপরায়ণ, এটা সত্য মিথ্যা, কেউ বলছেন বা বলছেন না, এটা আমি বলছি না। তবে পুলিশের মধ্যে দুর্নীতি যথেষ্ট আছে এটা সত্য এটা শুধু আমার কথা নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন বিচারালয়ের বিচারপতিরা বিভিন্ন সময়ে এই রকম মন্তব্য করেছেন। যদিও আমি এখানে এর সম্পর্কে কোন কোটেশান দিচ্ছি না, তাহলে, সেগুলি দিতে পারি। কাজেই আজকে আমাদের দেশের পুলিশকে ঢেলে সাজাতে হবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, ভারতবর্ষের আজকের অগ্রগতির সাথে, ভারতবর্ষের সমস্ত আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের সাথে ভারতবর্ষের

পুলিশ বাহিনী, ভারতের নেশানাল ভলানটিয়ার্স ফোর্স হিসাবে সমাজের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এগিয়ে যেতে পারে আজকের সমস্ত ক্রটি বিচ্যুতি বৃটিশ আমলের সৃষ্টি এইগুলি এখন পর্যান্ত পুলিশ বাহিনীর মধ্যে রয়েছে তাকে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্ত্তন করে একটা সুশৃঙ্খল সুসংবদ্ধ এবং জাতির সম্পূর্ণ প্রয়োজনে লাগে বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য বেআইনী অবস্থাগুলি দমনের জন্য এই পুলিশ বাহিনী গঠনের জন্য এবং বৃটিশ আমলের ক্রটি বিচ্যুতিগুলি পালটে ফেলে আজকে নূতন করে এই পুলিশ বাহিনীকে গঠন করতে হবে। তার জন্য ত্রিপুরার এই বিধান সভা সম্পূর্ণ ভাবে দরদী হয়ে মনোনিয়োগ করবেন একটা নূতন স্পীরিট সৃষ্টি করার জন্য পুলিশ বাহিনীর মধ্যে যাতে তারা নিজেরাও মনে করতে পারে আমরা একটা দমনের যন্ত্র নই এই ধারণা পাল্টে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। এবং পুলিশ পার্সোনেলদের বেতন বৃদ্ধির বিষয়টিও দরদের সাথে বিবেচিত হবে এটাও আমি অনুরোধ রাখব এই কথা বলে আমি পুলিশ ডিমাণ্ডের বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার —Now I will request Hon'ble Finance Minister to give reply to the debate.

Shri Debendra Kishore Choudhury—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আপনার মাধ্যমে সদস্যদের বক্তব্য সম্পর্কে আমার বক্তব্য রাখছি। আমি আজকে এইটুকু জানিয়ে দিচ্ছি আমরা যে নূতন সরকার গঠন করছি এই সরকার আজ যেন মায়ের কোল থেকে শিশু দূরে চলে গেলে বাইরে গেলে আবার যেন মায়ের কোলে ফিরে আসতে পারে। যারা আজকে সুন্দর ভাবে জীবন যাপন করতে চায় তারা যেন সুন্দর ভাবে শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতে পারেন দেশের মধ্যে যারা আইনকে মেনে চলতে চায় তাদের উপর যেন কোন বাধার সৃষ্টি না হয় এই সমস্ত আমরা লক্ষ্য করব এই জন্য আমরা প্রতিজ্ঞা করে এসেছি তাই আমি আবার বলছি যদি শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজন হয় তাহলে এই পুলিশ বাহিনী ১০ গুণ বৃদ্ধি করব। এবং অন্যান্য উন্নয়নমুলক কাজ খরচ রাখার পর আমাদের আর টাকা ছিল না তাই ১০ লক্ষ টাকা রেখেছি তাকে আধুনিকী করণের জন্য। কিন্তু তার জন্য আরও বেশী টাকার প্রয়োজন এবং তাতে যদি কেউ ভয় পায়—ভয় পাবে তারাই যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় সমাজকে ধ্বংস করতে চায়। যারা বলেছিল তোমাকে আর কেউ ভালবাসতে পারে না সেই ভালবাসার দিন শেষ হয়ে গিয়েছে মানুষ বুঝতে পেরেছে তাই মানুষ আজকে তাদের সেই ভালবাসার মনোপলি দিতে পারছে না। তাই আমি বলব আজকে তারাই শুধু ভয় পেতে পারে পুলিশকে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি দেখেছি আজকে এমন একদল লোক আছে যারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং জনতাকে ভয় দেখাচ্ছে যদি তোমরা আমাদের কথা না শুন তাহলে এই রেড বুকে তোমাদের নাম উঠে যাবে ১৯৭২ সালে যেমন ভাবে মানুষকে ধরে নিয়ে যেতাম জংগলে কেউ কোন দিন খোঁজ পেত না আমরা আবার নূতন করে সেই জিনিষটা চালু করব। তাই একদল

ছেলে সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে বেআইনী অস্ত্র আমদানী করার জন্য তাদের প্রতিরোধ করতে পুলিশের প্রয়োজন হবে কিনা তা জনসাধারণকে জিজ্ঞাসা করুন। তাই বলছি আপনাদের সস্তা বুলিতে আমরা ভুলব না। আমাদের কর্মচারীরা যখন সময়মত অফিসে আসে একদল লোক সেখানে তাদের বাধা দেয় তাহলে সেখানে আইন মত তাদের বিচার হবে সেই দুষ্কৃতকারীদের কি বিচার হবে না কিন্তু তার জন্য কি পুলিশ বিভাগ দায়ি হবে। তাই আমি বলছি সমাজকে সুদৃর করে গড়ে তুলতে হলে অহিংসার মধ্য দিয়ে আমাদের গণতান্ত্রিক-সমাজবাদ সৃষ্টি করতে হবে কিন্তু সেই পথে যারা বাধার সৃষ্টি করতে চায় তাদের নিশ্চয়ই প্রতিরোধ করতে হবে তার জন্য প্রয়োজন হলে আগামী বাজেটে যদি সুযোগ পাই যদি টাকা সংকুলান হয় সেটিকে আধুনিকীকরণের জন্য আরও বেশী টাকা রাখুন। আজকে মানুষ যখন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে বেছে নিয়েছে কিন্তু এক শ্রেণীর দুষ্কৃতকারী জনসাধারণের উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টাকে ব্যাহত করতে চায় এবং যারা এই সব দুষ্কৃতকারীদের সাহায্য করতে চায় তারাই পুলিশকে ভয় পাবে। আজকে আমি বলছি মাননীয় সদস্য অজয় বিশ্বাস কাল বলেছিলেন অমুক জায়গায় ফ্রি রেশন দেওয়া হয় আমাদের এখানে দেওয়া হয় না। এই হাউসকে আমি বলছি ওয়েষ্ট বেঙ্গলে আমি খোঁজ নিয়েছি উখানে ফ্রি রেশন দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। সাবসিডাইজড রেইট রেশন পাইতে পারে এবং তাও পরিবার পিছু ৪ জন করে পেতে পারে এর বেশী নয় ত্রিপুরা থেকে বি. এম. পি., সি. আর. পি. এদের জন্য আমাদের কোন পয়সা দিতে হয় না তারা সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের পয়সায়ই চলে। আমাদের পুলিশ বাহিনী অল্প বলে এদের সাহায্য আমাদের নিতে হয়।

কিন্তু বি. এম. পি যারা আছে, তাদের কোন কোন কাজে লাগাতে হচ্ছে। কারণ আজকে আমরা দেখছি যে সমাজে যেখানে নাকি নূতন নূতন কাজ আমরা করতে যাচ্ছি, সেখানে কিছু সংখ্যক দুষ্কৃতিকারী চক্রান্ত করছে, বাধা দিতে চেষ্টা করছে আমরা যেখানে নতুন করে পঞ্চায়েৎ ইলেকশন করতে যাচ্ছি, সেখানে আমরা দেখছি কোন কোন জায়গায় নতুন নতুন ঘটনা ঘটছে। মাঝে মাঝে কিছুসংখ্যক দুষ্কৃতিকারী সেইগুলিতে বাধা দিতে আসে। সেগুলির জন্য আমাদের অল্প সংখ্যক পুলিশ বাহিনী আছে, তার দ্বারা সম্ভব নয় তাই তাদের সাহায্য নিতে হচ্ছে। নিতে গিয়ে আমরা যে ভাল ফল পাওয়া যায়। যতদিন তাদের প্রয়োজন আছে, ততদিনই তাদের রাখব। তবে এইটুকু এ্যাসুরেন্স আমি মাননীয় সদস্যগণকে দিতে পারি যে উনারা যদি শান্তিপূর্ণভাবে চলেন, ধ্বংশের পথে না যান, তাহলে বি. এম. পি.কে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নাই। পুলিশ বাহিনী যদি কোন অসুবিধার সৃষ্টি করে, তার প্রতিকারের পথ আছে, যদি আমাদের কাছে প্রতিকারের জন্য আসে, তাহলে সাহায্য করা হবে, এইটুকু এ্যাসুরেন্স আমরা দিতে পারি। তারপর বেতনের কথা বলেছিলেন। আমাদের এই যে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট, ১৯৬৭ সালে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে আমাদের পুলিশের বেতন বৃদ্ধি করবার জন্য লেখা হয়েছিল, কিন্তু তারা বলেছেন যে, ৩য় পে-কমিশন হবার পর দেখা যাবে। আমরা

কেউ অস্বীকার করিনা, পুলিশের বেতন আমরাও বাড়াতে চাই, কিন্তু এখন আমাদের নতুন ষ্টেট হয়ে গেছে, আমরা পে-কমিশন বসাচ্ছি, আমরা ঠিক করব আমাদের ষ্টেটের কি বেতন হবে। আমাদের পুলিশের জন্য দরদ আছে, আমি আগেও সেকথা বলেছি। তারপর হরিপদ মজুমদার সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, সেই হরিপদ মজুমদারকে এ. আই. জি. হিসাবে কোন এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়নি। তিনি কারেন্ট চার্জে আছেন। উনার স্টেটিউটরী পাওয়ার বা ফিনানসিয়াল পাওয়ার বলতে কিছু নাই এবং বেতনও বেশী পান না। এতে উনাদের কি আপত্তি থাকতে পারে আমি জানিনা। আজকে ভুল তথ্য সভায় পরিবেশন করে বাজিমাত করার দিন আর নাই। কাজেই আসুন, আমাদের যদি কোন ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে, তাহলে বলুন, আমরা সেই ভুল সংশোধন করতে রাজি আছি। ল. অ্যাণ্ড অর্ডার সম্পর্কে বলতে গিয়ে চেয়ার দখল আন্দোলনের কথা বলেছেন, এর মধ্যে হয়তো মিনিষ্টারকেও টেনে আনতে চেষ্টা করেছেন, জনগণের কাছে হেয় করার জন্য। কিন্তু জনগণ উনাদের কাছে বীতশ্রদ্ধ। অফিসের মধ্যে কাজ করবেনা, বসে বসে দিন গুজরান করে কেবল দল সৃষ্টি করবে এবং আন্দোলন করবে এবং তার দ্বারা যদি জনগণের কাজকর্মে বাধা দিতে যায়, তা থেকে তাদের রেহাই পাওয়ার পথ নাই। আমরা যে সমস্ত বে-আইনী কাজ সেগুলির প্রশ্রয় দিতে চাইনা, এবং আমাদের চীফ মিনিষ্টার বলেছেন যে বে-আইনীভাবে কোন কাজ করা যাবে না। আমি জানি এই ঘটনা যখন ঘটল, চীফ মিনিষ্টারের কাছে যখন খবর এসে পৌঁছল, তখন তিনি বলেছেন যে এইভাবে কাজ হতে পারে না, আইনসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উনারা চীফ মিনিষ্টারকে ভয় পান, ভয় পাওয়ার কারণ আছে, কারণ উনারা বুঝেছেন যে, কালনেমীর লংকাভাগ হওয়ার আর উপায় নাই। আবার বলেছেন যে পুলিশের অত্যাচারে লোক পালিয়ে গেছে। কিন্তু আমি বলব যে, আমি যদি জানি যে ত্রিপুরা রাজ্য আমার, তাহলে আমি পালিয়ে যাব কেন? আমি যদি জানি যে ত্রিপুরা রাজ্য আমার দেশ, তার দুঃখ সুখের সঙ্গে আমি জড়িত, পুলিশ যদি আমার উপর অত্যাচার করে তাহলে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাব? তাহলে কিরকম দুরভিসন্ধিমূলক কাজ যে তারা করতে চেয়েছিলেন যার সমর্থন জনসাধারণের কাছ থেকে পাননি, যার জন্য তাদের পালিয়ে যেতে হয়েছে। ১৯৫২ সালে যে তারা গোপনে গোপনে লোককে হত্যা করেছে, সেই ইতিহাসের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। এখন তারা বুঝতে পেরেছে, যদি পুলিশকে বাড়তে দেওয়া হয়, তাহলে বিপদ। কিন্তু আমরা বলেছি যে যারা শান্তি শৃঙ্খলা মেনে চলে, আইন মেনে চলে, পুলিশ তাদের জন্য নয়। কোন কোন সদস্য বলেছেন পুলিশ বাজেটে এগ্রিকালচার বাজেটের চেয়ে বেশী টাকা রাখা হয়েছে। কিন্তু আমি এখানে বলছি যে, পুলিশের বাজেটের জন্য এগ্রিকালচার বাজেটের কোন তারতম্য হবে না বা ক্ষতি হবেনা, সেই আশ্বাস আমি মাননীয় সদস্যদের দিতে পারি। এই যে আজকে চম্পকনগরের ঘটনার কথা বলেছেন সেটা আমরাও জানি এবং মাননীয় সদস্যদের কাছ থেকে শুনেছি। কিন্তু আমি আজকে এখানে বলব যে চুলাই মদ তৈরী করতে পারে, কিন্তু নারী নিয়া ব্যবসা করতে পারেনা। কিন্তু সেখানে নারী নিয়ে ব্যবসা

প্রতিষ্ঠান হয়ে দাঁড়ায়, সরকার এর বিরোধিতা করে যদি চোলাই মদের ব্যবসা হতে থাকে, এবং প্রতিকারের জন্য পুলিশ যায়, তাহলে সেটা ঠিক কিনা. জনসাধারণকেই জিজ্ঞাসা করুন কি উত্তর জনসাধারণ দেয়। আমরা জেনেছিলাম অপরাধপ্রবণ যারা তারাই পুলিশকে ভয় পায়। কিন্তু সেখানে আমরা দেখেছিলাম পুলিশ বাহিনী যখন সেই বেআইনী মদের ব্যবসা বন্ধ করতে গেছে, তাদের বিশ্বাস ছিল যে জনগণ এইসব দুষ্কৃতিকারীদের ধরার কাজে সাহায্য করবে। কাজেই তারা অস্ত্র না নিয়েই এগিয়ে যায়, তখন সমস্ত গ্রামের মানুষ পুলিশ বাহিনীকে আক্রমণ করে এবং তারা কোনরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসে। তার পরের দিন পুলিশ সেখানে খোঁজ নিতে যায় এবং সেখানে গিয়ে কি দেখল, সমস্ত মদের ভাটিখানা পুড়ানো, ধান চাউল জঙ্গলে ফেলে দিয়েছে, মদ তৈরী করার যন্ত্রগুলি কিছু নিয়ে গেছে, আর কিছু ফেলে গেছে। সমস্ত লোক সেখান থেকে চলে গেছে। সমস্ত লোক যদি অপরাধী না হয়, তাহলে পালিয়ে যাবার কি কারণ আছে? কয়েকজন লোক সেখানে ছিল। কিন্তু তারা বললেন যে শিশু, নারী, বৃদ্ধ সমস্তকে এ্যারেষ্ট করে নিয়ে আসা হয়েছে। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনাকে বলছি, সেখানে মেইল মেম্বার ছিল মাত্র তিনজন, এবং ফিমেল মেম্বার ছিল ১০ জন। তাদেরকে এ্যারেষ্ট করেন, আর কাউকে সেখানে পাওয়া যায়নি। এখন সকলকে ছেড়ে দিয়ে মাত্র দুইজন কাষ্টডিতে আছেন।

তারপর আজকে আমাদের মাননীয় সদস্য ঝুমু দাস তিনি পুলিশের কর্তব্য কি হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে তিনি বলেছেন এবং তিনি যে চেহারা দিয়েছেন, প্রথম থেকে পুলিশ নিজেদের জনসাধারণের বন্ধু হিসাবেই কাজ করতে চেয়েছিল, এখনও তারা সেইভাবে চলতে রাজি আছে, তারা ভবিষ্যতেও চলবে। কিন্তু যারা এখানে আছেন তারা সবাই এ্যাসুরেন্স দিন যে, আর কোনদিন আইনের বিরুদ্ধে কাজ করব না, সরকার যে ডেভালপমেন্টের জন্য কাজ করবে, তা নষ্ট করব না......

Mr. Speaker– অনারেবল মিনিষ্টার ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—পাঁচ বছর এই সরকার যেভাবে ডাইরেক্ট করবে, ত্রিপুরা রাজ্য পাঁচ বছর ঠিক তেমনি ভাবে চলবে......

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—পয়েন্ট অব অর্ডার—উনি বলেছেন বক্তৃতায় যে আপনারা এখানে মাননীয় সদস্যরা কি বলবেন যে তারা আইন ভঙ্গ করবেন না? এখানে কি বলতে পারেন, কোন্ সদস্য আইন ভঙ্গ করেছেন?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে মাননীয় সদস্যরা যদি এইরকম এস্যুরেন্স দিতে পারেন কোথাও আইন ভঙ্গ হবেনা......

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—না স্যার, আপনি টেপ রেকর্ড বাজিয়ে দেখুন উনি বলেছেন মাননীয় সদস্যরা কি বলবেন যে আমরা আইন ভঙ্গ করবনা……

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যদি বলে থাকি সদস্যরা আইন ভঙ্গ করেছেন, তাহলে সবাইর কাছে আমি হাতজোড় করে মাপ চাইতে পারি। আমি এখানে বলছি যে আমরা পুলিশকে সেইরকমভাবে তৈরী করতে চেয়েছিলাম, পুলিশও সেইভাবে চলছিল। কিন্তু দিনের পর দিন শান্তি যেভাবে বিঘ্নিত করে, নূতন নূতন অস্ত্র আমদানী করে, নূতন নূতন বুদ্ধি করে হাঙ্গামার সৃষ্টি করছে, তা থেকে মানুষকে রক্ষা করতে হলে আমাদের নূতন করে পুলিশ বিভাগকে আধুনিকতম করে গড়তে হচ্ছে এবং মানুষকে বাঁচাতে চেষ্টা করা হচ্ছে, পুলিশের হাতে নানারকম ক্ষমতা দিয়ে যারা পুলিশকে ভয় করেন, তাদের মনকে জিজ্ঞাসা করুন তারা কি করছেন, যে জনতা শান্তিতে বাস করতে চায়, যে জনতা ত্রিপুরার সমৃদ্ধি চায়, তারা পুলিশকে ভয় করবে না। তাই বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাট মোশান এখানে রাখা হয়েছে, তার যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। তারা যে গণ্ডগোল সৃষ্টি করছে, গণ আদালতের সৃষ্টি করছে (নয়েজ)। সুতরাং আবার আমি বলছি যে যারা নাকি এখানে পুলিশের ভয়ে ভীত তাদের মনকে জিজ্ঞাসা করুন কি করছেন। যে জনতা শান্তিতে বাস করতে চায়, যে জনতা ত্রিপুরার সমৃদ্ধি চায় তারা কোন দিনই পুলিশকে ভয় করবে না। সুতরাং আমি আশা করি ডিমাণ্ড নাম্বার ১১ এবং ১২ এর জন্য যে টাকা ধার্য্য করেছি মাননীয় সদস্যগণ সেগুলির যৌক্তিকতা মেনে নিয়ে তা সমর্থন জানাবেন, এই আশা নিয়েই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker—Now discusssion on Demand for Grant Nos. 11 & 12 is over. There is no cut motion on the Demand for Grant No. 11. Now, I am putting to vote the Demand for Grant No. 11.

The question that a sum not exceeding Rs. 9,18,000/- [inclussive of the sum of Rs. 2,44,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1973 in respect of Demand No. 11—Jails was put and passed by voice vote.

Mr. Speaker—There is one cut motion of Shri Ajoy Biswas on the Demand for Grant No. 12.

The cut motion to discuss on—'Increase of pay & provisions of other facilities for police personals' was put and lost by voice vote.

There is another cut motion of Shri Sudhanwa Deb Barma on this Demand for Grant No. 12.

The cut motion to discuss on—'Withdrawal of C.R P.; B.M.P.; S.R.P F. and U.P P A C.' was then put and lost by voice vote.

The third Cut Motion is of Shri Bajuban Riyan that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—"সীমান্ত অঞ্চলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির চোরাকারবার বন্ধে সরকারের ব্যর্থতা সম্পর্কে"।

(The Cut Motion was put and lost by voice vote.)

I am now putting the Demand for Grant No. 12 to vote.

The question that a sum not exceeding Rs. 2,57,29,000 [inclusive of the sum of Rs. 94,18,000 authorised by the President under Sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July. 1972] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March. 1973 in respect of Demand No. 12—Police was put and passed by voice vote.

Mr. Speaker— I would Now request the Hon'ble Finance Minister to move his Demand for Grant No 29 Famine Relief.

Shri Devendra Kishore Choudhury—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 7 50 000 [inclusive of the sum of Rs. 1,40,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which

will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 29-Famine Relief.

Mr. Speaker—Now there is a cut motion of Shri Bajuban Riyan on Demand for Grant No. 29. I would now request the Hon'ble Member to move his cut motion.

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ২৯ এ মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন এবং এই ডিমাণ্ডে যে সাড়ে সাত লক্ষ টাকা উনি ব্যয় করতে চেয়েছেন এর নীতি সম্পর্কে আমার কাট মোশন আছে। আমার কাটমোশান হল—দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক ও অকৃষকদের গ্যাচুসাস রিলিফ দিতে অর্থ বরাদ্দে অপ্রতুলতা সম্পর্কে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের দেশে দিন দিন যে রকম অভাব বেড়ে যাচ্ছে এবং মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা যাচ্ছে, সাইক্লোনে, ফ্লাডে, বিরাট বাজার, বিরাট বাড়ী, বিরাট এলাকা ধ্বংস হয়ে যায় এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাই তাদের সাময়িক সাহায্য হিসাবে একটা ব্যবস্থা করা দরকার। সেজন্য সরকার এই টাকা চেয়েছিল। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডুম্বুরে যখন মিজো অ্যাটাক হয়েছিল সেখানেও সময়মত আমরা সাহায্য দিতে পারি নি কারণ তহবিলের অভাব। অমরপুরে একই তহবিলের অভাব। এই জন্য এই সরকারকে আমরা অনুরোধ করব যে সাহায্যের টাকাটা যেন আরও বেশী করেন। বাজেটের ৪১৪ পৃষ্ঠাতে আছে রিলিফের টাকা দুইটি সাব-হেডে ভাগ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে পাক-ভারত যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি এমন কৃষক এবং অকৃষকের জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার যতদূর মনে পড়ে পাক-ভারত যুদ্ধে কৃষকদের ক্ষতিগ্রস্থদের সাহায্যের জন্য অনেক প্রশ্ন উঠেছিল। তারা বলেছেন তারা চেষ্টা করছেন। কিন্তু এই বাজেটে এই টাকা ধরা হয়নি।

এই বাজেটে সেজন্য টাকা ধরা হয় নি। তাই আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসকে অনুরোধ করব, সেই টাকা ধরতে যদি কোন ভুল হয়ে থাকে, তাহলে সেটা যেন ধরা হয়। কারণ আমি জানি পাক ভারত যুদ্ধের সময়ে সীমান্ত এলাকার যে সব জনসাধারণ বাড়ীঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়েছে, সময়মত তাদের জমি চাষাবাদ করতে পারে নি, এমন বহু পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আমি এখানে একটা উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি, মোহনপুর তহশীলের বিজয়নগর গ্রামের গোপাল চন্দ্র বিশ্বাস ও যোগেশ চন্দ্র সূত্রধর প্রভৃতিরা আরও ৪৬ জন এর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার দরুণ সাহায্য প্রার্থনা করে সরকারের কাছে দরখাস্ত দিয়েছে, কিন্তু সরকার থেকে বলা হচ্ছে যে আমরা সাহায্য দিচ্ছি, অমুক সমুক ইত্যাদি। এতে আমার মনে হয় সরকারের হাতে এখন টাকা নেই, কারণ যে অল্প টাকা তারা ধরেছিল, সেটা শেষ হয়ে গেছে। আর এই বাজেটের ৪১৪ পৃষ্ঠায় আমি লক্ষ্য করেছি যে এখানে কোন টাকা নেই, যে টাকা পশ্চিম ত্রিপুরা, উত্তর ত্রিপুরা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার জন্য রাখা হয়েছে, সেটা হচ্ছে যে

সব কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের জন্য। আমি এই ছেড়ে আর একটা জিনিষের ব্যাপারে মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সেটা হচ্ছে যে সব কৃষক পরিবার এবং গৃহস্থ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের টাকা দেওয়ার জন্য যাতে এই ফেমিন রিলিফ ছেড়ে আরও কিছু টাকা ধরা হয় এবং তাদের যেন সাহায্য করা হয়। এতো কয়েক দিন আগে এই হাউসেই একটা প্রশ্ন উঠেছিল যে রাইমাতে যে ডাকাতি হয়েছিল, তাতে খুব ক্ষতি হয়েছে এবং সরকারও তাদেরকে সাহায্য দিতে ইচ্ছুক কিন্তু বাজেটে টাকা নেই বলে তারা সেটা দিতে পারছে না। তাই আমি আপনার মাধ্যমে অনুরোধ রাখব যাতে এই খাতে আরও বেশী করে টাকা রাখা হয় যাতে করে তাদের উপযুক্ত সাহায্য দেওয়া যেতে পারে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ডগুলি এনেছেন, আমি সেগুলিকে সমর্থন করছি আর বিরোধী পক্ষ থেকে যেসব কাটমোশান রাখা হয়েছে, আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। আজকে আমার সরকার যেখানে দুর্ভিক্ষ বা ফায়ার এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে সেখানকার জনসাধারণকে কি রকম ভাবে সাহায্য করছে, তারই একটা বাস্তব এ্যাকজাম্পল আমি এখানে দিতে চাই। আমার অমরপুর বাজার যখন অগ্নিকাণ্ডে ভষ্মীভূত হয়, তখন আমি সেখানে ছিলাম না, আমি ছিলাম নূতন বাজারে। সেখান থেকে খবর পেয়ে আমি যখন অমরপুরে আসলাম এবং সবকিছু দেখে আমাদের মুখ্য মন্ত্রীর কাছে তারবার্ত্তা পাঠালাম, সেই অগ্নিকাণ্ডের ক্ষতির পরিমাণ ইত্যাদি জানিয়ে, তখন সঙ্গে সঙ্গে দুইজন মন্ত্রীকে সেখানে পাঠালেন। সেখানে যে ক্ষতি হয়েছে সেটা সম্পর্কে মাননীয় সদস্য বাজুবান বাবু যে ৩০ লক্ষ টাকার কথা বললেন, সেটা ঠিক নয়, তিনি কিছু বাড়িয়ে বলেছেন, তবে যা ক্ষতি হয়েছে, সেটা আনুমানিক ২০ লক্ষ টাকার মত হবে। ঐ দুইজন মন্ত্রী সেখানে গিয়ে যখন পৌছলেন, তখন রাত প্রায় একটা হবে, যেটা নাকি ত্রিপুরার ইতিহাসে আর কোন দিন ঘটে নি। সেখানে গিয়ে তারা যে সমস্ত লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করলেন এবং বললেন যে যতদূর সম্ভব সাহায্য দেওয়া যেতে পারে, সেটা দেওয়া হবে। আর উনারা যখন ফিরে এলেন, তার পরের দিনই সরকার তাদের সাহায্যের জন্য ২৫ হাজার টাকা পাঠিয়েছেন এবং আমরা সেই টাকা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ৫০ থেকে ১০/৭৫ টাকা বিলি বণ্টন করেছি তাছাড়া যে সমস্ত ছেলেমেয়ে পড়ার বই ইত্যাদি কিনতে পারে নি, তাদেরকে কিছু কিছু সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। তারপরে কিছুদিন পূর্বে তেলিয়ামুড়াতে যে অগ্নিকাণ্ড হয়েছে, সরকার সেখানে প্রায় ৩ হাজার টাকা সাহায্য দিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে এবং তারপরে ১ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে লোন হিসাবে। তাছাড়া আমাদের অমরপুর থেকে কিছু দরখাস্ত করা হয়েছে, লোনের জন্য এবং সরকার এ্যাস্যুরেন্স দিয়েছেন যে প্রয়োজনীয় সাহায্য আমাদেরকেও দেওয়া হবে। তারপরে সেখানে অগ্নিকাণ্ডের ফলে সাংঘাতিকভাবে যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সুকুমার সাহা নামে একজন, তাকেও আমাদের উপমন্ত্রী মুনছুর আলী সাহেব তার

কৃষি বিভাগে কনটিনজেন্সী ষ্টাফ হিসাবে একটা চাকুরী দিয়েছেন। তারপরে ত্রিপুরাতে এমন কতগুলি ঘটনা ঘটেছে যেমন খরাজনিত এলাকায় আমরা দেখতে পাই যে আমাদের কৃষক ভাইরা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং সেখানেও যাতে সাহায্য দেওয়া যায়, সেজন্য সরকার পক্ষ বিশেষভাবে চেষ্টা করছেন। কাজেই এভাবে আমরা আমাদের সরকার থেকে যেখানেই প্রয়োজন হচ্ছে, সেখানে কম বেশী সাহায্য পাচ্ছি। তবু আমাদের বিরোধী পক্ষ থেকে কাট মোশান এনেছেন. তাদের আনতে হবে এবং বিরোধিতা করতে হবে. তাই তারা বাধ্য হয়ে এটা করছেন। কাজেই আমি তাদের এই সব কাট মোশানকে সমর্থন করতে পারছি না এবং আমি মূল ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রী লু কুকী- মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য এখানে যে কাট মোশান এনেছেন আমি সেটাকে সমর্থন করে কিছু বলতে চাই। এখানে ফেমিন রিলিফের উপর মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ব্যয়বরাদ্দ চেয়েছেন, সেটা মূলতঃ ত্রিপুরা রাজ্যের বর্তমান বাস্তব অবস্থার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। যেহেতু উনারা গ্রামাঞ্চলে যান না যদিও ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় শহর এবং ভাল ভাল রাস্তা দিয়ে ঘুরেন ঠিকই কিন্তু তারা গ্রামাঞ্চলে গিয়ে দেখুন সেখানে কি ধরণের দুর্ভিক্ষ চলছে এবং মানুষ কিভাবে অনাহারে আছে। তাই তাদের এইসব গ্রামাঞ্চল সম্পর্কে কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা নেই এবং তারা যে বাজেট ধরেছেন. তাতেও ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার সঙ্গে কোন মিল নেই। তারপরে আমি আর একটা কথা বলতে চাই, মাননীয় স্পীকার স্যার, সেটা হচ্ছে বিভিন্ন এলাকাতে টেষ্ট রিলিফের কাজ চলছে। বিশেষ করে আষাঢ় শ্রাবণ মাসে ত্রিপুরার সর্বত্র আমরা একটা চিত্র দেখতে পাই, সেটা হচ্ছে এই সময়ে দুর্ভিক্ষ লেগে থাকে। অবশ্য কিছু কিছু টেষ্ট রিলিফের কাজ যে হচ্ছেনা এমন নয়, কিন্তু যেখানে যেখানে হওয়া দরকার, সেখানে সেটা হচ্ছে না আমি জানি যে আমার অম্পি এলাকাতে মাত্র একটা জায়গাতেই এই টেষ্ট রিলিফের কাজ চালু করা হয়েছে এবং যেখানে চালু করা হল, সেখানে কি ঘটনা ঘটছে? সেখানে যারা অভাবী, সারাদিন পরিশ্রম করে যা কিছু রোজগার করে, তা দিয়ে তারা চাউল ইত্যাদি কিনে এবং ঐ দিনের জন্য তাদের ব্যবস্থা করে। কিন্তু সেই জায়গাতে ঐ পাইলট প্রজেক্টের মধ্যে সিংভুম থেকে তুইচড়া পর্য্যন্ত যে রাস্তা করানো হচ্ছে, তাতে প্রায় এক হাজার লেবার লাগানো হয়েছে। কিন্তু তারা রীতিমত তাদের কাজের টাকা পাচ্ছে না।

এটা অনাহার এবং দুর্ভিক্ষের জন্য, রোজগারের জন্য পরিকল্পনা। কিন্তু তাদের কার্য্যকলাপ রূপায়িত হচ্ছে কিনা এটাই দেখার প্রশ্ন। তারা বলে থাকে টাকা রাখা হয়েছে কিন্তু সেই টাকা কিভাবে ইউটিলাইজ হয়? আমি দেখেছি গত রবিবারে—অম্পিতে তৈদুবাড়ীতে প্রায় ৭০/৮০ জন ছেলে তারা এসেছিল টাকার জন্য. তারা টেষ্ট রিলিফের কাজ করছিল সেজন্য তারা টাকা পায়। কিন্তু তারা টাকা পায়নি এবং টাকা না পেয়ে বাধ্য হয়ে তারা মহাজন থেকে বেশী সুদে টাকা নিতে হয়েছিল, তাদের চাউল ইত্যাদি কিনার জন্য। টেষ্ট রিলিফ দেওয়া হয় গরীবদের জন্য। কিন্তু মূলতঃ গরীব কৃষকদের রক্ষা করার পরিবর্তে তাদের আরও দায়গ্রস্ত-

করা হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর একটি কথা বলব যে, আমার তৈদু এলাকাতে অম্পি এলাকাতে ত্রিপুরার উপজাতি মন্ত্রী মহোদয় সেখানে যান এবং এ্যাসুরেন্স দিয়ে আসেন দক্ষিণ তৈদু এলাকা যেহেতু দুর্ভিক্ষ এলাকা, এখানে অভাবগ্রস্ত লোক বেশী, তাই এখানে আমি দাদন লোন দেব। কিন্তু উত্তর তৈদু গাঁওসভা এলাকাতে আমি দেব না। এর কারণ আমি বুঝতে পারলাম না। টেষ্ট রিলিফ দেওয়া হয় গরীবদের জন্য, তারা যাতে দুর্দিনে দুমুঠো খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে, সেজন্য জনসাধারণের স্বার্থের জন্য, জনসাধারণকে বাঁচানোর জন্য, সেখানের এক জায়গার লোক পাবে, অন্য জায়গার লোক পাবে না এইরূপ দৃষ্টিভঙ্গী হওয়া উচিত নয় এই বলে আমি মাননীয় সদস্য বাজুবন রিয়াং যে কাট মোশান এনেছে সেই কাট মোশানকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি এবং এই কাট মোশানকে এই হাউসের সমর্থন করা উচিত বলে আমি মনে করি।

Mr. Speaker—সুবল চন্দ্র বিশ্বাস। সময় খুব অল্প তাই ৫ মিনিটের ভিতর শেষ করুন।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের অর্থমন্ত্রী যে ২৯ নং ডিমাণ্ড এনেছেন তাকে সমর্থন করি এবং বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য যে কাট মোশান এনেছেন তার বিরোধীতা করছি। সমর্থনের পক্ষে এই কথা বলতে চাই টেষ্ট রিলিফ এই কথাটি হচ্ছে যেখানে দুর্ভিক্ষ ইত্যাদির জন্য গরীব লোকেরা অভাবে ভোগছে এবং রীতিমত কাজ পায়না সেখানে অনলি টু টেষ্ট, যারা প্রকৃতই গরীব তাদের কিছু কাজের পরিবর্ত্তে দুই টাকা করে দেওয়া হয়, যারা প্রকৃতই কাজ পায় না, শুধু তাদের জন্যই এই টেষ্ট রিলিফ দেওয়া হয়। যেখানে লোকের দৈনিক মজুরী ৪ টাকা বা ৫ টাকা বা ৭ টাকা, সেখানে ২ টাকাতেও যারা কাজ করতে রাজি থাকে, তাদের জন্যই এই সাহায্যের ব্যবস্থা। তাই এখানে দাদন ও কৃষি লোনের কথা, যা এখানে মাননীয় সদস্য একটু আগে বলেছিলেন, এই ডিমাণ্ডের সঙ্গে এর কোন সঙ্গতি নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি একট কথা বিশেষ করে বলব, ডিস্ট্রিবিউশানে আমি দেখেছি গ্রেটশিয়াস রিলিফে ওয়েষ্ট ত্রিপুরায় ১ লক্ষ টাকা, নর্থ ত্রিপুরায় ৫০ হাজার টাকা, সাউথ ত্রিপুরায় ১ লক্ষ টাকা এবং টেষ্ট রিলিফে ওয়েষ্ট ত্রিপুরায় ২ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। এই ব্যাপারে আমি একটি বক্তব্য রাখছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এবারে দুই মাসে নর্থ ত্রিপুরার কৈলাশহর ও ধর্মনগরে সাইক্লোন এবং বন্যায় যে ক্ষতি হয়েছে, সেই ক্ষতির দিকে লক্ষ্য রেখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছিলেন, প্রয়োজনবোধে এক হেড থেকে টাকা অন্য হেড নিয়ে নেওয়া হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব, এইভাবে উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে কৈলাশহরে সাইক্লোনে এবং ধর্মনগরে বন্যায় যে ক্ষতি হয়ে গেল, সেই ক্ষতিটাকে যদি সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখতেন তাহলে এই যে টাকা রাখা হয়েছে, বিশেষ করে নর্থ ত্রিপুরার জন্য, গ্রেটিশিয়াসের জন্য ৫০ হাজার টাকা এবং টেষ্ট রিলিফের জন্য ১ লক্ষ টাকা, এই টাকা বাড়ানোর জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ রাখছি এই বলে আমি ২৯ নং ডিমাণ্ডকে

সমর্থন করছি এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাট মোশান এসেছে তার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—Now I will request Hon'ble Finance Minister to give reply to the debate (interruption) আপনারা সকলেই বলতে চান, আমার আপত্তি নাই। কিন্তু গতকালের ডিমাণ্ডগুলিই আমি শেষ করতে পারি নি (গণ্ডগোল) আচ্ছা বসুন বসুন আমি বলতে দেব।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ড নম্বর ২৯—ফেমিন রিলিফের খাতে যে ৭.৫০ হাজার টাকা মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের বাস্তব অবস্থার দিকে তাকিয়ে দেখলে এটা বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সংগতি বিহীন। গত যে সাইক্লোন হয়ে গিয়েছে আমি বলতে চাই যে জিরানিয়া এলাকাতে এই সাইক্লোনের প্রভাবে অনেক মানুষের ঘর বাড়ী পরে যায়। পড়ে যাওয়ার পরে তারা ব্লক অফিসারের মাধ্যমে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করে, সেই অবস্থায় ব্লকের মাধ্যমে নিজেদের লোক পাঠিয়ে তদন্তের ব্যবস্থা করে, সেই তদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী যাদের ক্ষতি হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের যে সাময়িক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেটা দেখে অবশ্য আমি অবাক হয়ে গেছি। সেটা হচ্ছে রিপোর্টে যারা নেহাত গরীব, এই সাইক্লোনে ঘর ভেঙ্গে যাওয়ার পর যাদের মাথা গুজবার মত স্থান নাই, ঘর নাই, এইসব ব্যক্তিরা এই সাহায্য থেকে বঞ্চিত হলেন। আর যাদের ঘরবাড়ী রয়েছে, আকাজের ঘরগুলি পড়ে গেছে এবং যাদের ঘর তোলার সামর্থ আছে, এই ধরণের মানুষ প্রথম সাহায্যের সুযোগ পেয়েছে এবং তার পরিমাণ দেখেছি মাত্র ২০ টাকা। আমরা তখন বলেছিলাম যে তদন্তের ব্যবস্থা করা হল, এই ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে সত্যিকারের ক্ষতিগ্রস্থ যে ব্যক্তি সেই ব্যক্তি কোন মতেই পাওয়ার যে প্রথম সুযোগ, তা পেতে পারে না। গাঁয়ের যে প্রধান আছে, সেইসব গাঁও প্রধানদের মাধ্যমে এই তথ্যগুলি সংগ্রহ করলে সত্যিকার গরীব মানুষ যারা, তারাই প্রথম সুযোগ পেতেন। কিন্তু এই থেকে তারা বঞ্চিত হলেন। আমি কেন এই অর্থ কম বলেছি, কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে এই সময়ের মধ্যে বিরাট দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। জেনারেল ডিস্কাশনের সময় রুলিং পার্টির মাননীয় সদস্য তড়িৎবাবু বলেছিলেন এই যে ২৫ বছর কংগ্রেসী শাসনে দেশকে যে সমাজতন্ত্রের দিকে এই সরকার এগিয়ে নিচ্ছে, তার ফলে আজকে 'ফেমিন রিলিফ' এই কথাটা তুলে দেওয়া উচিত, কিন্তু আমরা দেখছি এই সরকার যত দিন শাসন ক্ষমতায় বসে আছেন, ততদিন দেশের মধ্যে অভাব, অনটন, অনাহার, অর্ধাহারে মৃত্যুর সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে। গত যে মাসে ধর্মনগর বরুয়াকান্দিতে তিন জন লোকের অনাহারে মৃত্যু ঘটেছে। এই যে সমাজতন্ত্রের দেশে মানুষ না খেয়ে মরে, অথচ দেশের গরিবী হটানোর জন্য কত না তাড়াহুড়া, দৌড়াদৌড়ি, কিন্তু তার ভিতরে কি হচ্ছে, মানুষ না খেয়ে মরছে, এই হচ্ছে বাস্তব

অবস্থা। এই যে অভাবের ভিতর দিয়ে সাময়িক রিলিফ দেওয়ার কথা, এর প্রথম দিকটা হচ্ছে যে দেখতে হবে সত্যিকার অভাব আছে কি নাই। এবং মানুষ এই দুই টাকা মজুরীতে কাজ করতে আসে কিনা? সেটা পরীক্ষা করে দেখার জন্যই টেষ্ট রিলিফের ব্যবস্থা করা হয়। আমার কিছুক্ষণ আগে মাননীয় সদস্য বুলু কুকী বলেছেন অম্পিতে দৈনিক ১০০ থেকে ১৫০ লোক দৈনিক দুই টাকা মজুরীতে কাজ করছে, কিন্তু তাদের দৈনিক পেমেন্টের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। যে অভাবে, অনাহারে পড়ে, দারিদ্রতার মধ্যে পড়ে দুই টাকা মজুরীতে কাজ করতে আসে, সেখানে যদি দৈনিক পেমেন্টের ব্যবস্থা করা না হয়। এর চেয়ে নির্মম ব্যবস্থা আর হতে পারে না। এটা সম্ভব হয় এই যে দেশের মধ্যে যারা জোতদার, মজুতদার, পুঁজিপতিদের রক্ষক এই যে কংগ্রেস সরকার, তাদের পক্ষেই সেটা সম্ভব। গত ২১শে জুন তারিখ কৃষকসভার পক্ষ থেকে মাননীয় মন্ত্রীর নিকট ডেপুটেশন দিয়েছিলাম, সেই সময় একথা তিনি বলেছেন যে আমি অর্ডার দিয়ে দিয়েছি যাতে দৈনিক পেমেন্টের ব্যবস্থা করা হয়, সেই ২১শে জুন চলে গেছে, অনেকদিন হয়ে গেছে, আজ চৌঠা জুলাই, এতদিনের মধ্যে ঐ সমস্ত এলাকায় সেই অর্ডার গিয়ে পৌছলনা, মানুষের দৈনিক পেমেন্টের ব্যবস্থা হল না, তাদের লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে ঘুষখোর মহাজনদের কাছে, যারা সুযোগের জন্য ওত পেতে বসে আছে, তাদের খপ্পরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলব সরকার এই যে ব্যবস্থা নিচ্ছে, তাতে মানুষ অনাহারে মারা যাচ্ছে, তিলে তিলে তাদের মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই নীতির যদি পরিবর্তন করা না হয় তাহলে এদের প্রতি নির্মম অত্যাচার করা হবে নির্মম ব্যবহার করা হবে, এর চেয়ে বেদনাদায়ক এবং দুঃখজনক ব্যবস্থা আর হতে পারে না। এই সরকারের যদি সৎ সাহস থাকে আজকে গ্রামাঞ্চলে এই অনাহারক্লিষ্ট অভাবগ্রস্ত মানুষের সামনে এগিয়ে যান, কিন্তু আমি এই কংগ্রেসের গোষ্ঠিগত চরিত্র জানি, এই ২৫ বছর ধরে যা দেখেছি, তা যদি বিশ্লেষণ করে দেখি, তাহলে দেখব তাদের সেই সৎ সাহস নেই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি শেষ করুন।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা—আমি এখানেই শেষ করছি স্যার।

শ্রীমংচবই মগ:—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অর্থমন্ত্রী যে এখানে ডিম্যাণ্ড নাম্বার ২৭, হাউসে পেশ করেছেন, ডিম্যাণ্ডকে সমর্থন করে আমি বলছি যে আমার ত্রিপুরা রাজ্যে যে অভাব অনটন চলছে, এই গণতান্ত্রিক কংগ্রেস সরকার গ্রাম এ, বনে বনান্তরে ত্রিপুরার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত দাদন, খয়রাতি সাহায্য দিয়ে আজ তাদেরকে মৃত্যুর মুখ থেকে রক্ষা করছে। আমরা জানি ১৯৪৬/৪৭ সনের দুর্ভিক্ষে অনাহারে, ত্রিপুরায় যখন চার পাঁচ লক্ষ লোক ছিল, তখন অনেক লোক অনাহারে মরেছে, আজকে গণতান্ত্রিক সরকার এবং কংগ্রেস সরকার পরিচালনাধীন ১৬ লক্ষ লোক থাকা সত্ত্বেও, একজন লোকও অনাহারে, অর্ধাহারে মরতে পারেন

নাই। কাজেই আমি এই সরকারের ডিমান্ড সমর্থন করি। কিন্তু আমার এলাকার কথা না বললে হয় না, তার দুই একটি কথা আমি এখানে উপস্থিত করছি। আমি এখানে কয়েকটি চিঠি পড়ে দিচ্ছি—

"দাদা, গত ২৬/৬/৭২ ইং তারিখে দাদনের জন্য, ১০ জনের নাম আপনার আদেশে কমলপুর ট্রাইবেল ইন্সপেক্টারের হাতে তুলিয়া দিলে, উক্ত লিষ্ট পেয়ে তিনি বলেন উক্ত টাকা দেববর্মাদের জন্য নয়, ঐ টাকা মোয়াতিয়াদের জন্য। আমি সকাল ১০টা হইতে সাড়ে বারটা পর্যন্ত অনেক আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও কোন উত্তর না পেয়ে বাড়ীতে ফিরিয়া আসি। উক্ত দাদনের টাকা না পাইলেও আমি দুঃখিত নই, কিন্তু আপনার গুরুত্ব না দেওয়ায় দাদা বড়ই দুঃখিত। দাদা আপনি দয়া করে ইহার উপযুক্ত প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। জবাব না পাওয়া পর্যন্ত দাদন গ্রহণ করিব না। তবে গ্রামে অভাব খুব বেশী। টেষ্ট রিলিফের কাজ ২৮, ৬, ৭২ইং তারিখ হইতে বন্ধ হইয়া গেছে, গ্রামে অত্যন্ত অভাব দেখা দিয়াছে এমন কি কয়েকজন লোক মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার অবস্থায় আছে। আরেকটা হচ্ছে— ২৮ তারিখে দাদন দেবার কথা ছিল। উক্ত তারিখে ৮৬ জন উপজাতি দাদন তোলার জন্য শনিবার কমলপুর এস ডি, ও এবং বি, ডি, ও'র কাছে আমাদের এক ইন্সপেক্টার সহ চলে আসি। কিন্তু ২৮, ৬, ৭২ তারিখে বি, ডি, ও কিংবা এস, ডি, ও কেউ আসে নাই, তাই অপেক্ষমান অজস্র গরীব নর নারী ঐদিন রিক্ত হস্তে রাত্রির অন্ধকারে বাড়ী ফিরে যেতে বাধ্য হইয়াছিল। ইত্যাদি ইত্যাদি। তাই আমি বলব যেখানে মানুষের অভাব, দুর্ভিক্ষ, অনাহারে, অর্ধাহারে মরছে, সেখানে সরকারী কর্মচারীকে অনুরোধ করলে, সেই কর্মচারী যদি একজন জনপ্রতিনিধির কথা না শোনে তাহলে আমি বলব জনপ্রতিনিধিদের কতটুকু গুরুত্ব আছে, সেই বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কাজেই এই বিষয়ে আমি বেশী কিছু বলতে চাই না, এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি এবং সুষ্ঠু তদন্তের জন্য অনুরোধ রেখে আমি ডিমান্ডকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই ডিমাণ্ড আমি সমর্থন করি আমি ক্ল্যারিফিকেশান চাইছি মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে। ফেমিন রিলিফ সম্পর্কে এক্সপ্লেণ্টারী মেমরেণ্ডামে আছে—

"Famine Relief' which provides for expenditure on payment of relief to the people aff cted by various natural calamities including payment of compensation to the victims affected on account of hostilities between India and Pakistan last year."

এখানে আমরা এ্যাসেম্বলীতে প্রশ্ন করেছি, এই সম্পর্কে আমরা বাজেট বক্তৃতা করেছি, জেনারেল ডিস্কাশনে আমরা বলেছি, সেখানে আমাদের বলা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়েরা বলেছেন চেষ্টা চরিত্র করছেন তারা। কিন্তু এখানে বাজেট প্রভিশনে (পৃষ্ঠা ৪৯৪) বলেছেন— payment of Gratuitious Relief to other families who are not affected by

Pak-firing and recent hostilities between India and Pakistan. তাতে গত বছরের বাজেট প্রভিশনে আছে ৮০,০০০ ওয়েষ্ট ত্রিপুরার, ৮১,০০০ নর্থ ত্রিপুরার আর ৭০,০০০ সাউথ ত্রিপুরার জন্য। কিন্তু বাজেটে কোন প্রভিশন রাখা হয় নাই অথচ অনেক লোক টাকা পায় নাই। কিছু কিছু লোক পেয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তবে আমি অন্য সূত্রে শুনেছিলাম যে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া, মিনিষ্ট্রি অব রিহেবিলিটেশন থেকে টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু এই বাজেটে তার কোন উল্লেখ নাই। আমার মনে হচ্ছে যে সরকারের কাছে এমন কোন তথ্য নাই যার দ্বারা বুঝা যায় যে এখনো বাকী আছে টাকা দেওয়ার। এই বছর আরও লোক রয়েছে যাদের টাকা দিতে হবে এইরকম ধারণা সরকারের কাছে নাই মনে হচ্ছে। কারণ বাজেটে প্রভিশন রাখা হয় নি। অথচ এই হেডে রাখা হয়েছে, তাতে গত বছরের তিন মাসের খরচাও দেখানো হয়েছে। কাজেই মন্ত্রী মহাশয়েরা আমাদের বুঝিয়ে বলবেন আমরা আশা করব। আমি ক্ল্যারিফিকেশন চাইছি। কিন্তু আমি এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করছি।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী –মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে হাউসে অর্থ মন্ত্রী যে ডিমাণ্ড নাম্বার ২৯ পেশ করেছেন এই ডিমাণ্ডকে আমি সমর্থন করছি এবং মাননীয় বিরোধী সদস্যরা যে কাটমোশান এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এটা সত্যি, একটা অভিশাপ যখন ত্রিপুরা রাজ্যে নেমে আসে, সেটা প্রাকৃতিক দুর্যোগই হউক বা ক্ষেত এবং জমি যারা করে তাদের অভাব অনটন যেটাই হউক, এই যে একটা অভিশাপ ভোগ করছে এটা বাস্তব সত্যি কথা। এই সময়ে দুর্ভিক্ষ লাগে এবং তাদের জুম ফসল পায় না, এটা আমরা দেখেছি। সেই সময়ে ত্রিপুরা সরকার টেষ্ট রিলিফ এবং জি, আর এর মাধ্যমে তাদের এই অভাব অনটনের সময়টায় যাতে তারা কাজ করে নিজেরা বাঁচতে পারে তার পথ রাখবার জন্যই এই বাজেটে এই টাকা। এই কথা তাদের এই অবস্থাতে বলতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেছেন, বিশেষ করে অভিরাম বাবু বলেছেন, 'কংগ্রেসী অপশাসন'। বলেছেন যে তারা ইতিহাস খুঁজে দেখতে পারেন যে তাদের মধ্যে কোন ভাল কাজ কংগ্রেস করেছে কিনা। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলছি, এই যে পাহাড়ী ভায়েরা, যারা চির অশান্তির মধ্যে বিরাজ করছে প্রতি বৎসর, কাদের সুচিন্তায়, কাদের চিন্তার পরিণতিতে এই যে অসহায় ট্রাইবেল যারা আছে, যাদের জন্য তারা দরদ দেখান, যাদের জন্য তারা এই কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেন, আমি জিজ্ঞাসা করছি তাদের অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে ত্রিপুরা সরকার যে সমস্ত পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন, সেই সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে উপজাতি ভায়েরা যাতে তাদের অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, অন্যান্য শ্রেণীর যারা ভাই আছে তাদের সমকক্ষ যাতে হতে পারে, তার জন্য যে মহৎ চিন্তা আর কর্মপ্রচেষ্টা ছিল, সেই প্রচেষ্টাকে বানচাল করবার জন্য তারাই তাদের উপজাতি ভাইদের বলতো যে তোমরা জুমিয়া পুনর্বাসনে যেয়োনা, সরকারের গোলামখানায় যেয়োনা, সরকার তোমাদের বন্দী অবস্থায় রাখবে, যা বলবে তাই করতে হবে। তোমাদের

কোন লাভ হবে না। এই পুনর্বাসনে তারাই করেছে বিঘ্ন। এইভাবে বিঘ্ন সৃষ্টি করে সারা পাহাড়ীদের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেছে তাদের দুর্ভিক্ষের আবহাওয়ার সৃষ্টির কাজে। জানে তারা এমনি ভাবে আবহাওয়ার সৃষ্টি হলেই তাঁদের বেঁচে থাকার পথ হবে। এটা কাদের প্রয়োজনে? ঐ যে আদিবাসী অনুন্নত ভাই সব সরলপ্রাণ পাহাড়ী যাদের বাঁচার তাগিদ ছিল যারা বাঁচতে চায়, তারা জানেনা কি পদ্ধতি, কি বুদ্ধিতে বর্তমান জগতে বাঁচতে হবে। এই যে অসহায় মানুষ তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের সকলের শান্তি সৃষ্টি করার যে দায়িত্ব ছিল সেই দায়িত্বের দিকে লক্ষ্য না রেখে যাতে তারা নিজেদের রাজনৈতিক বেশ্যাবৃত্তির পথ চরিতার্থ করতে পারে, যারা চায় এই সমস্ত সহজ সরল প্রাণের মানুষকে, যারা বুঝেনা নিজেদের ভাল মন্দ, তাদের আজকে এইভাবে যে অবস্থায় নিয়ে এসেছে এরজন্য দায়ী কি কংগ্রেস সরকার? ভেবে দেখুন বন্ধুগণ। আপনারা কোনদিন যাতে তাদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন হয়, তারা যাতে অর্থনৈতিক ভাবে বলীয়ান হয় সেজন্য কি বুদ্ধি দিয়েছেন? কোনদিনও নয়। আপনাদের নিজেদের উন্নতির জন্য উন্মাদের মত রাজনৈতিক উম্মাদনা সৃষ্টি করেছেন নিজেদের স্বার্থের জন্য, নিজেদের নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য। বন্ধুগণ, আপনাদের নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, আপনারা তাদের নেতা হয়েছেন। ঐ যে আপনাদের স্বজাতি ভাই, আপনাদের প্রাণপ্রিয় বলে মনে করেন এবং এই হাউসের জন্য যাদের জন্য বক্তৃতা দেন, তাদের দিকে লক্ষ্য করে, তাদের সমাজ জীবনের কথা ভেবে, তাদের পাশে দাঁড়িয়ে আপনাদের বলা উচিত ছিল। কিন্তু জানি আপনাদের কামনা নয় ত্রিপুরার জনতার সেই সুখ, সেই শান্তি। আপনাদের কামনা নয় ত্রিপুরার মানুষকে দুর্ভিক্ষ এবং হতাশার হাত থেকে মুক্তির জন্য যে পথ, সেই বাঞ্ছিত পথে তাদের চালানো। আপনাদের উদ্দেশ্য যে, সরকারের চিন্তাধারাকে কিভাবে জনসাধারণের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করা যায় সেইদিকে আপনাদের দৃষ্টি। কাজেই হে মানবপ্রেমী বন্ধুগণ, সমাজতন্ত্রের যে বুলি আপনারা আওড়ান, সেটা শুধু একটা মুখরোচক বুলি দিয়ে মানুষকে ভাওতা দেওয়া। মাননীয় স্পীকার, ছোটবেলায় শুনেছি যে, বুজথর বলে একদল লোক ছেলেধরা ছিল। তারা শিশুদের ধরে নিত। কারণ তারা জানত না, জানে তারা অজ্ঞ। তারা শিশুদের কমলা দেখিয়ে শিশুদের বস্তার ভিতরে ভরে নিয়ে যেত। বাপ মা তখন এই শিশুদের খোঁজ পেত না। এই সমস্ত লোকদের বলত বুজথর। তারা তাদের মতলব হাসিল করবার জন্য ঐ যে বুজথর তাদের অবস্থা ধরেছে। তার মানে ত্রিপুরায় যারা সাধারণ মানুষ, তাদের লোভ দেখিয়ে তাদের দলে টানবার একমাত্র চেষ্টা। তাই আজকের দিনে এই যে ফেমিন রিলিফ আমি চাই এবং আবেদন করি যে ত্রিপুরার মাটি থেকে এই যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পাহাড়ের গ্রামাঞ্চলে যে হাজার হাজার উপজাতি ভায়েরা জুমের ধান না পেয়ে অভাবে তারা কষ্ট পাচ্ছে, সেই অভাব দূর করার জন্য, তাদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের জন্য যেন বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা হয় এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি একটা কথা বলব এই যে

ধর্মনগরে ফ্লাড হয়ে গেল সেটা আগে কোন প্রস্তুতি ছিলনা। সেজন্য এখানে আমার মাননীয় বন্ধু বলেছেন যে, ওয়েষ্ট ত্রিপুরা ডিষ্ট্রিক্টের জন্য যেখানে রাখা হয়েছে ১লক্ষ টাকা, ধর্মনগরের জন্য রাখা হয়েছে ৫০,০০০ টাকা। সাউথ আর নর্থ ডিষ্ট্রিক্টের জন্য ১ লক্ষ টাকা। আর টেষ্ট রিলিফের কাজের জন্য রাখা হয়েছে ওয়েষ্ট ত্রিপুরা ডিষ্ট্রিক্টের জন্য ২ লক্ষ টাকা, নর্থের জন্য ১ লক্ষ, সাউথ ত্রিপুরা ডিষ্ট্রিক্টের জন্য রাখা হয়েছে ২ লক্ষ টাকা। আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আবেদন রাখব, ত্রিপুরার এক প্রান্তে ধর্মনগর, যেখানে পাকিস্তান হিন্দুস্থান লড়াইয়ের সময় সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের কথা আমি জানি। অধিকাংশ লোক সেখানে উদ্বাস্তু, অধিকাংশ লোক ভূমিহীন এবং স্বল্প পরিমাণ লোক সেখানে সার্ভিস করছে। আমি দেখেছি সেলিং-এর পর তাদের অবস্থা। তার উপর তো রয়েছে বন্যা। অবশ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আশ্বাস দিয়েছেন যে, তাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জানিনা কি কারণে আমার উত্তর ডিষ্ট্রিক্টের জন্য কম টাকা রাখা হল। যা হউক মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যখন আশ্বাস দিয়েছেন, তখন তাঁরা সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন বলে আমি বিশ্বাস করি। তারপরে সেখানকার টেষ্ট রিলিফের কাজের জন্য মাত্র ৫ হাজার টাকা রাখা হয়েছে দেখছি, এই ৫ হাজার টাকা দিয়ে টেষ্ট রিলিফের কি কাজ করা হবে, আমি বুঝতে পারছি না। আমি অবশ্য এখানেই আছি, আমার গ্রামাঞ্চলে কতটুকু কাজ হচ্ছে, সেটা আমি এখনই জানতে পারছি না। তাই আমি অনুরোধ রাখব যে এই ফ্লাডের পর সেখানকার মানুষের যে ক্ষতি হয়েছে তারজন্য তারা যাতে প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য থেকে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য মন্ত্রী পরিষদ দৃষ্টি রাখবেন। এটা সত্য কথা, এই রকম আমার ঝড়ের বিভিষিকা যখন আসে, তখন আমরা দেখি যে, যারা কিছু কিছু রোজি রোজগার করে তারাও কিছু পাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এই যে গ্রামের জনসাধারণ যাদের অবস্থা আমরা অনেকেই জানিনা, আমি নিজে দেখেছি তাদের অবস্থা। আজকে যারা শিক্ষিত মানুষ আছে তারা একত্র হয়ে কিছু একটা দাবী করে, তারা আদায় করে নিতে পারে এবং করছেও। কিন্তু এই যে কৃষক জনতা, যাদের গ্রামের উপর সমস্ত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো নির্ভর করে, যারা নাকি ঐ শিক্ষিত জনতার মত একত্র হয়ে কিছু দাবী করতে জানে না এবং আদায় করতে জানে না, তাদের কি অবস্থা, সেটা সম্পর্কে আমাদের সবারই লক্ষ্য রাখা দরকার। তাই আমি আবেদন করছি যে সেখানে গিয়ে আমরা যাতে দেখতে পাই যে সেইসব অঞ্চলে সত্যিই টেষ্ট রিলিফের কাজ করানো হচ্ছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য বাজুবন বাবু যে কাট মোশান রেখেছেন সেটা হচ্ছে দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও অকৃষকদের গ্রেটিসাস রিলিফ দিতে অর্থ বরাদ্দের অপ্রতুলতা সম্পর্কে। তারা আমাদের বাজেটে ফেমিন রিলিফ যে হেডটা আছে, সেটা দেখেছেন এবং বলেছেন যে ফেমিন-রিলিফ হেডটা নাকি তাদের মনঃপুত হয় নি। এবং সেই কারণে আমাদের চীফ মিনিষ্টার বলেছিলেন যে যদি সমস্ত সদস্যরা

মিলে সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের পার্মিশান নিয়ে এই হেডটা তুলে দিতে চান তাহলে আমাদের কোন আপত্তি নেই এবং এটা তুলে দেওয়ার ব্যাপারে আমাদের নিজেদের কোন ক্ষমতা নেই। তাই তিনি এখানকার সবার কাছে সেই দায়িত্ব দিয়েছেন যে আপনারা সবাই মিলে যখন যে ভাবে বলবেন, আমরা সেই ভাবে বন্দোবস্ত করব এবং সেই ভাবেই কাজ করবার চেষ্টা করব। কিন্তু আমি বলতে চাই যে এখানে নামের সঙ্গে কাজের কি সম্পর্ক?

শ্রীবাজুবন রিয়াং—এটা কে বলেছিল? এটা তো সরকার পক্ষের একজন সদস্য বলেছিলেন?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—আমার এখানে বক্তব্য বিষয় কিছু একটা বিরাট নয়। কিন্তু এই ফেমিন রিলিফের কাজ কি? ঠিকমত যদি আমরা কাজ করতে পারি, তাহলে আমার মনে হয় মাননীয় সদস্যরা অবশ্যই খুসী হবেন। এই ফেমিন রিলিফের মধ্যেই গ্রেটুসাস রিলিফের জন্য টাকা ধরা হয়েছে—সেখানে বাংলা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে এবং পাক ভারত যুদ্ধের সময়ে আমাদের জনসাধারণকে যে দুর্গতি এবং দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল, তারই জন্য আমরা ঐ হেড থেকে টাকা নিয়ে খরচ করব। আর এখন আর একটা জিনিষ এসে যোগ হল, সেটা হচ্ছে নেচার‍্যাল কেলামিটিজ বা প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, এছাড়া যদি কোন ভূমিকম্প হয় বা ফ্লাড ইত্যাদি হয় আর এই সবের জন্য জনসাধারণের কোন দুর্গতি হয়, তাহলে তাদেরকে সময় মত সাহায্য করার জন্যই একটা ব্যবস্থা রাখাই হচ্ছে এই হেডের উদ্দেশ্য। কিন্তু এইসব ব্যাপারে কারো পক্ষে আগে থেকে অনুমান করা সম্ভব নয় যে এগুলি হবে এবং হলে পরে এতটা ক্ষতি হতে পারে, আবার এমনও হতে পারে যে কোনটাই হল না। কাজেই এই ব্যাপারে প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে মিল রেখে এই হেডে টাকা রাখা কোন মতেই সম্ভব নয়। কিন্তু তা হলেও আমাদের এখানে যখন যা কিছু হবে, সেই সম্পর্কে আমাদের বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং সেই মত সরকার কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে কোন রকমে পিছ পা হবে না। আজকে যদি কোন জায়গা থেকে খবর আসে যে সেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটেছে, তাহলে আমরা যখন তখন সেখানে ঐ গ্রেটুসাস রিলিফ থেকে সাহায্য দেওয়ার চেষ্টা করব। কিন্তু সেই সাহায্যের পরিমাণ তো আর অফুরন্ত হতে পারে না, তারও একটা লিমিট আছে। কিন্তু এই লিমিটের মধ্যেও যদি কেউ ভাগ বসাতে চেষ্টা করে অথবা সেই সব দুর্গত মানুষের জন্য দরদী হয়ে তাদের থেকে বোনাস কেটে দেওয়ার চেষ্টা করবে, তাহলে আমরা বাজেটে সেটাকে ১০ গুণ বেশী করে ধরলেও কুলাবে না। তারপরে আমরা সেটাকে সীমাবদ্ধ রাখি নি। গ্রেটুসাস রিলিফে যে টাকা আছে, তার সঙ্গে আমরা যোগ রেখেছি এগ্রিকালচারেল লোনের। কাজেই কৃষক ভাইরা যদি কৃষি ঋণের জন্য আবেদন করেন, তাহলে সেটা তাদেরকে দেওয়া হবে। আজকে আপনারা এইটুকু বলতে পারেন যে বাজেটে মাত্র ২০০ টাকা কৃষি ঋণ ধরা হয়েছে, এতে কোন কাজ হবে না, কিন্তু আপনাদের চাইতে আমাদের দৃষ্টি সেদিকে অনেক বেশী আছে।

কাজেই বাড়ী গিয়ে এবার বলতে পারবেন যে কৃষি ঋণ হয়তো ৪০০ টাকা করে দেওয়া হবে। কিন্তু বিপদের সময়ে কৃষি ঋণ নিয়ে জমির উন্নতি সাধন করে যদি সেটা সরকারকে ফেরত না দেওয়া হয়, তাহলে সরকারের বাঁচার কোন উপায় থাকবে না, তেমনি সাধারণ মানুষেরও বাঁচার উপায় থাকবে না। এটাও আপনারা একবার চিন্তা করে দেখবেন। আর বাংলা দেশের স্বাধীনতার সময়ে যারা নাকি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই সম্পর্কে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে সাহায্য দেওয়া হয়েছে, সেটা যথেষ্ট নয় এবং তারা যাতে উপযুক্ত সাহায্য পেতে পারেন, সেজন্য সরকার কিভাবে তাদেরকে আরও সাহায্য দেওয়া যায়, সেজন্য বিচার বিবেচনা করে দেখছেন।......

শ্রীবাজুবন রিয়াং—স্যার, আমি আগে ক্ল্যারিফিকেশন চেয়েছিলাম যে পাক ভারত যুদ্ধের সময়ে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাদের সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে এই যে গ্রেটুস'স রিলিফ যে হেড, তাতে কোন টাকা ধরা হয় নি। এটা সম্পর্কে আমি বাজেট বই এর ৩০৪ পৃষ্ঠার কথা উল্লেখ করেছিলাম, সেখানে আইটেম নং ১(১) কোন টাকা ধরা হয়নি এই হেডে। গ্রাটিশিয়াস রিলিফটা যারা পাক ভারত যুদ্ধে এফেক্টেড হয়েছিলেন কিন্তু তাদের জন্য কোন টাকা ধরা হয় নাই। বাজেট বইয়ের পৃষ্ঠা উল্লেখ করে দেখিয়েছিলাম ৪৯৪ পৃ: Item A(1) sub item 1(i) হেডে টাকা নাই (গণ্ডগোল)

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে কেশিন রিলিফ বলে যে হেডটা আছে সেই কথাটাই উনি বোধ হয় দেখেছেন আর এটির ডান দিকে যে অংকটি আছে সেটি বোধ হয় উনি লক্ষ্য করেন নি এবং সেই ক্ষেত্রে যদি গ্রাটিশিয়াস রিলিফ থেকে সাহায্য করতে পারা যায় তাহলে উনার কি আপত্তি থাকতে পারে আমি ঠিক বুঝতে পারলামনা।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—ফিনান্সের যে রুলস আছে সে রুলস অনুযায়ী এটা পারে না। (গণ্ডগোল) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি জানি, আমি লক্ষ্য করেছি এখানে যে বাজেট করা হয়েছে সেটিতে ৭২-৭৩ সালে কোন টাকা নেই। কাজেই উনি যদি প্রতিশ্রুতি দেন এটা ভুল হয়েছে বা আবার ধরা হবে (গণ্ডগোল)

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—এটা ভুলের কোন প্রশ্ন নয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। কারণ যারা নাকি ডিষ্ট্রেসড তারা যদি এই হেড থেকে সাহায্য পায় তাদের যদি এই হেড থেকে সাহায্য করতে পারি প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা ঝড় হবে বন্যা হবে তখন যদি আমরা লোককে সাহায্য করতে পারি তাতে কি অসুবিধা আমি সেটি বুঝতে পারি না। আর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা আগে থেকে কল্পনা করে নিতে পারি না যে ত্রিপুরা রাজ্যে এই ধরণের দুর্ঘটনা কতগুলি ঘটবে এবং সেজন্য আমাদের এই হেডে এত টাকা রাখতে হবে। আসল কথা হল জনগণের দুঃখের দিনে তাদের প্রয়োজন মেটানো যায় কি না। তাই আমি বলছি বরাদ্দের অপ্রতুলতা

আমি স্বীকার করি না। কারণ মানুষের যখন প্রয়োজন হবে তা মেটানোই বড় কথা। আমরা মানুষের দুঃখ দুর্দশা মোচনের চেষ্টা করে যাব তাই এই কাট মোশনের কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না।

মিঃ স্পীকার—Discussion on Demand for Grant No. 29 is over. There is a Cut Motion of Shri Bajuban Reang on this Demand for Grant No. 29 "দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও অকৃষকদের Gratutious Relief দিতে অর্থ বরাদ্দে অপ্রতুলতা সম্পর্কে"।

Then it was put to voice vote and the Cut Motion was lost.

Now question before the House is that a sum not exceeding Rs 7,50,000 [inclusive of the sum of Rs. 1,40,000 authorised by the President under Sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July. 1972] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 29, Major Head 64, Famine Relief.

Then it was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker—Now I will call on the Finance Minister to move his Demand No. 2 Land Revenue.

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গতকালের লিষ্ট অব বিজনেস শেষ করতেই আমাদের টাইম চলে যাচ্ছে। বিজনেস এডভাইজারী কমিটির কাছে এই গ্রিভেন্সগুলি কি ভাবে জানা যায় একটু বিবেচনা করা যাতে এই ভাবে পেণ্ডিং রাখা না হয়।

মিঃ স্পীকার বিজনেস এডভাইজারী কমিটি আমাদের যে ভাবে প্রোগ্রাম ঠিক করেছেন আমরা সেই প্রোগ্রাম অনুসারে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছি। এবং আমি দেখতে পাচ্ছি আপনারা তা থেকে বেশী সময় বলেন—কাট মোশানের উপর যে সময় নির্দিষ্ট আছে সেই সময় চলে যায় তাই শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হয়ে আমাকে গিলোটিন করতে হবে কারণ ১০ই জুলাইয়ের মধ্যে আমাদের বাজেট পাশ করতে হবে (গণ্ডগোল)

শ্রীকালীপদ বানার্জী—যেসব ডিমাণ্ডগুলির প্রয়োজন সেগুলি যদি আগে আলোচনা

করতে দেওয়া যায় (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার—ডিমাণ্ড সবই প্রয়োজনীয় কোন ডিমাণ্ডই আমরা বাদ দিতে পারি না।

শ্রীকালীপদ বানার্জী—Statistics এ কোন কাট মোশান আসবে না আর আলোচনা আমরা করছি না……

মিঃ স্পীকার—আপনারা করছেন না। আপনারা সকলেই হয়তো করতে পারছেন না কিন্তু আলোচনা কম হচ্ছে না (গণ্ডগোল)

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে আপনি বললেন ১০ তারিখের মধ্যে শেষ করতে হবে এটাই যদি গভর্ণমেন্টের পলিসি হয়ে থাকে তাহলে বিজনেস এডভাইজারী কমিটি করার কোন অর্থ হয় না।

মিঃ স্পীকার—১০ তারিখের মধ্যে আমাদের এটা করতে হবে এই পলিসি বিজনেস এডভাইজারী কমিটি ঠিক করেছেন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—বিজনেস এডভাইজারী কমিটির এটা রিভাইজ করার ক্ষমতা আছে কি না (গণ্ডগোল) বিজনেস এডভাইজারী কমিটির এই একতিয়ার আছে কি না যে এটাকে ইচ্ছে করলে বাড়ানো যাবে।

Mr. Speaker—At this stage Business Advisory Committee এটা করতে পারবেন না। (গণ্ডগোল)

শ্রীবাজবান রিয়াং—বিজনেজ এডভাইজারী কমিটি কোন ষ্টেজে পারে (গণ্ডগোল) এখন দেখছি প্রয়োজন পরিস্থিতি বাধ্য করছে। গতকালের ডিমাণ্ড আজও শেষ হয়নি। পুলিশের উপর মেম্বারদের হাউসে যে বক্তব্য রাখার অধিকার আমরা এখনও তা পাচ্ছি না……

মিঃ স্পীকার--পাচ্ছেন না ?

শ্রীবাজুবান রিয়াং—কম পাচ্ছি। মাননীয় সদস্য মধুসুধন বাবু উঠেছিলেন উনি পারেন নি তাঁর বক্তব্য রাখতে, উনার বলার অধিকার আছে। উনার সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হলেন সময়ের অভাবে।

মিঃ স্পীকার—সেটাতো প্রত্যেকেই হচ্ছেন আজকে সময়ের অভাবে (গণ্ডগোল)

শ্রীবাজুবান রিয়াং—আমাদের এই হাউসে যখন ৩০ জন সদস্য ছিল (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি সময় নষ্ট করছেন (গণ্ডগোল)

শ্রীবাজুবান রিয়াং—আমরা অবজেকশান রাখছি।

মিঃ স্পীকার—Please take your seat.

Shri Debendra Kishore Choudhury - Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 45,27,000 [inclusive of the sum of Rs. 10,26,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 2,—Major Head '9' Land Revenue.

Mr. Speaker—Now there are as many as four Cut Motions on this Demand. First Cut Motion is of Shri Manindra Deb Barma. I would request Shri Deb Barma to move his Cut Motion.

শ্রীমণীন্দ্র দেববর্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ২— ল্যাণ্ড রেভিনু্য'র উপর, সাড়ে সাত কানি/জমির খাজনা মুকুব করার সম্পর্কে আমি একটা কাট মোশান এনেছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা সরকার-এর ব্যর্থতার ফলে যে আজ ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকরা আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে আছে, বিজ্ঞানের উপর আজও নির্ভরশীল হতে পারে নাই। যার ফলে ভাল সেচ ব্যবস্থা না হলে, জমিতে অধিক ফসল ফলানোর প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র আজকে সরকার যে দিচ্ছেনা. তার ফলে কৃষি অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেংগে পড়েছে। সাধারণ কৃষক যারা তার কম জমির মালীক, আজকে যে নিজের জমিতে উৎপাদিত ফসলের দ্বারা নিজে খেয়ে পরিবার পালন করা, সেটা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না: একদিকে মাননীয় স্পীকার স্যার আমাদের কৃষি উৎপাদিত জিনিষের দাম অত্যন্ত কম, অপর দিকে তাদের যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্র, তার দাম অত্যন্ত বেড়ে যাচ্ছে. যার ফলে সাধারণ কৃষক তার জমিতে যা উৎপাদন করছেন তার দ্বারা নিজের পরিবার পরিচালনা করা সম্ভব নয়। কাজেই আমি বলতে চাই যে প্রাক্তন বিধানসভায় সাড়ে সাত কানি জমির খাজনা রহিত করা একান্ত প্রয়োজন মনে করে যে প্রস্তাব এখানে পাশ করিয়েছিলেন, আমি তার প্রতি এই হাউসের দৃষ্টি

আকর্ষণ করছি। আজকে পূর্ণ রাজ্যের বিধানসভা এই সাড়ে সাত কানি জমির খাজনা মুকুব করার প্রস্তাবকে বাস্তবে রূপায়িত করছে না। কাজেই আজকে এই সাড়ে সাত কানি জমির খাজনা রহিত করার যে প্রস্তাব অতি সত্বর কার্যকরী করার ব্যাপারে প্রস্তাব পাশ করা দরকার বলে আমি মনে করি এবং অতি সত্বর কার্যকরী করার জন্য দাবী রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker - Now I would request Shri Niranjan Deb to move his Cut Motion.

শ্রীনিরঞ্জন দেব—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাট মোশান হচ্ছে ডিমাণ্ড নাম্বার—২, ল্যাণ্ড রেভিনিউর উপরে, সেটা হচ্ছে—"সম্যক বকেয়া খাজনা মকুব করার সুষ্ঠু নীতির অনুপস্থিতি সম্পর্কে"

বকেয়া খাজনা মকুবের আন্দোলন আজকে নতুন নয়, দীর্ঘদিন যাবৎ ত্রিপুরার কৃষকরা বকেয়া খাজনা মকুব করার আন্দোলন করে আসছে। সুতরাং আমরা দেখছি সিংহ মন্ত্রীসভায় তিনি ১৩৭২ ১৩৭৩ এবং ১৩৭৪ সালের খাজনা মকুব করেছিলেন। এরপর আমরা নতুন মন্ত্রী সভায় দেখলাম যে ১৩৭৪ এবং ১৩৭৬ সালের খাজনা মকুব করার কথা বলেছেন, কিন্তু রেভিন্যু- খাজনা মকুব হয়েছে বটে, কিন্তু সেষা যেটা আছে সেটা মকুব হয় নাই। বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধার জন্য বাজেট, অসুবিধাগুলি দূর করার জন্য বাজেটে অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে, ত্রিপুরাতে ৩টি জেলা, ১০টি মহকুমা, ১৭টি রাজস্ব এলাকা এবং ৩৭টি রাজস্ব প্রদর্শনী এলাকা এবং ১৭৭টি তহশীল, ৪৭১টি গ্রাম, অনেক কিছু সুবিধার জন্য দেখানো হয়েছে। আমি মনে করি যে যেসব সুবিধার জন্য অফিস ইত্যাদি বাড়ানো হয়েছে. আমরা দেখছি পাঁচগুণ রাজস্ব বেড়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে, সংশিদ নোটিশগুলি ঘরে ঘরে, গ্রামে গ্রামে যাচ্ছে। কৃষক আজকে ঋণগ্রস্ত। যাদের ঘরে ভাত নাই. এই সময়ে এইভাবে ঘরে ঘরে নোটিশ দেওয়া, এটা আমি মনে করি ঠিক নতুন মন্ত্রীসভার পক্ষে সাজে না। আমি মনে করি কৃষকের ঘরে যখন ধান এবং ফসল আসবে, তখন এই সংসিদ নোটিশ দেওয়া প্রযোজন। আমরা দেখেছি ১৯৬০ সালে ভূমি সংস্কারের উদ্দেশ্যে ভূমি সংস্কার আইন চালু করা হয়েছিল। কিন্তু গত দশ বছরের অভিজ্ঞতায় এটা প্রমাণিত হয়েছে সেই আইনের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে। জমির সীমা বেধে দেওয়ার পর কোন উদ্বৃত্ত জমিই সরকারের হাতে আসে নাই, কোন ভূমিহীন জমি পায় নাই এবং জমি হস্তান্তর বন্ধ হয় নাই বরং আরও বাড়ছে। কৃষকের জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা বা বন্যা নিরোধের ব্যবস্থা না না থাকার ফলে উৎপাদন বাড়ে নাই, তবুও রাজস্বের হার অস্বাভাবিক বেড়েছে। ফসলের মূল্য বাড়ে নাই, অন্যদিকে গরীব কৃষক, শ্রমিক তাদের জীবন ধারণের যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তার দাম দিনের পর দিন বাড়ছে। তার ফলে কৃষকের জমি মহাজনদের হাতে চলে যাচ্ছে। আদম সুমারীর ১৯৭১ সালের রিপোর্টে আমরা দেখেছি, কৃষিজীবীদের মধ্যে ১৯৬১ সালে ত্রিপুরার কৃষি মজুরের সংখ্যা ছিল ৭.৫ জন, গত দশ বছরে তা বেড়ে হয়েছে শতকরা ১৯.৭ জন। অভিজ্ঞতার

মধ্য দিয়া আমরা দেখেছি যারা ভূমিহীন, তাদের জন্য কোন আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা করার চেষ্টা নাই, প্রয়োজনীয় ভূমি আইন প্রয়োগ করে ভূমিহীনদের হাতে জমি দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই, বরং ভূমি আইন এমনিভাবে তৈরী করা হয়েছে অকৃষকদের উদ্‌বৃত্ত জমি যাতে কোন ভূমিহীন কৃষক না পেতে পারে।

মিঃ স্পীকার--মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব—আমি আমার কাট মোশানের শেষে এই বক্তব্য রাখব যে, এই যে রাজস্ব বাড়ানো হয়েছে, এটা কৃষকদের পক্ষে অসুবিধাজনক। কৃষকরা আজকে অসুবিধায় ভুগছে। অবশ্য আমাদের সরকার "গরীবী হটাও"এর শ্লোগান দিচ্ছেন। এইভাবে কৃষকের উপর ডিপ্রেশন সৃষ্টি করে গরীবী হটানো যায় না যদি গরীবী হটাতে হয়, তাহলে কৃষকদের সম্পূর্ণ খাজনা মকুব করে, তাদের জমিতে জলসেচের সুযোগ সুবিধা, তাদের কৃষি সম্পর্কে শিক্ষা, ইত্যাদি সরকারী পক্ষ থেকে তাদের নানারকমভাবে সাহায্য করার পর, তাদের এই যে 'গরীবী হটাও'এর শ্লোগান সেটা দেওয়া সার্থক হবে বলে আমি মনে করি। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবাজুবন রিয়াং।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার—২—ল্যাণ্ড রেভিন্যু, এখানে যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, ৪৫ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা, এই ব্যয় বরাদ্দের পর এই টাকা খরচের যে নীতি, সেই সম্পর্কে আমার একটা কাট মোশান আছে। আমার কাট মোশান হচ্ছে—"জমির উর্ধ সীমা কমিয়ে উদ্‌বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের হাতে বিলিবণ্টন সম্পর্কে।"

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৬০-৬১ সনে ত্রিপুরায় যে নতুন ভূমি সংস্কার আইন চালু হল সেই আইন মতে আমরা দেখেছি যে একটা পরিবারে যেখানে ৫ জন থাকবে, সেই পরিবার ২৫ কানি রাখতে পারবে এবং তার চেয়ে বেশী লোক যদি কোন পরিবারে থাকে......

Mr. Speaker—অনারেবল মেম্বার ৮টা বেজে গেছে। অতএব যদি আপনারা চান তাহলে আমরা ডিউরেশান এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দিই।

শ্রীবাজুবন রিয়াং--মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা সম্ভব নয়। কারণ খুব অসুবিধা হয় কাদের? যাদের বাস থাকে না। আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি অনেকের হেঁটে যেতে হয় বিশেষ করে অ্যাসেম্বলী ষ্টাফদের। তাই আমি অনুরোধ করব আর টাইম না বাড়ানোর জন্য।

Mr. Speaker—তাহলে হাউসের সেন্স হচ্ছে আমি ডিউরেশন এক্সটেণ্ড না করি। তাই তো মনে হচ্ছে? (ভয়েস—হ্যাঁ, হ্যাঁ আর এক্সটেণ্ড করার দরকার নাই) মাননীয় সদস্যদের একটা

বিষয়ের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যদি আমরা এইভাবে প্রতিটি ডিমাণ্ডের উপর সময় বেশী নিই তাহলে আমার পক্ষে ১০ তারিখের ভিতর বাজেট পাশ করা অসম্ভব। অতএব আপনাদের কাছে আমি অনুরোধ করছি যে আপনারা আগামী কাল থেকে সময় কম নিয়ে নামের লিষ্ট আমার কাছে দিয়ে দিবেন এবং ৫ মিনিটের মধ্যে বলবেন। আমি আপনাদের এই বিষয়টা বার বার জানাচ্ছি যে শেষ পর্যন্ত আমাকে হয়ত গিলোটিন করে ডিমাণ্ড পাশ করতে হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—আমরা কম সময়ই নিচ্ছি, ওরাই বেশী সময় নিচ্ছেন।

Mr. Speaker—The House stands adjourned till 3 P.M. tomorrow.

PAPERS LAID ON THE TABLE

APPENDIX 'A'

STARRED QUESTION NO. 88

by **Shri Nishi Kanta Sarker**—Will the Hon'ble Minister-in charge of the Health and Family Planning Department be pleased to state :—

QUESTION

১। উদয়পুর হাসপাতাল সম্প্রসারণের কাজ শেষ করার মেয়াদ কবে পর্যান্ত ছিল।

২। উহা সম্প্রসারণের কাজ আরম্ভ হইয়া বন্ধ থাকার কারণ কি ?

ANSWER

১। ১২-৯-১৯৭১ ইং সনের মধ্যে।

২। Mild Steel bars এবং Cement এর অভাবে কাজ বন্ধ আছে।

Starred Question No. 520

By Shri Samir Ranjan Barman.

QUESTIONS

1. Is it a fact that the court rooms of Sadar Munsiff and Magistrates are recomed in tin-shed wich causes inconvenience to the people ;

2. Is there any proposal to improve the office accomodation for the court of Munsiff and Magistrates so that they can administer justice in better envirment.

ANSWERS

1. Yes.

2. Yes. Government is considering a proposal to replace the existing tin-wall of the court room by 5" inches brick wall and it his sent the same to the Chief Engineer to take action in the matter.

Starred question No. 527
by Shri Benode Behari Das.

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

ক) তপশিলী জাতির উন্নতির জন্য সরকার কোন কোন সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য দান করিয়াছেন এবং আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ কত এবং কি কি কাজের জন্য সাহায্য করা হইয়াছে ?

ANSWER

ক) তপশিলীভুক্ত জাতির উন্নতির জন্য এই দপ্তর হইতে হরিজন সেবক সংঘকে মোট ৬০,০৮৯ টাকা ১৯৬২-৬৩ ইং সাল হইতে ১৯৭১-৭২ ইং আর্থিক সাল পর্যান্ত মঞ্জুরী দেওয়া হইয়াছে। মঞ্জুরীকৃত অর্থ সংস্কার কেন্দ্র, বালুয়ারী কেন্দ্র এবং শিশুসদনে উক্ত সংঘ তপশিলীভুক্ত জাতির উন্নতির জন্য ব্যয় করিয়া থাকে।

Starred Question No. 531
By Shri Baju Ban Riyan.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Tribal Welfare Department to pleased to state :—

QUESTION

ক) কারবুক Pilot Project Scheme এ ১৯৭১-৭২ আর্থিক সন পর্য্যন্ত মোট কতজনকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

খ) ঐ Project এর এলাকাভুক্ত জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা আছে কি ?

ANSWER

ক) ১৯৭১-৭২ ইং আর্থিক সন পর্য্যন্ত মোট ৩০০ পরিবারকে কারবুক Pilot Project প্রকল্পে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

খ) হ্যাঁ, উক্ত প্রকল্পে জলসেচের জন্য ১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে।

Starred Question No, 532
By Shri Bajuban Ryang

QUESTION

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal welfare Department be pleased to state :—

১। অমরপুরে "রাজপ্রসাদ চৌধুরী ট্রাইবেল কলোনী" ও "লেবাছড়া ট্রাইবেল কলোনী" সুপারভাইজারের কোয়ার্টার যথাক্রমে কলোনী সীমানার বাইরে অমরপুর টাউনে ও নূতন বাজারে হওয়ার কারণ কি ?

২। এই দুইটি কলোনীতে কত পরিবারকে বসানো হয়েছিল এবং বর্ত্তমানে কত পরিবার আছে (পৃথক পৃথক হিসাব) ?

ANSWER

১। রাজপ্রসাদ কলোনীর সুপারভাইসরের কোয়ার্টার অমরপুর টাউনে করা হয় নাই। লেবাছড়া কলোনীর সুপারভাইসরের কোয়ার্টার গ্রাম সেবকের কোয়ার্টারের সঙ্গে লেবাছড়া কলোনীর সংলগ্ন নূতন বাজারের এরিয়াতে কলোনী বাসীন্দাদের সুবিধার্থে করা হইয়াছে।

২। রাজপ্রসাদ কলোনীতে ১৬৬ পরিবার ও লেবাছড়া কলোনীতে ১৩৮ পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়াছে। রাজপ্রসাদ কলোনীতে ১৬০ জন ও লেবাছড়া কলোনীতে ১২৫ পরিবার বর্ত্তমানে বসবাস করিতেছে।

Un Starred Question No. 82

By Shri Nishikanta Sarker.

Will the Minister-in-charge of the Relief Department be pleased to state :—

Question.

১। শরণার্থীগণ নিজদেশে চলে যাওয়ার পর তাহাদের পরিত্যক্ত ঘরগুলি কোন্ মহকুমায় কতটি ঘর কত টাকা মূল্যে নীলাম করা হইয়াছে ?

Answer.

১। মহকুমা ভিত্তিক পরিত্যক্ত ঘরের নীলামের বিষদ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল :

সদর মহকুমা

৩৩৬টি ঘর— ৭,৪৯২·০০

খোয়াই মহকুমা

১৫৯টি ঘর— ৩,৩৪০·০০

উদয়পুর মহকুমা

৭টি ঘর — ১,২২৮·০০

উত্তর ত্রিপুরার ইঞ্জিনিয়ারিং অফিসের কাগজপত্র সি. বি. আই এর হেফাজতে থাকায় উহার বিষদ বিবরণ দেওয়া যায় নাই।

Uns. question No. 158

By Shri Anil Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the T. W. Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৭১ সালের লোক গণনায় ত্রিপুরায় তপসিলীভুক্ত জাতির জনসংখ্যা মহকুমা ভিত্তিক ও সম্প্রদায় ভিত্তিক।

২। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী থেকে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকীর ১৯৭২ এর মার্চ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা সরকার তপশিলী জাতির উন্নয়নের জন্য কত টাকা বরাদ্দ করেছেন এবং তন্মধ্যে কত টাকা ব্যয় হয়েছে। ব্যয়িত অর্থের মাথাপিছু হিসাব।

৩। গত আর্থিক বছরে তপশিলী সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য কোন কোন খাতে কি পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় হয়েছে ?

উত্তর

১। ১৯৭১ সনের লোক গণনার হিসাব ভারত সরকারের Registrar General of India কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই, যাহাই হউক Provisional সংখ্যা মহকুমা ভিত্তিক নিম্নে প্রদত্ত হইল। ত্রিপুরার মোট তপশিলীভুক্ত জাতির সংখ্যা ১,৯২,৮৬০ (সাময়িক) সম্প্রদায় ভিত্তিক সংখ্যা এখনও পাওয়া যায় নাই।

মহকুমার নাম—	জনসংখ্যা
১। সদর	৫৪,১১৬
২। খোয়াই	২৪.৮০১
৩। কমলপুর	১৪,৫৪৭
৪। কৈলাশহর	১৬,৪৮৪
৫। ধর্মনগর	১৩,২৫৯
৬। সোনামুড়া	২০,০০৮
৭ উদয়পুর	১৯,১৭৬
৮। অমরপুর	৭,৪৭২
৯। বিলোনীয়া	১৬.৮০৫
১০। সাব্রুম	৬,১৯২
সর্বমোট :—	১,৯২,৮৬০

২। এতদসঙ্গে প্রযুক্ত করা হইল [Annexture—"A"]

৩। এতদ্সঙ্গে প্রযুক্ত করা হইল [Annexure—"B"]

পরিশিষ্ট "ক"

২। ক) প্রথম পরিকল্পনা হইতে ১৯৭২ সনের বরাদ্দ এবং খরচ বাবদ হিসাবের তালিকা—

	বরাদ্দ	খরচ
১ম পরিকল্পনা	০'৬৮৮	০'৩৬০
২য় ”	১'৯০০	২'৪৫৩
৩য় ”	৪'৪২৫	৪'৯০৯
১৯৬৬—৬৭	১'২৬০	০'৭২২
১৯৬৭—৬৮	২'৪২০	২'১৬০
১৯৬৮—৬৯	১'৩২১	১'২৪৯
চতুর্থ পরিকল্পনার ৭১-৭২ সন পর্য্যন্ত	৭'৬৩২	৪'৯০৯
	১৯'৬৫৪	১৬'৭৩২

২। (খ) মাথাপিছু ব্যয় ১৩'৯৮ পঃ, ১৯৬১ সনের আদম স্থুমারী মতে এই হিসাব দেওয়া হইল।

পরিশিষ্ট "খ"

১৯৭১-৭২ সনের বরাদ্দ এবং খরচ বাবদ হিসাবের তালিকা।

	বরাদ্দ	খরচ
১। শিক্ষা	২'৪১০	১'০৩১
২। অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশ	১'৮১০	২'২১২
৩। কৃষি	১'১৬০	০'৯৫৪
৪। পশু পালন	০'৬৯২	—
৫। শিল্প	০'৫৬৫	০'০৬৬
৬। স্বাস্থ্য, গৃহ নির্মাণ এবং অন্যান্য	০'৯৯৫	০'৬৪৬
	৭'৬৩২	৪'৯০৯

Unstarred Question No. 164
By Shri Anil Sarkar & Subal Ch. Biswas

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

QUESTION

১। উপজাতি জুমিয়া, ভূমিহীন, তপশিলী জাতির ভূমিহীন ও অন্যান্য ভূমিহীনদের মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা ;

২। মহকুমা ভিত্তিক পুনর্বাসন প্রাপ্ত (উপজাতি, তপশিলী ও অন্যান্যরা আলাদা ভাবে)।

৩। পুনর্বাসনের জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ (পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা ভিত্তিক) ?

ANSWER

১। ত্রিপুরা রাজ্যের জুমিয়া, ভূমিহীন উপজাতি এবং তপশিলী ভুক্ত জাতির সংখ্যা যথাক্রমে ৩৫,০০০ ; ৭,৫০০ এবং ৫,০০০। ১৯৭১ ইং সনের আদম সুমারীর হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই। পূর্বের তথ্য অনুযায়ী উপরোক্ত তথ্য প্রদত্ত করা হইল। মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা উক্ত দপ্তরে নাই।

২। ১৯৫৪ সাল হইতে ১৯৭২ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত মহকুমা ভিত্তিক পুনর্বাসন প্রাপ্ত জুমিয়া হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

ক্রমিক সংখ্যা	মহকুমার নাম	১৯৭২ সালের মার্চ মাস পর্য্যন্ত পুনর্ব্বাসন প্রাপ্ত জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা
১।	ধর্মনগর	৩,৭৩১ পরিবার
২।	কৈলাসশহর	৩,৮৬৯ „
৩।	খোয়াই	১,২৯২ „
৪।	কমলপুর	২,০২০ „
৫।	সদর	৩,২৭২ „
৬।	সোনামুড়া	৭২৭ „
৭।	উদয়পুর	১,৬২৩ „
৮।	বিলোনীয়া	৩,৬০০ „
৯।	অমরপুর	২,৭১৮ „
১০।	সাব্রুম	১,৬৯৯ „
		মোট : ২৪,৫৫১ পরিবার

১৯৬১-৬২ সাল হইতে ১৯৭২ এর মার্চ পর্যান্ত ভূমিহীন তপশিলী উপজাতির সংখ্যা :—

১।	ধর্মনগর	—
২।	কৈলাশহর	৩৭ পরিবার
৩।	খোয়াই	১,৫৪২ ”
৪।	কমলপুর	৮৬ ”
৫।	সদর	১,২৫৯ ”
৬।	সোনামুড়া	৬৮ ”
৭।	উদয়পুর	২২ ”
৮।	বিলোনীয়া	২৪২ ”
৯।	অমরপুর	২১৬ ”
১০।	সাব্রুম	৩৭ ”
	মোট :	৩,৫০৯ পরিবার

১৯৬১-৬২ সাল হইতে ১৯৭২ এর মার্চ পর্যন্ত ভূমিহীন তপশিলী জাতির সংখ্যা :—

১।	ধর্মনগর	২৭ পরিবার
২।	কৈলাশহর	২১২ ”
৩।	খোয়াই	৫২৩ ”
৪।	কমলপুর	৯১৩ ”
৫।	সদর	২১০ ”
৬।	সোনামুড়া	—
৭।	উদয়পুর	২০৫ ”
৮।	বিলোনীয়া	২৬৩ ”
৯।	অমরপুর	৩ ”
১০।	সাব্রুম	৬ ”
	মোট—	২,৩৬২ পরিবার

অন্যান্য ভূমিহীনদের মহকুমা ভিত্তিক সংখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

(উক্ত প্রকল্প জেলাশাসক কর্তৃক রূপায়িত হয়)

১।	ধর্মনগর	১২৯ পরিবার
২।	কৈলাশহর	৪৫৫ ”
৩।	খোয়াই	৩২০ ”
৪।	কমলপুর	৩৩৭ ”

৫।	সদর	৬৩১ „
৬।	সোনামুড়া	১৭ „
৭।	উদয়পুর	—
৮।	বিলোনীয়া	৯৫ „
৯।	অমরপুর	—
১০।	সাব্রুম	—
		মোট— ১,৬৮৪ পরিবার

(লক্ষ টাকা ভিত্তিক)

৩। ক) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ভিত্তিক জুমিয়া, ভূমিহীন, তপশিলী উপজাতি তপশিলীভূক্ত জাতির জন্য ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১ম পরিকল্পনা—	৯'৪৫০
২য় „	৪০'২৫৪
৩য় „	৩২'৫২১
৪র্থ পরিকল্পনা ১৯৬৬ ৬৭, ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮-৬৯ হইতে ১৯৭২ এর মার্চ মাস পর্যন্ত	৬৯'২১১
	১,৫১'৪৩৬

খ) পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভিত্তিক অন্যান্য ভূমিহীনদের পুনর্ব্বাসনের ব্যয়িত অর্থের হিসাব নিম্নে প্রদত্ত করা হইল।

১ম পরিকল্পনা—	প্রকল্প আরম্ভ হয় নাই।
২য় „ --	ঐ
৩য় „ —	৪'৪৯৫
৪র্থ পরিকল্পনা ১৯৬৬-৬৭, ১৯৬৭-৬৮ এবং ১৯৬৮ ৬৯ হইতে ১৯৭২ এর মার্চ মাস পর্যন্ত।	৮'৯০৪
মোট—	১৩'৩৯৯

Unstarred question No. 298
By Shri Bulu Kuki

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে অম্পিনগরে একজন হেল্থ ভিজিটার আছেন এবং তাহার জন্য সরকারী কোয়ার্টারও আছে।
২) ইহা কি সত্য যে তিনি দীর্ঘদিন ধরে সেখানে থাকেন না ?
৩) যদি সত্য হইয়া থাকে ইহার কারণ কি ?

১) না, সরকারী কোয়াটার আছে কারণ অম্পিনগরে একটি হেল্থ ভিজিটারের পদ অনুমোদিত আছে।
২) প্রশ্ন উঠে না।
৩) প্রশ্ন উঠে না।

Unstarred Question No. 314
By Shri Ganapada Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

ক) ইহা কি সত্য যে উদয়পুরের পিত্রা অঞ্চলের ৩২ জন জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য গত ২৬-৫-৭১ তারিখে দরখাস্ত করেছিল এবং তাহা ১১-৯-৭১ সালে জনৈক ট্রাইবেল ইন্সপেক্টর তদন্ত করেছিল ?
খ) যদি সত্য হয় সরকার তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন কি ?
গ) যদি না করিয়া থাকেন তাহার কারণ কি ?

ক) হ্যাঁ।

খ) এর মধ্যে ১৬ জন প্রার্থীর জমি বন-বিভাগের রিজার্ভ এলাকায় পড়ে নাই, তাহারা যাহাতে জুমিয়া পুনর্বাসন পাইতে পারে সে বিষয় সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীনে আছে।

গ) বাকী ১৬ জন প্রার্থীর প্রার্থিত ভূমি বনবিভাগের রিজার্ভ এলাকায় পড়িয়াছে। সুতরাং তাহাদিগকে উক্ত এলাকার জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়ার বর্তমানে কোন সুবিধা নাই।

Unstarred question No. 424

By Shri Niranjan Deb.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Health & Family Planning Deptt. be pleased to state :—

প্রশ্ন

টাকারজলায় ৬ সংখ্যা শয্যা বিশিষ্ট Primary Health Centre এর শয্যা বাড়াবেন কি ?

হ্যাঁ, অদূর ভবিষ্যতে বাড়ানোর চেষ্টা করা হবে।

Unstarred Question No. 501

By Shri Sudhanya Deb Barma

Will the Minister-in-charge of the Relief & Rehabilitation Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। বাংলা দেশের শরণার্থীদের রিলিফের জন্য কমলপুরের প্রাক্তন এস, ডি, ও, শ্রীরঞ্জিত দিঘলের অফিস মাধ্যমে যে অর্থ ব্যয় হইয়াছে তাহার হিসাব পত্র কি সম্প্রতি কোন Accounts Officer অডিট করেছেন ?	১। হ্যাঁ।
২। যদি করে থাকেন তবে তাহার সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট।	২। অডিট রিপোর্টের কপি অত্র সঙ্গে দাখিল করা গেল।
৩। ইহা কি সত্য যে ঐ অডিট রিপোর্টে অনেক দুর্নীতি ধরা পরেছে ?	৩। কিছু সংখ্যক অনিয়মিত খরচ আদি অডিট কর্ত্তৃক দেখানো হইয়াছে।
৪। যদি সত্য হয় তবে সরকার ঐ প্রাক্তন এস, ডি, ও এর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?	৪। সমস্ত অভিযোগ ত্রিপুরা সরকারের vigilance ডিপার্টমেন্টের তদন্তাধীন আছে।

REPORT ON THE INSPECTION OF REFUGEE RELIEF ACCOUNTS OF S. D. O., KAMALPUR.

Introductory.

The Refugee Relief Accounts of S.D.O., Kamalpur pertaining to the period from 19-4-71 to 31-10-71 were test audited by Sri N. C. Dutta, Inspecting Auditor under the partial supervision of Sri P. K. Ghosh, Inspecting Officer. The audit commenced on 14-12 1971 and was completed on 31-12-71. Sri R. Dighal held the post of Sub-Divisional Officer during the period covered by audit.

General

(a) During the period covered by audit S.D.O., Kamalpur received the following amounts The expenditure incurred by him against the same is also indicated below :-

Item of expenditure	Allotments received	Amount drawn	Remarks
For fooding	Rs. 32,03,330	Rs. 33,08,156=14	
For Construction	Rs. 20,65,000	Rs. 17,82.490=00	
For Transport	„ 20,000	„ 28 250 =78	
For Misc.	„ 31.000	„ 51.522=50	
For Estt.	„ 5,000	„ 19 611=05	
		Rs. 51.90,030=47	

It will be evident from the above that expenditure was incurred in excess of the sanctioned amount in all cases except for construction. This is brought to notice

(b) Out of the drawals made for fooding and amount of Rs. 10,08 330=00 was drawn in A. C. Bills. As against these drawals made in A. C. Bills and amount of Rs. 1,13,000=00 was advanced to B.D.O., Selema and Rs 8,42 000=00 to Shri P. C. Nag. Camp Supervisor. Full amounts appeared to have been submitted by B.D.O. But the Camp Supervisor so far submitted and account for Rs. 2,48,521=66 only. The reasons for delay in submitting the accounts may please be ascertained and intimated to audit. Necessary steps may please be taken for submitting the A. C. Bills at the earliest.

3. Tenders for supply essential commodities—Omissions & commissions.

From the relevant files it was observed that S.D O, Kamalpur in his memo No. F. 2(24)/SDO/KMP/Nag/Nil, dated, 8-4-71 called for sealed quotations for supplying essential commodities for feeding the Refugee. Six quotations were received out of which the rates quoted by Shri Mihir Dutta Biswas were found to be lowest and work orders were issued to him vide No F.2(24/SDO/KMP/Estt/840/71, dt. 19-4-71 at the following rates :-

Dal Musur	...	@ Rs. 1·97	per Kg.
Dal Mug	...	@ Rs. 2·30	"
M. Oil	...	@ Rs. 7 24	"
Salt	...	@ Rs. 0·40	"
Vegetables	...	@ Rs. 0·85	"
Chilly dust	...	@ Rs. 9·00	"
Tarmarie dust	..	@ Rs. 9·00	"
Jeera	...	@ Rs. 9·00	"
Barley	...	@ Rs. 5·50	"
Sugar	...	@ Rs. 1·97	"

Thereafter on the insistence of Shri Ranadhir Nag work orders were also issued on him at the above mentioned rates. All suppliers in Kamalpur were obtained at these rates till the purchases were stopped and payment of cash dole system introduced with effect from 26/27 August, 1971. In this connection following observations were made :-

(a) The sealed envelops of the tenders could not be produced to audit nor was there any record to show that the tenders were opened before any responsible officer. No earnest money or security deposit was provided for in the tender notice

(b) The rates quoted and accepted were quite high and as such fresh tenders were invited vide S.D.O's No. F. 2(24)/SDO/KMP/Naz/ 3663-71/71, dt. 31 5-71 with the last date fixed as 5 6-71. In response about 289 Nos. of tenders were received. Rates were invited separately for each Camp and the lowest rate received were much lower in each case. In spite of this, these tenders were not scrutinised and accepted and purchases continued to be made from M/s. Mihir Dutta Biswas and Ranadhir Nag at the enhorbitant rates for the next three months

(c) On further scrutiny it was observed that neither the tender notice dt. 8-4 71 nor the work order dt. 19-4-71 were issued from S.D O's

office and the despatch details were not recorded anywhere. This will be evident from the fact that the tender notice was not numbered at all and the work order was given a fictitious number.

(d) Total purchases made from M/s. Ranadhir Nag and Mihir Dutta Biswas were over 15 Lakhs. As the purchases were made at rates much higher than the prevalent market rates as well as the lowest tendered rates there was much extra cost to Govt. It was estimated that approximately 20% extra cost was incurred by accepting tenders at higher rates. This is brought to notice.

4. Payment of supply bills—Omissions and commissions.

(a) On a scrutiny of the supply bills paid in S.D.O's office it was noticed that no record of the purchases made and paid for was kept in the S.D.O's Office It is necessary that a complete record of such purchases made and paid for be maintained in S D.O's Office in the form of a Central Stock Book as a permanent record. This may please be compiled urgently under intimation to audit.

(b) It was observed that paymet of the suppliers' bill was made on the counter signature of Camp Supervisor. But in the Sub-Vrs. No record of the purchases made having been entered into the Stock Book was certified. In a large number of cases the requisitions on the suppliers were produced in support of the bills without any acknowledgement of the materials from the Camp. In no case Stock Book page reference was quoted.

(c) On requisition by audit only for Stock Books of the Camps could be produced to audit. These were not authenticated and some of them appeared to be freshly written. Most of the books required by audit could not however be produced. A list of such books not produced has been enumerated in para 15 of the preliminary objection statement.

(d) On a scrutiny of the Stock Books produced a large number of ommissions and discrepancies were noticed. A list of some such ommissions have been furnished in paras 9 and 14 (1) of the preliminary objection statement. It was evident that payments were made in full on the basis of requisitions even if the full quantity was not supplied. This is brought to notice.

(e) The officer countersigning/certifying the bills did not excercise sufficient checks for preventing double payments of the bills. As a result a

number of instance of such double payments were noticed in audit both of which were duly countersigned by the Camp Supervisor and paid for by S.D.O. The details of these cases are enumerated below :—

(i) As mentioned in para 5 of P.O.S. two requisitions were issued by the Camp Officer Fulchari on 25-5-71 out of which materials were received against one number only. However both the requisitions were duly paid vide fully vouchered bill No. 184, dt. 25-5-71 and 283, dt. 11-6 71 resulting in excess payment of Rs. 671=72. On being pointed out by audit the amount was deposited vide Kamalpur S.T.Ch No. 303 of 12/71.

(ii) As mentioned in para 6 of P.O.S. the Camp Officer Baligam issued two requisitions on 25-5-71 out of which materials were received against one only. However both the requisitions were paid vide F. V. Bill No. 282 dt. 11-6-71 and 184, dt. 25-5-71 resulting in excess payment of Rs. 1,748'55. On being pointed out by audit the amount was refunded vide Kamalpur S.T.Ch.No. 305 of 12/71.

(iii) As mentioned in para 7 of P.O.S. Camp Officer, Halahali issued two requisitions for the same materials for 13-5-71 both of which were paid vide F. V. Bill No. 158, dt. 18-5-71 and No. 165, dt. 22-5-71. The amount of excess of payment involved was Rs. 886'17 which was refunded vide Kamalpur Ch. No. 304 of 12/71 at the instance of audit.

(iv) A pointed out in para 12 of P.O.S. two requisitions were issued by the Camp Officer; Kamalpur Camp on 8-5-71 and both of these were duly paid although materials against one of them only were received. The amount of excess payment involved was Rs. 227'63 which remained to be recovered from the Contractor Mihir Dutta Biswas. In this connection F. V. Bill No. 157, dt. 18-5-71 and No. 176, dt. 24-5-71 may be referred to.

v) As pointed out in para 4 of the P.O.S. total quantity of vegetables supplied by Mihir Dutta Biswas to Balijan Camp during the period from 24-5-71 to 2-6 71 he was only 6120 Kg. But in fully Vouched Bill No. 282, dt. 11-6 71 he was paid for 9120 kg. resulting in excess payment of Rs. 2,550/- on being pointed out by audit the amount was refunded vide Kamalpur Ch. No. 306 of 12/71.

(vi) As pointed out in para 13 of P.O.S. no requisitions was placed with the contractor for supply of vegetables for Noonchari Camp dt. 11-5-71. But the contractor billed for supply of 4000 kg. of vegetables @ 0-85 per kg. which was duly paid to him. In the absence of requisition or stock certificate such Payment was wholly irregular and may please be recovered from the contractor Mihir Dutta Biswas under intimation to audit.

(f) From the instances cited obove it was evident that insufficient control was exercised on the requisition, supply and payment. The matter needs futher detailed investigation for finding out the extent of over payments made and fixing responsibility for the same.

5. **Excess expenditure on per capita ration issued to the refugees.**

a) As per standing orders of the Govt. cost of ration supplied to the Camp inmates is subject to a ceiling of Rs. 1·10 per adult. On a scrutiny of the relevant records incluing the distribution registers it was however noticed that during the period from April to 7th of June, 1971 the scale of ration issued and the cost incurred on the same was as below :

Rice (coarse)	=400 gr.	@ Rs. 1·20	app. K. G.	=48 p.
Dal	= 50 gr.	@ Rs. 1·97	per K. G.	= 10 p.
M. Oil	= 25 gr.	@ Rs. 7·24	„ „	=18 p.
Salt	= 25 gr.	@ Rs. 0·40	„ „	= 1 p.
Chilly & Termaric	= 15 gr.	@ Rs. 9·00	„	=14 p.
Vegetable	= 300 gr.	@ Rs. 0 85	„ „	=25 p.
				Rs. 1·16 p.

It is thus evident that the cost of ration issued to the refuges exceeded the ceiling of Rs. 1·10. Such extra cost appeared to have been incurred upto 7th June in all cases and a few days more in some other cases where upon the quantum of M. Oil issued was reduced from 25 gr. to 10 Gr. This incurring of extra cost was irregular and unjustifiable. It was estimated that ration was issued 12,73,954 adult days during this period. Total extra cost incurred was therefore 12,73,954 × 0 06@Rs. 76,437·24. Responsibility for incurring such extra cost may please be fixed under intimation to audit

(b) As pointed out in para-14(1) (iii) of the P. O. S. even though the quantum of M. Oil was reduced from 25 gr. to 10 gr. Camp Officer Moracherra Camp indented and distributed M. Oil @ 25 gr. again from 14. 6. 71 to 19. 6. 71. Thus 270 litres of M. Oil were distributed in excess value of which @ Rs. 7·24 per litres worked out Rs. 2,454·80. Responsibility for such excess purchase and distribution may please be fixed under intimation to audit.

6. Purchase of spices and M. Oil at exhorbitant rates extra expenditure

a) From a scrutiny of suppliers' bills it was observed that M. oil was purchased at the following rates :—

From D. C. Goswamy—Kanchanpur Bazar Area : @ Rs. 6'00 per K. G.

From Upendra Das—Salema Area : @ Rs. 6'25 per K. G.

From M. Dutta Biswas and Ranadhir Nag--Kamalpur Area :

@ Rs. per Litre.

A total quantity of over 50,950 litres of M. Oil was purchased in Kamalpur area for which the rate would work out to Rs. 8'00 (app) per K. G. As the rate in nearly area was Rs. 6'00 to Rs. 6'25 only there appeared to be no justification for payment at such high rates to the contractors in Kamalpur. It may also be pointed out that in the Bulletin issued by S. D. O. Kamalpur regarding in price prevalent in Kamalpur the price M. Oil was shown as between Rs. 6'00 to Rs. 6.50 per Litre. Therefore for such supplies there was no justification for making payment such an exhorbitant rate during the entire period. This resulted in extra benifit to the contractors. As pointed out in para-3(b) above the lowest rate offered was below Rs. 6'00 per Litre in these cases. This is brought to notice.

(b) From the Rations issued to the refugees it was noticed that 7½ gr. of Chilly and 7½ gr. of Termaric were issued to the refugees per head per day. In addition some Jeera was also supplid. As per records such Chilly and Termaric were to be purchase in dust form @ Rs. 9/- per kg. In the latter period there was no mention that these were purchased in dust form. Payment was however made @ Rs. 9/- per kg. throghout the period. These rates and scales appeared to be excessive. As mentioned in para 3(b) above the lowest rates as per second tender notice were below Rs. 5/- per kg. for these commodities. It is not clear why so much spices had to de supplied to the refugees for cooking dal and vegetables. It was calculated that as against the daily ceiling of Rs. 1-10 for food ration cost of spices accounted for as much as '14 P. or approximately 13% of the total value. Approximately 20000 kg. of Chilly and 20000 kg. of Termaric were purchased and supplied to the refugees. Sush huge purchase, cost and rate were no justified. This is brought to notice.

(c) It was observed that the contractor Sri Ranadhir Nag billed for M. Oil @ 19 Litres per tin inclusive of tin at flat rate. As the weight of

tin would be one kg. he had received an extra benefit by accepting such supplies. In this connection F.V. Bill No. 344, dt. 19-6-71 may be referred. All such extra payments made to him need be recovered under intimation to audit. This is brought to notice.

7. Huge extra payment for supply of Jack fruits.

(a) It was observed that huge quantities of Jack fruits and Pineapple were purchased from the contractors supplying other essential commodities without inviting tenders or ascertaining market rates. In Kamalpur area payments were made for such supplies @ ·65 P. per a Jack fruit or Pineapple. Such rate was considered as rather high and in adjecent areas e. g. Salema, Kanchanpur etc. such payment was made @ ·55 P. each. There was no justificatipn for not inviting open and competitive tender for such supply in the absence of which audit coul not be satisfied that purchase was made at the cheapest available rate.

(b) From the sub vrs. and supporting documents it was observed that the suppliers Mihir Dutta Biswas and Ranadhir Nag initially supplied Jack fruits by numbers and billed for the same accordingly. In this connection F.V. Bill No.603, dt. 10 7-71 and No. 644, dt. 19-7 71 respectively may be referred to. In these bills Mihir Dutta Biswas supplied 1995 Nos. and Ranadhir Nag supplied 22650 Nos. and obtained payments accordingly. Thereafter from the Camp Officers' certificates it was observed that supplies were received on weighment. Payment was made for such such supplies @ 1 Kg. = 1 No. as appear in the supplier's bills. Jack fruit is a big and and bulky commodity and the average weight of Jack fruit and Pineapple would not be less than 3 Kg. (the number/weight of pineapple were not stated separately and it appeared that Jack fruits were mostly (supplied). Thus for each number of Jack fruit or pineapple supplied payment was made at 3 times the price determined. Even if the supply rate of ·65 P. each is considered as reasonable, the actual payment to the contractors' Mihir Dutta Biswas and Ranadhir Nag should have been reduced by two-thirds.

There was no reason for making payments on the basis of 1 Kg. = 1 No. Other contractors supplying Jack fruits and Pineapples were paid on the basis of supply of numbers. Even in the case of Mihir Dutta Biswas and Ranadhir Nag payments were initially made for supply of numbers of Jack fruits and pineapples. The reason for changing the basis and thereby making huge amount of extra payment were not recorded. In any case such extra payment was not justified and is brought to notice.

It was verified that Mihir Dutta Biswas supplied 67327 kg of Jack fruits and pineapples on weighment and Rs. 43,762·55 were paid to him. Similarly, Ranadhir Nag supplied 60358 kg. of Jack fruit and pineapple for which Rs. 32,232·70 were paid. At least two thirds of these amounts may be treated as excess payments which should be recovered from these contractors under intimation to audit.

8 Continuance of issuing essential commodities instead of issuing cash dole.

As per instructions of the Govt. of India A.D.N.(N) Dharmanagar communicated S.D.O. Kamalpur vide his telegraphic message No.9650-53 dt. 10 8 71 to the effect that cash dole should be issued instead of purchasing essential commodities from contractors and supplying the same to the refugees. Although the post copy of the message was received by S.D.O. Kamalpur as early as 13-8-71 the order were given effect from 27-8 71 only.

In this connection it may be pointed out that no agreement for supply was executed with the contractors nor was any stock piking done. It appears that there was difficulty in implementing these orders but instead 15 days extra time was given to the suppliers. As pointed out in para 11 of the P.O.S. an amount of Rs. 2,84,556-70 was spent for buying essential commodities from the suppliers during the period from 13-8-71 to 26-8-71. As the rates were quite high this resulted in extra expenditure to Govt. which was avoidable. This is brought to the notice.

9. Construction of Camp huts.

(a) It was observed that 358 units of Camp huts were constructed by S.D.O., Kamalpur (355 No. three B.D.O, Kamalpu and 3 Nos. directly by his office). An estimate for these units were framed by the Overseer which was approved by the Assistant Engineer. Relief North District for Rs. 5,000/-. As A. E. was not competent to approve such estimates this cannot be accepted in audit. In this connection it may mentioned that an estimate for construction of such huts was also framed in West District. The position may be scrutinised in Director's office and the estimate duly approved by the competent authority sent to audit for information.

(b) The works were awarded as per estimate rates without inviting any tender. The reasons for not inviting any tender may please be intimated. In the absence of any open competitive tenders, the responsibility of the rates could not be varified. Payment was made @ Rs. 5,000/-(app.) in each case. This is brought to notice.

Untarred Question No. 521
Samir Ranjan Barman

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Law Department be pleased to state :—

QUESTION

1. The sub-division wise and year wise break up of the pending criminal (Police) cases since 1968.

2. How many of those cases have been charge-sheeted and still pending with year wise break up except Sadar, Sub-division ?

ANSWER

(1 and (2) Meterials are under collection.

PROCEEDINS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISION OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Wednesday, the 5th July, 1972.

The Assembly met in the Assembly House, Agartala on Wednesday the 5th July, 1972 at 3 P. M.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik in the chair, Chief Minister, four Ministers, three Dy. Ministers, Dy. Speaker, & 46 Members.

STARRED QUESTION

Mr. Speaker —Starred Question. Today in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Shri Samir Ranjan Barman.

Shri Samir Ranjan Barman—Question No. 515.

Shri S. M. Sen Gupta—Question No. 515 Sir.

Question	Answer.
1. If the State Government has taken up the matter with the Union Ministry for Civil aviation to introduce Plane-fair at subsidised rate in view of the difficult communication system of Tripura ;	Yes
2. If the State Government has examined the possibilities of carrying air passengers to and from Tripura at much lesser rate than that of I. A. C. through any Private Air Company ;	Yes.
3. If the Government knows and received any proposal or tried to ascertain that some Private carrying companies are agreeable to carry passengers to and from Tripura at a much lesser rate than that charged by the I. A. C. ?	Yes.

শ্রীকালিপদ ব্যাণার্জী :—কবে এই প্রাইভেট কোম্পানীর সঙ্গে এবং কি কি আলোচনা হয়েছে এট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এম সেনগুপ্ত :—আই, এ সি, ফেয়ার সম্পর্কে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট যোগাযোগ করেছিলেন যে ফ্রেট আরও লোয়ার করা যায় কি না, সেই সম্পর্কে তাদের উত্তর হচ্ছে যে ইস্টার্ণ জোনে যে ফ্লাইট চলছে তা অন্যান্য লাইনের চাইতে কমে। এর পর ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্ট দুই তিনটি প্রাইভেট কোম্পানীর অফার পেয়েছিল যে আমরা চালাতে পারি সেই অনুযায়ী গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়াকে জানান হয়েছিল যে ওদেরকে দেওয়া যেতে পারে কি না। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া সেটা এগ্রী করেনি তার কারণ অলরেডি ত্রিপুরায় যেটা চালান হচ্ছে সেটা সাবসিডাইজড রেটে চালান হচ্ছে সেইজন্য তারা উৎসাহিত নয়।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—তাহলে গভর্ণমেন্ট অব ইষ্ট ইণ্ডিয়া বলছেন যে ইষ্টার্ণ রিজিয়নে সবচেয়ে কম ভাড়াতে চালানো হচ্ছে। প্রাইভেট কোম্পানীগুলি আরও কম ভাড়াতে সার্ভিস চালু করতে চান। তাহলে জনসাধারণের কি সুবিধা হল ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া আমাদের বক্তব্য রাখার পরে তারা একটা জনতা সার্ভিস দিয়েছে ডেইলি, সেটার ভাড়া অনেক কমিয়ে করা হয়েছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারে সেম ফেসিলিটি দিয়ে যেটা ফোকার ফ্রেণ্ডশিপে দেওয়া হয়, সেইসব ফেসিলিটি দিয়ে প্রাইভেট কোম্পানী অনেক কম ভাড়ায় পেসেঞ্জার নিতে চায় সেটা মাননী মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—সেই সম্পর্কে কোয়েশ্চানের উপর দেওয়া হয়েছে যে আমরা অফার পেয়েছি। গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া যতখানি সুবিধা দেওয়ার আছে, জনতা সার্ভিস অনেক কম রেটে এখানে চালু আছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ত্রিপুরাতে ডিফিকাল্ট কমিউনিকেশন সিস্টেমের জন্য আরেকটা জনতা সার্ভিস'এর জন্য আমরা বলতে পারি কি না ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—সেটা যোগাযোগ করে দেখা যেতে পারে। এই সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে যে আমরা পেয়েছি এইরকম অফার। কিন্তু গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার দিক থেকে যতটা সুবিধা দেওয়ার আছে জনতা সার্ভিস সাবসিডাইজড রেটে অন্য লাইনের চেয়ে কম রেটে এখানে চালানো হচ্ছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :—ত্রিপুরায় যেহেতু ডিফিকাল্ট সিসটেম, আর একটা জনতা সার্ভিসের জন্য আমরা বলতে পারি কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সেটা যোগাযোগ করে দেখা যেতে পারে।

শ্রীসমীর বর্মণ :—আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে এই ব্যাপারে অ্যাসুরেন্স চাচ্ছি এবং টাইম বাউণ্ড প্রগ্রাম চাচ্ছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা অ্যাসুরেন্সের প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা হল যোগাযোগ করা যেতে পারে বলা হয়েছে। এই সম্পর্কে অনেক লেখা লেখি হয়েছে এবং যা জবাব এসেছে সেটা বলা হয়েছে। এর পরেও যদি জনতা সার্ভিসের দরকার থাকে তা'হলে হাউসের অপিনিয়ন এবং মাননীয় সদস্যের অপিনিয়ন আমরা কমিউনিকেট করতে পারি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :—মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে তার পরও আরও জনতা সার্ভিসের প্রয়োজন থাকে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান যে আর প্রয়োজন নাই ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় সদস্য যা বলছেন তারপর আর প্রশ্ন উঠে না। কারণ তিনিই বলেছেন যে প্রয়োজন আছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি তাহলে এই আশ্বাস দিচ্ছেন হাউসকে যে এটা করবেন। কারণ করা যেতে পারে এক জিনিষ আর করব আর এক জিনিষ। তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই ব্যাপারে উইনিয়ন মিনিষ্ট্রির সংগে আলাপ করবেন ?

শ্রীসুখময় সেসগুপ্ত :—আমি আগেই বলেছি মাননীয় স্পীকার স্যার যে যোগাযোগ করা হবে।

শ্রীবি, দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ইউনিয়ন মিনিষ্ট্রির সংগে যোগাযোগ করা হচ্ছে। সর্বশেষ যোগাযোগ করে হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা যোগাযোগ হবে বলেছি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই অ্যাসুরেন্স দিতে পারেন যে তিনি ব্যক্তি-গত ভাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীকরণ সিং এর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—যোগাযোগ করার যতরকম উপায় আছে সে সবই দেখা হবে। তার মধ্যে ব্যক্তিগতও হতে পারে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি হাউসকে জানাতে পারেন সর্বশেষ প্রপোজাল কবে হয়েছিল যে প্রপোজাল টার্ণ আউট করা হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে না তথাপি বলছি যতবার দিল্লী গিয়েছি, প্রত্যেকবারেই আলাপ হয়েছে এই প্রশ্ন নিয়ে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে আগে যেখানে প্লেনে সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগত এখন সেখানে ৫৫ মিনিট লাগে এবং সেই তুলনায় অয়েল কনজাম্পসান এবং মেণ্টেনেন্স অনেকটা কমে গেছে কাজেই আমার মনে হয় এই পয়েণ্টে ইউনিয়ন মিনিষ্টারকে ধরলে আমরা আরও সাবসিডাইজড রেটে পেতে পারি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা এক্সপার্ট অপিনিয়ন। কারণ অয়েলের দাম বেড়েছে কি বাড়ে নি এইসব অনেক প্রশ্ন এসে যাবে। এই প্রশ্নে না গিয়ে এইটুকু বলা যায় যে যোগাযোগ করা হবে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—আমি এক্সপার্টের অপিনিয়ন সম্বন্ধে বলছি না। আমি বলছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা জানেন কিনা যে আগে যেখানে প্লেনে যেতে সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় লাগত সেখানে ইট ইজ ন্যাচারেল যে অয়েল কনজাম্পশন বেশী হবে। সেই জায়গাতে একটা প্লেন যদি ৫৫ মিনিট ফ্লাই করে সেখানে অয়েল কনজাম্পশান কম লাগবে, সেই ব্যাপারটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটাও সকলেরই জানা আছে যখন সাড়ে তিন ঘণ্টা লাগত তখন একই ভাড়াতে আমরা এখান থেকে চলাচল করেছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :—এই পয়েন্ট নিয়ে কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইউনিয়ন মিনিষ্টারের সঙ্গে আলাপ করেছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা স্বাভাবিক যে যেখানে আলাপ আলোচনা হয় এই পয়েন্টে যুক্তি দিতে গেলে সব পয়েন্টই উঠে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :—এই আলোচনার ফলস্বরূপ কি আমরা এই ফল পেলাম যে আই, এ, সিতে যখন প্যাসেঞ্জার বিনা ভাড়ায় টাউন থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত যেত আসত সেখানে প্রত্যেকটা প্যাসেঞ্জারের আরও ৮ টাকা করে বেড়ে গেল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার খুব সম্ভবত ৮ টাকা বাড়ে নি। ৭ টাকা বেড়েছে। তাও এক টাকা বাদ হয় অনেক চেষ্টার ফলে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :—এই আলাপ আলোচনার ফল হল এই যে প্লেনের টিকিটের দাম এবং প্যাসেঞ্জারের যাওয়া আসার খরচ বেড়ে গেল।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সিসটেমটা সর্বত্রই আই, এ, সিতে চলছে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :—মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর কি স্বীকার করবেন যে ক্যালকাটা থেকে আগরতলা যে ডিস্‌টেন্স, সেম ডিস্‌টেন্সে আগরতলা থেকে অন্যান্য জায়গায় ভাড়া আরও অনেক কম ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্পর্কে আমার কোন অভিজ্ঞতা নাই।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে হাউসকে ওয়াকিবহাল্ করবেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আগের প্রশ্নের সঙ্গে এইগুলি জড়িত আছে কিনা জানিনা। তথাপি যখন আলোচনা হয়েছে তখন খোঁজ করা যেতে পারে।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার প্রশ্নটা হল আই, এ, সি, আগরতলা থেকে ক্যালকাটার যে ডিস্‌টেন্স সেই ডিস্‌টেন্সে অন্যান্য রুটে অনেক কম ভাড়ায় এয়ার ফ্লাইট চালু আছে। সেই সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে হাউসকে ওয়াকিবহাল করবেন কিনা ? হ্যাঁ বা না, একটা পরিষ্কার উত্তর চাই আমি।

Mr. Speaker—It is implied that he will enquire and inform.

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ :—এই কথাও তো বলেন নি স্যার। চেষ্টা করে দেখতে পারেন বলেছেন। দিস ওয়াজ দি রিপ্লাই স্যার। আমি উত্তরটা একটু পরিষ্কার করে চাইছি স্যার।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় যুগ্ম মন্ত্রীর কাছ থেকে তিনি উত্তরটা পরিষ্কার করে পেতে চান।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার উত্তর খুব পরিষ্কার ছিল। যোগাযোগ হলে মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই জানতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৫০।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৫০, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বাংলাদেশের সাথে ত্রিপুরার যোগাযোগ রেল লাইন চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে কিনা ?	১) হ্যাঁ।
২) অনুরোধ জানানো হয়ে থাকলে বর্ত্তমানে বিষয়টি কোন পর্যায়ে আছে ?	২) ভারত সরকার বাংলাদেশের আখাউড়া থেকে আগরতলা এবং সাব্রুম পর্য্যন্ত রেল লাইন নির্মাণ-এর প্রশ্নটি বিবেচনা করিতেছেন এবং এই উদ্দেশ্যে জরিপের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—স্যার, এই যে প্রশ্নটা করা হয়েছে, এটা আগেই এই এ্যাসেম্বলীতে আলোচনা করা হয়ে গেছে। কাজেই এটা এখানে আবার আলোচনা করে হাউসের সময় অযথা নষ্ট করা হয়েছে বলে আমি মনে করি।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—স্যার, আমার প্রশ্নটা হচ্ছে বাংলাদেশের সংগে রেল লাইনে ত্রিপুরার যোগাযোগ, তাই আমার মনে হয় মাননীয় সদস্য হয়তো ভুল করছেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—স্যার, এই প্রশ্নটা সম্পর্কে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ব্যবস্থাটা আগামী পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে হবে বলে আমরা কি আশা করতে পারি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—স্যার, আমি বলেছি যে এই জন্য জরীপের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। কাজেই জরীপের কাজ শেষ হয়ে গেলে পর, সেটা জানা যাবে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি :—বাংলাদেশের সঙ্গে সাব্রুমের যোগাযোগ রেল লাইন দিয়ে কি করে করা যাবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—বাংলাদেশ থেকে আখাউড়া, কুমিল্লা থেকে সোনামুড়া কিম্বা আগরতলা হয়ে সাব্রুম পর্য্যন্ত যেতে পারে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যের এই প্রশ্নটা কি ভাবে এ্যাডমিট করা হল, সেই সম্পর্কে আমি আপনার কাছ থেকে একটা ক্ল্যারিফিকেশান চাচ্ছি কয়েকদিন আগে

আমাদের ব্লকের মাননীয় সদস্য যখন প্রশ্ন করেছিলেন যে বাংলাদেশের ওপার থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের এপার পর্যান্ত নদীর উপর এ্যাম্ব্যাঙ্কমেন্ট তৈরীর জন্য, তখন আপনি বলেছিলেন যেহেতু বিষয়টা......

মিঃ স্পীকার ঃ—মাননীয় সদস্য আপনি এই বিষয়ে আমার সঙ্গে চেম্বারে আলোচনা করবেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং ঃ—আপনি বলেছিলেন এটা এই হাউসে আসতে পারে না। তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে ঠিক সেই রকম আর একটা প্রশ্ন এখন কেন এ্যাডমিট করা হল এবং এই হাউসে আনতে দেওয়া হল, এটা আমি জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্ম্মণ :—স্যার, আমি এটাতে ইন্টারেষ্টেড। কোয়েশ্চান নাম্বার ৫৫৩।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৫৩, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে সেকেরকোট (সদর দক্ষিণ) পর্য্যান্ত টাউন বাস চালু করার জন্য সেখানকার জনসাধারণ অনেকদিন যাবত সরকারের নিকট দাবী জানাইয়া আসিতেছেন ?	হ্যাঁ।
২) যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে এই সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন ?	সেকেরকোট (সদর দক্ষিণ) পর্য্যান্ত টাউন বাস সার্ভিস চালু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি :—কবে থেকে চালু করা হবে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সাফিসিয়েন্ট নাম্বার অব বাস পাওয়া গেলে, সেটা করা হবে।

Mr. Speaker :—There are 3 Unstarred Questions. The Ministers may lay on the Table of the House the reply to the Unstarred Questions.

I have received a Calling Attention notice from Shri Tapas Dey on the subject—গত ২৪শে জুন ৭২ ইং পরিমল সাহা নামক ১০ বৎসরের বালককে ভুল ঔষধ প্রয়োগ করার ফলে ভি, এম, হাসপাতালে মৃত্যু সম্পর্কে।

I have given consent to the Motion of Sri Tapas Dey.

Is he absent from the House ?

শ্রীযতিন্দ্র কুমার মজুমদার—স্যার, যিনি কলিং এটেনশান নোটিশ দিয়েছেন, তার প্রেজেন্ট থাকার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—স্যার, আপনি তো কনসেণ্ট দিয়েছেন ?

মিঃ স্পীকার—হ্যাঁ, Now, I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to day, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

Mr. Monoranjan Nath – Sir, I am able to give a statement on this subject on 7. 7. 72.

Mr. Speaker—Hon'ble Minister agreed to give a statement on 7. 7. 72. To day in the List of Business 8 Demands viz. Demand Nos. 22- Community Development Projects, National Extension Service & Local Development Works, 27—Public Works, 28 – Capital Outlay on Public Works-within the Revenue Account, 41—Capital Outlay on Public Works, 25—Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-Commercial), 39 – Capital Outlay on Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-Commercial) 26—Electricity Schemes and 40—Capital Outlay on Electricity Schemes are to be disposed of.

Moreover, there are 5 Demands namely, Demand Nos 2—Land Revenue, 33—Forest, 30—Pension & other Retirement Benefits, 31—Privy Purses and Allowances of Indian Rulers and 42 – Payment of Commuted Value of Pensions carried over from the List of Business for 4.6.72 will be taken up to-day the 5th July, 1972.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—স্যার, আমার নামটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কেটে দিয়েছেন। কিন্তু আমার ফরেষ্টের উপর অনেক কিছু বলার আছে, কাজেই আমি আশা করব, আপনি দয়া করে আমাকে সেই সময়ে বলতে দিবেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—স্যার, আমার তো একটা কলিং এটেনশান নোটিশ ছিল, কিন্তু সেটা সম্পর্কে আমি এখন পর্যান্ত কিছুই জানতে পারি নি।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, এক দিনে দুইটি কলিং এটেনশান আসতে পারে না। সম্ভবতঃ আগামী কাল সেটা হতে পারে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—স্যার, ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে আমাকে বলতে দিতে হবে, এটা আমি আপনাকে আগে থেকে জানিয়ে দিচ্ছি।

মিঃ স্পীকার—আচ্ছা, আপনি পরে বলতে পারবেন। Now, I would call on Shri Baju Ban Riyan to move his cut motion.

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ল্যাণ্ড রেভিনিউর উপর যে কাট মোশান ছিল, সেটা আমি গত কালও মুভ করেছিলাম। আমার সেই কাট মোশানটা হচ্ছে—জমির উর্দ্ধ সীমা কমিয়ে

উদ্‌বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের হাতে বিলি বণ্টন সম্পর্কে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সরকারের তরফ থেকে, গভর্ণরের ভাষণে এবং পরে অর্থ মন্ত্রীর ভাষণে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে, তাতে আমরা লক্ষ্য করেছি যে ভূমির সিলিং কমিয়ে বর্তমানে যে ভূমি আইন চালু আছে, সেটাকে সংশোধন করে উর্দ্ধ সীমা কমিয়ে দেওয়ার কোন পরিষ্কার বক্তব্য তারা রাখতে পারি নি। সে জন্যই আমি এই কাট মোশানটি এই হাউসের সামনে এনেছি। আমাদের পার্টি গত বিধান সভার অধিবেশনেও জমির উর্দ্ধ সীমা কমিয়ে উদ্‌বৃত্ত জমি যাতে ভূমিহীনদের মধ্যে বিলি বণ্টন করা যায় সেজন্য একটা প্রস্তাব এনেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সেই প্রস্তাব এই হাউসে কংগ্রেস দলের সংখ্যাধিক্য থাকায় বাতিল হয়ে গেছে। এখন আমি কিন্তু একটা জিনিষ দেখে আনন্দিত হচ্ছি যে ইন্দিরা গান্ধীর সরকার অর্থাৎ ভারতের শাসক গোষ্ঠি গত ২৫ বছর ইন্দিরা সরকার অর্থাৎ ভারতের শাসক গোষ্ঠী গত ২৫ বছর যাবত আমাদের জনসাধারণের আন্দোলনের চাপে পরে নীতী স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে এবং পত্র পত্রিকায় প্রচার করতে শুরু করেছে সারা ভারতে ভূমি সংস্কার আইনকে সংশোধন করে প্রত্যেকটি রাজ্যে জমির উর্দ্ধসীমা কমিয়ে দিয়ে ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। এটা তারা প্রচার শুরু করেছে। এতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি কারণ এই শাসক গোষ্ঠীর ২৫ বছর পরে তাদের ঘুম ভাঙ্গল। এটা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ১৯৬০—৬১ সাল থেকে ত্রিপুরাতে যে জমির পরিমাণ ছিল সেটা যদি কার্যকরী হয় তাহলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ত্রিপুরার ভূমিহীন কৃষকরা উপকৃত হবে। এই ১৯৬০—৬১ সালে যে ভূমি সংস্কার আইন হয়েছে সেই আইনের সিলিং সম্পর্কে আইনে যা আছে সেটি আমি রিড আউট করছি স্যার, Section 164—Celling on holdings এতে আছে "no person either by himself or his family together with any other members of his family (hereinafter referred to the person representing the family) shall order whether as 'rayat' or as under 'rayat' or as a mortgage position or otherwise or partly in capital and partly in another whole land or in excess 25 standard acre in average." এই আইনের বক্তব্য হচ্ছে কুরফা সত্বই হউক অথবা আণ্ডার রায়তই হউক অথবা জোত সত্বের মালিকই হউক যদি ২৫ স্ট্যাণ্ডার্ড একরের বেশী থাকে সেই সরকার খাস করে নিতে পারবে এবং সরকার সেই জমি উদ্ধার করে ভূমিহীনদের কাছে দিতে পারবে এবং ল্যাণ্ড এলটমেণ্ট রুলসের ১০ ধারা অনুযায়ী—Land Revenue & Land Reforms—Allotment of Land Rules, 1962 এই রুলসের ১০ নং ধারা অনুযায়ী সরকার ভূমিহীনকে পুনর্বাসন দিতে গিয়ে প্রথম প্রেফারেন্স দেবে উপজাতি তারপর তপশীল জাতি এবং এর পর পাবে ভূমিহীন অন্যান্য কৃষক এবং এর মধ্যে একটি শর্ত আছে কোন পক্ষই এই জমি থেকে ৮ কিলো মিটার দূরে থাকতে পারবে না এটা এই আইনে পরিস্কার বলা হয়েছে। আমি সেটি রিড্ আউট করছি স্যার, "anything contained in the Rules 6—9 no allotment under section sub-section 14 shall ordinarily be

in favour of an individual other than Jhumia if he does not reside within the distance of 8 k. m. in which the land is situated" আমি এই প্রশ্নটি তুলেছি এই জন্য যে আমার এলাকাতে একটি ট্রাইবেল এলাকা আছে সেই জায়গাতে বহুদিন ধরে ২০০ জনের উপর মামলা চলছে সেখানকার এক প্রখ্যাত উকিল নাম রেবতী উকিল প্রকৃত নাম শ্রীরেবতী সরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখন প্রশ্ন এই যে রেবতী উকিল তার বাড়ী সেই জায়গা থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে। তিনি সেই জায়গাটি ৮ কিলোমিটার দূর থেকে ভোগ দখল করছে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই যে কংগ্রেস সরকার সেই সরকার কি ভূমিহীনদের পক্ষে থাকবে এই আইন অনুযায়ী। কিন্তু সরকার বলছে এই জমি রেবতী সরকারই পাবে। এবং এই আইনের ধারায় যে আছে ৮ কিলোমিটার এর কথা এটা সরকার ইগনোর করছে। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই হাউসের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে আবেদন করব এই যে কৃষকদের উপর মিথ্যা মামলা দায়ের করে তাদের হয়রানি করা হচ্ছে এই আইনের দিকে লক্ষ্য রেখে সেই মামলা যাতে আন-কন্ডিশন্যালি উইথড্র করা হয় সেদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দৃষ্টি রাখবেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখন ভারত সরকার তথা ইন্দিরা সরকার রেডিওতে এবং পত্র পত্রিকায় প্রচার করছেন সারা ভারতে জমির উর্দ্ধ সীমা কমবে এবং আমাদের এখানেও কমবে। কিন্তু আমাদের এখানে কমার কোন চেষ্টা আজও হয়নি। তাই আজকে আশা করছি এই সরকার এই হাউসের সামনে এই কাট মোশানকে এ্যাকসেপ্ট করবেন। (গণ্ডগোল) ১৯৬০-৬১ সালের যে আইন আছে সেই আইন অনুযায়ী সিলিং ঠিক করার পর যদি ২৫ স্ট্যাণ্ডার্ড করে প্রতি পরিবার—৫ জনের পরিবার ··· মাননীয় অধ্যক্ষ আমাকে আরও অল্প সময় দিন।

মিঃ স্পীকার :—৫ মিনিটের উপর বলেছেন আপনি ·········(গণ্ডগোল)

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—আমাকে আর একটু সময় দিন। এখনও কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ হয় নি (গণ্ডগোল)।

মিঃ স্পীকার :—তাহলে কালকার মত অবস্থা হবে কিন্তু। আপনার বক্তব্য সংক্ষেপে করুন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ভূমির সিলিং ঠিক করতে গিয়ে সরকার যে পলিসি গত ১৯৬০-৬১ সালে নিয়েছেন সেটিকে সমাধান করার জন্য আমি একটি সাজেশান দিতে চাই। জমির সিলিং ঠিক করার সময় জমির উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করেই জমির সিলিং ঠিক হওয়া উচিত। কারণ আমাদের এই ত্রিপুরায় সব জমির উৎপাদন ক্ষমতা সমান নয় টিলা জমিতে এক রকম লোংগা জমিতে আর এক রকম এবং লোংগা জমিতেও সব জমিতে এক রকম উৎপাদন ক্ষমতা থাকে না। সুতরাং জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্দ্ধারণ জমির উৎপাদন ক্ষমতার উপর নির্ভর করেই হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—১৯৭০ সনে ছিল শতকরা ৭·৫ সেটা ১৯৭১ সনে বেড়ে হল ১৯·৭। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে সমাজতন্ত্রের নীতি, এই নীতিতে তার এইটুকু করতে চায় যে কৃষকরা আরও অকৃষক হয়ে যাক এটাই তাদের নীতি কিনা আমার সন্দেহ হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি এখন শেষ করুণ। কারণ আপনি ২০ মিনিট সময় নিয়েছেন। আপনি যদি এই ভাবে বেশী সময় নেন, তাহলে আমরা কি করে হাউসের বিজনেস শেষ করব।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—এখনই শেষ করছি স্যার।

ল্যাণ্ড রেভিনিউ সম্পর্কে বলতে যেয়ে আমি বলছি স্যার সরকার যে রিভিনিউ কালেকশান করছেন, সেটা করতে গিয়ে অর্থমন্ত্রীর যে ভাষণ, সেই ভাষণের ১১ পৃষ্ঠায় আমরা দেখছি যে ১৭৭টি তহশীল অফিস নূতন খোলা হয়েছে এবং কালেকশান সেল এখানে হয়েছে ১৭৭টি! এই ১৭৭ টি তহশীল অফিস সেল খুলে রেভিনিউ কালেকশান মাত্র হয়েছে ২৭ লক্ষ ১৯ হাজার মাত্র। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এই ১৭৭টি তহশীল অফিস খুলে, এষ্টাব্লিশমেণ্ট বাড়িয়ে লাভ হবেনা, তাতে রেভিন্যু বাড়বেনা। এই নূতন অফিস খোলার আগে প্রত্যেকটি মহকুমায় যে একটি করে তহশীল অফিস ছিল, সেখানে অনেক রেভিনিউ আদায় হত, কিন্তু এইসব তহশীল সেল খোলার পর রেভিনিউ অনেক কমে গেছে। গত পাঁচ বছরের খাজনা যে মকুব করা হয়েছে, সেইসব সুযোগ কারা পাচ্ছে সেটা শুধু বড় বড় জোতদার যারা আছে, তারাই সেই সুযোগ নিতে পারছে। আর খাজনা আদায় হচ্ছে তাদের কাছ থেকে যারা খেতে না পেয়ে খাজনা দিতে পারছেনা। কাজেই তাদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা করলে এবং সবার জন্য এই ব্যবস্থা না করলেই ভাল হত। এইটুকু বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীগুণপদ জমাতিয়া।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার একটা আবেদন আছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি এখন বসুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আমার নিজের একটা পারসন্যাল ব্যাপার। আমাকে একজন মন্ত্রী বলেছেন "আমি বলে গিএ্যা"—অর্থমন্ত্রী বলেছেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি অনুগ্রহ করে বসুন। আপনার পারসন্যাল বিষয় আমার কাছে পরে আমার চেম্বারে বলবেন।

শ্রীগুণপদ জমাতিয়া :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিমাণ্ড এর উপর আমার একটা কাট মোশান আছে, সেই কাটমোশানের পক্ষে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। আমার কাট মোশান হল—

'গত জরিপ ও বন্দোবস্তের কাজ ত্রুটিপূর্ণ হওয়ায় তাহা সংশোধনের বিষয়ে।'

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমি আমার মাতৃভাষায় বক্তব্য রাখব। এই যে পঁচিশ বছর·········

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি যে ত্রিপুরী ভাষায় বক্তব্য রাখছেন, আমি অনুরোধ করব আপনাদের পার্টি থেকে সেটা ট্রেন্সলেট করে দেবেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমার পরিষ্কার স্মরণ আছে যে ত্রিপুরী ভাষায় এর আগেও এখানে বক্তব্য রাখা হয়েছিল, এই বিষয়ে আপনার চেম্বারে আগেও আলোচনা করেছি তখন আপনি বলেছিলেন যে আপনি চেষ্টা করবেন যাতে উপজাতি ভাষায় রেকর্ড রাখতে পারেন।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি প্লীজ বসুন। আপনি যে কথাটা হাউসের সামনে বলেছেন, তাতে মনে হয় যে আমি এখনই একজন ত্রিপুরী ভাষায় অভিজ্ঞ লোক নিয়োগ করব সেই বক্তব্য রেকর্ড করার জন্য। আমার বক্তব্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—আপনি বলেছিলেন যে চেষ্টা করবেন, সেই চেষ্টা কতদুর হল। আর ত্রিপুরী ভাষায় বললে পরে ট্রেন্সলেশান দিতে হবে সেটা আপনি আগেই রুলিং দিয়েছেন, সেটা বারবার বলা অবান্তর বলে আমি মনে করি। সেটা বারবার বলার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

মিঃ স্পীকার :—ঠিক আছে আপনি বলুন, যেহেতু নোট নেওয়া যাচ্ছে না, এটা ব্ল্যাঙ্ক থাকবে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—প্রথম দিনে দেওয়া হয়েছিল কারণ মাননীয় সদস্য লীডার অব দি পার্টি চক্রবর্তী মহাশয় বলেছিলেন যে তিনি বাংলায় তর্জমা করে দেবেন। সেই জন্যই আমি একথা বলছি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—রুলে যা আছে, তাই হবে।

মিঃ স্পীকার :—প্লীজ গো অন, আমাদের রেকর্ড থাকবে না।

শ্রীগুরুপদ জমাতিয়া : — (ত্রিপুরী ভাষায়)

He spoke in a Language other than Bengali or English but did not furnish translation of his speech in English or Bengali.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ল্যাণ্ড রেভিনিউর যে ডিমাণ্ড সেটা আমি সমর্থন করছি এবং আমি এই সম্পর্কে কয়েকটা বক্তব্য রাখছি। চলতি আর্থিক বৎসরে আমাদের এই খাতে ব্যয় হচ্ছে ৪৫ লক্ষ টাকা। আর আয় হচ্ছে মাত্র ২৭ লক্ষ টাকা। বিগত কয়েকটা বৎসর আমাদের আয়-ব্যয়ের তুলনায় অনেক কম। চলতি বৎসরে যে ক্ষতি হচ্ছে সেটা হল ১৮ লক্ষ টাকা এর আগের কয় বৎসর ১৯৬৭-৬৮তে আমাদের ব্যয় হল ২৫, ৬৪ হাজার, ৬৮-৬৯ এর ৪০, ১০, ০০০ টাকা, ৬৯-৭০ এর ৪২, ৫৪, ০০০ টাকা। এই কয় বৎসরের যে আয় সেটা হল ৬৭-৬৮ এর

২১, ৭৯, ০০০ টাকা, ৬৮-৬৯ এ ২২, ৬৩, ০০০ টাকা, ৬৯-৭০ এর ১৫, ৬৬, ০০০ টাকা। ডিফারেন্সটা হল ৫৮, ৮৬' ০০০ টাকা। ৬৩-৬৭ থেকে আরম্ভ করে ৬৮-৬৯ পর্যন্ত ২, ১৬, ৫৭০০০ টাকা ব্যয়, আর আয় হচ্ছে ১, ১০, ৯৮, ০০০ টাকা। ডিফারেন্স হল ৮৫ লক্ষ টাকা। ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট একটা রেভিনিউ আরনিং ডিপার্টমেন্ট। পুলিশ খাতে, জনস্বাস্থ্য খাতে, শিক্ষা খাতে যে ব্যয় আমরা করি সেই ডিপার্টমেন্টগুলি থেকে আমরা কোন আয়ের আশা করি না। আমরা আয়ের আশা করি এই রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট থেকে। তাতে যদি দেড় কোটি টাকা লোকসান হয়ে থাকে তাহলে এই ডিপার্টমেন্ট রাখার অর্থ কি? তার চেয়ে বরং সাড়ে সাত কানি জমির খাজনা যে মকুব করার কথা ছিল সেটা করলে এই ডিপার্টমেন্টের যে টাকাটা বাঁচবে সেটা কৃষির উন্নয়নে, শিক্ষার উন্নয়নে ব্যয়িত হতে পারে। আমরা এই টাকা দিয়ে অরচার্ড সৃষ্টি করতে পারি। আমরা হিমাচল প্রদেশে দেখেছি যে সরকারী কর্মচারীরা সেখানে অরচার্ড করে প্রচুর টাকা গভর্নমেন্টের জন্য আয় করছেন। তাতে অবশ্য এই ডিপার্টমেন্টে সরকারী কর্মচারীরা বেকার হয়ে যেতে পারেন। কিন্তু তাদের যদি আমরা ফিসারী কিংবা অরচার্ড ইত্যাদিতে নিয়োগ করতে পারি তাহলে সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে। কিন্তু এই লোকসানের কোন অর্থ হয় না। আমরা গত কয়েক বৎসর সার্ভে সেটেলমেন্টের জন্য ব্যয় করেছি। আশা ছিল ল্যাণ্ড রেভিনিউ বাড়বে। কিন্তু আয় বাড়ে নি। চলতি বৎসরে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট বক্তব্য রেখেছেন তাতে তিনি এক জায়গায় বলেছেন ল্যাণ্ড রেভিনিউ আমাদের ৩৩,৬২ হাজার টাকা। অথচ এর আগের এক বছরে দেখেছি আমাদের বাজেট এষ্টিমেট ছিল ২৫,৬৭,০০০ টাকা। এইটাই বা কি করে সম্ভবপর হল, আর একটা হল আমাদের কর্ষণযোগ্য ভূমি গনন থেকে আমরা রাজস্ব আদায় করি তার পরিমাণ ১,০০০,৮৩ বর্গমাইল। কিলোমিটার দিয়েছেন ২৫৯২,১৫ বর্গ কিলোমিটার। এটা কি করে হল। এক হাজার বর্গমাইল কোন কিছুতেই ২,৫৯২ বর্গ কিলোমিটার হতে পারে না। এটা নিশ্চয়ই ভুল আছে; কোন্‌টা শুদ্ধ? আমার মনে হয় দুইটার সঙ্গতি নাই এবং বিধানসভায় এই ধরণের ভাষণ পেশ করা সঙ্গত নয়। তাহলে আমাদের বুঝতে ভুল হয় এবং আমাদের বক্তব্য রাখতেও ভুল হয়। ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী দলের সদস্য বাজুবান রিয়াং বলেছেন যে ল্যাণ্ড সিলিং তাঁদের চাপে পড়ে করতে হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্যকে আমি এই কথা বলতে চাই যে দেশ স্বাধীন হওয়ার আগেই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান নীতি গ্রহণ করেছিল যে জমির মালিক হবে কৃষক। মাননীয় সদস্য যখন ছোট ছিলেন তখনি কংগ্রেস সেই আদর্শ গ্রহণ করেছিল এবং ঠিক সেইভাবে সেই আইন আমরা গ্রহণ করেছি। আইনের হয়ত ত্রুটি বিচ্যুতি আছে। সেজন্য আমি বলব যে কোন আইন যদি পাশও করা হয়, তাহলে সেটাকে প্রয়োগ করতে কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়। গত সার্ভে সেটেলমেন্ট অপারেশনের সময় আমরা কিছু অভিজ্ঞ অফিসারকে পশ্চিম বঙ্গ থেকে ত্রিপুরাতে এনেছিলাম, যাতে করে আমাদের

এই কাজটা ভাল ভাবে হয়, কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে যে তাদের দ্বারা আমাদের কোন উপকারই হয়নি। তাই আমি অনুরোধ করব ল্যাণ্ড রেভিনিউ এবং ল্যাণ্ড রিফর্মসের যে কাজগুলি এখনও বাকী রয়ে গেছে এবং তার মধ্যে যে সব ক্রটি বিচ্যুতি রয়ে গেছে যেমন টিলা ভূমি এবং নাল ভূমির মধ্যে যে তারতম্য, টিলা ৭॥ কানি এবং নাল ২॥ কানি অর্থাৎ সরকার আইন করে স্বীকৃতি দিয়েছেন যে ৭॥ কানি টিলার উৎপাদন ক্ষমতা ২॥ কানি নালের সমান, অর্থৎ ১ : ২। কিন্তু খাজনা ধার্য্য করার সময়ে দেখা গেল যে সেই খাজনা ১ : ২ নয়। সেখানে নালের থেকে টিলার খাজনা অনেক বেশী ধরা হয়েছে। কাজেই এই সব ক্রটি বিচ্যুতি রয়েছে, এগুলি দুর করা দরকার। আর যে সব ল্যাণ্ডলেস রয়েছে, তাদের আমাদের আরও ব্যাপকভাবে ভূমি দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা অবশ্য গত বছরে হাজার হাজার ল্যাণ্ডলেস কৃষককে ভূমি দিয়েছি এবং এই বছরও হাজার হাজার কৃষককে ভূমি দেওয়া হবে। কিন্তু তারা যাতে এইসব জমির এলটমেণ্ট পান, সেই ব্যবস্থাও সরকার থেকে অবিলম্বে করে দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি। তাছাড়া এই বিভাগ থেকে সরকারের যে আয় হল, এটা মোটেই সন্তোষজনক নয়, কাজেই আমি মনে করি এই বিভাগটি তুলে দেওয়া উচিত। কারণ রাজস্বের ঘাটতি দেওয়ার পর যেটুকু আমাদের রেভিনিউ হয়ে আসে, সেটাও অফিসারদের বেতন ও ভাতা দিতে বের হয়ে যায়। বিগত কয়েক বছরে যেটা আমরা দেখেছি, তাতে আমার মনে হয় এই ল্যাণ্ড রেভিনিউকে আর বাঁচিয়ে রাখার কোন অর্থ হয় না। কাজেই যে সব কৃষক সরকারের খাস জমি দখল করে আছে, তাদের স্বার্থে তারা যাতে সেই সব জমি বন্দোবস্ত পেতে পারে, সেজন্যও সরকার থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে আমি মনে করি। আর তহশীল অফিসে যে সব কর্মচারী আছে, তাদের যাতে পলট্রি, ফলের বাগান এবং অন্যান্য নানাবিধ কাজে নিয়োগ করে তাদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে, সেজন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার এবং এই সব করলে পরে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের প্রকৃত উন্নয়ন হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—ল্যাণ্ড রেভিনিউর উপর আমি কিছু বলতে চাই, স্যার।

শ্রীনিশি কান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ভূমি রাজস্বের উপর এই যে আলোচনা হচ্ছে, তার উপর আমি কিছু বলতে চাই। আমাকে একজন মিনিষ্টার বললেন..................

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় স্পীকার স্যার, উনি যে ষ্টেটমেণ্ট দিচ্ছেন, এটা কি প্রসিডিংসে থাকবে? যেহেতু উনি দাঁড়িয়ে বলছেন, সেহেতু উনার বক্তব্য এই হাউসের প্রসিডিংসে থাকা উচিত আর তা না হলে, সেটাকে এ্যাক্সপাঞ্জ করে দেওয়া উচিত।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ভূমি রাজস্ব ডিমাণ্ডের উপর.....................

(এট দীস ষ্টেজ ইলেকট্রিক লাইটস আর আউট অব অর্ডার)

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি বাধ্য হয়ে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি

আকর্ষণ করতে চাই যে গত কয়েকদিন ধরে ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই ঠিক মত পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে ওয়াটার সাপ্লাই থেকে জল পাওয়া যাচ্ছে না এবং এতে জনসাধারণের দুর্ভোগের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। অতএব মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী যদি একটু অনুগ্রহ করে এই সম্পর্কে দৃষ্টি দেন তাহলে আমরা বাধিত হব।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ভূমি রাজস্ব বিষয়টাকে আমূল পরিবর্তন করা দরকার বলে আমি মনে করি। ভূমি রাজস্ব বা ল্যাণ্ড রেভিনিয়ু এই টার্মটা ইট সেলফ ইজ এ ফিউডাল টার্ম যেটা আমাদের দেশে নবাব আমলের ভূমি ব্যবস্থার জের। এটা বৃটিশ আমলে এভাবে চলে এসেছে। এটাকে ভূমি রাজস্ব বা জমির খাজনা না বলে ভূমি আয়কর বা কৃষি আয়কর বলা উচিত। কারণ যে চাষী এক কানি জমি চাষ করেন, তার কানি প্রতি যে হারে খাজনা দিতে হয়, অন্য চাষী যদি ৯।১০ কানি জমিও চাষ করেন, তাহলে তাহাকেও একই হারে খাজনা দিতে হয়। অর্থাৎ যার এক কানি জমি আছে তাকে এক কানি জমির জন্য যদি ৪ টাকা খাজনা দিতে হয়; যার ৯।১০ কানি জমি আছে, তারও সেই হারে খাজনা দিতে হয়, তাহলে এটা অত্যন্ত অন্যায় হয় এবং মানুষের আয়ের ভিত্তিতে যে ট্যাক্স বা কর ধার্য্য করা হয়, সেটার কোন যুক্তি নেই। কাজেই এটা যে নবাব আমলে বা বৃটিশ আমল থেকে হয়ে আসছে তা নয় আমাদের দেশে এটার এখনো কোন পরিবর্তন হয়নি। কাজেই খাজনা বা কর ধার্য্য হবে এমন একটা জিনিষের উপর যে তার প্রয়োজন মিটানোর পর যদি কোন কিছু উদ্বৃত্ত থাকে বাড়তি থাকে, তাহলে সে সরকারকে তার সেই বাড়তি আয়ের থেকে খাজনা বা কর দিবেন। যদি সাধারণভাবে ধরা হয় যে একটা পরিবারে ৫ জন লোক আছে এবং পরিবারের জমির পরিমাণ হচ্ছে ৭॥ কানি এবং ৭॥ কানি জমি চাষাবাদ করার পর তারা যদি খেয়ে পড়ে কোন রকমে চলতে পারে, আবার এই ৭।। কানির মধ্যে ৩ কানি জমি থাকবে তার নিজস্ব বাড়ীর জমি, যেটা নাকি কোন ইনকামই সৃষ্টি করে না. এটাকে বলে হাল বাদ, এটা নিস্কর দিতে হবে। এরপরে যে জমিটা বাকী থাকবে, তার উপর ক্রমবর্দ্ধমান হারে আয় কর সীষ্টেম করতে হবে। এর ফলে ভূমি রাজস্ব পরিমান শতভাবে কমে যাবে না। কারণ ৭।। কানি জমির ৩ কানি বাদ দিয়ে যেটা থাকবে সেটার উপর ক্রমবর্দ্ধমান হারে আরও বেশী করে খাজনা আদায় করতে হবে। এই ভাবে ৩ একর পর্যন্ত জমির খাজনা মুকুব করলে তার আয়ের কোন তারতম্য ঘটবে না। ... এইভাবে জমির আয়কে কৃষি ব্যবস্থা কি ভূমি ব্যবস্থা আমাদের এখন পর্যন্ত যে ফিউচাল সিস্টেমের জের চলছে তাকে অবিলম্বে পরিবর্তন করার জন্য এবং জমির খাজনা না বলে ভূমির আয় কর বলা উচিত। এই প্রসংগে মাননীয় রাজ্যপালে তাঁর ভাষণের এই কথা বলেছেন যে অবিলম্বে ভূমি সিলিং সমীক্ষার যে আইন তাকে এ্যামেণ্ডমেণ্ট করে একটি বিল আনা হবে। এটি যাতে তাড়াতাড়ি করে করা হয় কারণ সারা ভারতে এবং বিভিন্ন রাজ্যে তাড়াতাড়ি করার জন্য সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিগুলি আমাদের দেশে ভূমি

ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তন করার জন্য এবং ভূমিহীন কৃষকদের হাতে সমস্ত সিলিংএর উপর যে জমি আছে সেই জমি বণ্টন করার জন্য বিল আনয়ন করছে। এবং আমি আহ্বান করি আমাদের এই বিধান সভায়ও এই বিল অবিলম্বে উত্থাপন করা হবে এই বলে ল্যাণ্ড রেভিনিউ ডিমাণ্ডের উপর আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীসুধন্বা দেববর্মা।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যারও ল্যাণ্ড রেভিনিউ এই ডিমাণ্ডের উপর যে কাট মোশান এসেছে তাতে আমি সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা দেখছি সাড়ে সাত কানি পর্যন্ত যাদের জমি আছে তাদের খাজনা রহিত করার জন্য একটা কথা এসেছিল তাতে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন তাতে আমাদের এই রাজ্যের আয় কমে যাবে। এই যে উক্তি তার ভিতর দিয়েই আমরা সমাজবাদের পূজারীর চেহারাটা স্পষ্ট বুঝতে পারি। রাজ্যের আয় কমে যাবে এই ভয়ে তারা এর বিরোধীতা করছে। কিন্তু আজকে আমরা দেখছি যার এক কানি জমি আছে এবং যার দ্রোন দ্রোণ জমি আছে তাদের সকলেরই একই হারে খাজনা দিতে হয় এই রকম অবস্থা শুধু গণতান্ত্রিক দেশেই সম্ভব। সমাজবাদের কথা যারা মুখে বলেন চিন্তা করেও দেখেন না সমাজবাদ সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা থাকতো তাহলে এই রকম করতেন না। আমি দেখেছি যারা সাধারণ কৃষক তাদের অনেকেই আমি দেখেছি যাদের এক কানি জমি আছে তাদেরও একই হারে খাজনা দিতে হচ্ছে সেই জায়গায় যাদের জমির পরিমাণ বেশী তাদের উপর যদি এই খাজনার হার বাড়ানো হতো তাহলে এই আয় কমে যাওয়ার ভয় থাকতো না। অথচ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তিনি কিছুতেই এই কথা স্বীকার করতে চান না গরীবের প্রতি বিবেচনা করার ব্যাপারটি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই রেভিনিউর ব্যাপারে সরকারী নীতিতে এষ্টাবলিশমেণ্ট কষ্ট কি ভাবে বেড়ে যায় আমি সেই সম্পর্কে একটি কথা বলছি। আমি দেখেছি যে তহশীল অফিস বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যার ফলে এষ্টাবলিশমেণ্ট কষ্ট খুব বেড়ে গিয়েছে এবং অফিসের সংখ্যা বাড়ানোতে ষ্টাফদের কোয়ার্টার ইত্যাদি তৈরী করার জন্য যে খরচ হচ্ছে কিন্তু অফিসের সংখ্যা না বাড়িয়ে এই সমস্ত ঘর তৈরী করার ব্যাপারে যে টাকা খরচ হয় সেইটা কমানো যেত। এই রেভিনিউ বাড়ানোর ফলে এই যে গরীব কৃষক তাদের কিছু দিন পর আমরা দেখবো তারা উচ্ছেদ হয়ে যাবে। এই ব্যবস্থার ফলে যারা বড় বড় কৃষক তাদেরই লাভ হবে এবং তাদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের রুলিং পার্টি এই ব্যবস্থা করেছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে ডিমাণ্ড একে আমি সমর্থন করছি। এর আলোচনা করতে গিয়ে সেটেলমেণ্টের যে গোলমাল-সেটেলমেণ্ট করা হয়েছিল যে

সমস্ত লোকের জমি আছে সেগুলি ঠিক হউক কিন্তু দেখা গিয়েছে জমি ঠিক করতে গিয়ে সেটেলমেণ্ট বেঠিক করেছেন ফলে গ্রামের লোকেরা মামলা মোকদ্দমায় জড়িয়ে পরছে। মনে হচ্ছে সেটেলমেণ্টটা ঠিক ঠিক ভাবে হয়নি। তথাকথিত অভিজ্ঞ বলে কথিত ওয়েষ্ট বেঙ্গল থেকে যাদের আনা হয়েছিল তারা ঠিক মত কাজ করতে পারেন নি এবং একটা জগাখিচুরী হিসাব দিয়ে রেখে গিয়েছে। ল্যাণ্ড রেভিনিউ এক্ট অনুসারে জমির খাজনা বাড়ানোর কথা ছিল সাড়ে বারো গুণ। আবার দেখা গিয়েছে টিলা জমিসহ লোঙ্গা জমি সব জমিতেই একই হার ধরা হয়েছে। কিন্তু টিলা জমি এবং লোঙ্গা জমিতে একই হারে ফসল হয় না। এবং সব লোঙ্গা জমিতে এই হারে ফসল হয় না। সুতরাং ল্যাণ্ড রেভিনিউ এসেস করার জন্য জমি থেকে কি আয় হয় সেটা দেখা উচিত। আজকে আমাদের এই সিলিং নিয়ে যে কথা হচ্ছে সেখানে দেখা যাচ্ছে কারও ৫০।১০০ কানি জমি আছে সেদিকে অবিলম্বে সিলিং ঠিক করা উচিত। কারণ ১০ একরের বেশী সিলিং থাকতে পারে না এই আইন করে এটা তাড়াতাড়ি সরকারের হাতে নিয়ে এসে ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া উচিত এবং এজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব এই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য।

Mr. Speaker :—Now I will request the Hon'ble Minister-in-Charge to give reply to the debate.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এইসব ডিমাণ্ডের উপর যে সমস্ত কাট মোশান এসেছে সেগুলির বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। বিরোধীতা করছি এই জন্য যে কোন প্রয়োজন ছিল না। যদি দৃষ্টি আকর্ষন করার জন্য এই প্রয়োজন থাকে তাহলে আমি বলব আমরা এই ব্যাপারে খুবই সচেতন এবং সে ভাবে আমাদের সরকার কাজ করে যাবে। এবং সেইভাবে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। যে প্রশ্নটা নিয়ে মাননীয় সদস্যদের অনেকটা বিচলিত করে তুলেছে ভূমি আইন সম্পর্কে, সেটা আমরা একমত যে ভূমি আইন সংশোধন হওয়া দরকার। আইনের সংশোধন যেটা হয়েছে, সেটা আজকের জন্য, বর্তমান অবস্থার পক্ষে আরও পরিবর্তনআনা যাবে এবং এই হাউসে আগেই এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে যে নুতন করে বিল আসবে। কাজেই এই সম্পর্কে কাট মোশানের দরকার ছিল বলে আমি মনে করিনা। প্রশ্ন হল যে এসটাব্লিশমেণ্ট বাড়ানো হয়েছে, তহশীল, কাছারীর সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে সেই তুলনায় ইনকাম বাড়েনি। তহশীল, কাছারী বাড়ানোর দুইটি দিক আছে, একটা হচ্ছে কালেকশানের দিক এবং আরেকটা দিক আছে যে জনসাধারণের কত কাছাকাছি সেটাকে পৌছে দেওয়া যায়, যে জনতাকে দিয়ে কালেকশন হবে সেই জনতার কত সামনে, কত কাছাকাছি সেটাকে রাখা যায়, তার জন্যও সরকারের নজর থাকে। কারণ আমাদের মানুষের কোথায় অসুবিধা হয়, শুধু ইনকামের দিকটা দেখলেই হয় না, যদি সমাজবাদী সরকার হয়, তাহলে তাকে অনেক দিক থেকে চিন্তা করতে হয় শুধু ইমোশান্যাল আওয়াজ তুললেই হয় না, সঙ্গে সঙ্গে এটাও চিন্তা করতে হয় যে সমাজবাদী আইন-কানুনের পরিবর্তন দরকার,

সেইদিকে দৃষ্টি রেখে এই ধরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং আমরা জানিনা যে আজকে মাননীয় সদস্য যারা এখানে বক্তব্য রাখছেন, তারা সঠিক ভাবে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের বক্তব্য রাখছেন কি না অথবা রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বলেছেন, সেটা আমরা জানিনা। আমরা ত্রিপুরা মানুষকে যতটুকু জানি, আমরা প্রতিটি জায়গায় গিয়েছি এবং সেখানে দেখেছি যে এই প্রশ্ন উঠেছে যে তহশীল অফিস বহুদুরে, সেটাকে ডিসেণ্ট্রালাইজ করা দরকার তাদের যাতায়াতের সুবিধার্থে। কাজেই তাদের সুবিধার্থে তহশীল, কাছারী যত কাছাকাছি রাখা যায় ততই ভাল, সেই উদ্দেশ্যেই আমাদের সরকার সমাজবাদী সরকার বলে ঘোষণা করেছেন তাঁদের এই দৃষ্টিভঙ্গী। যদি কোন সদস্যের এই বিষয়ে মতভেদ থাকে, তাহলে ঘুরে দেখে আসতে পারেন যে সাধারণ মানুষ কি চায়। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ত্যাগ করে উনারা খোঁজখবর নিয়ে আসুন তাহলে দেখবেন এর মধ্যে বাস্তবতা রয়েছে এবং সেইভাবে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আমি কোন ব্যক্তি বিশেষের উপর রিফ্লেকশান করতে চাইছিনা, এখানে বক্তব্য রাখা হয়েছে, সেই বক্তব্য দ্বারা যদি জনসাধারণের কোন সহযোগিতা করা যায়, তাহলে তাকে আমরা ওয়েলকাম করব। মাননীয় বিরোধি সদস্যরা নিশ্চয়ই জনসাধারণের সঙ্গে যুক্ত এবং সরকার যে আছেন তারাও জনসাধারণের সঙ্গে যুক্ত, তাদের প্রতিটি ভাষা, তাদের প্রতিটি ব্যথা এখানে আলোচিত হতে পারে এবং সেইদিকে সরকারের যেটা করণীয় সেইদিক দিয়ে সরকার সজাগ আছে। এই হাউসে যে আলোচনা হবে সেই আলোচনার মধ্যে, রাজনীতিকে বাইরে রেখে যথাসম্ভব জনসাধারণের অসুবিধার কথা চিন্তা করে বক্তব্য যদি রাখা হয়, তাহলে সরকার উপকৃত হন, এবং হাউসে আলোচনাও কিছুটা কারটেল হতে পারে। যাই হউক কারও উপর ব্যক্তিগত মনোভাব বা দোষারূপ আমি করছিনা, আমি একথাটা বলতে চাই যে আমরা আপনাদের সাহায্য চাই, কারণ কোথায় কি হচ্ছে সমস্ত কিছু হয়তো সরকারের নজরে আসেনা, সরকারের নজর এরীয়ে যেতে পারে, সেখানে যদি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়, সরকারের গোচরে আনা হয়, সরকার সেইদিকে নিশ্চয়ই নজর দেবেন এবং সেইদিক থেকে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আলোচনাটা হয়, তাহলে ভাল হয়। কিন্তু এখানে কাটমোশানের উপর যে ধরণের আলোচনা হয়েছে, সেটা স্মরণে রাখা অনেক সময় কঠিন হয়ে যায়, কারণ অনেক ক্ষেত্রে সেটা ইমোশন্যাল হয়ে যায়, রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হয়ে যায়, আসল বাস্তব কথাটা ঠিকমত প্রকাশিত হয় না। যাদের জন্য আমরা এখানে এসেছি, যাদের কথা বলার জন্য আমরা এখানে এসেছি, সেটা ঠিক ঠিক মত বলা হয় বলে আমি মনে করিনা। এখানে সাড়ে সাত কানি জমির খাজনা মকুব করা সম্পর্কে যে প্রশ্নটা উঠেছে, সেই প্রশ্ন সম্পর্কে এই হাউসে আলোচনা হয়েছে, কাজেই এই সম্পর্কে আমার বিশেষ কিছু বক্তব্য নেই। মাননীয় সদস্যরা জানেন যে এই সম্পর্কে এই হাউসে একটা রিজল্যুশানও পাশ হয়েছিল এবং সেইভাবে কার্যকরী করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু এখন সমগ্র ভারতবর্ষে এমন একটা সময় এসেছে যে নুতন ভাবে প্ল্যানিং করার চিন্তা এসেছে,

কি করে মানুষ অরিয়েন্টেড করা যায়, এটা কিভাবে আসবে না আসবে সেইসব প্রশ্ন দেখা দিয়েছে সেইসব প্রশ্নের সঙ্গে প্রতিটি কাজকে ভেবে দেখতে হচ্ছে, ভাবতে হচ্ছে এই কারণেই ত্রিপুরার যে ইনকামের অবস্থা, যেখানে যেটা আছে, সেটাকে ডিসটার্ব না করে অন্যান্য সোরস অব ইনকাম বাড়াবার চেষ্টা করছি। যদি সেটা বাড়াতে পারি, তাহলে নিশ্চয়ই হাউসকে আমি বলতে পারি, আগেও বলেছি যে সাড়ে সাত কানি জমির খাজনা মকুব করার প্রশ্নে আমি একমত এবং সেটা আগামী দিনে হবে, কিন্তু আপাততঃ সেটা করা যাচ্ছে না কারণ কোথায় কোথায় ইনকাম বাড়াবার পথ আছে, সেটা যতদিন পর্য্যন্ত আমরা বের করতে না পারি ততদিন পর্যন্ত এটা হচ্ছে না এবং সেটা করতে আমাদের সময় লাগতে পারে, সেই সম্পর্কে এই হাউসে আলোচনা হয়েছে, কাজেই এটুকু আমি বলতে পারি যে এটা একটা বিশেষ দলের প্রশ্ন নয়, প্রতিটি সদস্য এখানে দাবী তুলেছেন এবং সেই অনুযায়ী কাজ হয়েছে এবং সেইভাবে প্রস্তাব পাশও হয়েছে গত বিধান সভায় এবং সেই অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টাও হয়েছে, কিন্তু রূপ দেওয়া সম্ভব হয়নি কারণ নূতন ভাবে এখন প্ল্যানিং'এর চিন্তা করা হচ্ছে। আগামী দিনে ত্রিপুরার মানুষকে যদি একটা সুস্থ পরিবেশের মধ্যে ফেলতে হয়, তার জন্য নূতনভাবে ইনকাম বাড়াবার চেষ্টা করতে হবে, কোথা দিয়ে ইনকাম আসতে পারে তা দেখতে হবে। বর্তমানে যতটুকু ইনকাম আছে সেটা সাফিশ্যান্ট কি সাফিশ্যান্ট নয় সেটা দেখতে হবে। কাজেই আজকে যেটুকু ইনকামের পথ আছে সেটা কিন্তু আমরা বন্ধ করতে পারছিনা। সেটা চিন্তা করেই এটাকে এখনই রূপ দিতে পারছিনা। যে মুহূর্তে অন্য সোরস অব ইনকাম আমরা বের করতে পারব, সেই মুহূর্তে সাড়ে সাত কানি জমির খাজনা মুকুব করা হবে হাউসে একথা বারবার বলেছি, আগামী দিনেও বলব, এই কথাটা আমরা হাউসের সামনে বার বার বলেছি। এখনও বলছি আগামী দিনেও বলব। কাজেই কবে হবে যদি জিজ্ঞাসা করেন কোন সদস্য তাহলে আমি বলতে পারি যদি আপনারা সহযোগিতা করেন, যদি আপনারা সোর্স বের করে দিতে পারেন যে এইভাবে আসবে, কিন্তু আমরা সরকারের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে কোথাও যদি কোনরকম সোর্সের চেষ্টা করা হয়েছে সেটা যাতে বন্ধ করা যায় সেই জিনিষগুলিকে অবিরাম চেষ্টা করা হয়েছে। আমি মাননীয় সদস্যগণকে এই কথা বলতে চাইছি না। কিন্তু আমি বলতে চাই যে সহযোগিতার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যদি কোন সদস্য বা কোন গ্রুপ বা কোন পার্টির ইচ্ছা থাকে যে কোন ক্যাওস সৃষ্টি করবে যাতে ত্রিপুরার অগ্রগতি সম্ভব না হয় তাহলে তার জন্য সরকার নিশ্চয়ই ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তাদের মুখের দিকে চেয়ে সরকার বসে থাকবে না। কাজেই মাননীয় সদস্যদিগকে আমরা অনুরোধ করছি যে সবাই ত্রিপুরার প্রতিনিধিত্ব করছেন এখানে যারা এসেছেন, কাজেই এই অবস্থাতে যাতে আমাদের রিসোর্স বাড়তে পারে সেই চেষ্টা করবেন। (নয়েজ) মাননীয় সদস্যরা হৈ হৈ করতে পারেন। এটা আমরা বাইরে দেখেছি, হলের মধ্যেও দেখছি সব দিক থেকে যাতে কাজ না হয় সেজন্য ক্যাওস সৃষ্টি করেন। কিন্তু আমাদের একটা ধারণা হয়েছিল যে

এবারকার হাউসে যারা নূতন এসেছেন, যারা পুরনো প্রথাকে বদলাতে চান তারা নিশ্চয়ই মনোভাব অন্যরকম করবেন। কিন্তু সেই সম্পর্কে আমার কোন বক্তব্য নাই। আমি কাটমোশনের বিরোধিতা করছি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Discussion on Demand No. 2 is over. Now I am putting the cut motions to vote.

The Cut motion of Shri Manindra Ch. Deb Barma that the demand be reduced to Re. 1/- to discussion on—'সাড়ে সাত কানি পর্যন্ত জমির খাজনা রহিত করার সিদ্ধান্তের অনুপস্থিতি সম্পর্কে' was then put and lost by voice vote.

The Cut Motion of Shri Niranjan Deb Barma that the demand be reduced to Re./- to discuss on—সম্যক বকেয়া খাজনা মকুব করার সুষ্ঠু নীতির অনুপস্থিতি সম্পর্কে' was then put and lost by voice vote.

The Cut Motion of Shri Baju Ban Riyan that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—'জমির ঊর্ধ্বসীমা কমিয়ে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের হাতে বিলি বণ্টন সম্পর্কে' was then put and as soon as the Speaker announced his decision on the result of the vote that the motion has been lost by voice vote Shri Bajuban Riyan challenged the decision and demanded Division.

Shri Bajuban Riyan—No, Sir, AYES have it. আমরা ডিভিশন চাই।

Mr. Speaker—Please take your seat. আমাকে এইরকমভাবে ডিস্টার্ব করবেন না।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—আপনি আমাকে এইভাবে বলবেন না স্যার, আমাদের ডিভিশান চাইবার অধিকার আছে।

শ্রীঅনিল সরকার—আপনি এইভাবে বলতে পারেন না। আমাদের ডিভিশান চাইবার অধিকার আছে।

মিঃ স্পীকার—আপনারা সবাই যদি—

শ্রীমধুসূধন দাস—মাননীয় স্পীকার, স্যার গ্যালারী থেকে কে হাততালি দিয়েছে এবং সে কার পাশে এসেছে এটা দেখতে হবে।

মিঃ স্পীকার—সেটা আমি দেখব। Now I am putting the cut motion of Shri Bajuban Riyan again.

The cut motion was put again and it was again lost by voice vote.

শ্রীবাজুবান রিয়াং—নো, স্যার, আইজ হ্যাভ ইট। আমরা ডিভিশান চাই।

Mr. Speaker—Please take your seat. I am taking the decision of the

House by show of hands. Now, those who are in favour of the cut motion may raise their hands. (Hands were raised). The Hon'ble Members who are against this cut motion also may raise their hands (Hands were raised)

(After counting the hands of two separate groups)

Mr. Speaker—In favour of the cut motion is 15 and against the cut motion is 29. So the cut motion is lost.

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—স্যার, রেজাল্টটা আবার বলুন, আমরা বুঝতে পারি নি ?

মিঃ স্পীকার :—এই কাট মোশানের পক্ষে ১৫ জন, আর কাট মোশানের বিপক্ষে ২৯ জন। Now, I am putting to vote the cut motion of Shri Gunapada Jamatia that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—গত জরীপ ও বন্দোবস্তের কাজ......

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—স্যার, আপনি যে ডিসিশানটা দিয়েছেন, তা ঠিক হয় নি। এটা অশুদ্ধ হয়েছে। আমরা কাউন্ট করেছি যে আমাদের পক্ষে ১৬টি হাত উঠেছে ! স্যার, আপনি দয়া করে আবার কাউন্ট করুন, তারপর আপনার ডিসিশান দিন, এই অনুরোধ আপনাকে আমরা করছি।

মিঃ স্পীকার :—'গত জরিপ ও বন্দোবস্তের কাজ ক্রটিপূর্ণ হওয়ায় তার সংশোধনের বিষয়ে......

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—স্যার, আপনি যে আমাদের পক্ষে ১৫ জনের কথা বলেছেন, সেটা ভুল হয়েছে। আপনি আবার হ্যাণ্ড রেইজ করে কাউন্ট করুন, তাহলে দেখবেন যে আমাদের পক্ষে ১৬টি হাত উঠেছে।

মিঃ স্পীকার :—আমি দুই-দুইবার গুনেছি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—এর পর আর কোন রি-কাউন্টের প্রশ্ন উঠতে পারে না, স্যার।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—স্যার, যদি কাউন্টিং-এ ভুল হয়ে থাকে, তাহলে কি আবার গুণা যায় না ?

Mr. Speaker :—My announcement is correct. So, further counting is not necessary.

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি আবার পরীক্ষা করে দেখুন আমাদের পক্ষে ১৬টি ভোট পড়েছিল, আমি সেটা নিজেও কাউন্ট করেছি। আপনি দয়া করে আবার ভোট নিন, স্যার।

Mr. Speaker :—Now the question before the House is the motion moved by Shri Gunapada Jamatia that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—গত জরিপ ও বন্দোবস্তের কাজ ক্রটিপূর্ণ হওয়ায় তাহা সংশোধনের বিষয়ে......

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—স্যার, আপনার কাউন্টিং ভুল হয়েছে। আমার অনুরোধ আপনি আবার ভোট নিন।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবাল্ মেম্বার, ইউ ক্যান নট চেলেঞ্জ মাই ডিসিশান।

শ্রীঅনিল সরকার :—স্যার, ডিভিশান চাওয়ার অধিকার আমাদের আছে এবং সেই ডিভিশানের ফলাফলে যদি কোন……

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—স্যার, আপনি যে ডিসিশান দিয়েছেন, সেটা ঠিক হয়নি। কাজেই এই সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার অধিকারও আমাদের রয়েছে এবং সেই অধিকার আছে বলে আমি আপনার কাছে এই দাবী রাখছি .য আপনি আবার কাউন্টিং করুন, তাহলে দেখতে পাবেন, যে আমাদের পক্ষে ১৬টি হাত উঠেছে।

Mr. Speaker—As many as are of that opinion will please say—Ayes.

(Voices—Ayes)

As many as are of contrary opinion will please say—Noes.

(No Voice)

I think Ayes have it, Ayes have it, Ayes have it.

The motion is lost.

Mr. Speaker—Now, the question before the House is the motionmoved by Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 45,27,000/- inclusive of the sum of Rs. 10,26,000/- authorised by the President under subsection (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act. 1972 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July '72/; be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 2—Land Revenue, was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker—Now, I would request the Hon'ble Finance Minister to move his demand for Grant No. 33—Forest.

Shri Debendra Kishore Choudhury—Mr. Spearker Sir, on the recommendation of the Governor, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 86,33,000/- inclusive of the sum of Rs. 21,55,000/- authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act.

1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th June 1972, be granted to defray the charges which will come incourse of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of demand No. 33—Forest—Major Head 70.'

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—স্যার, * * * কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার মতে এই হাউস যদি মগের মুল্লুক হয় যে অভিযোগ আপনি করছেন, তার চাইতে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে ?

Mr. Speaker :—Hon'ble member, you should abide by the rules of the House. I would request the Hon'ble member, who used the expression মগের মুল্লুক to withdraw.

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—স্যার, আমরা অনেকবার আপনাকে অনুরোধ করেছি, আপনি যে অশুদ্ধ ডিসিশান দিয়েছেন, সেটা সম্পর্কে আপনি আবার ভোট নিয়ে ডিসিশান দিন। স্যার, ভুল আমাদেরও হতে পারে আবার আপনারও হতে পারে। কাজেই আমরা আপনাকে রিকুয়েষ্ট করছি যে আপনি আবার রিকাউন্ট করে ডিসিশান দিন।

মিঃ স্পীকার ঃ—আমি আমার ডিসিশান দিয়ে দিয়েছি।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—স্যার, মাননীয় সদস্য বাজুবন রিয়াং এই হাউসকে মগের মুল্লুক বলেছেন। আমরা মনে করছি তার এই এ্যাক্সপ্রেশান অত্যন্ত অশোভন হয়েছে। তিনি এই বিধান সভার একজন দায়িত্বপূর্ণ সদস্য, কাজেই তাঁর এইটুকু বিচার বুদ্ধি থাকা উচিত যে তিনি এই ধরনের অশোভন মন্তব্য এই হাউসে করতে পারেন না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি কি আপনার এই অশোভন মন্তব্য উইথড্র করবেন না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—স্যার, আমি এটা উইথ-ড্র করব না। আপনি যদি ঠিক ডিসিশান না দেন, তাহলে এই * * * কথাটা আমি আবার ব্যবহার করব।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি :—স্যার, উনি উইথ-ড্র করছেন কিনা, আমরা সেটা জানতে চাই। এখানে মগ সম্প্রদায়ের অনেক মাননীয় সদস্য আছেন। কাজেই উনি যে এ্যাক্সপ্রেশানটা এখানে করলেন, তাতে করে আমি মনে করি তিনি তাদের প্রতিও একটা অশোভন ভাষা ব্যবহার করেছেন।

অনেক সদস্য— ......

মিঃ স্পীকার :—আপনারা সবাই যদি এক সঙ্গে কথা বলেন, তাহলে তো কিছুই শুনা যাবে না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় সদস্য, স্পীকারের রুলিং হয়ে যাওয়ার পর, আপনাকে এই ভাবে ইন্সিষ্ট করার কোন অর্থ হয় না।

****Expunged as ordered by the chair.**

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার—I order expunction of the expression used by Hon'ble Member Shri Bajuban Reang from the proceedings of the House (interruption)

Now I-am putting the demand for grant No. 2 to vote.

Now the question before the House is that a sum not exceeding Rs. 45,27,000 [inclusive of the sum of Rs. 10.26,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of demand No. 2, Major Head 9, Land Revenue. (interruption)

Then the demand was put to voice vote and passed.

Now I will request the Hon'ble Minister-in-charge to move the demand for Grant No. 33 (interruption)

Shri Debendra Kishore Choudhury—Mr. Speaker Sir, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 86,33,000 [inclusive of the sum of Rs. 21,55,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Area (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the Ist April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defrey the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of demand No. 33, Major Head 70, Forest. (interruption)

Mr. Speaker—There are 2 cut motions on demand for Grant No. 33 one by Shri Bajuban Riyan and the other is by Shri Abhiram Debbarma

I will request Hon'ble Member Bajuban Riyan to move his cut Motion. (interruption.)

As the mover of the cut Motion does not moves his cut Motion so his cut motion has false through (Interruption)

Second cut motion by Shri Abhiram Debbarma. I will request Shri Debbarma to move his cut motion. (interruption)

As the mover of the Cut Motion does not moves his Cut Motion so his Cut Motion has false through. (interruption)

Now I am putting the Demand to vote. (interruption)

Now question before the House is that a sum not exceeding Rs. 88,33,000 [inclusive of the sum of Rs. 21,55,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 33, Major Head 70, Forest. (interruption)

Then it was put to voice vote and passed. (interruption)

(শ্রীজীতেন্দ্র লাল দাস ছাড়া বিরোধী সকল সদস্যের সভাকক্ষ ত্যাগ)

Now I will request Hon'ble Finace Minister to move the Demand for Grant No, 30, 31 & 40 together.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker Sir, I beg to move that a sum not excedding Rs. 15,60,000 [inclusive of the sum of Rs. 4,33,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No, 30, Major Head 65, Pension, & Other Retirement Benefits.

Mr. Speaker Sir, I beg move that a sum not exceeding Rs. 2,30,000 [inclusive of the sum of Rs. 65,000 authorised by the President under sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of march, 1973 in respect of Demand No. 51, Major Head, 67, Privy Purses & Allowances of Indian Rulers.

Mr. Speaker Sir, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 35,000 [inclusive of the sum of Rs. 10,000 authorised by the President under sub-section (1) of the Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation)

Act, 1971 for the period from the 1st Aprill, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 42, Major Head 120, Payment of Commuted Value of Pensions.

Mr. Speaker :—Now there is a Cut Notion on Demand for Grant No. 30 by Shri Sudhanwa Debbarma.

Now the Hon'ble Member may move his Cut Motion. As the mover of the Cut motion does not move his Cut Motion so his Cut Motion has false through.

Mr. Speaker :—Now there is a Cut Motion on Demand for Grant No. 31 by Shri Amarendra Sarma. As the Hon'ble Members is absent from the House so his Cut Motion is false through.

Now Hon'ble Members if you like arrange discution on these Demands.

Shri Nishi Kanta Sarker :—মাননীয় স্পীকার স্যার, পেন্সান, ফরেষ্ট চলে গিয়েছে না স্যার। পেন্সান সম্পর্কে কিছু বলতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—সংক্ষেপে বলুন। ৫ মিনিটের মধ্যে বলুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—৫ মিনিট লাগবে না স্যার, পেন্সানের একটা নিয়ম আছে বুড়া হলে পেন্সান হয়। বয়সের একটা সীমাবদ্ধতা আছে ৬০, ৭০, ৫০, ৫৫ বছরের মধ্যে পেন্সান নিতে হয়। কিন্তু আমি যদি তথ্য দিই তাহলে এই বলব যে এখনও যে ৯০ বছরের বুড়া চাকুরী করে এই এর খবর সরকার রাখেন কি ? ৯০ বছরের বুড়ো এপিডেভিড দিয়ে বয়স কমিয়ে সরকারী চাকুরীতে বহাল আছে। মহারাজার আমল থেকে তারা কেউ কেউ শিক্ষা বিভাগে, কেউ তহশীল কাছারীতে কাজ করছে, তাদের পুত্র, কন্যা তারা চাকুরী করছে, কাজেই তাদের কাজ করার যুক্তিসংগত কোন

কারণ নেই, তবুও তারা বয়স কমিয়ে কাজ করছে, কেউ কেউ দেখছি যে ক্লাশ ফোর এমপ্লয়ী হিসাবে কাজ করছে; তাদের বিষয়ে একটা তদন্ত হওয়া দরকার। আমি বুড়ো হয়ে গেছি, আগামী ইলেকশনে নাও থাকতে পারি, কাজেই স্যার আমার মনের কথা এখানে বলে যাচ্ছি। বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে অসংখ্য ভেকেন্সী আছে। ত্রিপুরা রাজ্যে অসংখ্য বেকার আছে, কাজেই মাষ্টার মহাশয়কে কাঁধে করে স্কুলে নিতে হয়, এইরকম মাষ্টার মহাশয়ও আমার উদয়পুর সাবডিভিশনে আছে। তাই আজকে আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহাশয়কে বলছি এইসব তথ্য নেওয়ার জন্য। কিন্তু আমি জানি তথ্য নেবেননা, কারণ ব্যাপারটা অন্যরকম স্যার হবে। আইনের মধ্যেই গোলমাল। তাই আমি বলছি যে উনারা যেন সেইসব লোকদের চেহারা দেখে আসেন, তাদের দাঁত নেই, চুল নেই, মুছ নেই, তারাও আজকে চাকুরীতে বহাল আছে। এই সঠিক তথ্যগুলি যদি মন্ত্রী মহোদয় বের করতে পারেন, তাহলে আমার মনে হয় বেকার কিছুটা আমরা কমাতে পারব। আরেকদিকে সরকার কিরকম ফাঁকী দেয় স্যার দেখুন। তারা বলছেন যে ৩০ হাজার বেকার বসে রয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যারা বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে কাজ করছে, তারাও প্রমোশনের জন্য এমপ্লয়মেন্টে নাম রেজিষ্ট্রী করছে। আবার যারা কনট্রাকটারী করে, কলেজে পড়ে তারাও নাম রেজিস্ট্রি করছে, দরবার করছে চাকুরীর জন্য। কাজেই সরকার এইসব জিনিষগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, আমার মনে হয় যে ত্রিপুরার মানুষ এর বেকারীত্ব কিছুটা অন্ততঃ সুরাহা হবে, আমি বলছি স্যার। 'যেমন কলেজে পড়ে স্যার, তার নামে এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার গেল, কিন্তু সে গেলনা, তারপর আবার সরকারী নিয়মানুসারে সেই ভেকেন্সী ফিল আপ করতে বারমাস লাগবে। (রেড লাইট)...

আমাকে কিছু সময় বলতে দিন স্যার। আর পাঁচ মিনিট সময় আমি চাই।

ব্যাপারটা কি স্যার, একজন হয়তো এল. ডি, ক্লারকে চাকুরী করছে, মাষ্টারীতে গেলে সুবিধা হয়, প্রাইভেট টিউটরী করতে পারে, ফলস মেডিকেল বিল ড্র করতে পারবে, পাঁচ টাকা ডাক্তারকে দিলেই সার্টিফিকেট পাওয়া যায় অসুখ হয়েছে বলে, এই হচ্ছে অবস্থা স্যার। কাজেই আমি বলছি স্যার এইভাবে তথ্য সংগ্রহ না করে এ্যাসোসিয়েশন'এর মাধ্যমে, ডিপুটেশনের মাধ্যমে যাতে এইসব তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া আমি আরও বলব যে পূর্ত বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ থেকে সুরু করে সমস্ত সংস্থা থেকে রিপোর্ট সংগ্রহ করা উচিত, এবং তা করলে পরে অসংখ্য চাকুরীর ডিম্যাণ্ড কমে যাবে। মন্ত্রীরা আমার কথায় নিশ্চয়ই রাগ হবেন। এই জন্যই আমাকে কথা বলতে দিতে চাননা স্যার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলেছি যাদের দাঁত নেই, মুছ নেই, কথা বলতে পারছে না, যারা আমার মত, তাদের মেডিক্যাল পরীক্ষা করা হউক, তাদের কি মন্ত্রীরা চোখে দেখেন না, তাদের প্যানিশমেন্ট হওয়া দরকার যারা এফিডিফিড দিয়ে বয়স কমিয়ে আজও এই অবস্থায় চাকুরী করছেন। তাহলে দেখবেন শিক্ষা বিভাগে আরও ২০০।৩০০।৭০০ থেকে ১০০০ লোকের কর্ম সংস্থান করা যাবে।

মিঃ স্পীকার : –মাননীয় সদস্য আপনি ১০ মিনিট বলেছেন, এখন বসে পড়ুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আমাকে আর বলতে দেবেন না স্যার, আচ্ছা তাহলে আমি বসে পড়ি, আমার কথার দাম যেন থাকে স্যার।

Mr. Speaker :—Now I am puting the Demand for Grant No. 30 to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 15, 60,000 [inelusive of the sum of Rs. 4,33,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 30-Pension and other Retirement benefits.

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker :—Now I am puting the Demand for Grant No. 31 to vote.

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এই ডিমাণ্ডের উপর বলতে চাই।

মিঃ স্পীকার :—আচ্ছা আপনি বলুন।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাশ :—মিঃ স্পীকার স্যার, রাজন্যভাতা সম্পর্কিত বিষয়ে এখানে বাজেটে দুই লক্ষ ৩০ হাজার টাকার যে স্যাংশান এসেছে, এই সম্পর্কে বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত। কারণ রাজন্যভাতা স্বাভাবিক ভাবে, নীতিগতভাবে সম্পূর্ণ বিলোপ করার আমরা পক্ষে এবং ভারতবর্ষের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি এই রাজন্যভাতা বিলোপ করার সঙ্গে এবং এই সম্পর্কে ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে, ভারতের রাজনীতিতে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে, কাজেই এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত ভাবে বলার প্রশ্নটা উঠে না, তবে রাজন্যভাতা এখনকার অবস্থায় কোন রকমেই রাখা উচিত নয়। কিন্তু বাস্তব অবস্থায়, ত্রিপুরার অবস্থা বিবেচনায় ত্রিপুরার রাজপরিবারে এমন সংখ্যক লোক আছে যারা তাদের কোন রকম আয়ের ব্যবস্থা নেই, এই কারণে রাজন্যভাতা কিছু পরিমাণ অংশ –খুব ছোট্ট একটা অংশ এই সমস্ত লোকগুলির জন্য যাদের আয়ের ব্যবস্থা নেই, যাদের কোন রকম ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা নেই, তাদের জন্য সামান্য অংশ রেখে বাকী অংশ বিলোপ করা, অন্ততঃ পক্ষে এই ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কাজেই এই ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং এখানে যে ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা রাজন্যভাতা বাবদ রাখা হয়েছে, সেটা ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষে, ত্রিপুরা অর্থনীতির দিক থেকে অত্যন্ত অসুবিধাজনক এবং অনেক দিক থেকে সমস্ত প্রগতিশীল শক্তিগুলির নীতি বিরোধী একথা বিবেচনা করে অন্ততঃ পক্ষে একটা বিরাট অংশ বাদ

দিয়ে, যে সমস্ত পরিবারের চলার আর কোন ব্যবস্থা নেই' এই পুরুষ খেয়ে পরে যেতে পারে তাদের জন্য একটা ছোট্ট অংশ রেখে. বাকী অংশটা বিলোপ করা উচিত বলে আমি মনে করি। এবং এই কারণে রাজন্যভাতা বিলোপের প্রশ্ন বিবেচনা করে অন্তত পক্ষে বিরাট একটা অংশ বাদ দিয়ে যে সমস্ত পরিবারের বাঁচার কোন ব্যবস্থা নাই, এই পুরুষগুলি যাতে কোনরকম খেয়ে পড়ে যেতে পারেন সেই কারণে একটা অংশ রেখে বাকী অংশটা বিলোপ করা উচিত বলে আমি মনে করি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় সদস্য যে কথা বলেছেন, সেই সম্পর্কে আমরা সচেতন। কারণ রাজন্যভাতা বিলোপের বিল ভারত সরকার এনেছেন এবং এটা সাধারণ মানুষের দাবী ছিল বলেই রাজন্য ভাতা বিলোপের বিল আনা হয়েছে এবং ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে যে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা রাজন্যভাতা নয়। এটা হল যারা চাকর ইত্যাদি লোক আছে, যারা রাজন্য ভাতার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তাদের পলিটিক্যাল পেন্সান হিসাবে এটা ধরা হয়েছে। এর মধ্যে রাজন্যবর্গের ভাতা ইনক্লুডেড নয় এবং রাজন্যভাতা ভারত সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত।

Mr. Speaker :—Now discussion on Demand for Grant No. 31 is over. I am putting the demand to vote.

The question that a sum not exceeding Rs. 2,30,000 [inclusive of the sum of Rs. 65,000 authorised by the President under sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972,] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 31—Privy Purses & Allowances of Indian Rulers was put and PASSED by Voice vote.

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand for Grant No. 42 to vote.

The question that the demand moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 35,000/- [inclusive of the sum of Rs. 10,000/- authorised by the President under sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Area (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July. 1972,] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 42—payment of commuted value of Pensions was than put and PASSED by voice vote.

Mr. Speaker :—I may inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos. 27, 28, 41, 25, 39, 26 & 40 together and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature, of course, I shall dispose of the Demands separately. Now I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 22-Community Development Projects, National Extension Service and local Development Works.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 68,51,000 [inclusive of the snm of Rs. 8,73,000 authorised by the President under sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972,] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 22—Community Development Projects, National Extension Service & Local Development Works.

Mr. Speaker :—There are as many as 4 cut motions on this demand for Grant No. 22. given notices of by Shri Radha Raman Deb Nath. Shri Niranjan Deb. Shri Jitendra Lal Das and Shri Manindra Deb Barma,

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি রুরাল এমপ্লয়মেণ্ট সম্পর্কিত ক্র্যাশ স্কীমের টাকা বাজেট ইনসাফিসিয়েণ্ট সম্পর্কে এই কাট মোশন উত্থাপন করেছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিত বেকারদের এবং ভূমিহীন বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য এই স্কীমকে সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করা খুব প্রয়োজন এবং এই স্কীমের মধ্যে এখন পর্যন্ত যেভাবে এই স্কীমটাকে পরিচালনা করা হচ্ছে তার মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটি বিচ্যুতি বিভিন্ন ব্লক ডেভেলাপমেণ্টের আণ্ডারে এই সমস্ত স্কীম পরিচালনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে সেই সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি কাটিয়ে এই স্কীমটাকে যাতে সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করা যায় এবং যাতে আরও ব্যাপকভাবে বরাদ্দ করা যায় যাতে গ্রামাঞ্চলে ভূমিহীনদের, শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। এখন পর্যন্ত এই স্কীমে যে সব কাজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে টেষ্ট রিলিফ কাজের মত। কারন এই স্কীমে এখনও কোন লেবার ফোর্স করা হচ্ছে না। আমরা দেখেছি যে সমস্ত টাকা এই স্কীমে গ্রাম অথবা শহরাঞ্চলের মধ্যে খরচ হবে তাতে একটা লেবার কোর গঠন করে শিক্ষিত ও

অশিক্ষিত বেকারদের কিছু কিছু কর্মস স্থান করা যায়। সেজন্য এই ব্যাপারে একটা ব্যবস্থা থাকা উচিত যাতে যে কোন সময়ে যে কোন সংখ্যক লোককে নিযুক্ত করে এইভাবে যাতে হ্যাপাজার্ড ভাবে কাজটা পরিচালিত না হয় এবং যাতে স্থায়ীভাবে একটা লেবার কোর গঠন করা হয় এবং সেই কোরকে পরিচালনার জন্য গ্রামাঞ্চলে শিক্ষিত অশিক্ষিত বেকারদের স্থায়ীভাবে নিয়োগ করা যায় এবং বেকার সংস্যার কিছুটা সমাধান করা যায়। গত সালেও এই স্কীমে টাকা পয়সা বরাদ্দ ছিল। কিন্তু ১৯৭১-৭২ সালে কম খরচ করা হয়েছে। সুতরাং এই স্কীমটা যাতে সুষ্টুভাবে পরিচালিত হয় অথবা অর্ধ স্থায়ী বা স্থায়ীভাবে যাতে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় এবং বিভিন্ন ব্লকে ব্লক ডেভোলাপ-মেন্টের আণ্ডারে এই সমস্ত স্কীম পরিচালনার জন্য, গ্রাম পঞ্চায়েতের সহায়তায় এই স্কীমটাকে সুষ্টুভাবে পরিচালনার জন্য আমি এই কাট মোশন উপস্থিত করেছি।

মিঃ স্পীকার :—আর একটা কাট মোশন আছে, 'Inadequacy of provision & mismanagement in sinking of Tubewells in tural & inacessible arreas.'

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাশ :—আর একটা কাট মোশন হল টিউবওয়েল এবং রিং ওয়েলের ব্যাপারে। ত্রিপুরা রাজ্যে পাণীয় জলের অবস্থা সর্বত্র পানীয় জলের ব্যবস্থাকে নল কুপ অথবা রিং ওয়েলের মাধ্যমে একটা স্থায়ী ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত অন্য ধরণের ওয়াটার সাপ্লাই ছোট ছোট শহর বা গ্রামাঞ্চল গুলিতে নেই। কাজেই আমরা খরার সময়ে দেখেছি সেই সব জায়গাতে পানীয় জলের জন্য কি রকম হাহাকার উঠে এবং তারই জন্য বিভিন্ন জায়গাতে নলকুপ এবং রিং ওয়েলের সংখ্যা আরও বাড়ানো দরকার এবং বর্তমান সময়ে যে সমস্ত নলকুপ ও রিং ওয়েল অকেজু অবস্থায় আছে, সেগুলিকে কার্যকরী করবার জন্য প্রতিটি ব্লকের মধ্যে একটা করে কর্মী বাহিনী সৃষ্টি করার দরকার এবং তাদের হাতে ঐ সব টিউবওয়েল রিং ওয়েল রিপেয়ার করবার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি দেওয়া দরকার। অথচ আমরা বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি যে এই ধরণের কর্মী বাহিনী এবং যন্ত্রপাতির খুবই অভাব রয়েছে বিভিন্ন বি, ডি, ও অফিসগুলির মধ্যে। সেই কারণেই আমাদের গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত বেকার আছে, সেই সমস্ত বেকারদের প্রয়োজনীয় ট্রেণিং দিয়ে তাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সাপ্লাই করে ব্লকের মধ্যে বিভিন্ন এলাকায় যে সমস্ত অকেজু টিউবওয়েল রিং ওয়েল ইত্যাদি রয়েছে সেগুলি যাতে কার্য্যকরীভাবে রিপেয়ার করা যায় সেজন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। আজকে আমাদের ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলগুলি যেহেতু বিচ্ছিন্ন, এক একটা গ্রামের মধ্যে শত শত বাড়ী ঠিক এক জায়গাতে থাকে না, সেগুলি বিচ্ছিন্নভাবে টিলার এদিকে সেদিকে থাকে, সেই কারণে ত্রিপুরার পানীয় জলের সমস্যাটা একটা জটিল সমস্যা। এমনও হতে পারে যে ১ বা ২ ফার্লং এর মধ্যে ২টি টিওবওয়েলেরও প্রয়োজন হয়ে যায়। কাজেই টিলার দুই পাশে পড়ে থাকা লোকদের জন্য সুষ্ঠভাবে এই পানীয় জলের ব্যবস্থা করা দরকার। প্রতিটি বি, ডি, ওর আণ্ডারে যে সমস্ত বেকার আছে তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে প্রতিটি এলাকার মধ্যে যে সমস্ত রিংওয়েল এবং টিউবওয়েল

আছে, যেগুলি নাকি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে আছে, সেগুলিকে কার্যাকরী করার জন্য প্রত্যেকটি ডেভেলাপমেন্টের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে যন্ত্রপাতি, যথেষ্ট পরিমাণে কর্মী বাহিনীর সৃষ্টি করার দরকার যাতে জনসাধারণ পানীয় জলের কষ্ট থেকে নিস্কৃতি পেতে পারে এবং অনেক সময় আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন জায়গাতে যে সমস্ত রিং ওয়েল এবং টিউবওয়েল অকেজু অবস্থায় পড়ে আছে, সেগুলিকে কাজের উপযোগী করার মত কোন ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত করা সম্ভব হয়নি এবং এই জিনিষটার প্রতি সরকারের অবিলম্বে দৃষ্টি দেওয়া দরকার মনে করিয়া আমি এই কাট মোশানটা এখানে উত্থাপন করেছি এবং আমি আশা করব যে এই বিষয়ে ভালভাবে বিবেচনা করা হবে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—স্যার, আমি আপনার পার্মিশান নিয়ে বলছি যদিও ডিমাণ্ডটা পাশ হয়ে গেছে, তবুও সেটা খুবই গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার : কাজেই আপনি আমাকে এ্যালাউ করেবন কিনা, আমি জানি না।

মিঃ স্পীকার :—কোন্ ডিমাণ্ডটা।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের উপর সেই ডিমাণ্ডটা। যাহউক ঐটার সম্পর্কে আমার কয়েকটি মনের কথা বলছি।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি :—স্যার, এটাতো পাশ হয়ে গেছে। কিন্তু কমিউনিটি ডেভেলাপ-মেন্টের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তো, উনি ঐসব কথা বলতে পারেন।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্টের উপর ডিমাণ্ডে ৬৮ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা বরাদ্দ চেয়েছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করছি এবং সেটাকে সমর্থন করতে গিয়ে ২।৪টা কথা বলছি বিশেষ করে ক্র্যাশ প্রস্তাব সম্পর্কে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—স্যার, আমাকে যদি বলতে না দেওয়া হয়, তাহলে আমিও উনাকে বলতে দেব না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—স্যার, আমি যে দুই এক মিনিটের মধ্যেই আমার বক্তব্য শেষ করে দিচ্ছি। এই ক্র্যাশ প্রস্তাবে গ্রামের শিক্ষিত আধা শিক্ষিত বেকারদের কর্ম সংস্থানের যে উদ্দেশ্য সরকারের ছিল, আমরা বিগত ইলেকশান থেকে লক্ষ্য করে আসছি যে এই সম্পর্কে যে কাজ কর্ম হচ্ছে এবং যারা এই কাজ পরিচালনা করছেন, তারা এটার ঠিক অর্থটা বুঝতে পারেন নি। অনেক ক্ষেত্রে তারা এই টাকাটা ব্যয় করছেন ঠিকাদারদের মাধ্যমে অথবা কণ্ট্রাক্টারদের মাধ্যমে, যেটা

নাকি এই স্কীমের উদ্দেশ্য নয়। এই স্কীমের উদ্দেশ্য হল যারা গ্রামের বেকার তাদের যাতে স্থায়ীভাবে একটা কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হয়, সেজন্য সরকার এই স্কীমটা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সেটাকে কার্য্যে রূপ দিতে গিয়ে দেখা গিয়েছে যে সেইভাবে কোন কাজ হচ্ছে না। তাই আমি সরকারকে অনুরোধ করব যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই স্কীমটা করা হয়েছে, সেইভাবে যেন কাজকর্ম হয় সেজন্য সরকার দৃষ্টি দেবেন। তারপরে রিংওয়েল এবং টিউবওয়েল সম্পর্কে দুই একটি কথা বলব। আমরা জানি যে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি টিউবওয়েল দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে সেগুলির অধিকাংশই অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। তবে এই অবস্থার পিছনে বেশ একটা বড় রকমের কারণও আছে, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়ে সেখান থেকে ১৪।১৫ লক্ষ লোক শরণার্থী হয়ে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছিল এবং সেই সময়ে সরকার ও তার সমস্ত মেসিনারীগুলি ঐ শরণার্থীদের জন্য বিশেষভাবে ব্যস্ত ছিল এবং তাদের জন্যও সরকারকে বিভিন্ন স্থানের ক্যাম্পগুলিতে পাণীয় জলের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল যার ফলে যে সব টিউবওয়েল অকেজো অবস্থায় পড়ে ছিল, সেগুলির জন্য অতিরিক্ত পার্টস্ এর অভাব দেখা দিয়েছিল। কাজেই এমনি একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে আমাদের যে সব টিউবওয়েল ছিল, সেগুলিরও শতকরা ৮০টি খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাই এই টিউবওয়েল রিং ওয়েলের কাজ যে ভাবে হয়, সেই ভাবে না করে আমাদের যে সব ভিলেজ পঞ্চায়েতগুলি আছে, সেগুলির হাতে যদি আমরা এটার দায়িত্ব ছেড়ে দেই, তাহলে আমার মনে হয় যে শতকরা ৮০টি টিউবওয়েল রিংওয়েল অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকবে না, হয়তো তার মধ্যে ২।১টি থাকতে পারে। জনসাধারণের মধ্যে যাদের নাকি সাধারণ মেকানিক্যাল জ্ঞান আছে, তারা নিজেরা ঐ টিউবওয়েলগুলির শতকরা ৮০টি ঠিক করে নিতে পারবে, যদি পঞ্চায়েতকে আমরা বিশ্বাস করি এবং পঞ্চায়েতের হাতে আমরা এই কাজের ভার দেই।

আর এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ের দিকে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। সাকান, ডম্বুর, লংথরাই এইসব জায়গায় যেসব বস্তি আছে সেখানে টিউবওয়েল হয় না রিংওয়েল হয় না এরা পানীয় জলের কষ্ট পায়। অথচ এরা ভারতীয় নাগরিক। আমাদের উচিত তাদের পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া। আমরা টেরিটরিয়েল কাউন্সিলের আমলে চেষ্টা করেছিলাম লংথরাই পাহাড়ের উপর পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে পারি কি না এবং একটা রিংওয়েল মঞ্জুর হয়েছিল কিন্তু পাথরময় টিলাতে রিংওয়েল স্থাপন করা সম্ভব হয়নি। কাজেই বিকল্প ব্যবস্থার কথা আমাদের চিন্তা করতে হয় এই সব জায়গার জন্য এবং এই সব জায়গায় সরকার তরফ থেকে যেসব পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল তাদের জন্য এই সব জায়গায় বর্ষার জল বিভিন্ন বস্তিতে পাকা চৌবাচ্চা করে আটক করে এবং সেই জল সিদ্ধ করে পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এই সব বস্তির আধিবাসীরা এক হাজার দেড় হাজার ফুট নিচ হইতে অতি কষ্টে তাদের পানীয় জল সংগ্রহ করতে হয় তাই এই সব জায়গার অধিবাসীদের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা

করার জন্য ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—আমি আগে উঠেছিলাম কিন্তু আমাকে বলতে দেওয়া হল না কেন আমি জানি না। কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্ট অর্থাৎ সমাজ উন্নয়ন সংস্থা—এই জন্য যে কাটমোশান এনেছে তারা এর জন্য কোন যুক্তি দিতে পারে নাই এবং প্রস্তাবও রাখতে পারে নাই। কারণ টিউবওয়েল রিংওয়েল হাজারে হাজারে হইতেছে শতে শতে হইতেছে কিন্তু পরিবর্তন পরিবর্দ্ধনের কোন কথা আনে নাই। সমাজ উন্নয়ন সংস্থার ভিতরে বহু কিছু আছে। রিংওয়েল আছে টিউব-ওয়েল আছে শিক্ষা আছে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম আছে টেষ্ট রিলিফ আছে টাকা আছে সব আছে। কিন্তু এটা পুঞ্জিভূত কোথায় করেছে তার প্রতি খেয়াল নাই তাই আমি কাট মোশান-টাকে বিরোধীতা করছি আর পুঞ্জিভূত ক্ষমতার মধ্যে আমি প্রস্তাব রাখব............

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—আমাকে ২০ মিনিট সময় দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার—না, ১০ মিনিট বলুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—না স্যার, তাহা হইলে আমি বাড়ী চলে যাব।

মিঃ স্পীকার—সময় খুব অল্প।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—এই সব টিউবওয়েল এবং রিংওয়েল এইগুলি যদি এলাকার গাঁও প্রধানদের সঙ্গে আলোচনা করে করা হতো তাহলে গ্রামের মানুষের আরও সুবিধা হতো। কারণ এক মাত্র বি, ডি, ও,র উপর সমস্ত কাজের দায়িত্ব দিয়ে সমস্ত কাজের ঠিক মত উপকার পাওয়া যায় না তাই এই ব্যবস্থার পরিবর্তন হওয়া দরকার এবং এই ব্যপারে পঞ্চায়েত প্রধানদের এবং গাঁও সভার সদস্যদের-মাধ্যমে গ্রামের কিছু কিছু উন্নয়নমূলক কাজ হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আর টেষ্ট রিলিফের সম্পর্কে বলছি—সেই কোন মানধাতার আমল থেকে ২ টাকা করে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল এখন জিনিষ পত্রের দাম আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে আগে চাউলের দাম ছিল ৩০ টাকা ৪০ টাকা আর আজ ৬০ টাকা ৭০ টাকা ৮০ টাকা। তাই এই টাকার হার আরও বাড়িয়ে দেওয়া দরকার। কোথায় গরীবি হটাব না আমরা কি এই দেশের গরীবদের বের করে দেব ডেভেলাপমেণ্টের ব্যপারটা হচ্ছে এই রকম। ক্র্যাশ প্রোগ্রামের সম্পর্কে আমি বলছি............

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গিয়েছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—আর একটু সময়ের মধ্যে শেষ করছি। ক্র্যাশ প্রোগ্রামের মধ্যে আছে বাগান করতে পারি পুল করতে পারি রাস্তা করতে পারি। এই কথা কনসারভিং মিনিষ্টার বলেছেন তার অর্থ কি। ডেভেলাপমেণ্ট কি রকম করছেন ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট ৩ টাকা ৪ টাকা মাশুল ছিল এখন হয়েছে ৯০ টাকা। বেআইনী ভাবে ফরেষ্ট মন্ত্রী এই আইন পাশ করল কেমন করে জানতে চাই। সরকারের সমস্ত বন পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে বিনা মাশুলে আমি প্রমাণ করতে পারব। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা যখন ছিল তখন ফাঁক তালে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট এই আইন পাশ করে নেয়। ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীতে কোন আইন আছে কিনা যে উইদ আউট ইনফরমেশন—জনতা জানলনা, আইন পাশের কথা? একটা গাছের মাশুল (এক ফুট) ১২।১৩।১৪।১৫ টাকা করে ফুট, তাই কেউ পারমিট নিতে আসে না, ফাঁকতালে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট সমস্ত গাছ, বন, জঙ্গল কেটে পরিষ্কার। আমি প্রমাণ করতে পারব স্যার, চেক করান, স্যার। কেন এই রকম হচ্ছে স্যার, বাজারে এই পারমিট দেওয়া হচ্ছে যেহেতু বাজারে মাশুল হল ১৮।২০ টাকা এক ফুট এর বিক্রী হচ্ছে ১৬ টাকা, কারণ কি স্যার। মনের মধ্যে অনেক কথা ছিল স্যার, কিন্তু বললে মন্ত্রীরা রাগ করবেন, তবে রাগ করলে কি হবে স্যার, আমারতো এখানেই শেষ, গাঁইও বুড়া, বিয়ানও শেষ। আমি বলছি স্যার, এটা ভারতবর্ষ নয়, এটা ত্রিপুরা। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কি ফাঁকটা স্যার। আমাকে বলতে দিন স্যার, দোহাই ধর্মের, মনের কথা, সত্য কথা বলছি স্যার। মন্ত্রীরা কোন খোঁজ খবর নেয় না স্যার। কোন গ্রামে, কোন মৌজায়, কত মাইলের মধ্যে কত লোকের বাস, কয়টি টিউবওয়েল আছে, কয়টি রিং ওয়েল আছে, তার খোঁজ খবর নেয় না স্যার। ত্রিপুরারাজ্যে এর একটা আদিবাসী এলাকায়, ৩০।৪০টি পরিবার বাস করে, তারপর অনেক দূরে আরেকটা আদিবাসী অঞ্চল, ডেভলাপমেণ্ট কমিশনার কি করছে স্যার, যদি তথ্য নেন, সত্য কথা স্যার, আপনারা তথ্য নেন, তিন চার মাইলের মধ্যে কোন টিউবওয়েল আছে কি না দেখুন, এটা কি পশ্চিমবঙ্গ এটা কি দিল্লী, যে টিপ দিলে জল পরে?

মিঃ স্পীকার:—অনারাবল মেম্বার আপনি অনেকক্ষণ বলেছেন, অনুগ্রহ করে আপনি বসুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার:—আমাকে আরেকটু সময় দেন না স্যার।

মিঃ স্পীকার:—পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার:—দশ মিনিট সময় দেন স্যার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আরেকটা কথা শিক্ষা বিভাগের সোশ্যাল এডুকেশন সম্বন্ধে বলব। আমি এই এ্যাসেম্বলী হাউসে গতবারও বলেছিলাম শিক্ষার প্রথম স্তর হচ্ছে বালোয়ারী স্কুল, আমি জানি আমার এলাকার কথা, কত দুর্নীতি এর ভিতর দিয়ে চলছে। জামারিয়া, হাতীছড়া, বাইশা, আড়াইল্লা, বিভিন্ন আদিবাসী এলাকার মধ্যে, মন্ত্রী হয়তো উত্তর দিয়ে দেবেন, আছে, কিন্তু আসলে সেখানে কিছুই নাই। আমি লিখেছি পঞ্চায়েত মিনিষ্টারকে, জিজ্ঞাসা করেছি, প্রশ্ন করেছি. তার উত্তর হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে, একজন এম, এল, এ যদি উত্তর চেয়ে আজ পর্যন্ত যদি উত্তর না পায়……

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এখন আপনি বসুন, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—না স্যার, আমি আরও বলব। আমার কথা হচ্ছে স্যার, শিক্ষার প্রথম স্তর হচ্ছে বালোয়ারী স্কুল, তাই এটা যেন তথ্য সংগ্রহ করে বালোয়রী সেণ্টারগুলি যেন ঠিক করা হয়। আরেকটা কথা স্যার ঐ যে খিচুরী খাওয়ার কথা, সেখানে একটা বিরাট ফাঁক, জল খাওয়ানর যে কথা, সেটা সমস্তটাই ফাঁক। এটাও দেখতে হবে স্যার। বাজেটে টাকা আছে, এই টাকা কোথায় যায় কে জানে? আরেকটা কথা হল, রাস্তাঘাট ক্র্যাশ প্রোগ্রাম, সরকারী আইন বলছে চার টাকা করে দেওয়া হবে, সেখানে প্রথমে দুই টাকা, তারপর মেজারমেণ্ট দেখে দুই টাকা, যদি লোক না খেয়ে মারা যায়, কে টাকা নেবে বলেন। মেজারমেণ্টের এই যে সংস্থা, যেমন একটা এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্টের লোক, বি, ডি; ও যদি কণ্ট্রোল করতে যায়, সে বি, ডি, ও'র কথা শোনেনা, কারন টাকা হচ্ছে এ্যাগ্রিকালচারের, মাইনর ইরিগেশন, এবং এ্যাগ্রি-কালচারের টাকা, তাই কণ্ট্রোল করার দায়িত্ব হচ্ছে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের, পূর্ত্ত বিভাগ সেটা কণ্ট্রোল করবে, তাই তারা বি, ডি, ও'র কথা শোনে না। অতএব আমি বলছি এ্যাগ্রিকালচার উন্নত ধরণের চাষবাস, গরীবি হটাওর ইত্যাদি করার জন্য, এই যে নেভিগেশান, ইরিগেশন, এমবেক-মেণ্ট ইত্যাদি সংস্থা, তার মধ্যে জুড়ে দেন, মাননীয় মন্ত্রীরা খোঁজ করুন, তাহলে কাজ হবে, তা না হলে একজন বি, ডি, ও আমার কাছে চিঠি দিয়েছে। আমি ডিরেক্টার অব এ্যাগ্রিকালচারের কাছে লিখেছি … কাছে লিখেছি, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি বসুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আমি কনসারনিং মিনিষ্টার এর কাছে আবেদন রাখছি, আমরা যারা প্রতিনিধি, যারা ভোট দিয়েছে, মিছা কথা বলে ভোট নিয়েছি, সেই কথাটা যাতে বাস্তবে

রূপায়িত হয়, তার জন্য আমি আবেদন রাখছি। আর বিরোধি পক্ষ থেকে যে কাট মোশান্ এখানে রাখা হয়েছে, তার বিরোধীতা করে, বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা।

শ্রীসুশীল রঞ্জন সাহা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের অর্থমন্ত্রী যে ডি ম্যাণ্ড এনেছেন, সেই ডিম্যাণ্ডকে সমর্থন করে এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাট মোশান এনেছেন, সেই কাটমোশানকে বিরোধিতা করে গঠনমূলক কয়েকটি কথা আমি এখানে বলতে চাই। আমরা যে প্রতিনিধি বিশেষ করে আমার যে কন্‌ষ্টিটিউয়েন্সী, যেখান থেকে আমি নির্ব্বাচিত হয়ে এসেছি, সেটা ত্রিপুরার মধ্যে সবচেয়ে বড় সাবডিভিশন, সবচেয়ে অনুন্নত সাবডিভিশন হিলি সেক্শান যে অমরপুর, আজ সেই অমরপুর ত্রিপুরার মধ্যে অনুন্নত। কোন সরকারী কর্মচারীকে যদি বদলি করা হত, তাহলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে তা করা হত। তাই আমি বলছি আমরা যে অমরপুরের পানীয় জলের অবস্থা, কিছুদিন আগেও মাননীয়া উপমন্ত্রী সেখানে সফরে গিয়ে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে প্রতিটি কন্‌ষ্টিটিউয়েন্সীতে উনি আলাদা অর্থ বরাদ্দ করবেন, এক লক্ষ টাকা করে চার লক্ষ টাকা বরাদ্দ করার প্রোগ্রাম করেছিলেন, আজকে এই বাজেটের মধ্যে বরাদ্দ না দেখতে পেয়ে দুঃখিত, যার ফলে আমরা যে আশান্বিত হয়েছিলাম প্রতিটি কন্‌ষ্টিটিউয়েন্সীর জন্য এক লক্ষ টাকা করে পাওয়া যাবে সেটা ফলপ্রসু হওয়ার কোন ব্যবস্থা আমরা দেখছিনা। এই এক লক্ষ টাকা করে যদি পাওয়া যেত, আমার বলকে তিনটি কন্‌ষ্টিটিউয়েন্সীর আণ্ডারে তিন লক্ষ টাকা পেলে পানীয় জলের বিরাট যে একটা সমস্যা ছিল, সেটার সুরাহা হত। আজকে আমাদের সরকার পক্ষ থেকে যে সমস্ত টিউবওয়েল, রিং ওয়েল দিচ্ছে, তার সংখ্যা খুবই কম এবং যে সমস্ত কল রিপেয়ার হচ্ছে, তারও সংখ্যা খুব বেশী নয়। যেখানে শত শত রিং ওয়েল অকেজো হয়ে আছে, সেই জায়গায় মাত্র দশপনেরটা করে স্যাংশান যদি করে, তাহলে যেখানে ১৫০ টিউব ওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে, সেখানে হয়তো ৫০টি সারিয়েছে, অপরদিকে হয়তো আরও ৬০টি নষ্ট হয়ে গেল, তাহলে অকেজোর সংখ্যা দাড়ালো ১৬০টি। দিন দিন যদি এইভাবে অকেজোর সংখ্যা বেড়ে যায়, তাহলে জনসাধারণের পক্ষে কিভাবে পানীয় জলের সুরাহা করতে পারবে; আমি বুঝতে পারি না। কিছুদিন পূর্ব্বে, আনুমানিক চার বছর পূর্ব্বে আমাদের রিং ওয়েল করা হয়েছিল সেটা কোন ডিপার্টমেণ্ট থেকে হয়েছিল জানা নাই। তবে পি, ডব্লু, ডি, থেকে একটা টেণ্ডার কল করা হয়েছিল, সেটা রিজেক্ট হয়ে গিয়েছিল, পরম্পর জানতে পারলাম সেটা মেরামতের জন্য পাবলিক হেলথ ডিপার্টমেণ্ট থেকে টেণ্ডার কল করা হয়েছে, পাবলিক হেলথের আণ্ডারে অর্থ বরাদ্দ আছে। আরেকটি কথা আমরা শুনলাম যে টিউব ওয়েল থেকে পাইপ লাইন করে শহরের সংগে যোগ করে সরকারী কর্মচারীদের বাস ভবনে জলের ব্যবস্থা করা হবে। আজকে এই কথা শুনে আমার এরীয়ার মধ্যে একটা চাপা ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, যে সরকারী কর্মচারীদের

জন্য ব্যবস্থা করা হবে, আমাদের জন্য কি করা হবে, কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখব, আমার এরীয়ার সর্বসাধারণ যাতে সেইরকম টিউব ওয়েলের সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা যেন করা হয়, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার : - শ্রীমধুসূদন দাস।

শ্রীমধুসূদন দাস :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্টের উপর যে কাট মোশান এসেছে, সেই কাট মোশনের আমি বিরোধীতা করছি এবং অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তার সমর্থন করছি। তারপরে গ্রাম-এলাকায় যে সমস্ত কাজ কর্ম হচ্ছে, যেমন জল সরবরাহ ইত্যাদি তার অভিজ্ঞতার কথাও বলব এবং আপনার মাধ্যমে কিছু সাজেশান রাখতে চাই এলাকার সমস্যার সমাধানের জন্য। আমাদের বাজেটে যে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে সেই ব্যয় বরাদ্দের টাকা যদি আমরা ঠিক ঠিক মত কাজে লাগাতে পারি তাহলে অনেকটা জলাভাব দুরীভূত হতে পারে তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের প্রশাসন ব্যবস্থার মধ্যে জটিলতা থাকায় সেটা সম্ভব হচ্ছে না। আমাদের ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট যে অফিস আছে তাতে পূর্ত বিভাগের একজন, অ্যাগ্রিকালচার বিভাগের একজন, বিভিন্ন বিভাগের একজন করে এক্সটেনশান অফিসার থাকে। কিন্তু একজন বি, ডি, ও, এর মাধ্যমে এতগুলি কাজ একসংগে করাটা আমার মনে হয় ঠিক যুক্তিযুক্ত হচ্ছে না। সেজন্য আমরা সাধারণ মানুষের কল্যাণার্থে জলসরবরাহটা করতে পারছি না। বিশালগড় ব্লকে ৯ জন এম, এল, এ, আছে। সেই ব্লকে একজন বি, ডি, ও, যথেষ্ট কিনা সেটা যদি ভেবে দেখেন তাহলে মনে হয় জনসাধারণের বিশেষ উপকার হবে। বিশালগড় ব্লকে ৭৫৬টা টিউবওয়েলের মধ্যে ১৭৬ টাই খারাপ। আমার এলাকাতে ৫৪টা টিউবওয়েলের মধ্যে ৪৬টা খারাপ। ১৪টা টিউবওয়েল ব্লকের মাধ্যমে রিপেয়ার করার জন্য বি, ডি, ও, বলেছেন। আর একটা এলাকাতে আছে ২৫টা। সেখানে ৯ টাকে ঠিক করানো হবে, আর ১৬টা ঠিক করা হবে না। যেখানে ২৫টার মাধ্যমে জল সরবরাহ করা হত সেখানে যদি ২৫টাই খারাপ থাকে তা হলে সাধারণ মানুষের কি অবস্থা হতে পারে তা সহজেই অনুমান করা যায়। কাজেই অন্য কোন অফিসার বা ইঞ্জিনীয়ার নিয়োগ করে যাতে দ্রুত জল সরবরাহ করা যেতে পারে তার জন্য অনুরোধ রাখছি। পাহাড়ী এলাকার জনসাধারণ যদি অন্ততপক্ষে পানীয় জলটুকু না পায় তা হলে সাধারণ মানুষ যে খুব দুঃখ ভোগ করবেন তাতে সন্দেহ নাই সেটা যেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা দেখেন।

তারপর ক্র্যাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে যে কাজগুলি হচ্ছে সেগুলি যেন ঠিক মত হচ্ছে না। এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হল শিক্ষিত বেকার এবং অশিক্ষিত বেকাররা যাতে কাজ পায়। আমি

অ্যাসেম্ব্লীতে শুনলাম যে ২০ জন লেবার প্রতি একজন অ্যাসিটেন্ট থাকে। কিন্তু বিশালগড়ের বি, ডি, ও, জানালেন যে প্রতি ৩০ জন লেবার প্রতি একজন অ্যাসিটেন্ট থাকে। কাজেই বিভাগীয় মন্ত্রী মহোদয় যেন বি, ডি, ও, কে নির্দেশ দেন এটা ঠিকমত নিয়োগ করার জন্য এবং কাজটা যাতে দ্রুত গতিতে চলে। তা না হলে বর্ষার শেষে আমরা কাজটা শেষ করতে পারব না এবং টাকাটা ফিরে যাবে। ভাল কাজটার বিপরীত ফল ধরবে। আর একটা সাজেশান হল ব্লকের মধ্যে যে ইন্সটিটিউশনগুলি আছে সেই ইন্সটিটিউশনগুলি যতটা ভাল থাকা উচিত তাদের অবস্থা ততটা ভাল নাই। বারোয়ারী বা সোস্যাল সেণ্টারগুলি যতটা খারাপ হয়েছে ততটা খারাপ হওয়ার কারন নাই যদি তারা পার্শ্ববর্তী কোন ঘরে ভাড়াটিয়া হিসাবে ঘর নেয়। এই অনুরোধগুলি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের কাছে জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম এবং বিরোধী পক্ষের কাটমোশন এর বিরোধিতা করছি এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেটকে আমি সমর্থন করছি।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে হাউসে ডিমাণ্ড নাম্বার ২২—কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্ট প্রজেক্ট, ন্যাশন্যাল এক্সটেনশান সার্ভিস অ্যাণ্ড লোকাল ডেভেলাপমেণ্ট ওয়ার্কস এর জন্য বাজেটে যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, আমি তার সমর্থন করছি এবং বিরোধী দলের কাটমোশনের বিরোধিতা করছি। বিরোধিতা করে আমি আমার কয়েকটি বক্তব্য রাখছি ঃ মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে এই যে কম্যুনিটি ডেভেলাপমেণ্ট প্রজেক্ট এবং ন্যাশন্যাল এক্সটেনশান সার্ভিস. এর গুরুত্ব যথেষ্ট। এর উদ্দেশ্য হল ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের ডেভেলাপমেণ্ট, ত্রিপুরার অধিকাংশ মানুষের গ্রামীন জনজীবনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা। সেই ডেভেলাপমেণ্ট এই স্কীমের মাধ্যমে করা হয়। ত্রিপুরার মানুষ অধিকাংশ কৃষক কি ভাবে উন্নত প্রথায় চাষ করতে পারে, কি ভাবে তাদের আর্থিক বুনিয়াদ শক্ত হতে পারে. এই সমস্ত চিন্তাকে রূপ দেওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে বিশেষ ভাবে এই ডিমাণ্ডটা রাখা হয়েছে। আমি সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বলব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে যে, ত্রিপুরার যে সমস্ত ব্লক আছে. আমি জানি না সেগুলি সংখ্যাতত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়েছিল কিনা। আমি দেখেছি ইণ্টেনসিভ সার্ভেতে যে ব্লকগুলি করা হয় সেগুলিকে পরে ষ্টেজ টুতে পরিণত করা হয়। কিন্তু সেই সম্ভাবনাময় কাজের দিকে লক্ষ্য রেখে কি সেইগুলিকে ষ্টেজ টুতে পরিণত করা হয়েছে? আর এক দিকে কি দেখি? আমরা দেখি যে জিরানীয়া এবং পানিসাগর এই ব্লক দুইটি একই সময়ে হয়েছিল। আর যেখানে পানিসাগর ব্লকের লোক সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২৭ হাজার সেখানে জিরানিয়ার লোক সংখ্যা ছিল মাত্র ৪০ হাজার। আমরা আরও দেখতে পাই যে এই ৪০ লক্ষ লোকের জন্য ৫টি টিউবওয়েল ধরা হয়েছে অর্থাৎ এই ব্লকের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে, এটা ঠিক কি ঠিক নয়, সেটা আমি বলছি না কিন্তু পানিসাগর এবং ধর্মনগর ব্লকের জন্য অনেক কম ধরা হয়েছে। কাজেই আমাদের পক্ষ বার্ষিকী

পরিকল্পনার মাধ্যমে জনতার যে অগ্রগতি হওয়ার কথা, সেটা কি ভাবে রূপায়িত হবে? আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জিরানিয়া ব্লকের জনসাধারণের পানীয় জলের সুব্যবস্থা করবার জন্য অনেক কিছু রাখা হয়েছে, অন্য দিকে আমার পানিসাগর ব্লকের অন্তর্গত ধর্মনগরের মানুষ এদিক দিয়ে অনেক পিছনে পড়ে আছে। কাজেই এই যে একটা আবহাওয়া, সেটা যদি দূর না করা হয়, তাহলে আমরা যে জনতাকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যেতে চাইছি, তাদের যে আশা আকাঙ্খা সেটা আইনের মাধ্যমে আগামী বছরে ষ্টেজ টুতে পরিণত হবে এবং এভাবে জনতার অগ্রগতি করা ঠিক ভাবে হল না। তাই আমি এখানে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে আবেদন রাখব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে যে এদিক দিয়ে দৃষ্টি রেখে যেন ধর্মনগর ব্লক এলাকাতে আরও একটি ব্লক তৈরী করা হয় এবং সেটা টি, ডি, ব্লক হলে সব চেয়ে ভাল হয়। যেহেতু দামচড়া এবং কাঞ্চনপুর অনেক দূরে, সেখানে অনেক ট্রাইবেল আছে, অনেক অ-উন্নত জাতি আছে। আজকে আমরা দেখছি যে ব্লকের বাজেটে যখন টাকা রাখা হয়েছে, তখন ঐ এলাকার লোকদের জন্য মাত্র ৫টি টিউবওয়েল স্যাংশান করা হয়েছে। এতে আমার এত দুঃখ হয় যে এই ৫টি টিউবওয়েল দিয়ে আমরা সেখানকার কতজন লোকের তৃষ্ণা নিবারণ করব। আমাদের মাননীয় উপমন্ত্রী যখন ধর্মনগরে গিয়াছিলেন, তখনও আমি এইসব কথা বলেছি এবং সেখানে একটা দাবী উঠেছিল যে আমাদের যেন ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত না করা হয়। আমরা একটা জিনিষ দেখব যে যাদের প্রয়োজনে, যে জনতার প্রয়োজনে দেশের এই যে কৃষক যাদের সমৃদ্ধি, যাদের জন্য দেশের অর্থনীতি গড়ে উঠছে না, তাদের কথা চিন্তা করে, তাদের মানষিক প্রস্তুতি হিসাবে আমরা ব্লকের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে তাদের উন্নতি করি যেমন উন্নত প্রথায় চাষের ব্যবস্থা করা এবং তাদের আর্থিক অবস্থার কি ভাবে উন্নতি হতে পারে সেভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিত। এটা এমন ভাবে করা উচিত যে সেখানে লোক সংখ্যা কত আছে, কতটুকু সেখানে দেওয়ার কথা যাতে আমাদের সমস্ত ত্রিপুরা সমান তালে এগিয়ে যেতে পারে। আর এই কথা চিন্তা করে আমি আবেদন রাখছি যে ধর্মনগরে আর একটা টি, ডি, ব্লক করা হউক এবং সেই টি, ডি, ব্লকের অন্তর্ভুক্ত হবে দামচড়া, কুর্ত্তী আসার রাস্তা এবং আসাম আগরতলা রাস্তা যেটা আছে তার পূর্বাঞ্চল নিয়ে, পেচারথল নিয়ে এই টি, ডি ব্লক হবে। বর্ত্তমানে সেখানকার লোক সংখ্যা হবে প্রায় ২ লক্ষ। ফলে এই টি, ডি ব্লক হওয়ার প্ররিপ্রেক্ষিতে ১টি, কাঞ্চনপুর ব্লক টি, ডি, ব্লক ১টি এবং পানিসাগর ব্লক একটি। তারপরে পূর্ব্ব বাংলা থেকে যে ভাবে আবহমান গতিতে লোক সংখ্যা এখানে ঢুকছে, তাতে সেখানকার লোক সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না যে ষ্টেজ ওয়ান পর্য্যায় থেকে আমরা ষ্টেজ টুতে যেতে পারব, তাই আমার এই আবেদন। এর সাথে সাথে আমি আর একটা বিষয়ে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করব, সেটা হচ্ছে নর্থ, সাউথ এবং ওয়েষ্ট ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে এই সব ষ্টেজ টু ব্লক এবং অন্যান্য ব্লকের জন্য যে টাকা ধরা হয়েছে,

তার বণ্টনের হার সম্পর্কে। বিগত দিনেও আমি দেখিয়েছি এই নর্থ, সাউথ এবং ওয়েষ্ট ডিষ্ট্রিক্টের অবস্থা, আমি দেখিয়েছি ফেমিন রিলিফ সম্পর্কে এই নর্থ, সাউথ এবং ওয়েষ্ট ডিষ্ট্রীক্টের অবস্থা। এবারও দেখছি এখানে ব্লক বাজেটের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় সিংকিং অব টিউব ওয়েল থেকে আরম্ভ করে, নর্থ, সাউথ, এবং ওয়েষ্ট ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে অর্থ বরাদ্দের ব্যাপারে বিরাট একটা ব্যাবধান রয়েছে। আমি বিশ্বাস করি আমাদের যারা ঐ খানে আছে, তারা এটার প্রতিবাদ করেছে, ত্রিপুরার সমগ্র মানুষের অগ্রগতির জন্য, এখানে আদিবাসী আছে তারা সহ আমরা যাতে একই তালে এগিয়ে যেতে পারি, সেদিকে দৃষ্টি রেখে যেন বাজেটের মধ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়। একটু আগে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে বাজেটের মধ্যে যেমনই অর্থ বরাদ্দ থাকুক না কেন, যদি কোন জায়গার জন্য বিশেষ অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহলে সেখানকার জন্য সেটা খরচ করা হবে। তাই আমার আশা এবং বিশ্বাস আছে বলে, মনের দুঃখ ভুলে গিয়ে আমি আবেদন রাখছি যে ত্রিপুরাতে যে সমস্ত ব্লক আছে, যেখানে আদিবাসী আছে, সিডিউল্ড কাষ্ট আছে, সেগুলির যাতে সর্বাঙ্গিন উন্নতি হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের সমস্ত ত্রিপুরা যাতে একই ভাবে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে, তারজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমাদের মন্ত্রী পরিষদ গ্রহণ করবেন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে সমষ্টি উন্নয়ন সম্বন্ধে যে ডিমাণ্ড এখানে এসেছে, তাকে আমি সমর্থন করছি এবং তার বিরুদ্ধে যে সব কাটমোশান এসেছে আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে সমস্ত বিভিন্ন ব্লক আছে, সেগুলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি আমার কাঞ্চনপুর, পানিসাগর এবং ধর্ম্মনগর সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। যেমন কৃষির ব্যাপারে যে সমস্ত টি, ডি, ব্লক এলাকা পাহাড় অঞ্চলে আছে, সেগুলিতে নূতন নূতন জমি আবাদ করার ব্যাপারে অনেক পিছিয়ে আছে। সেখানে সরকার থেকে যে সব সার দেওয়া হয়, তারা সেগুলি ঐ সব জমিতে ব্যবহার করতে পারে না। তার কারণ হল ঐ সব জমি সমান নয়। এবং জমি সমান না হওয়ার দরুন যদি সার ব্যবহার করা হয়, তাহলে সেই সার জমির যে দিক নীচু সেদিকে চলে যায় আর যে দিক উচু সেদিকে সার বলতে কিছুই থাকে না। এর ফলে জমিগুলো যেমন নষ্ট হয়, তেমনি কৃষকেরাও বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর সেজন্য কৃষকেরা ঐ সব জমিতে সার ব্যবহার করতে পারে না। কাজেই ঐ সব জায়গাতে যে সব জমি আবাদ হচ্ছে, সেগুলিকে সমান করবার জন্য যদি সরকার থেকে ছোট ছোট ট্রাকটার আনা হয়, তাহলে জমিগুলি সমান করা অনেকটা সহজ হয়। আমি দেখেছি ত্রিপুরা রাজ্যের পাশাপাশি মিজোরামে লক্ষ্মীচড়া বলে একটা জায়গা আছে সেখানে সেণ্ট্রাল এগ্রিকালচার ডিপার্টমেণ্ট একটা ফার্ম করেছে এবং এখনো সেখানে কাজ চলছে। তাই আমার মনে হয় ত্রিপুরাতেও যদি ঐ

ধরনের ছোট ছোট ট্রাকটার দিয়ে জমিগুলি সমান করা হয়, তাহলে অনেকটা ভাল হয় এবং সেটা জমিতে লাঙ্গল চালাবার কাজেও লাগতে পারে। এরজন্য আমি সরকারকে চিন্তা করবার জন্য অনুরোধ করব। তাছাড়া পানীয় জল সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বিশেষভাবে আমার কনস্টিটিউন্সীর কথা বলব। সেটা জম্পই এলাকার মধ্যে পড়ে। আমি শুধু ইলেকশানের সময়ে নয়, এর আগেও অনেক বার ঐ জম্পই পাহাড়ের উপর গিয়েছি, সেখানে লুসাই মেয়েদের জল আনার যে অবস্থা, সেটা দেখলে বাস্তবিকই দুঃখ হয়। তাদের ১।২ মাইল দুর থেকে পাহাড়ের পাথর চুঁয়া জল মাথায় করে নিয়ে আসতে হয়। তাদের এই পানীয় জল আনার দৃশ্য সত্যিই বড় কষ্ট কর। কাজেই কি ভাবে আমাদের সরকার তাদের এই দুঃখ কষ্ট দুর করবে, সেটা আমি চিন্তা করে উঠতে পারছি না। আমার মনে হয় আমাদের মন্ত্রী মশাইরা যদি ঐ জম্পই পাহাড় এলাকাটা একবার ভিজিট করেন, তাহলে উনারা স্বচক্ষে সেটা দেখতে পারবেন এবং জম্পই এলাকাতে জলের জন্য যে কষ্ট করতে হয় এবং অসুবিধায় পড়তে হয়, সেটা উনারা নিজেরা উপলব্ধি করতে পারবেন। এবং সেটা উপলব্ধি করতে পারলে নিশ্চয় এটার সুরাহা হবে। তাছাড়া ব্লক এর থেকে যে সমস্ত টিউবওয়েল এবং রিংওয়েল দেওয়া হয়, সেগুলি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঠিকমত কাজ হয় না। আমার মনে হয় সেগুলি যাদের দিয়ে করানো হয়. সেই যে কন্ট্রাকটার তারা বেশী পরিমাণে লাভ করার জন্য ঠিকমত সিমেন্ট ইত্যাদি দেয় না, অর্থাৎ সেগুলি ভাল ভাবে তৈরী করে না এবং সেগুলি যাতে ভাল ভাবে হতে পারে, সেজন্য তেমন কোন সুপারভিশনের ব্যবস্থা নেই। অনেক সময় পাবলিক থেকে রিপোর্ট করলেও ঠিক ঠিক ভাবে বি, ডি, ও, এবং এক্সট্যানশান অফিসার সেগুলির প্রতি লক্ষ্য করেন না তাতে গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত রিংওয়েল তৈরী হয়েছে সেগুলি ঠিক মত কাজ হচ্ছে না। এক বছর পরে হয়তো প্ল্যাটফরম নষ্ট হয়ে যায় সেজন্য সেগুলির দিকেও যাতে খুব ভালভাবে সুপারভিশান রাখা হয় এবং গ্রামের যে সমস্ত কমিটি থাকে সেই কমিটি বা পঞ্চায়েত বা গাঁও সভার সদস্যদের রিপোর্ট পেলে পরে যদি সেই সব কণ্ট্রাকটারদের বিল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে কাজটি ভাল ভাবে করতে তারা বাধ্য হবেন। সোস্যাল এডুকেশান সম্পর্কে আমি বলছি—যে সমস্ত সেণ্টার আছে সেগুলিতে অনেক সময় দেখা যায় সোস্যাল এডুকেশানের কাজটি ঠিক ভাবে হচ্ছে না এবং সেজন্য সেদিকে নজর রাখা দরকার। যেখানে সোস্যাল এডুকেশান সেণ্টারগুলি আছে বিশেষ ভাবে পাহাড় অঞ্চলে সেই সব সেণ্টারে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যেতে পারে না রাস্তা ঘাটের অভাবে, তাই আমি সেই দিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। এবং যে ডিমাণ্ড এসেছে সেই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে এবং বিরোধী পক্ষের যে কাটমোশান এসেছে তার বিরোধীতা করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমংছাবাই মগ।

শ্রীমংছাবাই মগ :- মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রথমে আমি বলতে চাই ক্র্যাশ প্রোগ্রামের সম্পর্কে—ক্র্যাশ প্রোগ্রাম সম্পর্কে আমার আগে অনেকে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। আমি ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য রাখছি। যে টাকাগুলি খরচ হচ্ছে পরোক্ষভাবে সেই টাকাগুলি যাতে আমাদের হাতেই ফিরে আসে তাই পরিকল্পনা। কিন্তু এখানে আমি দেখছি ক্র্যাশ প্রোগ্রামের কাজগুলি সম্পর্কে এবং সেই সম্পর্কে আমি প্রমাণও দিতে পারব। তত্নুইছড়ার রাস্তা গত মার্চ মাসে হয়েছে এবং এখনও বৃষ্টির সময় যে কাজ হয়েছে এবং যতটুকু কাজ হয়েছে সেই কাজের তুলনায় খরচ বেশী হয়েছে। তাই এই ক্র্যাশ প্রোগ্রামের কাজ যদি এলাকার পঞ্চায়েত প্রধানদের সংগে আলাপ আলোচনা করে করা হতো তাহলে আমার মনে হয় ভাল হতো। যেহেতু গত বছরের ক্র্যাশ প্রোগ্রামের যে কাজ করা হয়েছে সেই কাজে অনেক ক্রটি বিচ্যূতি হয়েছে। আমি জানি সেখানে ৩ হাত একটি রাস্তায় একটু মাটি ফেলে দিলে একটি রাস্তা হয়ে যায় কিন্তু সেখানে ৬ হাত মেজারমেণ্ট নেওয়া হয় এবং বর্ষা হওয়ার সংগে সংগে এই মাটি ধ্বসে গিয়ে এই ৬ হাত রাস্তা মাত্র ২।৩ হাত রাস্তায় পরিণত হয় সে সমস্ত কোন কিছুই লক্ষ্য করা হয় না। এই নির্ব্বাচনের পরে যুব কংগ্রেসের মাধ্যমে যে সমস্ত ক্র্যাশ প্রোগ্রামের কাজ হয়েছে বি, ডি, ও, অফিস থেকে রাস্তার মাপ আমাদের জানানো হয়েছিল সেই মাপের সংগে আমাদের যুব কংগ্রেসের মাপটা অনেক তারতম্য হয়েছে। যাক হতে পারে। এই ভাবে কাজ চলছে এবং এই কাজের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই বর্ষাকালে শত শত লোক বৃষ্টির জল মাথায় করে কাজ করছে কিন্তু সেই কাজ কতদিনে এগুবে। এই ব্যপারে আর একটি কথা বলছি এই ক্র্যাশ প্রোগ্রামের কাজ তারাই পাচ্ছে যাদের এমন কি ২ দ্রোণ ৩ দ্রোণ জমি আছে কিন্তু যারা প্রকৃতই গরীব যারা বেকার কাজ করতে চায় তারা কাজ পাচ্ছে না। আমি উদাহরণ দিতে পারি। রাখালতলীর রবীন্দ্র ক্লাবের ছেলেরা আমাদের উপমন্ত্রী যখন সেখানে গিয়েছিলেন তখন তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করতে গিয়ে সেই ক্লাবের ছেলেদের কিছু টাকা খরচ হয়েছিল। তাদের সেই ঋণের টাকা পরিশোধ করার জন্য ২০।২৫ জন ছেলে এক দিনের জন্য কাজ করতে চেয়েছিল কিন্তু তারা কাজ করতে পারে নি সেজন্য তারা আমার কাছে অভিযোগ করেছে, আমার কাছে আরও অভিযোগ এসেছে ধুমিছড়ার রাস্তার গত মার্চ মাসে যে কাজ হয়েছে সেখানে মাষ্টার রোলে কাজ করিয়ে—সাত দিনের কাজ করিয়ে সাতদিন পরে তাদের টাকা দেওয়া হতো। সেখানে তাদের উপস্থিত এই ভাবে উল্লেখ রেখে গ্রামের অশিক্ষিত লোকদের থেকে দস্তখত রেখে দেওয়া হতো এবং পরে এই কাজ যারা পরিচালনা করে তাদের মধ্যে কিছু দুর্নীতিপরায়ন কর্মচারী সেখানে তাদের ৩ দিন বা ৪ দিনের টাকা দিয়ে বিদায় করে দিত এটা আমি শুনেছি। ক্র্যাশ প্রোগ্রামের কাজগুলি সম্পর্কে আমরা ডি, এম, এর সংগে আলোচনা করেছি সেখানে জমির কাজ রিক্লামেশানের কাজ ২০।২৫ হাজার টাকার কাজ হতে পারে সেকাজে যেখানে ৫০, ১০০ বা ২০০ জন লোক কাজ করতে পারে ৫।৬ মাস সেই রকম কাজ নেওয়ার কথা ছিল কিন্তু তাড়াহুড়ার মধ্যে কাজগুলি চলছে সেজন্য

ঠিক মত কাজ হচ্ছে না। তাই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি এই দিকে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করব। কমলপুরের সমাজ শিক্ষার ব্যাপারে বলছি সারা ত্রিপুরায় সমাজ শিক্ষার ব্যাপারে এগিয়ে আছে। আমি সেখানকার সোস্যাল এডুকেশানের ইনচার্জের সঙ্গে আলাপ আলোচনাও করেছি। সেখানে অনেক জমি আছে এবং সেই সব স্থানে ফিসারী করা যায় সেই সব জায়গাতে এই ক্র্যাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ফিসারী করা যায় কি না দেখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব। এবং এই ব্যাপারে যদি এলাকার প্রধানদের সংগে আলাপ আলোচনা করা হয় তাহলে ভাল হয়। টিউব-ওয়েল এবং রিং-ওয়েল সম্পর্কে কিছু না বলে আমি পারছি না। কিছুদিন পূর্বে আমাদের সমাজ কল্যান উপ মন্ত্রী সেখানে গিয়েছিলেন রাত্রি ৭ টার সময়। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ঠিক ঠিক ভাবে মিটিংএ আলোচনা হয় নাই আর বিভিন্ন কমিটির সদস্যরা এস, ডি, ও এবং বি, ডি, ওদের সামনে তাদের কাজের সমালোচনা করতে সাহস পান নাই। যে সব টিউব ওয়েল এবং রিং ওয়েল আছে তার বেশীর ভাগই অকেজো হয়ে আছে। বি, ডি, ও যে হিসাব দিয়েছেন সেই হিসাবটা ঠিক নয়। আর হংসধ্বজ বাবু যেকথা বলেছিলেন যে এলাকার প্রধান বা গাঁও সভার সদস্যদের সংগে পরামর্শ করে কন্‌ট্রাকটারদের কাজের বিল দেওয়ার কথা সেই ব্যাপারে আমি একমত, আমার মনে হয় এই ভাবে বিল নেওয়া হলে ঠিক ঠিক ভাবে কাজ আদায় করা সম্ভব হবে। কিন্তু ডিপার্টমেন্ট থেকে কাজ করলেও যিনি সেই কাজ পরিচালনা করছেন, হয়তো উনি দুর্নীতি করেন। পরম্পর আমি শুনলাম যে বেকার দিয়ে যে কাজ করছেন, সেই কণ্ট্রাক্টার পরোক্ষভাবে অনেকের নাম নিয়ে কারসাজী করছেন সেই অনুযোগ আমরা পাই। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে সমাজ কল্যান বিভাগ, বিশেষ করে যে টেষ্ট রিলিফ স্কীম, সেটার মধ্যে একটা এলোপাথারী খরচ করা হচ্ছে, এতে আমাদের লাভ হবে না, আমাদের যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য কার্যকরী হবে না, কাজেই সেইদিকে নজর রাখা উচিত। আমি একথা বলতে চাই যে অতীতে সরকারী কর্মচারীদের কিছু অংশ দুর্নীতিপরায়ন ছিল, মান্ধাতার আমল থেকে, কিন্তু তাদের বুঝানো উচিত যে ইতিহাসের চাকা কখনও পিছনের দিকে ঘুরে না, সামনের দিকে ঘুরে, ১০০ বছর আগে কি অবস্থায় ছিলাম, আর এখন কোথায় যাচ্ছি। মুষ্টিমেয় দুর্নীতিপরায়ন কর্মচারীদের অনুধাবন করা উচিত যে আমাদের কি অবস্থায় নিয়ে আসবে, এটা বিবেচনার বিষয়। আমি এই কথা বলে, ডিমাণ্ডের উপর আস্থা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বেশী কথা বলব না, ক্র্যাশ প্রোগ্রাম

সম্পর্কে দুই চারটি কথা বলব। এই যে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম, ত্রিপুরারাজ্য যে ক্র্যাশ প্রোগ্রাম হচ্ছে, এটা হয়তো ভুল বুঝেছেন তারা, যারা ব্লক অফিসার আছেন। ক্র্যাশ প্রোগ্রাম'এর নিয়ম, আমি যতটুকু জানি, তাতে একটা লেবার পুণ করা হবে, রুরাল এমপ্লয়মেন্ট সৃষ্ট করা হবে, বিভিন্ন গ্রামে এবং এখানে পার্মানেন্ট নেচার অব ওয়ার্ক করা হবে। আজকে কি হচ্ছে, ছোট ছোট রাস্তা নিচ্ছে টেষ্ট রিলিফের মত করে, কোন রাস্তায় ১৫০ লেবার, কোন রাস্তায় ১০০ লেবার নিয়োগ করে চার টাকা রেটে কাজ করে যাচ্ছে, আসলে তা হবে না, একটা ব্লক এরীয়াতে যে টাকা বরাদ্দ পাবেন, সেই রকম লোক ১২ মাস সেখানে কাজ করবেন, মাসে পাঁচ দিন করে টাকা পাবে না তাহাতে মোটামুটি দশ মাসের বেতন পাবেন, সেটার রেট হচ্ছে চার টাকা করে, প্রতিটি লেবার বার মাসে ১০০ টাকা করে পাবে। কিন্তু তার জন্য এক জায়গায় ১০০ বা ৫০ জন লোক এমপ্লয়েড করা হচ্ছে না, পাঁচ হাজার টাকার হয়তো স্কীম আছে, সেটা হয়তো দশ দিনের মধ্যেই উসুল হয়ে গেল, তা নয়,। স্কিমটি হচ্ছে গ্রামীন কর্মসংস্থানের জন্য। সুতরাং আশা করব মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়েরা বিভিন্ন ব্লক অফিসারদের ডেকে প্রকৃত প্ল্যানটা বুঝিয়ে দিয়ে, পার্মানেন্ট নেচারের ওয়ার্ক যাতে হতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রাখেন। কিছু কিছু কন্সট্রাকশান অব ফুট ট্রাকের কাজ হচ্ছে, ফুট ট্রাক পার্মানেন্ট নেচার ওয়ার্ক নয়। সেখানে তিন হাজার টাকার কাজ হয়, যেখানে ৩০ হাজার টাকা থাকে, তাহলে সেখানে তিন হাজার টাকাই দেওয়া হবে, ৩০ হাজার টাকা দেবেনা। প্ল্যানিং তা বলেন না, পার্মানেন্ট নেচারের ওয়ার্ক প্রতিটি ব্লকে হবে, বার মাসের কর্মসংস্থান, ২০০।৩০০ লোকের যাতে কর্মসংস্থান হতে পারে, সেইদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়েরা নিশ্চয়ই ব্লকগুলিকে নির্দেশ দেবেন।

আমি পানীয় জলের ব্যাপারে শুধু একটি কথা এখানে উল্লেখ করব। এখানে এক্সপ্লেনেটারী নোটে আছে, সিংকিং অব টিউবওয়েল, রিংওয়েল কথাটা আমি দেখতে পাচ্ছি না। এখানে বলা হয়েছে—**"Sinking of Tube-wells" records expenditnre on pay and allowances of S. D. O. Assistant Engineer (RWS) other officers and their office staff related with the schemes undertaken for supply of pure drinking water in rural as well as urban areas including cost of sinking and maintenance of tube-wells, R. C. C. wells tanks etc,** তবে ত্রিপুরা রাজ্যে আছে যে গরু, মহিষ, বলতে হাতীও বুঝাইবে, সিংকিং অব টিউবওয়েল বলতে রিংওয়েল বুঝাইবে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা বলতে পারেন? এই টিউবওয়েল সম্পর্কে অভিযোগের অন্ত নাই। এই সম্পর্কে মেম্বারদের বক্তৃতায় গ্রীভেন্স প্রকাশ পেয়েছে। বিভিন্ন গ্রামে টিউবওয়েল হচ্ছে, হওয়ার পর ১০।১৫ দিন পরেই নষ্ট হয়ে যায়। ১৫টি মেরামতের পর দেখা গেল আরও দশটি নষ্ট হয়ে গেল। কাজেই আমি অনুরোধ রাখব যে পার্মানেন্ট সলিউশানের ব্যবস্থা যাতে করা হয়। দশটি, পনেরটি না বসিয়ে

একটা রিংওয়েল যদি বসানো হয়, কারণ ভারত সরকারের একটা প্ল্যান আছে আমরা ভাত যদি জনসাধারণকে নাও দিতে পারি, কিন্তু পানীয় জল দিতে পারব না, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা, আধ মাইল হেঁটে গিয়েও যদি সিউর হওয়া যায়, গ্যারেন্টি থাকে, সেখানে আমাদের মা, বোনেরা যেয়ে জল আনতে পারে, সেই গ্যারেন্টি যদি থাকে, তাহলে তারা সেখানে যেতে পারে। কাজেই তার জন্য রিংওয়েল বসানোই হচ্ছে সলিউশান। টিউবওয়েল বসানোটা সলিউশন নয়। সেইজন্য বাজেটে প্ল্যান এবং ননপ্ল্যানে শুধু টিউবওয়েল বসানোর পরিকল্পনা আছে, এর দ্বারা কোনভাবেই গ্রামীন জল সরবরাহ করা, তার কোন ব্যবস্থা হবে না, যদি রিংওয়েল বসানোর ব্যবস্থা না করা হয়। যেসব রিংওয়েল আছে, সেইগুলি মেরামত করে এবং আরও যদি রিংওয়েল করা যায়, তাহলে অনেক সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। আমি আর বেশী কিছু বলতে চাই না, আমি এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করছি।

শ্রীনরেশ রায়ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডিম্যাণ্ড নাম্বার—২২ কমিউনিটি ডেভলাপমেন্ট সমর্থন করি এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে যে কাটমোশানগুলি এসেছে, সেইগুলি আমি সমর্থন করিনা। করিনা এই জন্য যে, উনারা এখানে যেই যুক্তি দেখিয়েছেন, সেগুলি যুক্তি নয় বলে, এর উপরে কোন যুক্তি উনারা দিতে পারেন নাই, অতএব শূন্যের মধ্যে হাওয়ার মধ্যে যেসব প্রস্তাব আসে, সেগুলি হাওয়ার মধ্যেই থাকবে সেই জন্যই আমি সমর্থন করি না। ত্রিপুরা রাজ্যে এই সমাজ কল্যাণমূলক সুযোগ সুবিধা হয় নাই, সেটা ঠিক নয়, যথেষ্ট হয়েছে, পূর্বের অবস্থার সঙ্গে যদি তুলনামূলকভাবে বিচার করি তাহলে দেখি যথেষ্ট হয়েছে, তথাপি আরও হওয়া দরকার, সেই সম্পর্কে আমি বলার চেষ্টা করব। প্রথমে আমরা যখন দেখি জনসাধারনের বিভিন্ন রকমের ডিমাণ্ড থাকে, আমরা তা হাউসের সামনে আনি এবং সেইগুলি জনসাধারণের জন্য ডিমাণ্ড কিন্তু জনসাধারণের ডিম্যাণ্ডগুলির মধ্যে অনেক তারতম্য আছে, পার্থক্য থাকে, অনেকগুলি ডিম্যাণ্ড থাকে, যেগুলি অবশ্য করণীয়, আশু করণীয় এবং দেশের জনসাধারণ সবসময় সেই চাহিদাগুলি মেটানোর জন্য লড়াই করে, তার মধ্যে ড্রিংকিং ওয়াটার ফেসিলিটিজ অন্যতম। আমাদের স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের জন্মের পর থেকে আমরা দেখি, গ্রামের মানুষ যে যেখানে আছে, সকলের মুখে এক কথা পানীয় জলের ব্যবস্থা চাই, ঐ সময় থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত পানীয় জলের চাহিদা শতকরা ২৫ ভাগও ফিলআপ করা হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস হয় না। না হওয়ার কারণ, আমাদের ডিম্যাণ্ড বিভিন্ন রকমের, আজ আমরা তা করতে পারতাম অন্যান্য ডিম্যাণ্ডগুলিকে, জনসাধারণের চাহিদার তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ যেগুলি, সেগুলিতে কম বরাদ্দ রেখে জনসাধারণের যে সবচেয়ে বড় ডিম্যাণ্ড পানীয় জলে'এর ব্যবস্থা করে দেওয়া। এটা কি লজ্জার কথা নয়, যে একটা দেশের জনসাধারণের খাওয়ার জলের ব্যবস্থা যদি না করা যায়, আমরা কি

তাদের কাছে আজীবন অভিশপ্ত হব না। মৃত্যুর সময় মানুষ জল না পেলে স্বর্গে যেতে পারেনা, তাদের স্বর্গে যাওয়ার পথকে আমরা বন্ধ করে রাখতে আসি নাই। এই যদি পানীয় জলের ব্যবস্থা হয়, মানুষের কল্যাণের, জনগণের স্বর্গে যাওয়ার পথ যদি রুদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে আমরা সেই জনগণের অভিশাপ থেকে রক্ষা পাব না। আমরা এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে টিউবওয়েল, রিংওয়েল পানীয় জলের ব্যবস্থা করছি, আমি আগেই বলেছি প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তাই আমি এই হাউসকে অনুরোধ করব, ভবিষ্যতে আরও যাতে এই ব্যাপারে অগ্রগতি লাভ করতে পারে, মানুষের ঘরে ঘরে যাতে পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয়। সহরে কোথাও যদি পানীয় জলের অব্যবস্থা দেখা দেয়, তাহলে আমরা দেখি রোল উঠে জল নাই, জল নাই। আর বছরের পর বছর যেখানে জলের অভাব, সেখানে মানুষকে সেটিসফাই করতে পারি না, তাই সেই ডিম্যাণ্ডকে আরও শক্তভাবে করা দরকার, মানুষের প্রয়োজন ডিম্যাণ্ডকে আরও জোরদার করে, শক্তিশালী করে, আর্থিক সংগতি সম্পন্ন করে, মানুষের আশু করণীয় কার্য যাতে সমাধা করতে পারি, তার জন্য এই হাউসের সামনে আমি অনুরোধ রাখছি।

আরেকটা জিনিষ আমরা জায়গায় জায়গায় দেখি বালোয়ারী স্কুল করা হয়েছে, টিনের একটা ঘর করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে কোন মাষ্টার থাকেনা, বেড়া দেওয়া আছে, অনেক জায়গায়, টিনও থাকেনা, বেড়াও থাকেনা। এখানে উত্তরে বলা হয়েছে যে কেবল মাত্র টিনগুলি সরকার থেকে দেওয়া হয়, এবং আদার মেনেজমেণ্ট সেটা গ্রামবাসী দেবে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে এই যে হাফ ডান ওয়ার্ক সেটা ভাল নয়, যদি মানুষের কল্যাণের জন্য করতে হয়। বালোয়ারীকে সম্পূর্ণ সরকারী তত্ত্বাবধানে নিতে হবে হাফ, ডান ওয়ার্ক ঠিক নয়। যদি মানুষের কল্যাণের জন্য করতে হয়, যদি বালক বালিকাগণের কল্যাণের জন্য করতে হয় তাহলে সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে। এই সরকার মানুষের কল্যাণের জন্য সরকার। অর্ধেক করবে পাব্লিক, অর্ধেক করবে শিশুরা আর অর্ধেক করবে সরকার এটা কোন নীতি হতে পারে? আমার মনে হয় বালোয়ারী স্কুলগুলিকে ভাল-ভাল পরিচালনা করার জন্য যাতে সরকার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহন করেন এবং যাতে ঠিক ঠিকভাবে সুন্দর ভাবে চলে। সেখানে ঘর দরজা থেকে আরম্ভ করে শিক্ষক নিয়োগ পর্যন্ত প্রতিটি কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে চলে সেই ব্যবস্থা আমরা চাই এবং তার জন্য আমি হাউসের কাছে অনুরোধ করছি। আর একটা জিনিষ, ক্র্যাশ প্রোগ্রামের যে কাজ চালু হওয়ার কথা ছিল সেই কাজ চালু অবশ্য কোন কোন জায়গায় হয়েছে। কিন্তু অনেক জায়গায় হয় নি। বিশেষ করে আমার কন্সটিটিউয়েন্সী ঈশানচন্দ্র নগরে চালু হয় নাই। আমি কয়েকবার এই কথা বলেছি। কিন্তু সমস্যার সমাধান পাই নাই। আর টেষ্ট রিলিফের কাজকে আর একটু সম্প্রসারিত করা, মানুষের কল্যাণের জন্য, কৃষকদের কল্যাণের জন্য আমি বলেছিলাম বিশেষ করে এই টাকাগুলি ব্যয় করা যায় কিনা। এই যে কৃষির অবস্থা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি হওয়াতে ক্ষেতের মধ্যে আগাছা হয়েছে যেটা সাধারন কৃষকের

পক্ষে সম্ভব হয় না ক্ষেত্রকে বাঁচিয়ে রাখা, সেজন্য আমি বলছিলাম যে অধিক খাদ্য ফলাও আন্দোলনকে যদি আমাদের শক্তিশালী করতে হয়, যদি কৃষকের হাতে কিছু ধান তুলে দিতে হয় তাহলে আমাদের টেষ্ট রিলিফের যে কাজ সেই কাজে কিছু টাকা যেন আমরা ব্যয় করি। কিন্তু আইনের নাকি প্রভিশন নাই। মানুষের কল্যাণের জন্যই আইন। কাজেই সেইভাবে আইনের প্রভিশন করা উচিত। কিন্তু বিভিন্ন বাধা বিঘ্ন আছে, সেজন্যই সেই কাজটা সেইভাবে হয় নি। কাজেই আমি অনুরোধ রাখব যে আমরা জনকল্যাণের জন্য যে নাম দিয়েছি সেটা হল ন্যাশনাল ডেভেলাপমেণ্ট ওয়ার্ক, সুতরাং জনকল্যানের জন্য যেভাবে টাকা খরচ করা প্রয়োজন সেইভাবে যেন ব্যয় হয়। সেই দিকে দৃষ্টিপাত করার জন্য আমি হাউসকে অনুরোধ করছি। আর ব্লকের মধ্যে যে কাজ ডিষ্ট্রিবিউশান করা হয় সেই কাজের মধ্যে অনেক তারতম্য থাকে। টিউবওয়েল রিংওয়েল ডিষ্ট্রিবিউট করার যে ব্যবস্থা আছে নূতন করে, আমি বিশেষ করে বিশালগড় ব্লকের যে কাজ তার মধ্যে তারতম্য দেখতে পেয়েছি। কোন কোন জায়গায় দেখা যায় তিন, কোন জায়গায় চার, কোন জায়গায় নয়, আর কোন জায়গায় নয়—অর্থাৎ নাই। দেওয়াই হয় নি। কাজেই এই যে তারতম্য সেটা কেন? যেখানে মানুষ আছে সেখানে জলের প্রয়োজন আছে' যেখানে মানুষ নাই সেখানে জলের প্রয়োজন কম আছে। প্রয়োজন অনুসারে কেন ডিষ্ট্রিবিউশন হয় না? অনেক সময় দেখা যায় যে বেশী কথা যদি বলা যায় তাহলে তার কাজ হবে। আবার অনেকে কাজ কম করেও যদি কম কথা বলে তাহলে তার প্রায়রিটি নাই। সে সমাজের মধ্যে নগণ্য। আর টিউবওয়েল অল্প সময়ের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। রিংওয়েল অনেকটা দীর্ঘস্থায়ী এবং পুষ্করণী আরও দীর্ঘস্থায়ী। অনেক ক্ষেত্রে আমি শুনেছি টিউবওয়েল ও রিংওয়েলের পরিবর্তে যদি পুষ্করণী দেওয়া হয় তাহলে ভাল হয় এবং অধিক সংখ্যক মানুষ সেটা ব্যবহার করতে পারবে। অনেক সময় শোনা যায় সরকারী কর্তারা বলে থাকেন যে পুষ্করণীর জল দূষিত হয়ে নানা রকম রোগ ইত্যাদির সৃষ্টি হতে পারে সেজন্য পুষ্করণী দেওয়া হয় না। কারণ তাতে মানুষ মরবে। আর জল না খেয়ে যে মানুষ মরছে সে দিকে কারো লক্ষ্য নাই। অনেক লোক আগে পুষ্করণীর জল ব্যবহার করত। কিন্তু মানুষতো সেজন্য মরে যায়নি। তাছাড়া এখন লোক বরং অনেক সময় জল রিফাইন করে বা ফিল্টার করে খেতে শিখেছে। আগের দিনের মানুষের চেয়ে এখনকার মানুষ এটা ভাল করে বুঝে গেছে। সুতরাং টিউবওয়েল দেওয়ার পরিবর্তে পুষ্করণী দেওয়ার প্রস্তাব করছি। আর একটা বলব স্যার, অনেক জায়গায় এখন স্কুল কলেজ হয়েছে। গ্রাম থেকে এসে সেই ছেলে-মেয়েরা যখন জল খাওয়ার জন্য যায় সেই জল তারা কোথা থেকে পাবে। আমাদের স্বাধীন রাজ্যে আমরা আমাদের ভবিষ্যত নাগরিক যারা তাদের কি পারি না আমরা স্কুল গুলিতেও টিউবওয়েল রিংওয়েলের ব্যবস্থা করতে? কাজেই আমি এই কমিউনিটি ডেভেলাপমেণ্ট ডিমাণ্ডের উপর কতকগুলি প্রস্তাব রেখে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার—২২ কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্টের উপর যে কাটমোশান এসেছে সেই কাটমোশানের বিরোধিতা করে বলছি এবং ডিমাণ্ডের সমর্থনে বলছি। মাননীয় সদস্য বলেছেন জলের সুবিধার জন্য বেকরদের ট্রেনিং দিয়ে যেন সেখানে জলের ব্যবস্থা করা হয়। আপনারা জানেন যে বিগত খরায় সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে জল কষ্ট হয়েছিল। সারা ত্রিপুরাতে জনসাধারণের কষ্টের চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখেছি, কাজেই জনসাধারণের এই কষ্ট দূর করার জন্য আমরা ত্বরান্বিত ব্যবস্থা হিসাবে কোন পরিকল্পনা বা কোন ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করার সময় ছিল না। আপনারা জানেন য বিগত বৎসরে আমাদের ত্রিপুরায় অসংখ্য শরণার্থী আসায় ত্রিপুরা রাজ্যে ১৯৭১-৭২ সনের অনেক কাজ ছিল পেণ্ডিং। সেই কাজগুলি শরণার্থী আসায় করা সম্ভব হয়নি। ফলে সেই দুই বৎসরের কাজ ১৯৭০-৭১ সনের সামান্য কাজ এবং ১৯৭১-৭২ সনের সমস্ত কাজ আমাদের বিগত ৩ মাসের মধ্যে শেষ করতে হয়েছে। তিন মাসে এই কাজগুলি করা অতি কষ্টকর হলেও আমরা চেষ্টা করেছি জনসাধারণের এই দুর্দশার কথা চিন্তা করে এই কাজগুলি যাতে ত্বরান্বিত করা যায়, যাতে জনসাধারণের এই দুঃখ কষ্টের সামান্য লাঘব করা যায়। কিন্তু আমরা জানি যে সমস্ত কল বা কুয়ো এইসব সামান্য সময়ে করা হয়েছে সেগুলি অঙ্কের হিসাবে একটা বিরাট ব্যাপার হলেও কাজের বেলায় জনসাধারণের সত্যিকারের উপকারের জন্য যে বিরাট অঙ্কের দরকার তার বিন্দুমাত্রও হয়নি। আমরা সেই কথা সরকার পক্ষ থেকে ঠিকই বুঝতে পেরেছি। তাই এই বৎসরের যে বরাদ্দকৃত টাকা আছে সেই টাকাও তাদের যা প্রয়োজন সেই তুলনায় অনেক কম এবং কম বলে আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু এই অভাব যাতে দূর হয় তার জন্য আমরা বিকল্প চিন্তা করছি। আমরা ভাবছি কি ভাবে জনসাধারণের আরও স্থায়ীভাবে কষ্টের লাঘব করতে পারি। সেজন্য একটা ৬০ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা আমরা হাতে নিয়েছি তবে জনসাধারণের কষ্ট আমরা বুঝতে যদি না পারতাম তাহলে আমরা এই বরাদ্দকৃত ১৯৭২-৭৩ সনের টাকার উপর আরও ৬০ লক্ষ টাকার পরিকল্পনা নিশ্চয়ই আমাদের সরকারের চিন্তায় আসত না। কোন কোন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে এই কাজগুলি যদি পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করা যেত তাহলে অনেক বেশী সুফল পাওয়া যেত। সে কথা সত্য। কিন্তু আমরা জানি ৭২-৭৩ সনের কাজগুলি বি, ডি, সিতে যারা পঞ্চায়েত প্রধান আছে এবং যারা এম, এল, এ আছেন তারাই বি, ডি, সিতে সদস্য এবং তাদের অনুমতি নিয়ে এবং তাদের নির্দেশ অনুযায়ী এই কলগুলি যারা এই বি, ডি, সির সদস্য তাদের নির্দ্দেশন অনুযায়ী এই কলগুলি ঠিক করা হয় এবং সেখানে পঞ্চায়েতের নির্দ্দেশ পুরাপুরি থাকে এবং ঐসব কলগুলি সাময়িক ভাবে রিপেয়ার করার জন্য পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের কাছে বিশেষ নির্দ্দেশ দেওয়ার জন্য আমরা বি, ডি, ওকে বলে দিয়েছি এবং তারা যাতে পঞ্চায়েতের হাতে কিছু পার্টস দিয়ে দেন যার ফলে কোথাও যদি সামান্য রিপেয়ার্সের দরকার হয়, তাহলে তারাই সেগুলি ঠিক করে নিতে পারেন। তবে এই নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে মাত্র অল্প কয়েক-

দিন হয়, কাজেই সেটা কার্যকরী করতে কিছু সময় লাগবে এবং আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা যখন এতদিন সহ্য করতে পেরেছেন, তারা আরও কিছুদিন সহ্য করতে পারবেন। পঞ্চায়েত সেক্রেটারীদের সেই সব প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি দিয়ে দিলে, তারা পঞ্চায়েতের মধ্যে গ্রামে যে ছেলেরা আছে, তাদের ট্রেনিং দিয়ে এই সব কাজগুলি করতে পারবেন, এই রকম নির্দেশ সরকার থেকে দেওয়া হয়েছে। কাজেই সরকার পূর্বাহ্নে এই দিক দিয়ে সজাগ, এটা মাননীয় সদস্যরা এখন বুঝতে পেরেছেন। তারপরে বি, ডি, ওদের উপর যে অতিরিক্ত কাজের চাপ পড়েছে, তাও সরকার উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং সেখানে আরও কিছু সরকারী কর্মচারী থাকার দরকার আছে, আর সেজন্য প্রতিটি ব্লকে যাতে আর ২ জন করে মেকানিক্স রাখা হয়, সেজন্য আমরা এখান থেকে নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি। আমরা বলছি যে সরকার পক্ষ তাদের পরিশ্রম লাঘব করবার জন্য ব্যবস্থা নিচ্ছে কাজেই এই দিকে দিয়ে মাননীয় সদস্যরা বুঝতে পারছেন, যে সরকার সচেতন আছেন। কাজেই সেখানে যে সব কাজ রয়েছে সেগুলি করার সাথে সাথে যে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন, সেগুলি লাঘব করবার চেষ্টাও আমরা করছি। তাই মাননীয় সদস্যরা যে বলেছেন এই দিকে সরকারের কোন দৃষ্টি নেই, এই কথা আদৌ ঠিক নয়। হয়তো প্রয়োজনের তুলনায় কাজগুলি দেখবার মত হচ্ছে না। কিন্তু অদুর ভবিষ্যতে সেগুলি ঠিকভাবে হবে বলে আমরা আশা রাখি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—স্যার, আমি জানতে চাই এখানে মিনিষ্টার বলেছেন যে এম, এল,দের বি, ডি, ওদের এই রকম সার্কুলার দিয়েছেন। কিন্তু আমি নিজেও একজন বি, ডি, সির চেয়ারম্যান এবং এম, এল, এও, কিন্তু এই রকম কোন সার্কুলার সরকার দিয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই।

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :—স্যার, আমি সার্কুলার দেওয়া হয়েছে বলে কোন কথা বলিনি। আমি বলেছি যে বি, ডি. সির সদস্যদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—স্যার, আমি কিন্তু এখনও বি, ডি, সির চেয়ারম্যান। কাজেই সরকার থেকে যে সার্কুলার দেওয়া হয়েছে বি, ডি, ওর মাধ্যমে এম, এল, এ, অথবা বি, ডি, সির চেয়ারম্যানের কাছে, এটা সত্য কিনা, আমি জানতে চাই ?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্তী :—যেখানে তিনি নিজেই একজন বি, ডি, সির চেয়ারম্যান, অথচ তিনি সেটা জানেন না, এটা বড়ই আশ্চর্যের কথা। আমার মনে হয় তিনি এটা সম্পর্কে বিশেষ কোন নজর দেন নি অথবা উনার দৃষ্টি সেই সময়ে আকৃষ্ট হয়নি। আর একজন বলেছেন যে সাজেশনটা অতি সুন্দর জম্পুই এলাকায় লঙথরাই এলাকায় রিংওয়েল বা টিউব ওয়েল দিয়ে জলের সমস্যা

মিটানো সম্ভব নয়। কিন্তু আমার সরকার এদিক দিয়ে চিন্তা করেছেন যে কি করে তাদের ঐ জলের সমস্যার সমাধান করা যায়। সেখানে কাচ্চা কুয়া, চৌবাচ্চা অথবা স্টোরেজ করার মত যে সাজেশান দেওয়া হয়েছে, সেটা অতি সুন্দর এবং আমরাও চেষ্টা করব যাতে তাদের সাজেশান মত কাজ করা যায়। তারপরে সোস্যাল এডুকেশান সম্পর্কে বলা হয়েছে সেখানে ঘরগুলি যদি সরকার পক্ষ থেকে করে দেওয়া হয়, তাহলে ভাল হয়। কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে সব কিছু করে দিতে পারে, সেটা মোটেই সম্ভব নয়। কারণই আমরা বিদেশেও দেখেছি এবং আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস যদি আমরা দেখি, তাহলে দেখতে পাই যে আমাদের ছেলেমেয়েরাও আশ্রমিক জীবন যাপন করেছিল, এবং তাতে তাদের কোন ক্ষতি হয় নি এমন কি তাদের লেখা পড়ার দিক দিয়ে কোন কার্পন্য হয় নি অনেক বড় পণ্ডিত ও আমাদের দেশে গাছ তলায় সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এখানে যদি জনসাধারণের সহযোগীতা আমরা না পাই, তবে যে সব বিদ্যালয় হবে, সেখানে অতি অল্প বয়স থেকেই আমাদের শিশুদের পরনির্ভরতার যে শিক্ষা, এটা তাদের ভবিষ্যত জীবনে অনেকটা ক্ষতি করবে। কাজেই এদিক দিয়ে আমি মনে করি আমরা যদি সত্যিকার শিক্ষা আমাদের শিশুদের দিতে চাই, তাহলে এমনভাবে তাদের শিক্ষা দিতে হবে যাতে করে তারা ভবিষ্যত জীবনে যেন পরের উপর নির্ভর না করতে হয় অর্থাৎ তারা যেন নিজেরা নিজেদের স্বাবলম্বি করে তুলতে পারে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকারঃ—স্যার, এখানে মিনিষ্টার বলেছেন যদি জনসাধারণ বালোয়ারী শিক্ষার স্কুল ঘর করে দেয়, তাহলে সরকার সেটা দেখবেন। কিন্তু আমি এখানে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে জনসাধারণ যদি গৃহ নির্মান করে দেয় তাহলে বাকীটা সরকার ফুলফিল করবেন কিনা?

শ্রীমতী বাসনা চক্রবর্ত্তীঃ—স্যার, আমি বলেছি জনসাধারণ যদি সহযোগীতা করে। কিন্তু সহযোগীতা অনেক রকমে হতে পারে। এখানে জনসাধারণ এবং সরকারের সহযোগীতার অর্থ হল এই যে যদি কোন প্রতিষ্ঠান করলে পর জনসাধারণের যেমন সেদিকে সজাগ দৃষ্টি থাকবে, তেমনি সরকারের ঐ দিকে সজাগ দৃষ্টি থাকবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে অনেক রকমের অবহেলা করা হয়ে থাকে এবং এই ক্ষেত্রে সেই প্রতিষ্ঠানটি বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যেখানে দেখা যায় যে সরকার এবং জনসাধারণের যুগ্ম সার্থ আছে, সেখানে যেমন জনসাধারণ সজাগ থাকবেন, তেমনি সরকারও থাকবেন। কাজেই এই-ধরণের কাজে মাননীয় সদস্যদের আরও বেশী করে এনকারেজ করা উচিত বলে আমি মনে করি। এবং এই ধরণের কাজ যাতে আরও সুদৃঢ়ভাবে প্রসারিত হয়, সেজন্য তাদের আরও বেশী করে চেষ্টা করা উচিত। তারপর ফিসারী স্কীমে যে সমস্ত পুকুর করার কথা বললেন মাননীয় সদস্যরা, এটা আমাদের সমাজ কল্যাণ বিভাগ আরও আগেই হাতে নিয়েছে। সেখানে যদি জনসাধারণ থেকে

স্থান দেওয়া হয়, পুকুর করার মত তাহলে সেখানে পুকুর করে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং যদি কোন একটা বিশেষ স্থান সরকারী স্থানও হয়, তাহলেও সেখানে করে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তবে সেটা হয়তো স্থান এবং জায়গা ব্লকে করা হয় এবং সেটা সর্ব্বত্র করা সম্ভব হয় না। আর একজন মাননীয় সদস্য বলেছেন যে টিউবওয়েল হেড—আমরা কি করে বুঝব যে এটাতে রিংওয়েলও করা হবে ? অনেক সময় হেড একটা থাকে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ২টিই হয়। এখানে যদিও হেডটা রাখা হয়েছে টিউবওয়েল সম্পর্কে তবু কার্যাক্ষেত্রে টিউবওয়েল এবং রিংওয়েল দুইটিই করা হয়ে থাকে কাজেই আমার মনে হয়, আমি মোটামুটি মাননীয় সদস্যরা যে বক্তব্য রেখেছেন, সেগুলির যথাযত জবাব দিতে পেরেছি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—The discussion on Demand for Grant No. 22 is over. There are two Cut Motions of Shri Jitendra Lal Das.

Now I am putting the Cut Motion to vote.

The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—"Inadequacy of provision for rural employment under Crash Scheme in South Tripura District.' Then it was put to voice vote and lost.

There is another Cut Motion moved by Shri Jitendra Lal Das.

Now I am putting the Cut Motion to vote.

The question before the House is that the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on "Inadequacy of provision and mismanagement in sinking of Tubewells in rural and inaccessible areas."

Then it was put to voice vote and lost.

Now I am putting the Demand for Grant No. 22 to vote.

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 68,51,000 [inclusive of ths sum of Rs. 8,73,000 authorised by the President under sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act. 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of Mach, 1973 in respect of Demand No. 22, Major Head 37, Community Development Projects, National Extension Service &

Local Development Works,

Then it was put to voice vote and passed.

Now I will request the Hon'ble Finance Minister to move his Demand for Grant No. 27, 28, 41, 25, 39, 26 and 40 together.

Shri Debendra Kishore Choudhury :—Mr. Speakr Sir, **on the recommendation of the Governor** I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,94,33,000 exclusive charged expenditure of Rs. 1, 01,000 [inclusive of the sum of Rs. 1,14,44,000aut horised by the President under sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 27, Major Head 50, Public works.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 31,52,000 [inclusive of the sum of Rs. 6, 89,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 28 Major Head 52 Capital Outlay on Public Works-within the Revenue Account.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,37,73,000 exclusive charged expenditure of Rs. 1,60,000 [inclusive of the sum of Rs. 56,74,000 authorised by the President under sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act. 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July 1972] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand-No. 41 Major Head 103, Capital Outlay on Public Works.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move

that a sum not exceeding Rs. 13,64,000 exclusive charged expenditure of Rs. 15,000 [inclusive of the sum of Rs. 3,92,000 authorised by the President uunder Sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges wihch will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 25, Major Head 44, Irrigation Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-Commercial).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exeeding Rs. 12,00,000 [inclusive of the sum of Rs. 3,97,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the 1st April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 39, Major Head 100, Capital outlay on Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works (Non-Commercial).

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not execeding Rs. 64,63,000 [inclusive of the sum of Rs, 23,21.000 authorised by the President under sub-section (1) of Section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the Ist April, 1972 to the 20th July, 1972] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1973 in respect of Demand No. 26, Major Head 45, Electricity Schemes.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Governor I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,38,70000 [inclusive of the sum of Rs. 1,34,54,000 authorised by the President under sub-section (1) of section 44 of the North Eastern Areas (Re-organisation) Act, 1971 for the period from the Ist April, 1972 to the 20th July, 1972], be granted do defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st

day of March, 1973 in respect of Demand No. 40, Major Head 101, Capital Ontlay on Electricity Schemes.

মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমি ডিমাণ্ড নং ২৭, ২৮, ৪১, ২৫, ৩৯, ২৬ এবং ৪০ সবগুলি ডিমাণ্ড সদস্যগণের নিকট পেশ করছি এবং সরকার যে ব্যবস্থা নিয়েছে এবং সদস্যদের জানা আছে যে সরকার আজকে সমস্ত দেশের কাজের জন্য উনাদের সহযোগিতায় আজকে যা নাকি আমরা তৈরী করে বাজেটের যে ডিমাণ্ডগুলি পেশ করেছি উনাদের সামনে আশা করি উনারা, এর যথার্থতা স্বীকার করে নিয়ে সাপোর্ট করবেন এবং এই ডিমাণ্ডগুলি পাশ করবেন।

Mr. Speaker :—Now I will request the Hon'ble Member Shri Purna Mohan Tripura to move his Cut Motion on Demand for Grant No. 27, that the demand be reduced to Rs. 1/- to discuss on— "ত্রিপুরার বিভিন্ন রাস্তা সংস্কারের ক্ষেত্রে সরকারের নীতি সম্পর্কে।"

As the mover of the Cut Motion does not moves his Cut Motion so the Cut Motion has falls through.

Now I will request Shri Jitendra Lal Das to move his Cut Motion on Demand for Grant No. 27 that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—

"Inadequacy of provision for repairs and maintenance of roads borne in the registers of Public Works Department"

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাশ :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, ডিমাণ্ড নাম্বার ২৭'এর উপর রাস্তাঘাটের জন্য যে বরাদ্দ করা হয়েছে, তার স্বল্পতা সম্পর্কে আমি আলোচনা করছি।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, ত্রিপুরা রাজ্যে গ্রামাঞ্চলে যে সমস্ত রাস্তা ঘাট হওয়া উচিত, তার অনেকাংশে এখন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাটগুলি তৈরী হয় নাই এবং যে সমস্ত রাস্তাঘাট কিছু কিছু কনস্ট্রাকশান হয়েছে, তাও রিপেয়ারের ব্যাপারে এবং কনস্ট্রাকশান পরিপূর্ণ করার ব্যাপারে অনেক পরিমাণ পশ্চাদপদ অবস্থায় ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় রয়েছে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এমন অঞ্চল আছে, যে সমস্ত অঞ্চলের সাথে রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে না থাকার কারণে, সেই সমস্ত অঞ্চল এমন পশ্চাদপদ আছে যে, সেখানে সব সময় যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতার জন্য এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়, যে কোন সময় ধান চাউলের দাম সাংঘাতিকভাবে নীচে নেমে যায়, যার ফলে কৃষকদের অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে তারা উপযুক্ত দর পায় না, আবার কোন কোন সময় এমনই পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, যার ফলে যারা ক্রয় করে খায়, তাদের দুরাবস্থা সৃষ্টি করে সরবরাহের অভাবের

জন্য। এই দিক থেকে ত্রিপুরারাজ্যের রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে করার জন্য যে বরাদ্দ আছে, সেটা পরিবর্তন করা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে আমি একথাও বলছি যে আগরতলা থেকে সাবরুম যাওয়ার পথে আমাদের যে আগরতলা-সাবরুম রাস্তা আছে, সেই রাস্তায় মনু বাজার পার হয়ে সাবরুম'এর অল্প আগে মনু নদীতে এখন পর্যন্ত ব্রীজ হয় নাই, সেটা না থাকার ফলে এখান থেকে মালপত্র ঐ পাড়ে নেওয়া যায় না, এবং সেটা নিতে হলে পরে, আগরতলা থেকে সাব্রুম যেতে যা খরচ পড়ে, সেই নদীর এ পাড় থেকে মালপত্র নেওয়ার খরচ প্রায় সমান পড়ে, কারণ ঐ পাড়ে মালপত্র নিয়ে যায় না, এই পাড়েই মালপত্র নামিয়ে দেওয়া হয়, কাজেই অতিরিক্ত খরচ পড়ে। তাছাড়া বিলোনীয়া শহরে ঢুকার আগে মনতলাঘাটে ব্রীজ কন্সট্রাকশান এখন পর্যন্ত হয় নাই, কাজেই মালপত্র নিয়ে যাতায়াত করা অত্যন্ত খরচ সাধ্য ব্যাপার, অনেক টাকা বেশী পড়ে। এই হল বড় বড় রাস্তার কথা। তাছাড়া আগরতলা-শান্তিরবাজার-সাব্রুম রোড এইসব, সেই সমস্ত রাস্তাগুলির কথা আমি বলেছি। এছাড়া যেমন বিলোনিয়া বড়পাথারি থেকে আরম্ভ করে গর্জি পর্যন্ত, বড়পাথারি থেকে আরম্ভ করে একটা রাস্তা হয়েছে উদয়পুর থেকে কাকরাবন যে রাস্তা আগরতলা পর্যন্ত এসেছে, সেই কাকরাবন পর্যন্ত সেই রাস্তা দীর্ঘদিন পর্যন্ত পুলগুলি ভেঙ্গে চুড়ে পড়ে আছে যাতায়াতের দুরাবস্থা, ধান চাউল যাতায়াতের সঙ্কট সৃষ্টি হয়, আবার বিলোনিয়া থেকে......

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—কন্সারনিং মিনিষ্টার এখানে থাকা উচিত বলে আমি মনে করি।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাশ :—বিলোনিয়া বগাফা রোড থেকে আরম্ভ করে বিলোনিয়া বিভাগে মনুবাজার পর্যন্ত একটা রাস্তা, কনষ্ট্রাকশানের অভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চল সাজ্যাতিক ভাবে অনগ্রসর হয়ে আছে, শুধু মানুষের যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছে তা নয়, ধান চাউল নিয়ে যাওয়া আসার পক্ষেও পশ্চাদপদ অবস্থায় আছে। বিলোনিয়া ঋষ্যমুখ থেকে সুরু করে মুহুরীপুর বাজার পর্যন্ত যে রাস্তাটা গেছে বিলোনিয়ার মধ্যে দিয়ে, সেই রাস্তাটা কনসষ্ট্রাকশনের অভাবে দুরাবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে, সেটা অকেজো হয়ে পড়ে আছে, সেই অঞ্চলকে উন্নত করার পক্ষে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি হচ্ছে। এদিকে লক্ষ্য রেখে ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং রাস্তার মেন্টেনান্স করার জন্য যদি উপযুক্ত বরাদ্দের সৃষ্টি করা না যায়, তাহলে আজকের দিনে যখন আমরা স্বাধীনতা দিবসের রজত জয়ন্তী উৎসব পালন করতে যাচ্ছি, ১৯৭২-৭৩ সালে, সেই অবস্থায়, ভারতবর্ষের যৌবনের সাথে সম্পর্ক রেখে যদি তা আমরা করি, তাহলে আমাদের পক্ষে দুর্ভাগ্যের বিষয় হবে। কাজেই এই সমস্ত বিবেচনায়, রাস্তাঘাট ব্যাপারে যে অর্থের বরাদ্দ, তার ইনএডিকোয়েসী সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য উপস্থিত করলাম, এবং আশা করি ত্রিপুরা সরকার এই ব্যাপারটাকে গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচনা করবেন। কারণ এই ব্যাপারটা ত্রিপুরা—পশ্চাদপদ ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে পূর্বাঞ্চলের সাথে পশ্চিমাঞ্চলের যোগাযোগ, দক্ষিণাঞ্চলের সাথে উত্তরাঞ্চলের যোগাযোগ

বিচ্ছিন্ন, এক অঞ্চলের জনসাধারণের সাথে অন্য অঞ্চলের যোগাযোগ বিঘ্নিত করছে, যার ফলে ঐ সমস্ত অঞ্চল আজকে অনেক বছর পিছিয়ে আছে, কাজেই যদি তাদের উন্নতি করতে হয়, তাহলে পরে এইসব অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা দরকার।

মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ২৫'এর উপর একটা কাটমোশান রেখেছি, সেটা হচ্ছে—'**Inadequacy of provision for Irrigation, Navigation, Embankment & Drainage Works** (Non-Commercial)..' এখানে আমি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সেচ ব্যবস্থা সম্পর্কে। কারণ ত্রিপুরা হল এমন একটা রাজ্য, যে রাজ্যে সারা বৎসর জলের প্রবাহ থাকে, নদী, নালা, ছড়া কোন কিছুর অভাব নাই। ত্রিপুরাতে যদি সুষ্ঠুভাবে পরিকল্পনার সাথে বিভিন্ন অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থার চেষ্টা করা হয়, অনেক পরিমাণ জমি পাওয়া সম্ভব যেখানে তিন ফসল সৃষ্টি করা হয় কাজেই ত্রিপুরায় এই সুযোগ সুবিধা থাকার কারণে সেচ ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ডভাবে জোর দেওয়া প্রয়োজন। কারণ আজকে ত্রিপুরায় এমন সুযোগ সুবিধা আছে, ছড়া, নদী, নালা আছে যেখানে সারা বৎসর জলের প্রবাহ থাকে, সেই সমস্ত ছড়া থেকে খাল কেটে সেচের ব্যবস্থা করা যায়। তাছাড়া নদী থেকে ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে যে সেচ ব্যবস্থা করা যায়, এখনও তা পর্যাপ্ত পরিমাণে সৃষ্টি করা যায় নি। তাছাড়া যেগুলি সৃষ্টি করা হয়েছে, সেগুলিও অনেক ক্ষেত্রে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। আমি এখানে কয়েকটির কথা উল্লেখ করছি। বিলোনীয়া বিভাগে একটি পাম্পিং সেট পূর্ব বগাফার মুহুরী নদীর মধ্যে যে বসানো হয়েছে, তা দিয়ে এক কানি দুই কানি জমির মধ্যেও জল সরবরাহ করা সম্ভবপর হয় না। এবং বিলোনীয়া বিভাগে মুহুরীপুর অঞ্চলে জুলাইবাড়ী অঞ্চলে আরেকটি বাঁধ দেওয়া হয়েছে, যে বাঁধ সম্পূর্ণভাবে অকেজো হয়ে পড়ে আছে, তা থেকে জমিতে জল সরবরাহ পাওয়া যায় না। কিন্তু এই আমি বলতে পারি বিলোনীয়া বিভাগের শান্তির বাজারের পশ্চিম দিকে কয়েক হাজার দ্রোণ জমিতে যদি শান্তির বাজার বা বগাফা মুহুরী নদীর মধ্যে যদি পাম্পিং সেট বসিয়ে প্রয়োজনীয় জল সরবরাহ করতে সক্ষম হত, বা স্লুইচ গেট সৃষ্টি করে সেই স্লুইচ গেট দ্বারা যদি জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে পূর্ব বগাফা, বিলোনীয়া বিভাগ থেকে আরম্ভ করে পশ্চিম ঐ রাধাকৃষ্ণপুর কয়েক হাজার দ্রোন জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা যায় এবং তার ফলে সেই সমস্ত জমিতে যে পরিমাণ উৎপাদন হয়, দেড় গুণ, দুই গুণ বা তিন গুণ উৎপাদন বৃদ্ধি হত এবং বিলোনীয়া মুহুরীপুর অঞ্চলে জল সেচের ব্যবস্থা করা যদি সম্ভব হয়, এবং অটমেটিক টিউবওয়েল বসিয়ে, যা থেকে অনবরত জল পড়ে, ঐ রকম কোন ব্যবস্থা যদি করা হয়, স্লুইচ গেট করে কয়েক শ' দ্রোণ জমিতে যদি জল সেচের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে সেখানে তিন ফসল খাদ্য উৎপাদন করা যায় এবং অনবরত জল পড়ে সেই রকম টিউবওয়েলের ব্যবস্থা অথবা পাম্পিং সেটের ব্যবস্থা অথবা স্লুইচ গেট সৃষ্টি করে, পাম্পিং সেট দিলে অনেক বেশী পাম্পিং সেট দিতে হবে অথবা

বিকল্প হিসাবে স্লুইস গেট দিতে পারে। এই সমস্ত স্লুইস গেট দিলে বিলোনীয়া বিভাগে কয়েক শ' দ্রোণ জমিতে এই খাদ্য উৎপাদন করা যায়। এই রকম আমি শুধু একটি বিভাগের কথাই বলছি। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে যথেষ্ট জমি আছে। ত্রিপুরার এই সমস্ত অঞ্চলে ছোট এবং মাঝারী সেচ ব্যবস্থা সৃষ্টি সম্ভব হলেই এই সেচ ব্যবস্থা দ্বারা ব্যাপকভাবে বিস্তৃর্ণ অঞ্চলে তিন ফসল উৎপাদন সম্ভবপর হয়। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই প্রসঙ্গে আমি আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করছি কৃষির বিষয় হিসাবে। সেই বিষয়টা হল দক্ষিণ ত্রিপুরায় কোল্ড ষ্টোরেজ করার জন্য আজকে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চলছে যেটা বগাফা বা ব্লক ডেভেলাপমেণ্ট অফিসের কাছাকাছি অন্যত্র কোথাও হতে পারত। আমি বলতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তির বাজার থেকে জোলাই বাড়ী, এই সমস্ত অঞ্চল হচ্ছে সব চাইতে বেশী গোল আলু উৎপাদনের অঞ্চল। কিন্তু সেই গোল আলু ষ্টোর করার জন্য প্রত্যেক বৎসর আগরতলায় আসতে হয় এবং আগরতলার ষ্টোরেজ সব সময় তাদের পক্ষে সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করা সম্ভব হয়ে উঠে না। কাজেই দক্ষিণ ত্রিপুরায় কৃষি উন্নয়নের জন্য এই বিধান সভায় আমি ডিম্যাণ্ড করছি যাতে অবিলম্বে দক্ষিণ ত্রিপুরায় একটা কোল্ড ষ্টোরেজের ব্যবস্থা করা হয়। তারা যাতে উপযুক্ত পরিমাণে অলু চাষ করতে পারে এবং তারা যাতে আলু চাষে উৎসাহ পান এবং প্রয়োজনের সময়ে উপযুক্ত দামে বিক্রি করার জন্য বা বীজের জন্য যাতে রাখতে পারেন এবং যে কোন সময়ে যে কোন দামে যাতে তারা আলু বিক্রি করতে বাধ্য না হন অথবা সমস্ত আলু পচিয়ে ফেলতে বাধ্য না হন সে জন্য দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া বিভাগে এই সমস্ত অঞ্চলের একটা কোল্ড ষ্টোরেজ এর ব্যবস্থা করার জন্য প্রস্তাব করছি। কাজেই এই সমস্ত বিষয়গুলিকে বিবেচনা করে আজকে ইরিগেশন এবং শহর পরিকল্পনার মধ্যে যে সমস্ত বাঁধগুলি আছে, বিশেষ করে আমি বিলোনীয়া টাউনের কথা বলছি, বিলোনীয়া টাউনের মধ্যে একটা বাঁধ আছে, সেই বাঁধ প্রত্যেক বছর রিপেয়ার করা হয়। প্রত্যেক বছর ভাঙ্গে ভাঙ্গে অবস্থা। জল যখন প্রচণ্ডভাবে বাড়ে বিলোনীয়া টাউন রক্ষা পাবে কিনা প্রত্যেক বছরেই একটা সন্দেহ সৃষ্টি হয়। কাজেই এটাকে স্থায়ীভাবে যাতে বিলোনীয়া শহর রক্ষার প্রয়োজনে বাঁধ দিয়ে সেখানে স্পার না দিয়ে পাথর আমদানী করে যাতে করা যায় সেই ব্যবস্থা যেন করা হয়। এতদিন পর্যন্ত এই সম্পর্কে একটা কথা ছিল যে বিলোনীয়া সংলগ্ন যে জায়গায় বাঁধটা হতে পারে সেই জায়গার অপোজিট দিকে ছিল পাকিস্তান যা ভারতবর্ষের সংগে শত্রু মনোভাবাপন্ন একটা রাষ্ট্র। কাজেই সেখানে কিছু করতে গেলেই সব সময়েই আসত পাকিস্তান থেকে বাধা যার জন্য বিলোনীয়াতে বাঁধ দেওয়া সম্ভব হত না। সেখানে বাঁধ দিতে গেলেই পাকিস্তান থেকে অনবরত চলত গুলি। কিন্তু আজকে সেই পরিস্থিতি অপসারিত। আজকে বাংলাদেশের জন্ম লাভ হয়েছে। আজকে বাংলাদেশ জন্ম হওয়ার ফলে ভারতবর্ষের সাথে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে একটা চিরস্থায়ী মৈত্রী সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছে। আমরা আশা করি এই বিষয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের

কর্তৃপক্ষ এবং নোয়াখালি জেলার ফেনী অঞ্চলের যে কর্তৃপক্ষ আছে তার সাথে এবং বিলোনীয়া দক্ষিণ অঞ্চলের কর্তৃপক্ষের যোগাযোগে সেখানে স্থায়ীভাবে বিলোনীয়া শহরে পাথরের বাঁধ দেওয়া যাবে। প্রত্যেক বছর লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হয় আর প্রত্যেক বছর বাঁধ ভেঙ্গে নিয়ে যায় বন্যায়। কাজেই সেটাকে স্থায়ীভাবে করার জন্য দুই সরকারের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে সেখানে পাথর দিয়ে যাতে বিলোনীয়া টাউন রক্ষার ব্যবস্থা করা যায় এই সম্পর্কে আমি প্রস্তাব করছি। কাজেই এই সমস্ত বিষয়গুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং শহর রক্ষার বাঁধ দেওয়ার বিষয় এবং কৃষির জন্য কোল্ড স্টোরেজের কথা আমরা বলছি। এই সমস্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে আজকের প্রয়োজনকে মিটআপ করার জন্য আজকে কৃষির ক্ষেত্রে এবং সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটা গতানুগতি পরিবর্ত্তন আনা প্রয়োজন। কৃষির উৎপাদন প্রত্যেক বছর বছর বাড়ছে, এটা দর্শনীয় বিষয় নয়। আমাদের দেখতে হবে যে ত্রিপুরা রাজ্যের কত জমির মধ্যে কত জমি সেচ ব্যবস্থার আওতায় এসেছে। কাজেই আজকে গতানুগতিকভাবেই এই পরিবর্ত্তন দরকার। শহরের উন্নয়নের ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন দরকার, গ্রামের রাস্তাঘাটের উন্নয়ন করা দরকার। কৃষি ক্ষেত্রে তাদের ফসল রক্ষার জন্য বিশেষভাবে এই সমস্ত ফসল সারা বছর যাতে রক্ষা করা যায়, যেমন আলু ইত্যাদি রক্ষার জন্য দক্ষিণ ত্রিপুরার বিলোনীয়া বিভাগের বগাফা ব্লকের অধীনে একটা কোল্ড স্টোরেজ বা হিম ঘর তৈরী করা দরকার এবং বরাদ্দে যে ইনএডিকোয়েসী আছে তা মিটআপ করার জন্য আমি সরকার পক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এই কাটমোশানগুলি উত্থাপন করলাম এবং এই সম্পর্কে এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—Hon'ble Member Shri Abhiram Deb Barma. He is absent so his cut motion falls through.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আজকে পাব্লিক ওয়ার্ক ডিপার্টমেন্টের কাজ জনজীবনে গুরুত্বপুর্ণ। কিন্তু মন্ত্রীরা এখানে কেউ নাই। (ভয়েস —আমরা তো এখানে আছি) আসল মন্ত্রী নাই। এই বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আর মাননীয় সদস্য ২২ নম্বর ডিমাণ্ডের উপর যে কাট মোশনটা এনেছেন সেটা আমি সমর্থন করছি না এই জন্য যে নেভিগেশান ইরিগেশান পুর্ত বিভাগ দেখতে গেলে হাওড়া নদীর উপর পুল দিয়েছে, অনেক কাজ করেছে। এই জন্য আমি এই কাট মোশনটার সমর্থন করতে পারি না। কাজ অনেক করেছে পুর্তবিভাগ। দেবতামুড়াকে ভেদ করে ফেলেছে, বড়মুড়াকে কেটে-মেটে রাস্তা বানিয়ে ফেলেছে। আর একটা ন্যাশন্যাল হাইওয়ে হয়েছে। কাজেই পুর্তবিভাগ রাস্তাঘাট করছেন। আবার ডুম্বুর প্রজেক্টে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। তাহলে এই কাট মোশানকে এই জন্য আমি সমর্থন করলাম না। কাজেই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলব করেছে অনেক কিছুই। কার

জন্য করেছে? সরকারী ব্যবস্থার জন্য। গ্রামের উন্নতির জন্য নয়। পূর্ত বিভাগ কানা কেন? ত্রিপুরার ম্যাপ তার কাছে আছে কিনা কিছুই জানি না। শুধু অর্থ ব্যয় হচ্ছে। চ্যালেঞ্জ করুক আমার সঙ্গে ম্যাপ নিয়ে। শরনার্থীরা ইয়াহিয়া খাঁকে পেয়েছে। সেখানে রাস্তা আছে বলে ভুল তথ্য পরিবেশন করে ঐ পূর্ত বিভাগ আমার সাথে। কেন বলছি এই সব কথা স্যার, মনের জ্বালায় বলছি। স্যার, তাদের যদি মেপ থাকতো তাহলে এই পূর্ত বিভাগ অর্থের অপচয় কেন করছে? সেখানে এষ্টিমেট করা হয় এবং বছর বছর রাখা হয়, অথচ রাস্তা হয় না কেন? আজকে ২৫ বছর হল ঐ টি, টি, সি'র আমলে কয়েকটা রাস্তা হয়েছে। কিন্তু উত্তর মহারাণী থেকে উদয়পুর পর্যান্ত যে একটা রাস্তার দরকার, সেটা ঐ পূর্ত বিভাগ করল না। মাঝে মাঝে অবশ্য অফিসারেরা সেখানে যান। আমি স্যার, তাদের শুধু বলি, কিন্তু তারা কোন কাজই করছে না। ৫/১০ বছর হল নানা রকমের সার্ভে ইত্যাদি করা হয়েছে, কিন্তু এবারে দেখছি, সেটা আর এই বাজেটের মধ্যে নেই। তারপরে আর একটা কথা হচ্ছে জামজুড়ি থেকে গঙ্গাছড়া এটাও টি, টি. সি'র আমলে হয়েছে, এবং বছর বছর ২/৩ হাজার টাকা খরচ করা হত। তাহলে স্যার, এটাকে কি বলব? এটা কি সমাজবাদ? এই যে জামজুড়ি টু গঙ্গাচড়া রাস্তা, এর জন্য প্রপার এষ্টিমেট করা হয় কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। এটা কি ব্যাপার স্যার? আমরা কোন দেশে বাস করছি, ভগবানই জানে না। আমি বলি কেন আজকে এ সব হবে? আজকে আমরা মুখে বলছি কৃষকদের ডেভেলপমেণ্ট করব, অমুক করব তমুক করব, কিন্তু এটা তো ২২/২৫ বছর ধরে বলে আসছি, এই রকম গণতন্ত্রের অনেক কথা আমরা বলছি কিন্তু এই যে গণতন্ত্র তার মধ্যেও উত্তর মহারাণী থেকে গর্জি এবং জামজুড়ি থেকে গঙ্গাছড়া পর্যান্ত রাস্তা হচ্ছে না। তাই কৃষককে বাধ্য হয়ে ৩০ টাকা মণ-এর পাট বিক্রি করতে হয় ১৮ টাকায়, যেহেতু তাকে মুনির দাম দিতে হবে, এবং সেই মুনির দাম ৪ টাকা। এই উত্তর মহারাণী থেকে গর্জি পর্যান্ত রাস্তার সার্ভে হল, এষ্টিমেট হল এবং এসব করে কয়েক বছর নেওয়া হল মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনার দৃষ্টি-আকর্ষণ করছি যে এখানে কম্সার্নিং মিনিষ্টার নেই। তারাই আবার বলবেন যে আমরা কৃষকদরদী। স্যার এখানে আর একটা আছে, সেটা হচ্ছে ইন্‌ভেষ্টিগেশন, এই ইন্‌ভেষ্টিগেশনের অর্থ কি? এটা কি দপ্তর করতে হবে, তাই এটাও করে রাখা হয়েছে। তারা শুধু জল মাপে, ছড়া মাপে ইত্যাদি কাজ করে আর এর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। কিন্তু আমি বলি তাদের আসল কাজটা কি? আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি, তাহলে তখন তারা বলে আমরা একটা রিপোর্ট দেই—জল কতটুকু বাড়ে আর কতটুকু কমে। এবার হল নি ব্যাপারটা। তাহলে এই পূর্ত বিভাগ এত বড় ডিপার্টমেণ্টটা যেখানে রয়েছে—ইনভেষ্টিগেশন, ইরিগেশন, মাইনর ইরিগেশন, আর তাদের জন্য মন্ত্রী মশাই যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়ে নেন, সেটা কোথায় ব্যয় হয়েছে। স্যার, আমি নিজেও গরীব দরদী একেবারে কম নই। কিন্তু আমার ঐ যে উত্তর মহারাণী বাইশা মৌজা আদিবাসী মোজামহারাণী চড়ায় যা হচ্ছে, সেখানে

লিফ্‌ট ইরিগেশনের মাধ্যমে জমিতে জল যাচ্ছে না। কিন্তু সরকারী কর্মচারী যারা আছে, তারা সেখানে যাবে, তার জন্য টি, এ, ডি, এ ইত্যাদি তো তারা নেবে। আর একটা দৃষ্টান্ত হল স্যার, আমার উত্তর মহারাণীতে ১ ১।। লক্ষ টাকায় লিফট ইরিগেশন তৈরী হয়েছে। এখন সেখানে যদি স্লুইচ গেট না করা হয়, তাহলে নদীর জল ঢুকে যাবে আর সেজন্য আমরা অনেক দরখাস্ত করেছি সরকারের কাছে। পাওয়ার হাউস সেখানে কিছু করছে না। এই যে লিফট ইরিগেশন স্কীম, এটা পি, ডবলিউ, ডি কন্‌ট্রোল করে এবং সেজন্য তারা কর্মচারীও রেখেছে। কিন্তু আমাদের কৃষি বিভাগ এই সম্পর্কে কিছুই জানে না। আবার লোকে বলছে পাওয়ার নেই, এটা তো হতে পারে না, লিফট ইরিগেশন ব্যবস্থা করা হয়েছে, অথচ পাওয়ার এর অভাবে সেটা চলবে না, এবং লোকে সুবিধা পাবে না, এই অবস্থা হবে কেন ? তাই বলিলে এই সব ছোট ছোট ব্যাপারে কৃষি বিভাগের উপর ভার দেওয়া হউক এবং তারা যেখানে যেটা দরকার, সেটা করবে। অথচ সেই জায়গাতে ইরিগেশন, ইন্‌ভেষ্টিগেশন প্রভৃতি ব্যাপারে পূর্ত্ত বিভাগের উপর ভার দিয়ে রাখা হয়েছে। আমার জানামত এক ইঞ্জিনিয়ার আছে, সে অনবরত মাথা নাড়তে থাকে—আর ওর নামটা জানি কি ? হ্যাঁ, এখন মনে পড়ছে নারায়ন তার কাছে যখন গেলাম সে বললো, আরে হ্যাম তো লিখ দিয়া হ্যাঁয়। কাজেই কাজের কাজ কিছুই হল না। তাই আমি বলি এভাবে এই সব কাজ করবেন না, আর তা যদি করেন, তাহলে অর্থের অপচয় হবে। তাই কৃষিকে উন্নত করার জন্য আমাদের কৃষি ইঞ্জিনিয়ার আছে, তারজন্য ম্যাপ করনেওয়ালা আছে, ওভারসীয়ার আছে সেজন্য বলছি যে এই মাইনর ইরিগেশনের ব্যাপারটা ঐ কৃষি বিভাগের সংগে মিলিয়ে দেওয়া হউক, তাতে ফল ভালই হবে। আর তা না হলে ঐ এ্যাকজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কাছে গেলে, সে বলবে আমি তো পাটিয়ে দিয়েছি, এ. সির কাছে, আর এ, সির কাছে গেলে, সে বলবে, আমি তো পাঠিয়ে দিয়েছি প্রিন্সিপ্যাল ইঞ্জিনীয়ারের কাছে। এভাবে ঘুরাফিরিই হবে স্যার, কাজের কাজ কিছুই হবে না। আর এরই জন্য আমার উত্তর মহারাণী থেকে গঞ্জি পর্যন্ত রাস্তাটা হল না এবং জামজুড়ি থেকে গঙ্গাছড়া পর্যন্ত রাস্তাটা হল না। তাই তো ১০ টাকার জিনিষ আমার বাইশা মৌজার লোকেরা ২০ টাকাতে খেতে হচ্ছে, যেহেতু ঐ ১০ টাকার জিনিষ মাথায় বোঝা বয়ে ঐ সব জায়গাতে নিতে হয়। ইলেকট্রিসিটির ব্যাপারে কত বক্তৃতা আমরা দিই গ্রামকে আলোকিত করে দেব আমাদের অনেক টাকা বাজেটে আছে। আমি উদয়পুর ডিষ্ট্রিক্ট থেকে বলছি সেখানে মান্ধাতার আমলের একটি পাওয়ার হাউস আছে তা আমি প্রমাণ করে দেব কয়টি বাতি জ্বলছে গ্রামে অথচ লক্ষ লক্ষ টাকা কেন দেওয়া হয়েছে তাদের। আমি জানি প্রথম অবস্থায় যা ছিল সেই অবস্থায়ই আছে। খোসাম থেকে লাইন আনা হবে টাকা খরচ করা হয় জনসাধারণের টাকা আলো দেওয়ার জন্য কিন্তু কাজটা হল না বোধ হয় গভর্ণমেন্ট এই খবর জানে না। আর সহরের মানুষই বাতি জ্বালাতে পারে না গ্রামের কথা বলে কি লাভ। গ্রামে কৃষির উন্নতি করব, পাওয়ার দেব, টিউব ওয়েল দেব, ইরিগেশান

করব খুব ভাল কথা কিন্তু কিছুই হচ্ছে না কেবল এক কথা মন্ত্রীরা বলছেন এই শরনার্থী এসেছে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আর একটু সময় দিন স্যার, কৃষির উন্নতি করা হবে ইরিগেশান করা হবে কিন্তু সব কাজই পূর্ত্ত বিভাগের হাতে পরে আছে তাই আমি বলব পূর্ত্ত বিভাগ পূর্ত্ত বিভাগের কাজ নিয়েই থাকুক কৃষির উন্নতির কাজ কৃষি বিভাগের হাতেই দেওয়া হউক। এইগুলি সম্পর্কে মন্ত্রী-দের ইনকোয়ারী করতে হবে। রাস্তাঘাটের উন্নতি করতে হবে। গ্রামে রাস্তা নাই রাজনগর কিল্লা যেখানে কোন রাস্তা নাই উত্তর মহারাণী গর্জি রাস্তা হয় নাই জামজুরী-গঙ্গছড়া কোন রাস্তা হয় নাই সরকার পূর্ত্ত বিভাগ থেকে সার্ভে করানো হয়েছে কিন্তু কোন কাজ হয় নাই। এইসব রাস্তা করে দিতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এস্যুরেন্স দিয়েছেন এক হেডের টাকা অন্য হেডে নেওয়া যায় তাই আমি এইসব রাস্তাগুলি করার জন্য এবং কৃষির উন্নতির জন্য কৃষি বিভাগের হাতেই দিয়ে দেওয়ার জন্য মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। এই বলে আমি কাট মোশানের বিরোধীতা করে মুল বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিনয় ভূষন ব্যানার্জি। মাননীয় সদস্য ৫ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করুন।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জি :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আজকে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডিমাণ্ড নং ২৭, ২৮, ৪১, ২৫, ৩৯, ২৬ এবং ৪০ এই যে ডিমাণ্ডগুলি এনেছেন এইগুলি আমি সমর্থন জানাচ্ছি। এবং যে কাটমোশানগুলি এসেছে তার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, পূর্ত্ত বিভাগ জনসাধারণের পক্ষে খুবই গুরুত্বপুর্ণ একটি ডিপার্টমেণ্ট। এই পূর্ত্ত বিভাগের কাজের মাধ্যমে পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার অনেক কিছুই নির্ভর করছে। কাজেই এই বিভাগের কাজ যদি ঠিক ভাবে পরিচালিত না হয় তাহলে প্রকল্পগুলি পিছনে পরে যায়। এবং পূর্ত্ত বিভাগ এইসব উন্নয়ন মুলক কাজগুলি যথা সময়ে না করার দরুন এই সমস্ত কাজগুলি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে করা সম্ভব হয় না। আর একটি কথা হচ্ছে এই যে ত্রিপুরার গ্রামীন কৃষক যারা রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ফসল উৎপাদন করে কিন্তু তার এই ফসলের ন্যাযা মুল্য পায় না রাস্তাঘাটের উন্নতির অভাবে। আজকে আমরা দ্রব্যমুল্য বৃদ্ধির কথা চিন্তা করছি কিন্তু সাধারণ কৃষক তাদের কথা আমরা চিন্তা করছি না। আজকে ত্রিপুরার অধিকাংশ জনতার প্রয়োজনে তার রাস্তার কথা তার পানীয় জলের কথা চিন্তা করে তাদের অভাব দুর করতে পারি না—বাজেটে যত টাকাই থাকুক পি, ডব্লিও, ডি, থেকে ঠিক ভাবে মেইন্টেন হচ্ছে না এইসব দিকে তাদের লক্ষ্য কম। কারন গ্রামে

তো গাড়ী ঘোড়া যায় না তাই চোখে পরে না এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। গ্রামীন জনতার অবস্থা আজকে এই রকম। বিগত দুই বছরের মধ্যে ধর্মনগর শহরের একটি বিরাট বাজারের সঙ্গে গ্রামীন জনতার যোগাযোগ করতে পারে নি এই পূর্ত বিভাগ অথচ টাকা সেংশান আছে কিন্তু সেই টাকা খরচ হয় না। বিগত ইলেকশানের সময় আমরা জনসাধারণকে বলেছিলাম এই রাস্তা করে দেব কিন্তু আমরা সেই রাস্তা করতে পারিনি সেখানকার ইঞ্জিনীয়ারের জন্য তার চিন্তা ধারা এবং তার কর্মফলের জন্য এই রাস্তাটি হচ্ছে না। অথচ ইচ্ছা করলে করা যেতে পারে কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। আমি আর দুই একটি কথা বলব মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী কুর্তী অঞ্চলের ফ্লাড কণ্ট্রোলার আশ্বাস দিয়েছিলেন। বার বার এই কুর্তী অঞ্চলের ফ্লাডে মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে দরিদ্র কৃষক রোদে ভিজে বৃষ্টিতে পুড়ে জমিতে ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করছে কিন্তু ফ্লাড এসে সেগুলি নষ্ট করে দিচ্ছে। আজকে আমরা গরীবি হঠানোর কথা বলছি একটা ক্ষুদ্র অঞ্চলের ফ্লাড থেকে জনসাধারণকে এই দরিদ্র কৃষকদের যাদের উপর জন-জীবন নির্ভর করছে এটা দূর করতে পারছি না এটা খুবই দুঃখের কথা। এই জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এবং এই হাউসের কাছে অনুরোধ রাখব এই ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য। যাতে এই এলাকার ফ্লাড কণ্ট্রোল হয় এবং এই এলাকার দরিদ্র কৃষক এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পায়। এই ফ্লাড থেকে এই জনসাধারণ, এই যে কৃষক তাদের রক্ষার জন্য আমরা বলেছিলাম কুতি বাঁধ দেওয়ার জন্য। ১৯৬৮-৬৯ সালে দেখেছি বাজেট প্রভিশন রাখা হয়েছিল, ফ্লাড কণ্ট্রোলের জন্য, ৩ লক্ষ ১১ হাজার ৮ শত টাকা, আরেকটা ধর্মনগর ৬১ হাজার ৮ শত টাকা, নলুয়া ডাইভারশান স্কীম, কন্সট্রাকশান অব বাঁধ এ্যাট গিগিছড়া ২ হাজার ৫ শত টাকা, বিরাট একটা মাঠ, কৃষির উন্নয়নের জন্য চিন্তা করে, এই টাকা রাখা হয়েছিল। আমরা মনে করেছিলাম আমাদের কৃষক ভাইয়েরা হয়তো এটা পেয়ে বাঁচবে, সুখে শান্তিতে থাকতে পারবে! কিন্তু বারবার বলা সত্ত্বেও সেই ফ্লাড কণ্ট্রোল হয়নি, বাজেটে টাকা থাকে তবুও বাঁধ হয় না, আমরা দেখছি যে গঙ্গার উপর পুল হয়, আর সামান্য এই কুতিছড়ার ফ্লাড কণ্ট্রোল হয় না, একথাও কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে? আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখব স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে যাতে এই যে অসহায় কৃষক, দরিদ্রতর অবস্থায় যাচ্ছে, যদি কৃষক দরদী হয়, তাহলে আজকের দিনে আশা করব পূর্ত বিভাগ আজকে বিজ্ঞানের অধিকারী, টেকনি- ক্যাল'এর অধিকারী, এই সমস্ত কণ্ট্রোল করা অসম্ভব নয়, শুধু তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব বলে আমি মনে করি। বক্তৃতার মাধ্যমে আমরা বড় বড়কথা বলব, দেশকে গড়ব, কিন্তু দেশকে গড়তে গেলে পরে এই সমস্ত খাতে নিশ্চয়ই টাকা ধরা বাজেটে প্রয়োজন ছিল। এই যে পূর্ত বিভাগের ব্যর্থতা, সেটা শুধু পূর্ত বিভাগের ব্যর্থতা নয় এই ব্যর্থতা আমার সারা দেশের এবং সেই ব্যর্থতা আমার নব রাজ্যের মন্ত্রী সভার। তাই আজকে আমি নব-নির্বাচিত মন্ত্রীসভার কাছে আবেদন রাখব এই যে কৃষক জনতা শুধু আমার এখানে নয়, ধর্মনগরেরই

নয়, একদিকে ধর্মনগরে ফ্লাড অন্যদিকে দক্ষিণাঞ্চলে খড়ায় শ্মশান হতে চলেছে। ধর্মনগরে চাষোপযোগী জমি অনেক বেশী, কিন্তু ইল্ড খুব কম। আজকে বিজ্ঞানের যুগেও ঐ সমস্ত জমির ফসল ধ্বংস হয়ে গেছে কেন, হয়েছে জলের অভাবে। আজকে তাই বলব পূর্ত্ত বিভাগের এই দিকে দৃষ্টি থাকা দরকার। আমি আরেকটা কথা এখানে বলব, আমরা জনতার রায়ে, জনতার প্রতিনিধি হয়ে এখানে এসেছি, যারা তাদের দুঃখ, দৈন্যের কথা বলতে ভাষা পায় না, যারা পারে না বড় বড় লোকের কাছে যেতে, যাদের বুকের উপর দিয়ে রাস্তা টেনে নিয়ে চলে যায়, আমরা দেখেছি যে সেই রাস্তা ফ্লাডে বন্ধ হয়ে গেছে, সেখানে যদি একটা কালভার্ট চাপিয়ে দিলে সেখানে ফসল রক্ষা পায়, সেটা নাকি করা যায় না, দুর্ভাগ্যের বিষয়। আজকে যাদের পয়সায় আমরা বেতন পাচ্ছি, গাড়ী ইত্যাদি ভোগ করছি, যাদের উৎপাদনের উপর ত্রিপুরার মানুষ নির্ভর করে, তাদের প্রতি এই অবহেলা যদি থাকে, তাহলে আমরা জনতার রোষ থেকে বাঁচাতে পারবনা। আমরা যদি জনতার রোষ থেকে বাঁচাতে চাই, তাহলে সমাজে এই যে আবরজনা, সেই আবরজনা দুর করে জনতাকে সুখী করার জন্য, শান্তিপ্রিয় উপায়ে দেশকে গড়ার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীর নিকট অনুরোধ রাখছি। (রেড লাইট)

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, ইওর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—আমি শেষ করছি স্যার। সময় সকলেরই পাওয়া দরকার, কাজেই আমার দুঃখ নাই। আমি বেশী কথা বলব না। মাত্র দুই মিনিট স্যার। ইলেকট্রিসিটি সম্পর্কে মাননীয় স্পীকার স্যার আমি একটা ঘটনা সম্পর্কে বলতে চাই। ধর্মনগর সহরাঞ্চলে বিরাট একটা বিপ্লব, বিরাট একটা অসন্তোষ এই ইলেকটিসিটিকে কেন্দ্র করে চলেছে, তারই একটা নিদর্শন এখানে আমি তুলে ধরছি। আমি একজন এম, এল, এ নির্বাচনের সময় আমি যখন ব্যস্ত ছিলাম; তখন আমাকে বলা হল আমার ইলেকট্রিক লাইন কেটে দেওয়া হবে। কারণ আমার বিল দেওয়া হয় নাই। আমার কাছে যে চিঠি দেওয়া হল, তার নমুনা হচ্ছে—

"F. No. 3

Electric Supply Department,

Government of Tripura (Dharmanagar),

Ref No............ .....dt. 23.5,72.

To

Shri Binoy Bhusan Banerjee,

Dear Sir,

It appears from the account that the following bills have not been paid by you thought the due date has expired long ago. I shall be highly obliged if you kindly clear up your dues within seven days from the receipt of this notice, otherwise I shall be obliged to discontinue the supply of electricity to your premises under the Indian Electricity Act. The details of the bill given overleaf.

Yours faithfully,

etc etc.

ডিটেলস অব দি বিলে লেখা আছে —মান্থ অব জুন এণ্ড জুলাই ১৯৭০ সনের বিলের নোটিশ পেয়েছি মাননীয় স্পীকার স্যার ১৯৭২ তে। সেখানে জুনের বিল নাম্বার হচ্ছে ৭২৩ আর জুলাইর বিল নাম্বার হচ্ছে ৯৯২। জুনের বিলের পয়সা হচ্ছে ৭.৭ পয়সা আর জুলাই'র বিলের পয়সা হচ্ছে ৬,৬৬ পয়সা। আমি দেখাচ্ছি স্যার এই রসিদ আমি যে বিল পেমেণ্ট করেছি সেটার একটা হচ্ছে ২৩।৯।৭০ আরেকটা বিল পেমেণ্ট করেছি ২৬।৯।৭০তে। এই বিল পেমেণ্টের পরেও ১৯৭০তে যে আমি ক্লীয়ার করেছি তার রসিদ আমার কাছে আছে, তারপরও আমার কাছে নোটিশ গেল যে আমার লাইন কেটে দেওয়া হবে, জানি না এখন কি অবস্থায় আছে, আমার বাড়ীতে লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে কিনা আমি জানি না, আজকে এই অব্যবস্থা শুধু আমার ক্ষেত্রেই নয়, বহু লোকের তাই সেখানে বিরাট একটা বিদ্রোহ হয়েছিল, আমি তারপর মিটিং করে বলেছি আমি সেটা দেখব, কাজেই আজকে আপনার মাধ্যমে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আবেদন রাখব, এই টাকা কোথায় গেল, ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেণ্টের যে ১৯৭০ সালের এ্যাকাউণ্ট সেই এ্যাকাউণ্টের টাকা কোথায় গেল যার জন্য আজকে ১৯৭২ সাল, এই দীর্ঘকাল যাবত কোন এ্যাকাউণ্ট পাওয়া যাচ্ছে না, টাকার হিসাব নাই বিরাট একটা টাকা কারচুপি হয়ে গেল। আজকে আমাদের এই যে স্লিপগুলি কি ব্ল্যাঙ্ক পেপার, যার কোন হিসাব নাই? তাই আমি আবেদন রাখছি এর যেন একটা তদন্ত হয়, আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখছি এর প্রতিকারের জন্য।

শ্রীকালিপদ বানার্জী:—এনকোয়েরী হউক।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বিল এনেছেন, অনেকগুলি বিল—২৭, ২৮, ৪১, ২৫, ৩৯, ২৬, ৪০, আমি এই ডিমাণ্ডগুলি সমর্থন করছি এবং এর উপর যে কাট মোশান এসেছে, জিতেন্দ্র লাল মহাশয়ের, তার আমি বিরোধীতা করছি। এই

ডিমাণ্ড সমর্থন করছি, তার কারণ ত্রিপুরায় তার প্রয়োজন ভিত্তিতে এবং সামর্থের ভিত্তিতে এই টাকা রাখা হয়েছে। এই সাতটি ডিমাণ্ডের মধ্যে প্রচুর টাকা, এই টাকা দেখে সত্যই আমরা আনন্দিত ত্রিপুরাতে এবার অনেক টাকা খরচ করতে চলেছে ত্রিপুরার রাস্তা, ইরিগেশন, নেভিগেশন, ইলিকট্রি সিটি, অনেক কিছু হতে যাচ্ছে, হয়তো ত্রিপুরার, একটা নুতন রূপ আমরা দেখব, সেই ভরসা নিয়ে এই আনন্দে এই ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন জানাচ্ছি। তবে একটা কথা না বলে আমি পারছি না, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা বিরাট পুস্তক সিড্যুল অব পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট, এখানে কোটি কোটি টাকার বাজেট আছে, আমি স্তম্ভিত হচ্ছি দেখে যে আমার একটা কন্‌ষ্টিটিউয়েন্সী আছে, আমি যে কন্‌ষ্টউয়েন্সী থেকে পাশ হয়ে এসেছি, প্রায় ১১ হাজার ভোটার, লোক সংখ্যা অনেক বেশী আছে, কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেলাম যেখানে কোটি কোটি টাকা পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের বাজেট থেকে খরচ হচ্ছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনি দেখুন আমার এই বিরাট কন্‌ষ্টিউয়েন্সীতে মাত্র ২৪ হাজার টাকারএকটা কাজ ধরা আছে। সেই ২৪ হাজার টাকার মধ্যে এই কাজটা আরম্ভ হয়েছে আজ প্রায় চার বছর আগে, এবং এই কাজটা চার বছরের পেণ্ডিং কাজ ছিল বলেই এটা ধরা হয়েছে। পেণ্ডিং যদি না থাকত, তাহলে এই পি, ডব্লিও, ডি'র এষ্টিমেটে ধরতেন কি না জানি না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিলাশপুর কন্‌ষ্টিটিউয়েন্সীর মধ্যে শুধু নয়, এর আশে পাশের কথা বলতে গিয়ে, কৈলাশহর বিভাগের কথা বলতে হয়। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে নর্থ ডিষ্ট্রিক্টের কথা বলতে হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই যে বিরাট নর্থ ডিষ্ট্রিক্ট এই ডিষ্ট্রীক্টের মধ্যে যে টাকা ধরা হয়েছে, সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম এবং অন্য ডিষ্ট্রিক্টের তুলনায় সামান্য বলে আমি মনে করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে বিরাট পুস্তক, তার মধ্যে নর্থ ডিষ্ট্রিক্টের জন্য যে টাকা ধরা হয়েছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। আপনি হয়ত বইটা পড়লে দেখবেন যে কৈলা-শহর সাবডিবিশানে যেখানে একটা বিরাট মনু নদী আছে সেই নদীর দুই পাশ দিয়ে প্রত্যেক বছর বন্যা হয় এবং বন্যাতে বহু হাজার হাজার জমি প্লাবিত হয়। ত্রিপুরার প্রত্যেক লোকের এটা সুবিদিত আছে যে এখানে প্রত্যেক বছর বন্যায় হাজার হাজার বিঘা জমি প্লাবিত হয় এবং সেখানে কৃষকদের দুর্দশার সীমা থাকে না। অথচ সরকার এই কৈলাসহরের বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে অর্থ বরাদ্দ করেছেন সেটা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। আর একটা জিনিষ আছে যে লিফট ইরিগেশন সম্পর্কে বহু টাকা এখানে ধরা হয়েছে। কিন্তু আমি জেনারেল ডিস্কাশনে বলেছিলাম যে কৈলাশহর বিভাগে হাজার হাজার বিঘা জমি আছে এবং বেশী জলের সুযোগ সুবিধাও আছে, ইলেকট্রিসিটির সুযোগও আছে। এমন অবস্থায় কুমারঘাট থেকে আরম্ভ করে কৈলাসহর পর্য্যন্ত কুমারঘাট, সোনাইমুড়ি, দুল্লাই, বৌনগর, তিলকপুর, উত্তরে বাংলাদেশ পর্য্যন্ত অনেকগুলি মাঠ আছে এবং সেখানে হাজার হাজার বিঘা জমি আছে। লিফট ইরিগেশন

এই নদীর পাশ দিয়ে বাঁধ ভাল হবে। এখন হতে হতে আমার দেশের মানুষ শেষ হয়ে যাবে। এই সত্তর মিঞার হাওর; সেখানে বাঁধ দিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে বহুদিন পর্যন্ত। শুনছি আগে নাকি সেখানে কিছু টাকা খরচ হয়েছিল। কিন্তু আমাদের অফিসার আর একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারদের পরীক্ষা নিরীক্ষার ঠেলায় আমরা যে কৃষক মানুষ, তারা তো গাড়ী চড়ে আসবে যাবে, কিন্তু আমাদের কৃষকদের কথা কিছুই ভাবনা চিন্তা করবেন না। আমি আর একটা প্রমান দিতে পারি। সেটা হচ্ছে গত নির্বাচনের পর থেকে রাস্তা সম্পর্কে পি, ডবলিউ ডিকে আমি বলে রাখছি। ভগবান নগর থেকে গুড়াই বাড়ী, দৌড়িছড়া পর্যন্ত। আপনি হয়ত জানেন স্যার, হয়ত দেখেছেন যে এখানে প্রচুর লোক বসবাস করছে। কিন্তু রাস্তার অসুবিধার জন্য তারা মালপত্র বাজারে নিয়ে আসতে পারে না। মুটে খরচ দিয়ে বাজারে মাল আনলেও মালের দর অনেক বেশী পড়ে যায়। এই কথা আমি অনেকদিন আগে বলেছি। কিন্তু ডিপার্টমেন্ট থেকে এর কোন খোঁজ খবর রাখতে চান না। কিন্তু খোঁজ খবর রাখেন কখন? যখন ঐ একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার বা অফিসারদের বাড়ীতে যখন গাড়ী নেওয়ার প্রয়োজন হয়, ইলেকট্রিসিটি নেওয়ার প্রয়োজন হয় তখন। যেখানে গ্রামের সকল মানুষের প্রয়োজনের জন্য নিতে পারে না সেখানে একজন মাত্র ব্যক্তির প্রয়োজনে সরকারী খরচে এক মাইল দেড় মাইল লাইন টেনে সেখানে তার বাড়ীতে ইলেকট্রিসিটি দেওয়া হয়। এই হচ্ছে ত্রিপুরার পি, ডবলিও, ডি, এর ইঞ্জিনিয়ারদের অবস্থা। গ্রামের মানুষ যখন চাইবে ইলিকট্রিসিটি দাও, গ্রামের মানুষ যখন চাইবে রাস্তা দাও তখন হবে না। আর একটা মার্সি ল্যাণ্ড আছে। ঐগুলির জন্য তারা লোন নিতে পারে না। কারণ ঐগুলি সরকারের খাস জমি। কিন্তু যদি বলা যায় নালা কেটে দাও এবং নালা কেটে জলটা বের করে দিলে সরকারের জায়গাটাই উন্নত হতে পারে, এহেন অবস্থায় সেখানে কান দেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না। যখন কোন বড় লোকের বাড়ীতে লাইন এনে দেওয়ার প্রয়োজন হয়, তখন মার্চ মাসের ২৫ তারিখে টাকা স্যাংশান হয়ে কাজ হয়ে যায়। আর আমার গ্রামের মানুষ যখন চায় তখন কিছু হয় না। আর একটা হচ্ছে ওভার সীয়ার। এটা আবার আর একটা গ্যারাকল। কন্ট্রাক্টর কাজ করার পর তাকে দিয়ে সই না করালে নাকি সে বিল পাবে না। ওভারসীয়ার যদি বলে কাজ হয়েছে তা হলেই বিল পাবে। আর গ্রামের মানুষ যদি বলে না হয়নি কাজ, তাতে কোন কাজ হবে না। ওভারসীয়ার সার্টিফিকেট দিলেই হবে। স্কুলের একটা কাজ আড়াই হাজার টাকার কণ্ট্রাক্ট নিয়ে ওভারসীয়ার কাজ করায়। এখন গ্রামের মানুষ যখন বলছে যে আড়াই হাজার টাকার কাজ হয়নি কিন্তু ওভারসীয়ার যখন বলবে কাজ হয়েছে তখন অ্যালাউড। আর যারা আমাকে ভোট দিয়ে এখানে পাঠালো তারা যে বললো, সেই কথার কোন মূল্য নাই। এই হচ্ছে সরকারের পূর্ত বিভাগের কাজ। কি বলব স্যার বলতে বলতে বড় দুঃখের ব্যাপার। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের কর্মচারী যারা আছে তারা যদি ঠিকমত কাজকর্ম করে তা হলে তারা

কিছু জল পাবে, রাস্তা কিছু পাবে, সবগুলি না হলেও কিছু কিছু পাবে। কাজেই বলছি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, টাকা বহু ধরা হয়েছে। এটাও আমি বলে রাখছি যে আমার বেলায় টাকা নাই। এটাও আমি বলছি টাকা যা ধরেছেন এই টাকা যদি খরচ হয়ে যায় তাহলে ত্রিপুরার এক বছরে চেহারা বদলে যাবে। কিন্তু এটা হবে কিনা জানি না। কারণ মন্ত্রী মহোদয়েরা যে সমস্ত কর্মচারী আনছেন দপ্তরের মধ্যে এরা যদি কাজ করে, আমার বিশ্বাস হয় স্যার, তা হলে কিছু হবে। আর তা যদি না হয় যেভাবে চলছে ২৫ বছর পর্যন্ত সেই ভাবে যদি চলে কিছু হবে। সেই অনুরোধ আমি রাখছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে যে এখানে মাইনর ইরিগেশন আছে, পূর্ত বিভাগ আছে, বহু কিছু আছে এর মধ্যে। কাজেই আমি সমস্ত মন্ত্রীদের বলি যে কর্মচারীদের বুঝিয়ে সুজিয়ে বলবেন। এখন তো আবার বেশী বলতে গেলে স্ট্রাইক করবে। এই আর একটা বিপদ। তবে আমি স্ট্রাইক সম্বন্ধে বলতে চাই যে যদি কোন সরকারী কর্মচারী কাজ না করে স্ট্রাইকের দিকে মন দেয় তা হলে ত্রিপুরার জনসাধারণ তাদের রেহাই দিবে না। এই কথা আমি বলে যাই। যদি কোন কর্মচারী কাজ না করে তা হলে সেই কর্মচারীদের ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হবে।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 3 P. M. on Thursday the 6th July, 1972. To-day's undisposed will be carrried over.

—:—*—:—

Unstarred Question No. 7.

By—Shri Abhiram Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Transport Department be pleased to state—

QUESTION.

১) ত্রিপুরায় নিম্নলিখিত Motor Vehicles-এর কোনটার সংখ্যা কত :—

ক) Truck খ) Taxi গ) Jeep ঘ) Bus ঙ) Tractor চ) Trailor ছ) Private Car জ) Van ঝ) Motor Cycle and ঞ) Scooter ;

২) বাংলা দেশের কোন Vehicle কি ত্রিপুরায় আছে, থাকিলে তার সংখ্যা ?

ANSWER.

১) ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত Vehicles এর সংখ্যা দেওয়া গেল :—

১) ট্রাক—১৭৯৪টা, ২) টেক্সি—২৪০টা, (Ambassador) ৩) টেক্সি (জিপ) ৪৫৭০টা, ৪) বাস—২৫৮টা, ৫) ট্রাক্টর—৪১টা, ৬) ট্রেইলর—৩৫৩, ৭) প্রাইভেট কার—১২৭১টা, ৮) ভেন—৭৫টা, ৯) মোটর সাইকেল—২১৬টা, ১০) স্কুটার—১৬০টা

২) হঁ্যা ৬টা মাত্র, (বাংলা দেশের গাড়ীর বিবরণ এতদ্ সংলগ্ন তালিকায় দেওয়া হইল)

বাংলা দেশের গাড়ীর অবস্থা

উত্তর ত্রিপুরা জিলা :—

ধর্মনগর থানা—৩ থানা :— পুলিশ বাগনায় (ভারত) পরিত্যক্ত দুইটি বেওয়ারিশ উইলিস্ জীপ গাড়ী ১২।৫।৭১ ইং তারিখ বাজেয়াপ্ত করিয়া লয়। গাড়ীগুলি সম্পূর্ণ অকেজো। ৬-৪-৭২ ইং তারিখে সামরিক বাহিনী একটি মাজদা মিনিবাস বাগবাসায় বাজেয়াপ্ত করিয়া পুলিশের হেফাজতে রাখিয়াছে। ইহা এখন ভারতীয় সৈন্যের তদন্তাধীনে আছে।

কমলপুর থানা :— ৬-৫-৭১ ইং তারিখে কমলপুর পুলিশ একটি Fiat গাড়ী (ব্যক্তিগত) বাজেয়াপ্ত করিয়াছে। উক্ত গাড়ীর মালিক ছামাই চা বাগানের এসিঃ মেডিকেল অফিসার শ্রী এইচ, এস, এস, হাজারিকা মালিক গাড়ীটির দাবী করিয়াছেন যথাযথ অনুসন্ধানান্তে গাড়ীটি মালিকের হাতে অর্পন করা হইবে।

পশ্চিম ত্রিপুরা :—

কোতয়ালী থানা :— ২৫-২-৭২ ইং তারিখে বেওয়ারিশ সম্পত্তি হিসাবে হরিগঙ্গা বসাক রোড আগরতলা হইতে একটি "মাজদা গাড়ী" বাজেয়াপ্ত করিয়া লয়। ইহা এখন পুলিশের তদন্তাধীনে আছে ও গাড়ীটিকে শুল্ক বিভাগের হাতে তুলিয়া দেওয়া হইবে।

যাত্রাপুর থানা :— ১৭-৪-৭২ ইং তারিখে পুলিশ বিরামপুরে একটি বেওয়ারিশ "ভেকস ওয়াগন গাড়ী" বাজেয়াপ্ত করে ইহা এখন পুলিশের তদন্তাধীন আছে।

Unstarred Question : 219

By—Shri Anil Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to state—

১) ১৯৬৭ সন থেকে ১৯৭২ এর ৩১শে মার্চ পর্য্যন্ত ত্রিপুরা সরকার যে সব গেজেটেড অফিসারকে Ambassador, Fiat, Motor Cycle, Scooter কেনার জন্য সরকারী কোটা থেকে পারমিট ও ঋণ মঞ্জুর করছেন তাদের নাম, পদ ও ঠিকানা ;

২) ঐ সকল যানবাহন তারা ক্রয় করেছেন কি না ;

৩) যদি কেউ ক্রয় না করে থাকেন তাদের নাম ও ঠিকানা ?

ANSWER.

১) সরকার হইতে পারমিট ও ঋণ মঞ্জুরীকৃত গেজেটেড অফিসারগণের নাম, পদ ও ঠিকানা

সঙ্গীয় 'ক' তালিকায় দেওয়া গেল।

২) কিছু সংখ্যক অফিসার ক্রয় করেন নাই ;

৩) তাহাদের নাম ও ঠিকানা সঙ্গীয় 'খ' তালিকায় দেওয়া গেল।

"ক" তালিকা

১। শ্রী ইউ, এন, শর্মা,	পূর্বতন চীপ কমিশনার, ত্রিপুরা
২। " এইচ, এস, দুবে,	পূর্ব্বতন চীপ সেক্রেটারী, "
৩। " ডি, কে, ভট্টাচার্য্য,	" " কমিশনার "
৪। " আই, পি, গুপ্তা,	" " সেক্রেটারী "
৫। " এ, দত্ত,	জুডিসিয়াল " "
৬। " জে, ডি, ফিলমন ডস্,	পূর্ব্বতন ফিনান্স সেক্রেটারী "
৭। " জে, এম, লিঙ্গো,	পূর্বতন ডেভেলাপমেন্ট কমিশনার "
৮। " এস্, বি, কে, দেববর্মা	" আণ্ডার সেক্রেটারী "
৯। " ও, পি, ভূটানী,	পূর্বতন আই, জি, পি, "
১০। " পি, পি, বিশ্বাস,	পূর্বতন এস, পি (সি, আই, ডি) "
১১। " কে, পি, চক্রবর্ত্তী,	পূর্ব্বতন অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি "
১২। " এ, কে, ভট্টাচার্য্য,	আণ্ডার সেক্রেটারী (ল) "
১৩। " আর, বদ্রিনাথ,	পূর্ব্বতন ডি, এম, (দক্ষিণ) "
১৪। " এম, কে, সিনহা,	লেবার অফিসার "
১৫। " এ, কে, সেন,	পূর্ব্বতন প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনীয়ার "
১৬। " এ, কে, দাসগুপ্ত,	এস, ই, এডিশনাল সার্কেল "
১৭। " এন, সচ্চিদানন্দ,	" " "
১৮। " এস, কে, ভট্টাচার্য্য,	এস, ই, সেকেণ্ড সার্কেল
১৯। " আর, সি, ব্যানার্জ্জি,	পূর্ব্বতন ই, ই, আগরতলা ডিভিশন নং ৪
২০। " জি, ডব্লিও, ওয়াধীয়ানী,	ই, ই, আগরতলা ডিভিশান নং ১
২১। " বি, ভট্টাচার্য্য,	ই, ই, ইলেক্ট্রিকেল ডিভিশান, আগরতলা
২২। " এ, কে, পাল,	এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার ইনভেষ্টিগেশন ডিভিশান, আগরতলা।
২৩। " এস, এন মালিক,	এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার নর্দান ডিভিশন, ধর্মনগর।

২৪। „ এম, এইচ, গোপালকৃষ্ণ, „ „ এম, আই, ডিভিশন, আগরতলা
২৫। „ এ, আর, এস মূর্ত্তি, „ „ ইনভেষ্টিগেশন ডিভিশন, „
২৬। „ চিরঞ্জিত সিং, „ „ ইলেক্‌ট্রিকেল ডিভিশন—২, „
২৭। „ ইউ, ডি. এস, ত্যাগি, এস, ডব্লিও, পি, ই, অফিস আগরতলা
২৮। „ জি, এস, নারায়ণ, ই, ই, এম, আই, ডিভিশন নং—১ উদয়পুর
২৯। „ আর, অর্ধনারী, এস, ডব্লিও, পি, ই, অফিস, আগরতলা
৩০। „ এন, কে, শর্মা, এস, ই, গোমতী প্রজেক্ট সার্কেল, আগরতলা
৩১। „ এস, গনেশন, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার সাদার্ণ ডিভিশন, উদয়পুর
৩২। „ এস, জি, বাল, সুব্রামনিয়ম „ „ অমরপুর ডিভিশন
৩৩। „ পি, এল, চাটার্জি, „ „ আগরতলা ডিভিশন নং—২
৩৪। „ সি, আর ভট্টাচার্য্য, „ „ ইলেক্‌ট্রিকেল ডিভিশন নং—১
৩৫। „ আর, এস, মাথুর, এসিঃ ইঞ্জিনীয়ার, ইনভেষ্টিগেশন ডিভিশন আগরতলা
৩৬। „ সি, আর, দে, „ „ সাবডিভিশন—২, আগরতলা
৩৭। „ এস, আর, শর্মা, „ „ „ „
৩৮। „ টি, এম, সুরী „ „ „ „
৩৯। „ ডি, এস, পাল, ই, ই, আগরতলা ডিভিশন নং ২
৪০। „ এস; এন, দাসগুপ্ত, এসিঃ, ইঞ্জিনীয়ার সাব ডিভিশন—২
৪১। „ কে, জে, এস, পট্টনায়ক, টি, এসিঃ পি, ই, অফিস, আগরতলা
৪২। „ টি, আই, জেটানী, এসিঃ ইঞ্জিনীয়ার সার্ভে সাবডিভিশন, অমরপুর
৪৩। „ ও, পি, ভুগাল, „ „ উদয়পুর সাব ডিভিশন—১
৪৪। „ জি, বি, ভেরজনধনী এসিঃ ইঞ্জিনীয়ার, সাব্রুম সাব ডিভিশন
৪৫। „ জে, আর, ব্যানার্জ্জী „ „ হসপিটাল „
৪৬। „ এম, এস, টুলানী „ „ আম্বাসা ডিভিশন
৪৭। „ ডি, আর, দত্ত এসিঃ ইঞ্জিনীয়ার সি সাব ডিভিশন—৩, আগরতলা
৪৮। „ আর, এস, আজওয়ানী এসিঃ „ এম আই, ডিভিশন, „
৪৯। „ ডি, এস, গায়েকওয়াদ „ „ শান্তির বাজার সাব ডিভিশন,
৫০। „ এম, এস, পুরানিক „ „ গোমতী প্রোজেক্ট,
৫১। „ তুলসী রাণী ভজরাম „ „ ইনভেষ্টিগেশন ডিভিশন, আগরতলা
৫২। „ ডি, এস, নিধু „ „ এ, ই, এস, ডি, ও, „
৫৩। „ কে, সি, ভাওয়াল এসিঃ ইঞ্জিনীয়ার বি, সাব ডিভিশন, „

৫৪। শ্রী এম, সি, জেনেজা ,, ,, ধর্মনগর ইলেক্‌ট্রিকেল সাব ডিভিশন
৫৫। ,, পি, এল, গাঙ্গুলী এসিঃ ইঞ্জিনীয়ার পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিঃ
৫৬। ,, পি, সি, শর্মা ,, ,, সি, আই, সাব ডিভিশন, আগরতলা
৫৭। ,, জি, এন, শর্মা এসিঃ আর্কিটেক্ট, পি, ই, অফিস, আগরতলা।
৫৮। ,, টি, কে, নাথ আর ই, ই, আগরতলা।
৫৯। ,, টি, পি, ভেটস্ ,, ,,
৬০। ,, ডি, কে, বসু, এসিঃ ইঞ্জিনীয়ার, ইঞ্জিনীয়ারীং কলেজ, জিরাণীয়া।
৬১। ,, আর, অর্ধনারী এস, ডব্লিও, পি, ই, অফিস, আগরতলা।
৬২। ,, এস, মুখার্জ্জী এসঃ ইঞ্জিনীয়ার, আগরতলা ১নং সাবডিভিশন।
৬৩। ,, জে, এম, লাল, ,, ই, সি, সাবডিভিসন, আগরতলা।
৬৪। ,, এস. কে কর, ,, সি—৪ সাবডিভিসন, ,,
৬৫। ,, এস্, ডি, কালকার্ণি ,, গোমতী প্রজেক্ট ,,
৬৬। ,, আর, সি, গোজ ,, পি, ই অফিস, ,,
৬৭। আর, সি, চক্রবর্ত্তী ,, তেলিয়ামুড়া ,,
৬৮। ,, বি, এস. বাজাজ ,, খোয়াই সাবডিভিসন
৬৯। ,, ডি, এন, ভিরমানী ,, ইনভেষ্টিগেসন ডিভিসন আগরতলা।
৭০। ,, এস এস, নানারাগ ,, সাবডিভিসন-২, উদয়পুর।
৭১। ,, এইচ, হানি মনতন ,, অম্পি সাবডিভিসন অম্পি।
৭২। ,, আই, আর, সাকুজা ,, কুমারঘাট ,,
৭৩। ,, এম, এস্, রেকয়া ,, পি, এ, টু এস, ই (ইলেকট্রিকেল), আগরতলা
৭৪। ,, হরিদাস রায় ,, ধর্মনগর সাবডিভিসন
৭৫। ,, জে, এস, জাদার ,, মনু সাবডিভিসন
৭৬। ,, এ, কে, মাতল ,, এ, এস, ডব্লিউ, পি, ই, অফিস।
৭৭। ,, এন, এস, চান্দওয়ানী ,, ই, ই, আগরতলা-১ ডিভিসন।
৭৮। ,, এস্, বি ভাটনগর, ,, এসি, ইঞ্জিনীয়ার, টি, এ, টু, পি, ই, আগরতলা
৭৯। ,, এম, এল, কালিয়া ,, এ, এস, ডব্লিও, পি, ই, অফিস।
৮০। ,, এ, কে, সেন গুপ্ত ,, বিলোনীয়া সাবডিভিসন
৮১। ,, এইচ, সি ধাওয়ান ,, ইনভেষ্টিগেশন সাবডিভিসন, উদয়পুর।
৮২। ,, আর, সি, গিলহোত্রা ,, পি, এ, টু, এস, এস, ডব্লিও আগরতলা।
৮৩। এ, বি, এল, গুপ্ত ,, সি-২, সাবডিভিসন, আগরতলা।

৮৪। শ্রী এল, কে, ওয়াজানিক ,, এস, ডি, ও, (এম) ,,
৮৫। ,, পি. রায় এসিঃ ইঞ্জিনীয়ার, পি, এ, টু এস, ই, আগরতলা।
৮৬। ,, আর, ডি, গডবেল ,, ,, এ. এস, ডব্লিও গোমতী প্রজেক্ট।
৮৭। ,, এন, কে, দত্ত ই. ই, আগরতলা ডিভিসান নং ২
৮৮। ,, এম, এন, আপ্পটি, এসিঃ ইঞ্জিনীয়ার, পি, এ টু এস, ই, আগরতলা।
৮৯। ,, এন, দাস গুপ্ত ,, ,, ,,
৯০। ,, বি, এন, সরকার, সুপারিনটেনডেণ্ট অব প্রেস ,,
৯১। ,, এস্ দেব রায়, এসিঃ রেজিষ্টার অব কো-অপারেটিভ ,,
৯২। ,, এন, এন, চৌধুরী ,, ,, ,,
৯৩। পি, কে দেব বর্মন সেক্রেটারী, ত্রিপুরা লেজিস্লেটিভ এ্যাসেম্বলী
৯৪। ,, কল্যাণ কুমার চন্দ, এসিঃ ডিষ্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত অফিসার আগরতলা।
৯৫। ,, এন, সি, ভট্টাচার্য্য কনসারভেটর অব ফরেষ্ট ত্রিপুরা।
৯৬। ,, এ, কে, ঘোষ, ডেপুটী কনজারভেটর অব ফরেষ্ট।
৯৭। ,, এম্, কে, সরকার ,, ,, ,, তেলিয়ামুড়া
৯৮। ,, আর, এন, চক্রবর্ত্তী ,, ,, ,, আগরতলা।
৯৯। ,, এস, কে মুখার্জি, ডিভিসানেল ফরেষ্ট অফিসার, আম্বাসা
১০০। ,, অশোক নাথ ডি, এম, (পশ্চিম) ত্রিপুরা, আগরতলা।
১০১। ,, এ, টি দত্ত, ডেপুটি কালেক্টর, ,,
১০২। ,, বি, এন, ভট্টাচার্য্য, সাব ডেপুটি কালেক্টর ,,
১০৩। ,, এস, কে, গাঙ্গুলী ডেপুটি কালেক্টার, ,,
১০৪। ,, ডি, কে, রায় এসি. ডিরেক্টর, পোলট্রি, ,,
১০৫। ,, গুরুপদ সাউ ডেপুটি ডিরেক্টর পাবলিক রিলেশন এণ্ড টুরিজম, আগরতলা।
১০৬। ,, এ, কে, লোধ, ভূতপুর্ব্ব সেটেলমেণ্ট অফিসার
১০৭। ,, এল, এম, নাহা এসিঃ ,, ,,
১০৮। ,, জে, বি, সিন্‌হা ,, ,, ,,
১০৯। ,, এস, কে, দে ,, ,, ,,
১১০। ,, আর শঙ্কর নারায়ণ, ডিরেক্টার অব সেটেলমেণ্ট এণ্ড লেণ্ড রেকর্ড।
১১১। ,, আর, এন, গাঙ্গুলী, ডেপুটি ডাইরেক্টর (প্লেণ্ট প্রোটেকশন) আগরতলা
১১২। ,, পি, রায়, প্লেণ্ট প্রোটেকশন অফিসার আগরতলা

১১৩। শ্রী এন, আর, ভট্টাচার্য্য, প্লেন্ট ব্রীডার, এগ্রিঃ ডিপার্টমেণ্ট আগরতলা
১১৪। ,, এল, এম, পাল, ষ্টেটিসটিসিয়ান ,, ,,
১১৫। ,, এ, কে, দেববর্মা ইনচার্জ ই, ই ,, ,,
১১৬। ,, এ, বি, ভৌমিক, সুপারিনটেণ্ডেণ্ট অব এগ্রিকালচার
১১৭। ,, এইচ, ডি, নাইথানি, ভূতপূর্ব্ব ডিরেক্টর ,,
১১৮। ” বি, আর,, ভেঙ্কটরাম, ,, ,,
১১৯। ,, পি, কে, সেন মজুমদার, ডিরেক্টর একাউণ্টস, কাম এডমিনিসট্রেটিভ অফিসার।
১২০। ,, জে, এল, সাহা, সিনিয়ার ষ্টেটিষ্টিকস্ অফিসার, আগরতলা।
১২১। ,, সত্যরঞ্জন চৌধুরী, ,, ,,
১২২। ,, সুকুমার বামুনী, প্রফেসর, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, বড়জলা।
১২৩। ,, পি, জি, দত্ত, ইন্সপেক্টর অব স্কুলস, সদর বি, আগরতলা।
১২৪। ,, সুখদেব চক্রবর্ত্তী, এসিঃ প্রফেসর, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ, বড়জলা।
১২৫। ,,জলধর মল্লিক, লেকচারার, এম, বি, বি, কলেজ, আগরতলা।
১২৬। ,, অতুল রঞ্জন দত্ত লেকচারার পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট, নরসিংগড়।
১২৭। শ্রীমতি শিলা শর্মা, ,, ওমেন্স কলেজ, আগরতলা।
১২৮। শ্রীরণজিৎ রায়, লেকচারার পলিটেকনিক, নরসিংগড়
১২৯। ,, হরিপদ ভৌমিক, হেড্মাষ্টার, অরুন্ধতিনগর
১৩০। ,, এস, সি, জৈন, হিন্দি এডুকেশান অফিসার, আগরতলা
১৩১। শ্রীমতি বিভারাণী মজুমদার, হেড,মিসট্রেস, বি, জে গার্ল স্কুল, আগরতলা
১৩২। শ্রীহীরেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, সিনিয়র লেকচারার, বেসিক ট্রেনিং কলেজ ,,
১৩৩। ,, সুখময় ঘোষ ,, ,, বি, বি, বি, ইভিনিং কলেজ ”
১৩৪। ,, বি, বি, ভট্টাচার্য্য, লেকচারার পলিটেকনিক, নরসিংগড়।
১৩৫। শ্রীমতি রত্না দাস, কিউরেটর গভঃ মিউজিয়াম, আগরতলা
১৩৬। শ্রী আর, পি, যাদব, লেকচারার বি, বি, ইভিনিং কলেজ, আগরতলা
১৩৭। শ্রীবেনুকৃষ্ণ মজুমদার, সিঃ লেকচারার, বি, টি, কলেজ,. আগরতলা
১৩৮। শ্রীসুবোধ কুমার মজুমদার সিনিয়র লেকচারার এম, বি, বি, কলেজ, আগরতলা
১৩৯। শ্রী এস, কে, চৌধুরী, প্রিন্সিপাল, এম, বি, বি, কলেজ আগরতলা
১৪০। শ্রী এম, এল, দাসগুপ্ত, ,, ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ ,,
১৪১। শ্রীপি, ভি, নায়ার, সিনিয়ার লেকচারার এম, বি, কলেজ ,,
১৪২। শ্রীঅসিম রঞ্জন দত্ত, ,, ,, ,,

১৪৩। শ্রী ধর্মনাথ গুপ্ত. লেকচারার এম, বি, বি, কলেজ,
১৪৪। „ রণজিত লোধ লেকচারার ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ
১৪৫। এ, কে, ভট্টাচার্য্য „ „
১৪৬। „ কামনা ভট্টাচার্য্য হেড লাইব্রেরীয়ান „
১৪৭। „ গরব দেওনারায়ন ঝা, লেকচারার বি, টি, কলেজ. আগরতলা
১৪৮। „ এম, দাস প্রফেসর, ত্রিপুরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
১৪৯। „ বিমল কুমার চন্দ সিনিয়ার লেকচারার ওমেন্স কলেজ, আগরতলা
১৫০। „ নৃপেন্দ্র কিশোর পাল, হেড মাষ্টার বীরেন্দ্রনগর এইচ, এস, স্কুল জিরাণীয়া
১৫১। „ কে, পি, রায়, সিনিয়র লেকচারার, এম, বি, বি, কলেজ
১৫২। „ মানস কুমার দেববর্ম্মা লেকচারার „
১৫৩। „ তারক চন্দ্র সাহা „ „
১৫৪। „ এস দত্ত গাইডেন্স অধিকার, আগরতলা
১৫৫। „ সুবোধ চন্দ্র বণিক লেকচারার, এম, বি, বি, কলেজ আগরতলা
১৫৬। „ মহেন্দ্র প্রতাপ সিনহা „ বি, টি, কলেজ „
১৫৭। „ মৃণাল জ্যোতী পুরকায়স্থ „ এম, বি, বি, কলেজ „
১৫৮। „ রমেন্দ্র সুন্দর মান „ „ „
১৫৯। „ এইচ, কে, রায় চৌধুরী „ „ „
১৬০। „ বি, দেব রায় „ ত্রিপুরা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ
১৬১। „ এম, বি সাহা „ „
১৬২। „ এ, আইচ „ ওমেন্স কলেজ, আগরতলা
১৬৩। „ সি, কুণ্ডু হেড মাষ্টার, আনন্দনগর হাই স্কুল।
১৬৪। শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য ইন্সপেক্টর অব স্কুলস. বিলোনীয়া
১৬৫। „ চণ্ডীদাস বিশ্বাস কাউন্সিলার এডুকেশানেল ও ভকেশনাল গাইডেন্স, আগরতলা।
১৬৬। „ কান্তিময় ঘোষ লেকচারার, পলিটেকনিক, নরসিংগড়
১৬৭। „ অহিন্দ্র কুমার চক্রবর্ত্তী লেকচারার বি, বি, ইভিনিং স্কুল, আগরতলা
১৬৮। „ ভোলানাথ রায় সিনিয়র „ বি, বি বেসিক ট্রেনিং কলেজ „
১৬৯। „ ললিত মোহন মুখার্জি সিনিয়র „ এম, বি, বি, কলেজ „
১৭০। „ ডাঃ এস, কে, দত্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ভি, এম/জি, বি হসপিটাল
১৭১। „ এস, কে, বিশ্বাস ফিজিসিয়ান „

১৭২।	শ্রী এস, কে, দে	ডেন্টিস ”
১৭৩।	” ডি, আর, নন্দী	সি, স্পেশালিষ্ট ”
১৭৪।	” আর দত্ত	সুপারিন্টেন্ডেণ্ট ”
১৭৫।	” বি, সি, আরোরা	এম, ও, (টিবি) ”
১৭৬।	” আই, ডি, কুণ্ডু	সি, এ, এস—১ কুলাই
১৭৭।	” এন, দেববর্মা	এম, ও (টিবি) ভি, এম, হসপিটাল
১৭৮।	” পি, দাস,	জি, ডি –২ মোহনপুর
১৭৯।	” পি, সি, দাসগুপ্ত	ফিজিসিয়ান, ভি, এম/জি, বি, ”
১৮০।	” এস, আর, চৌধুরী	ম্যালেরিয়া মেডিকেল অফিসার, আগরতলা
১৮১।	” বিকাশ রায়	জি, ডি, ও—২ ভি, এম,/জি, বি, হস্‌পিটাল
১৮২।	শ্রী এস, পি, মজুমদার	” বিলোনীয়া
১৮৩।	শ্রী এন্, এস্, রায় চৌধুরী	জি, ডি, ও—১ ভি, এম,/জি, বি, ”
১৮৪।	শ্রী এম, এল, বোস	জি, ডি, ও—২ হেল্‌থ ডিপার্টমেণ্ট ”
১৮৫।	শ্রী ইউ, আর, গাঙ্গুলী	রেডিওলজিষ্ট, ভি, এম/জি. বি, ”
১৮৬।	শ্রী এস, আর, দাসগুপ্ত	এস্, এম, ও, কৈলাসহর
১৮৭।	শ্রী এস, কে, ভট্টাচার্য্য	জি, ডি, ও—২ ভি, এম/জি, বি, ”
১৮৮।	শ্রী এ, কে, বিশ্বাস	
১৮৯।	শ্রী এম, কে, ভৌমিক	
১৯০।	শ্রী এ, এম, মজুমদার	ফিজিসিয়ান ”
১৯১।	ডাঃ কে, ডি, সোম	আর, এন, ও কৈলাসহর
১৯২।	শ্রী এস, এন, ওয়াদ্দাদার	এস, ডি, এম, ও, ধর্মনগর
১৯৩।	শ্রী এ, কে, চাটার্জী	এম, ও, তেলিয়ামুড়া
১৯৪।	শ্রী এ, সি, তরফদার	জি, ডি, ও—১ হেলথ ডাইরেকটরেট
১৯৫।	শ্রী এস, কে, দে	জি, ডি, ও—২ ভি, এম, হস্‌পিটাল
১৯৬।	শ্রী সি, ভট্টাচার্য্য	এম, ও, ”
১৯৭।	শ্রী এস, বি, দত্ত	জি, ডি, ও—২ জি, বি, ”
১৯৮।	শ্রী এন, সি, কর	
১৯৯।	শ্রী ডি, এন, চৌধুরী	
২০০।	শ্রী এস, সি, সোম	” ধর্মনগর ”
২০১।	মিস্ নিহার কণা দে	জি, ডি, ও—১ ভি, এম, হসপিটাল

২০২ ।	শ্রী এ, বি, সাহা	জি, ডি, ও—২ এয়ারপোর্ট ডিসপেনসারী
২০৩।	শ্রী এম, এস, রাউথ	সার্জ্জন জি, বি, হস্পিটাল
২০৪ ।	শ্রী এ, কে, দে,	জি, ডি, ও—২ ভি, এম, হসপিটাল
২০৫ ।	শ্রী পি, কে, লাহিড়ী	„ জি, বি, „
২০৬।	এস, কে, দে	ডেন্টিষ্ট „
২০৭ ।	শ্রী এস, বি, রায় চৌধুরী	ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেণ্ট জি, বি, হসপিটাল
২০৮।	শ্রী এন, আর, মজুমদার	ষ্টেট হোমিওপ্যাথ
২০৯ ।	শ্রী বি, আর, পাল চৌধুর	জি, ডি, ও—২ ভি, এম/জি, বি, „
২১০ ।	শ্রী এস, সি, শীল	„ জি, বি, „
২১১ ।	শ্রী এম, এল, সাহা	স্পেশালিষ্ট
২১২ ।	শ্রী আর, এন, বণিক	ডেপুটি সুপারিন্টেনডেণ্ট ভি, এম/জি, বি, „
২১৩।	শ্রী বাবুল দেব রায়	জি, বি, ও—২ ভি. এম, হসপিটাল
২১৪ ।	শ্রী পি কে, রাম কৃষ্ণান	„ জি, বি, „
২১৫ ।	শ্রী পি, কে, রায়	এম, ও, মোহনপুর
২১৬ ।	শ্রী ইউ, এন, রায়	এম, ও, বিশালগড
২১৭।	অলকা ভৌমিক	জি, ডি, ও—২ জি, বি, হসপিটাল
২১৮।	শ্রী কৃষ্ণ মোহন	সার্জ্জেন „ „
২১৯।	„ ডাঃ উৎপল ভট্টাচার্য্য	ডেন্টিষ্ট জি, বি, হাসপাতাল
২২০ ।	শ্রী বি, কে, মুখার্জ্জী	আই, জি, পি, ত্রিপুরা
২২১ ।	„ পি, এস, ভাওয়া	এস, পি, পশ্চিম ত্রিপুরা।
২২২ ।	” ওয়াই, আর, ধারিয়া	এস, পি, উত্তর ত্রিপুরা
২২৩।	„ জি, সি, রায়	এ, সি, কমাণ্ডেণ্ট
২২৪ ।	„ এ, আর, ভট্টাচার্য্য	ইন্সপেক্টর
২২৫ ।	” কে, এম, ঘোষ	ইন্সপেক্টার
২২৬।	„ আর, ইসলাল	ঐ
২২৭।	„ এইচ, পি, মজুমদার	ডি, এস, পি,
২২৮।	„ এস, কে, চাটার্জ্জী	ঐ
২২৯।	„ এ, ভট্টাচার্য্য	ঐ
২৩০।	„ ইন্দু সোম	ইন্সপেক্টর
২৩১।	„ আর পি গুপ্ত	ঐ

২৩২।	শ্রী এন, সি, বন্দোপাধ্যায়	ওয়ার্কস ম্যানাজার
২৩৩।	শ্রী এন, এন, মুখার্জী	ই ও ত্রিপুরা খাদী ও গ্রামীন শিল্প বোর্ড
২৩৪।	শ্রী বি, বি, কে, দেববর্মণ	ইন্সপেক্টর ও রেটস এণ্ড মেজার্স
২৩৫।	শ্রী সি, আর, দাস	এ সি ডাইরেক্টর ইণ্ডাষ্ট্রিজ
২৩৬।	শ্রী বি, কে, মজুমদার	কমিউনিটি প্রজেক্ট অফিসার
২৩৭।	শ্রী এ, আর, মুখার্জ্জী	সুপা: অব সেরিকালচার অরগানাইজার
২৩৮।	শ্রী এ, টি, দত্ত	অরগানাইজার, ইণ্ডাষ্ট্রিজ
২৩৯।	শ্রী কে, বি, পাল চৌধুরী	ষ্টেটিস অফিসার ইণ্ডাষ্ট্রিজ
২৪০।	শ্রী আর, পি, সেনগুপ্ত	ডিরেক্টার গ্রামীন ও হস্ত শিল্প

'খ' তালিকা

১।	শ্রী এম, কে, সিন্‌হা	
২।	শ্রী গুরুপদ সাউ	ডেপুটি ডিরেক্টার পাবলিক রিলেশন এণ্ড টোরিজম।
৩।	শ্রী জে, বি, সিন্‌হা	এসিঃ সেটেলমেণ্ট অফিসার
৪।	শ্রী এ, বি, ভৌমিক	সুপারিনটেনডেণ্ট অব এগ্রিকালচার
৫।	শ্রী বিভারাণী মজুমদার	হেড মিসট্রেস, বি, জে, গার্লস স্কুল
৬।	শ্রী পি, ভি, নায়ার	সিঃ লেকচারার এম, বি, বি, স্কুল আগরতলা
৭।	অমিতাভ আইচ	লেকচারার ওমেন্স কলেজ
৮।	শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য	ইন্সপেক্টার অব স্কুল
৯।	শ্রী চণ্ডিদাস বিশ্বাস	কাউন্সিলার, ভোকেশনাল গাইডস অফিস, আগরতলা
১০।	শ্রী কান্তিময় ঘোষ	লেকচারার পলিটেকনিক, নরসিংগড়
১১।	শ্রী ভোলানাথ রায়	সিঃ লেকচারার, বেসিক ট্রেনিং কলেজ
১২।	শ্রী নৃপেন্দ্র কিশোর পাল	হেড মাষ্টার বিরেন্দ্রনগর এইচ, এস, স্কুল, জিরানীয়া
১৩।	শ্রী ডাঃ উৎপল ভট্টাচার্য্য	ডেণ্টিষ্ট জি, বি, হসপিটাল
১৪।	শ্রী এইচ, পি, মজুমদার	ডি, এস, পি,
১৫।	শ্রী এস, কে, চাটার্জ্জী	„
১৬।	শ্রী এ, ভট্টাচার্য্য	„
১৭।	শ্রী ইন্দু সোম	ইন্সপেক্টর
১৮।	শ্রী আর, পি, গুপ্তা	

১৯। শ্রী এন. এন, মুখার্জ্জী, একজিকিউটিভ অফিসার, ত্রিপুরা খাদি ও গ্রামীন শিল্প উদ্যোগ বোর্ড
২০। শ্রী বি, বি, কে, দেববর্ম্মণ, চীপ ইন্সপেক্টর, মাপ ও ওজন
২১। শ্রী এন্, সি, বন্দোপাধ্যায়, ওয়ার্কস্ ম্যানাজার, উদয়পুর

Unstarred Question No. 498·

By :—Shri Sudhanwa Deb Barma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to state :—

১) ত্রিপুরা Apex Co-operative Societyর পক্ষ থেকে শ্রী অমিয় রঞ্জন দাস গত ১৩-৬-৬৭ তে উক্ত সোসাইটির কতিপয় কর্মকর্তা ও কর্ম্মচারীর বিরুদ্ধে কি কোন মামলা দায়ের করেছেন ;

২) যদি দায়ের করে থাকেন তাহলে আসামীদের নাম কি ?

৩) আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ?

ANSWER.

১) ত্রিপুরা Apex Co-operative Society নামে কোন সমিতি নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।